C O N T E N T S

TUESDAY AUGUST 25, 1998

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly House Agartala on Tuesday the 25th August, 1998 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker, The Chief Minister, the Deputy Speaker, 16 Ministers and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি

MATTER RAISED BY MEMBERS

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) :— স্যার, আপনি আপনার কার্যসূচীতে যাবার আগে আমি একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, গত তিনদিন ধরে আমরা দেখছি, আমাদের প্রশ্নগুলি শেষ দিকে থাকছে। এটা কি করে হবে ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন (আগরতলা) :— এটাও এক ধরনের রিগিং। বিরোধীদের বলার কোন সুযোগ নেই ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— আমরা অনেক আগে প্রশ্ন দেওয়ার পরও দেখা গেল আমাদের প্রশ্নের নাম্বার শেষ দিকে পড়ছে। এতে আমরা কোন প্রশ্ন করারই সুযোগ পাচ্ছি না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্যদের বলব, আপনারা সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে প্রসেস্ জেনে নিন ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— প্রসেস্ আবার কি ? প্রশ্ন আগে করা হয়েছে, নাম্বার আগে পড়বে। আপনারা যে কোন নিয়মতো করতে পারবেন না ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : - এটা কিভাবে এন্ট্রি হয় আপনারা একটু সেক্রেটারীর কাছে জেনে নিন। তবে যদি কোন মডিফিকেশানের প্রসেস্ থাকে, তাহলে আমি দেখব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার এটা এড়িয়ে যাবার প্রসেস্।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— কি প্রসেসে এটা হচ্ছে, সেটা সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে জেনে নিতে আমি আবার মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদীপককুমার রায় (বড়জলা) :— এটা এই বিধানসভায়, প্রথম নজীর। আর কোন দিন এমন হয় নি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এটা দেখা হবে। আপনারা বসুন।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) : — স্যার, আমার স্পষ্ট মনে আছে ২১ তারিখে এ ব্যাপারে শ্যামাবাবু আপনাকে বলেছিলেন উনি সবার আগে প্রশ্ন দিয়েও শেষে নাম্বার পড়েছে। আপনি তখনও বলেছিলেন, দেখবেন। তাহলে ২৪ তারিখ কি দেখলেন ? কিংবা আজ কি দেখেছেন ?

মিঃ স্পীকার :— আমি তো বলেছি দেখা যাবে। বিজনেস শেষ হবার পর দেখা যাবে। এখন বিজনেস চলতে দিন।

MATTER RAISED BY MEMBER

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— এই রকম ভাবেই প্রশ্নগুলি সেট হয়েছে, যাতে আমাদের কোন প্রশ্ন না উঠে।

মিঃ স্পীকার :— এটা কি অর্ডারে হয়েছে তা দেখা হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— আজকে তাহলে, আধ ঘন্টা করে ভাগ করে দিন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— নো নো। তা হয় না। এটা হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। নাম্বারিং হয়েছে। সেই মতেই দেওয়া হয়েছে। তবে আমি বলছি, বিষয়টি আমি দেখব। তারপরও যদি আপনাদের সন্দেহ থাকে আমি দেখব। যাঁরা আগে দিয়েছেন সেই ভাবেই হচ্ছে। তারপরও যদি কোন ব্যতিক্রম হয়ে থাকে তাহলে আমি নিশ্চয়ই দেখব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমরা ট্রেজারী বেঞ্চ, অপোজিশান বেঞ্চ এবং ডেপুটি স্পীকার হাউসের স্বার্থে এবং রাজ্যের স্বার্থে উন্নয়ন মূলক আলোচনা এবং গঠন-মূলক আলোচনা ও সমালোচনা করি। এই গঠন-মূলক আলোচনা এবং সমালোচনাগুলি লক্ষ লক্ষ রাজ্যবাসীর কাছে পেঁৗছে দেয় সংবাদপত্রগুলি। তারাও পার্ট এ্যান্ড পারসেল অব দ্য হাউস। আমরা এখানে মাত্র কয়েক জন এই বক্তব্যগুলি শুনি। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট এই হাউসের খবর তারাই পেঁৗছে দেয়। সুতরাং তাদের স্বার্থে একটা কোয়েশ্চান ৪১২ নং কোয়েশ্চান যেটার প্রশ্ন কর্ত্তা মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, এই প্রশ্নটি দিয়েই শুরু হোক আজকের প্রশ্নোত্তর পর্ব।

মিঃ স্পীকার :— এটা হয় না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে ভাবে আছে এটা ঠিকই আছে। যদি কোন গোলমাল হয়ে থাকে আপনিতো বলেছেন আপনি দেখবেন। সদস্যদের অধিকার হরণ করার অধিকার কারোর নেই।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি বিরোধী দলনেতা সমীর বাবুকে অনুরোধ করছি উনার দলের সদস্যদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার জন্য।

(গন্ডগোল)

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা এখানে প্রশ্ন তুলেছেন যে উনাদের দেওয়া প্রশ্নগুলি পেছনে চলে যাচ্ছে এবং শাসক দলের বিধায়কদের প্রশ্নগুলি পরে দেওয়া সত্ত্বেও আগে চলে আসছে। এটার কি প্রসিডিউর আছে আমি জানি না। এখানে আপনি বলেছেন যে সচিবের সাথে কথা বলতে, কিন্তু মাননীয় সদস্য মহোদয়রা চাইছেন আপনার সাথে কথা বলতে। আপনি বলেছেন যে বিষয়টি আপনি দেখবেন। তারপর তো আর কোন কথা চলে না।

(গন্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমরা মাত্র একটা কোয়েশ্চান বলেছি

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আগের প্রশ্ন বাদ দিয়ে মাঝখান থেকে আরম্ভ করতে উনি বলেছেন এটা কি করে হয় ? পদ্ধতি মেনেই বিধানসভা চলছে এবং চলবে। এখানে কারো মর্জি মাফিক চলবে না।

(গন্ডগোল)

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— এখানে অগণতান্ত্রিক ভাবে সব চলবে এটা হবে না।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি আপনারা বসুন। এই ভাবে হতে পারে না, এই ভাবে হাউস চালান যায় না।

(গন্ডগোল)

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— স্যার, এখানে আমাদের অনেক গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্ন আছে আপনি দয়া করে কোয়েশ্চান আওয়ার চালু করুন।

MATTER RAISED BY MEMBER

(গন্ডগোল)

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছামনু) :— আমি অনারেবল স্পীকার এবং হাউস অব দি লিডারের কাছে একটি প্রস্তাব দিচ্ছি যে, হৈ-চৈ করে সময় নষ্ট না করে যে ভাবে আছে ঠিক সে ভাবে হোক। কিন্তু পাবলিক ইন্টারেষ্টে সকলে প্রথম আমরা যে জিনিষটার জন্য অপেক্ষা করি সেটা হচ্ছে পত্রিকা। এই পত্রিকার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের স্বার্থটা বারে বারে চেষ্টা করা হয় কিন্তু পিছনে চলে যায়। একেবারে শেষ দিকে এটা কনসিডার করতে পারেন কিনা এটা মাননীয় স্পীকারের বিবেচনার প্রশ্ন। আমার মনে হয় সব দিক থেকে বিবেচনা করে ৫/১০ মিনিট আগে শেষ হওয়ার ৪১২ নাম্বার যদি কনসিডারেশনে আনেন এটা আমার প্রপোজ্যাল তাহলে আমার মনে হয় ভাল। এটা আমার অনুরোধ লিডার অব দি হাউসের কাছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোন আপত্তি নেই। সাংবাদিক বন্ধুরা যখন আমার সাথে প্রথম কথা বলেন চীফ মিনিষ্টারের দায়িত্ব নেবার পর উনাদের আমি বলেছি জিজ্ঞাসা করে দেখুন উনাদের যে, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আপনাদের বাচোয়া কমিশনের এওয়ার্ডের কি হলো ? তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আই, সি, এ, টি, ডিপার্টমেন্ট থেকে, লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে বাচোয়া কমিশনের রিপোর্ট সামনে রেখে মিটিং ডাকা হয়েছে কিন্তু মালিকরা মিটিং এ যান নি, তিনবার মিটিং ডাকা হয়েছে কিন্তু উনারা যান নি। উনারা যখন আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে আমি জিজ্ঞাসা করেছি কত টাকা বেতন পাও তোমরা এই পয়সায় চলে নাকি ? চলে না। যদি এই বিষয়গুলি তোমরা তোমাদের মালিক বন্ধুদের কাছে নিয়ে যাও, মালিক বন্ধুরা যখন আমার সাথে কথা বলতে এসেছেন তাদের এডভারটাইজমেন্ট রেট চেইঞ্জ করার জন্য ৪ জনের প্রতিনিধি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন আমাদের বাড়ীতে গিয়েছেন। সে দিন আমি দিল্লীতে চলে যাব বলেছি আসুন এখনই কথা বলে যাব আমি তাদের বলেছি ভাই আপনাদের তো বাড়ছে ২/৪ পয়সা, ৮ (আট) অনা হলেও বাড়ছে কিন্তু এটা কি ব্যাপার যে ছেলেগুলি আপনাদের এখানে কাজ করছে এই বয়সী ছেলে আপনাদেরও আছে এই পয়সায় কি তাদের চলে এরা তো পরিবার চালায়, তাদের কিছু দিতে পারেন না. আপনারা একটু পয়সা বাড়াতে পারেন না ? আমাদের থাড লেফট ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট তো মিটিং ডেকেছিলেন আপনারা তো আসেন নি আপনাদের তো অসুবিধা থাকতে পারে, আপনাদের তো সমস্যা থাকতেই পারে কারণ এখানে যারা পত্রিকা চালান তারা তো আনন্দ বাজার পত্রিকা, ষ্ট্যাইট্রমেন, টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি পত্রিকার মত এত বড় নয়। আমরা জানি আমাদের ছোট রাজ্য, মালিকদেরও পরিবার চালাতে

হয়, মালিকদেরও কষ্ট আমি জানি। আমি একটা পার্টি করি, আমরা একটা পত্রিকা চালাই কি করে চালাতে হয় দেখছি তো। কিন্তু এই রকম জায়গায় ন্যায্য যে পাওয়া তা দেওয়া অনেকের কঠিন হতে পারে কিন্তু এটা তো দেওয়া দরকার কেন তারা পাবেন না আমিও বিরোধিতা করছি। এই প্রশ্নে তো বিরোধিদের বিরোধের কোন অবকাশ থাকে না। আমরা সবাই মিলে এক হয়ে আমি বলেছি এখানে প্রসিডিউর মেনে হাউস চলবে মাননীয় স্পীকার ঠিক করবেন তিনি অথরিটি, আমরা সবাই উনাকে চেয়ারে বসিয়েছি। কাজেই এত উত্তেজিত হওয়ার কোন কারণ নেই। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মাননীয় স্পীকার কোয়েশ্চান আগে ডাকবেন ইট ইজ আপ টু হিম হি ইজ দি ফুল অথরিটি অব দি হাউস। এনাদার পয়েন্ট হচ্ছে আমরা যদি সবাই একমত হই তাহলে বাচোয়াত কমিশনের উপর রেফারেন্স এনে আমরা সবাই আলোচনা করি এবং এই হাউস থেকে মালিকদের ডেকে বলি কেন আপনারা এদের রিলেভেন্ট করছেন না আর ইউ এগ্রি?

মিঃ স্পীকার ঃ— রেফারেন্স আনুন আমি এডমিট করে দেব।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরও যদি মনে করেন দিস ইজ মাই হাম্বল সাবমিশান আপনি যদি মনে করেন সব বাদ দিয়ে এই প্রশ্নটা আলোচনা করবেন আই হ্যাভ নো অবজেকশান।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, লিডার অব দি হাউস যখন বলেছেন তাহলে শেষে ৫/১০ মিনিটই রাখুন।

মিঃ স্পীকার ঃ— না, না, আপনাদের তো বলেছি আপনারা রেফারেন্স আনুন তাহলে বেশী সুযোগ পাবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : - তাহলে রেফারেন্স আনব স্যার, ।

মিঃ স্পীকার :— বলেছিতো আপনারা রেফারেন্স আনুন, তাহলে সময় পাবেন বেশী। আপনারা কালকেই রেফারেন্সটা আনুন। আপনাদের বলার স্কোপ আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— ঠিক আছে আমরা কালকে রেফারেন্স আনব।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, ঠিক আছে। মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর):— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের ডিড্ ফরমের সংখ্যা কত,

২। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যে যুবক বেকারদের জন্য ডিড্ ফরমের মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয়,

৩। যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে ১৯৯৫ ইং হইতে ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত মোট কতজন বেকারকে ডিড্ ফরমের মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয়েছে ? (এস টি, এস, সি এবং অন্যান্য কতজন আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ত দপ্তরের অধীনে ডিড্ ফরমের সংখ্যা ১৪,৪০২টি।

২। হ্যাঁ।

৩ মোট ২৩,২৮০ জনকে, তার মধ্যে এস, টি ৭৭৪৫ জন, এস, সি ৩১০২ জন ও অন্যান্য ১২,৩৯৩ জন।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্য সরকার তার কোন্ কোন্ দপ্তর থেকে ডিড্ ফরমের মাধ্যমে কাজ দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ বৎসরে ২০ হাজার টাকা করে ৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত কয়টি ডিড্ ফরমের কাজ পাবার কথা। এই ৫ বৎসরে কয়টি ডিড্ ফরমকে ইতিমধ্যে ৮০ হাজার টাকার কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে ? তৃতীয়তঃ বৎসরে ২০ হাজার টাকা করে যে ডিড্ ফরমের কাজ দেওয়ার কথা সেটাকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত করে কাজ দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন্ দপ্তরে কাজ দিচ্ছে এবং ৮০ হাজার টাকা করে কতজন পেয়েছেন এই তথ্য এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিতে পারব। আমি এখানে যে তথ্য পরিবেশন করেছি তা মূলতঃ পি. ডব্লিউ, দপ্তরের যারা এই কাজ করেছেন তাদের কথা বলা হয়েছে। এটা ঠিক যেসমস্ত দপ্তরগুলি সরকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সবাই সরকারের যে অনুসৃত নীতি তার মাধ্যমে কাজ দিচ্ছেন। সেটা আমরা নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখব। এছাড়া ডিড্ ফরমের কাজ করতে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু লোক ডিড্ ফরমের যে সুযোগ সেটাকে গ্রহণ করতে শুরু করেছে, বিভিন্নভাবে সেগুলিকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। আমরা এটাও পর্যালোচনা করছি এবং

এগ্‌লি বন্ধ করার জন্য বিশেষ করে গ্রামের দিকে যারা ডিড্ ফরমে কাজ করছেন তারা যাতে কাজ পেতে পারেন, সেগ্‌লি সব সামনে রেখে আবার নতুন করে নীতি প্রণয়ন করার কথা আমরা চিন্তা ভাবনা করছি এবং আমরা আশা করছি সহসা করতে পারব।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— স্যার, আমার আর একটা প্রশ্ন ছিল ২০ হাজার টাকাকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হবে কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা যখন আমরা নতুন করে নীতি প্রণয়ন করার চিন্তা করছি তখন আমরা এই ব্যাপারে চিন্তা করব।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা :— স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে কিছ্‌ এস, টি এবং এস. সি যারা ডিড্ ফরমে কাজ করছেন, তাদের বিরাট একটা অংশের ডিড্ ফরমের যে কাগজ, এইরকম কিছ্‌ কন্ট্রাক্‌দের কাছে জমা হয়ে আছে। এবং এইটা বাই প্রসিডিওর যেভাবে হয় সিনিয়রিটির লিস্ট অন্‌যায়ী, সেইভাবে এটা করা হয়না ঠিক এইভাবেই একটা অংশের কন্‌স্ট্রাক্‌টর এই রকম এস টি এবং এস সির গরীব য্‌বকদের ডিড্ ফরমে'র কাগজ নিজের কাছে মজ্‌ত করে এইভাবে স্‌যোগ স্‌বিধা নিচ্ছেন, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন বা বলার চেষ্টা করেছেন আমি সেটা বলছি। হ্যাঁ, এই রকম কিছ্‌ ঘটনা আছে এবং সেটা শ্‌ধ্‌ এস, টির ডিড্ নিয়ে হচ্ছে না, অন্যান্য অংশের যে সমস্ত ডিড্ বাকী আছে তাদেরটাও এরকম করার চেষ্টা করছেন। বিশেষ করে আগরতলা শহরে কিছ্‌ প্রতিষ্ঠিত কন্‌স্ট্রাক্‌টর এটা করছেন, তাদের পকেটে এই রকম ১৫, ২০টা ডিড্ আছে। ডিড্ করার জন্য যা নিয়ম ছিল তা হচ্ছে এই রকম যে, এডিউকেশন কোয়ালিফিকেশন্, এটা হলে পরে হয় সেখানে এই রকম একটা প্রতিষ্ঠিত কন্‌স্ট্রাক্‌টর এই তিন জনকে সামনে রেখে একটা নতুন ডিড্ করে ডিডে্‌র মাধ্যমে কাজ দাবী করে নেয়, এটা খ্‌বই কঠিন না। আমাদের এখানে যে পদ্ধতি আছে তাতে এটা বন্ধ করার কোন স্‌যোগ নেই। বিশেষ করে এস, টিদের ক্ষেত্রে শ্‌ধ্‌ ডিড্ যারা করছেন তাদের সম্পর্কে যেটা বলেছেন সেটা থাকতে পারে। আমরা সেটা খোঁজ করে দেখব এরকম হচ্ছে কিনা। কিন্তু ট্রাইবেলদের ইন্‌ডিভিজ্‌য়্যালি আমরা সেখানে কাজ দিচ্ছি এবং প্রত্যেকটা ডিভিশনের মধ্যে আর্থিক বছরে কত টাকা থাকবে এটা নির্দিষ্ট করা আছে এবং আমরা সেই ভাবে তাদেরকে কাজ দিচ্ছি।

শ্রী রতনলাল নাথ :—স্যার, ডিডের মাধ্যমে যে কাজ দেওয়া হয় তাতে যতগুলি ডিড্ আছে এক একজন দালালের কাছে এই ডিড্ ফরমের মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ নেওয়ার জন্য একটা চক্র জমে উঠেছে। এই চক্রগুলির এক একজন প্রায় ৭০ থেকে ৮০টা করে ডিড্ রেখে দিয়ে তারা বেকার যুবকদের জন্য কাজের সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে বেকার যুবকরা এইটা সম্পর্কে বলেছেন যে, এই চক্রগুলি এই ডিড্ গুলির মাধ্যমে টাইম টু টাইম কাজ আদায় করে নিচ্ছেন এবং সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী সিভিল অ্যাডমিনিষ্টেশন থেকে ক্রস চেক করানোর কথা। এই ব্যাপারে এই চক্রকে ধরার জন্য কয়টা কেসে ক্রস চেকিং করানো হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, এই বিধানসভার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যে ভিজিল্যান্স করার কথা ছিল সেই ভিজিল্যান্স কতটুকু হয়েছে এবং কয়টা কেসে ভিজিল্যান্স কার্যকরী করেছেন? ৩য়, হচ্ছে, যেসব ডিড্ করার মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয় সেটা কি দেখে দেখে শুধু রুলিং পার্টির লোকেরাই পাচ্ছেন না কি অপজিশানও কিছু কাজ পাচ্ছেন, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেও বলেছি যে এই রকম কিছু কিছু অভিযোগ আছে, কিছু কিছু লোক এই সমস্ত ডিড, তৈরী করে তারা নিজেরা সমস্ত সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে। দপ্তর এগুলি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখছেন এবং এগুলি আমাদের নজরে এসেছে যার জন্য আমাদের এখানকার যে নীতি সেই নীতির কিছুটা পরিবর্তন করার কথা আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। এই ব্যাপারে যে নিয়ম সেটা হচ্ছে, যারা আগে জমা দেবে তারা সিনিয়রিটির ভিত্তিতে আগে পাবে এবং সেই অনুসারে সিনিয়রিটি অনুসারে যারা আগে জমা দিয়েছেন তারাই কাজ আগে পেয়েছেন বা পাচ্ছেন।

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, আমি এখানে আরও বলেছি যে, ক্রস চেক করানোর কথা যেটা আছে সেটাকে কতটুকু কার্য্যকরী করা হয়েছে জানাবেন কি? পূর্বতন পূর্তমন্ত্রী শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার বলেছিলেন যে এটা ভিজিলেন্স দিয়ে তদন্ত করাবেন। সেটা কতটুকু হয়েছে-এটাও জানতে চাই।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে এটা আমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখব। এখানে মাননীয় সদস্যর সঙ্গে আমরা একমত। কারণ এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু অভিযোগ রয়েছে এটা আমরা জানি। কাজেই এতে যে ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে সেগুলি কিভাবে সরানো যায় সেটা চিন্তা ভাবনা করছি। এটা এখনো আমরা গ্রহণ করিনি। সেজন্য আমি নির্দিষ্টভাবে কিছুই বলতে পারছি না। তবে এইগুলি আমাদের নজরের মধ্যে রয়েছে, আমরা এই সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছি।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত পাঁচ বছর ধরে যেসব বেকার যুবকরা ডিড্ ফরম করেছেন তারা অনেকেই কোন কাজ পাননি। ফলে তাদের মধ্যে অনেক রিসেন্টমেন্ট সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই তাদের যাতে কাজ দেওয়া যায় সেজন্য কাজের পরিমাণ বাড়ানো হবে কি না। এছাড়া অন্য যে সমস্ত দপ্তর রয়েছে মহকুমা স্তরে সে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কাজগুলিও যাতে সঠিকভাবে ডিড্ ফরমের মাধ্যমে করানো যায় সেজন্য মহকুমা স্তরে বা ডিস্ট্রিক্ট্ লেভেলে একটি মনিটরিং সেল গঠন করলে ভাল হবে। এখন যে এগ্জিকিউটিভ অফিস এবং সুপারিন্টেন্ডিং অফিসগুলি এটা কন্ট্রোল করছে তাতে সুযোগ সন্ধানী লেক সমস্ত সুযোগটা নিয়ে যাচ্ছে। ফলে মহকুমা স্তরে রেসেন্টমেন্ট তৈরী হচ্ছে বেকারদের মধ্যে। কাজেই এই মনিটরিং সেল গঠন করা হবে কি না এবং কাজের পরিমাণ বাড়ানো হবে কি না? যাতে করে অন্ততঃ দুই বছরের মধ্যে যারা ডিড্ ফরম করেছেন তাদের কাজ দেওয়া যায়। এই ব্যবস্থা করা হবে কি না?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সব কাজতো আর ডিড্ ফার্ম দিয়ে করানো যায় না। ছোট ছোট ওয়ার্ক যেমন মেইনটেন্যান্স ওয়ার্ক, অর্থ ওয়ার্ক এ ধরনের ছোট ছোট ওয়ার্ক করানো যায়। এবং সেগুলি যাতে আরো বাড়ানো যায় সেটা নিঃশ্চয়ই আমরা দেখব। তারপর মাননীয় যে কথাটা বলেছেন মনিটরিং সেল করার জন্য, সে সম্পর্কে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যাতে লোকস্তরে এই ধরনের একটা মনিটরিং সেল গঠন করা যায় কি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমিতাভ দত্ত।

শ্রী অমিতাভ দত্ত :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্মিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৫।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৫।

প্রশ্ন—১) :— ধর্মনগর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ কাজ কোন অর্থ বছরে শুরু হয়েছিল?
উত্তর :— ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে।
প্রশ্ন -২) :— এই প্রকল্প নির্মাণ কার্য্য কি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হয়েছে?
উত্তর :— না।
প্রশ্ন—৩) :— যদি শেষ না হয়ে থাকে, তার কারণগুলি কি কি?
উত্তর :— নিম্নলিখিত কারণ সমূহের জন্য ধর্মনগর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হয়নি।

ক) উক্ত প্ল্যান্টের কাজের জায়গায় যাওয়ার মূল রাস্তার উপর কাঠের সেতু সময় সময়

সংস্কারের অভাব।

খ) কিছুদিন পূর্বে প্রকৃতিক সম্পদের উপর সুপ্রীম কোর্টের এক বিশেষ নির্দেশ অনুসারে কাঠ ও স্টোন চিপস্ পর্যাপ্ত পরিমাণে না পাওয়ায় প্ল্যান্টের কাজের ব্যাঘাত ঘটে।

গ) যথা সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সিমেন্ট না থাকায় কাজের ব্যাঘাত ঘটে।

প্রশ্ন—৪) :— মানুষের বাড়ী বাড়ী জল পেঁছে দেওয়ার জন্য এই প্রকল্পটি কতদিনের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর :— ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পাইপ লাইনও জলাধার ইত্যাদির কাজ শেষ হলে পর বাড়ী বাড়ী জল পেঁছে দেওয়ার কাজ হাতে নেওয়া হবে।

শ্রী অমিতাভ দত্ত :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে এটার কাজ শুরু হলেও এই প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ১৯৮৪ ইং সনে। এবং যথারীতি দ্বিতীয় বামফ্রন্টের সময়ে কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু যে ঠিকাদার এই কাজ নেয় সে মারা যাওয়ায় ১৯৮৮-৯৩ সাল পর্যন্ত এটা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। ১৯৯৩ ইং সনে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এটার কাজ আবার হাতে নেওয়া হয়। এবং যথারীতি কাজ শুরু হয়। যে কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করা যায় নি সে কারণগুলি দূর করার জন্য দপ্তর কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সে উদ্যোগের ফলাফল কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার আমরা তো এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ শুরু করেছি ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে। বর্তমানে এই প্ল্যান্টের প্রায় ৮০-৯০ ভাগ কাজ প্রায় শেষ। বর্তমানে বর্ষার জন্য কাজগুলি করা যাচ্ছে না। বর্ষার পরে সেগুলি আবার করা হবে। আর যে সমস্ত অসুবিধাগুলি ছিল সেগুলি দূর করা হয়েছে। নদী নিরসনের ফলে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা রোধ করা সম্ভব হয়েছে। আমরা আশা করছি আগামী অর্থ বছরের মধ্যেই এই কাজটা শেষ করতে পারব।

শ্রী অমিতাভ দত্ত :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আজকেও প্রশ্ন পত্রের মধ্যে আছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ধর্মনগরে অবৈধ জলের লাইন বিভিন্ন বাড়ীতে প্রবেশ করছে। যদিও এই প্রবেশকারী-দের মধ্যে রয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কালীদাস দত্ত এবং রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় নাথের বাড়ীতেও এই অবৈধ লাইন প্রবেশ করেছে। এই বিষয়টার গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য বাস্তুকার সহ বাজেট অধিবেশনের পরে পরিদর্শনে যাবেন কিনা?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** স্যার, বাড়ী বাড়ী যেসমস্ত জলের লাইন কানেকশন দেওয়া

মানে এগুলি দপ্তর করে না। এগুলি যেমন আগরতলা মিউনিসিপ্যালটি বা নগর পঞ্চায়েতের মধ্যে তাদের যে নির্বাচিত কমিটি থাকে তারা এগুলি ঠিক করেন। এটা ঘটনা অন্য মহকুমা শহরে এই সমস্ত ঘটনা ঘটেনি। নোটিফায়েড যখন ছিল তখন এই ধরণের অনেকগুলি বেআইনী কানেকশান বা অনেক জায়গায় কিছু প্রভাবশালী লোক তারা চাপ সৃষ্টি করে এই সমস্ত বেআইনী কানেকশান তারা নিয়ে গেছে। আমরা কিছু দিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যানদের মিটিং ডেকেছিল সেখানে এই প্রসঙ্গটা এসেছিল। এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নগর পঞ্চায়েতকে অনুরোধ করা হয়েছে এই ধরনের বেআইনী কানেকশান যারা নিয়েছে বা এখনও এইসব করছে তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। আমরা এটা নিশ্চয় আশা করব এখন পঞ্চায়েত বেআইনী যেসমস্ত জলের কানেকশান আছে সেগুলি সম্পর্কে তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৯

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৯।

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক (১৯৯৮-৯৯) বছরে রাজ্যে কতটি পাকা সেতু নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন ?

২) খোয়াই নদীর উপর কল্যাণপুর এলাকায় পাকা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা বর্তমান অর্থ বছরে নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১) চলতি আর্থিক বছরে ১৪৯টি পাকা সেতুর কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

২) খোয়াই নদীর উপর কল্যাণপুরে পাকা সেতু নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, খোয়াই নদীর উপর কল্যাণপুরে পাকা সেতু নির্মাণ করা বিবেচনাধীন আছে। আমরাতো জানি গত বছর এই সেতু নির্মাণের জন্য ইঞ্জিনিয়াররা কল্যাণপুরে গিয়ে সাইড দেখে এসেছে এবং সেইভাবে কাজ চলছে। এখন নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলে সেটার সাইড সিলেকশন কোথায় হবে এবং ইষ্টিমেট সহ এই কাজগুলি কতটুকু অগ্রসর হয়েছে সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কিছু

জানা আছে কিনা ?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কল্যাণপুরে যে জায়গায় রাস্তা হওয়ার কথা সেটা ঘিলাতলির উত্তরে খোয়াই নদীর উপরে সেতু নির্মাণের জন্য চিন্তা করা হচ্ছে। যেখানে ব্রিজ নির্মাণ করা হবে সেখানে নদীর উভয় পার্শ্বে 500 মিটার পর্যন্ত জরিপের কাজ শেষ হয়েছে। সেটার ডিজাইন তৈরী করার জন্যও ডিজাইন সংগ্রহ করা আছে।

শ্রী সমীর দেব সরকার : — মিঃ স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী স্যার এই ব্যাপারটা আপনিও জানেন কল্যাণপুরের এর গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করার জন্য এই বিধানসভার গত পাঁচ বছরে বার বার বিষয়টা উত্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি সেখানে। সেখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের বসতি। এদিকে খোয়াই এদিকে তেলিয়ামুড়া। প্রায় 30 কি, মি, নদীটা পার হয়ে যাওয়ার মত কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। সে কথাটা চিন্তা করে বিশেষ করে মহারাণী, ঘিলাতলী আট দশটা গাঁও পঞ্চায়েতের কথা চিন্তা করে কাজ দ্রুত করবেন কিনা? এবং এই ব্যাপারে বিধানসভায় আশ্বস্ত করতে পারবেন কিনা?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, শুধু খোয়াই ঘিলাতলী কেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই ধরণের যেসব গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা দরকার আছে বিশেষ করে আগরতলা পাশে যেগুলি আছে সেগুলির কাজ আমরা হাতে নিয়েছি। এখানে অভয় নগরের কাটা খালের উপরে যোগেন্দ্র নগরে হাওড়া নদীর উপরে, খয়েরপুরে চৌদ্দ দেবতা বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় হাওড়া নদীর উপরে সালেমাতে ধলাই নদীর উপরে, ধর্মনগরে ঝুরি নদীর উপরে, ধর্মনগরে কাকড়ি নদীর উপর, কাঞ্চনপুরে আদিবাসী কলোনী ডেউ নদীর উপর, কাঠালিয়া কার্কাড় নদীর উপর সেতু, কাউয়া মারা সেখানে গোমতী নদীর উপর, নুতন বাজারে গোমতী, কাকড়া বনে গোমতী, এগুলি কোনটা কাজ শুরু হয়ে গেছে কোনটার জন্য আর্থিক মঞ্জুরী দেওয়া হয়ে গেছে। এছাড়া কল্যাণপুর এবং মহুরীপুর গোমতী নদীর উপরে এইগুলিও এই আর্থিক বছরের মধ্যে কাজ অর্থ মঞ্জুরী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা পর্যায়ক্রমে এই ধরণের কাকড়াবনের সেতুর নির্মাণ কাজ আমরা হাতে নিয়েছি ইতিমধ্যে সেখানে মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। আমরা এই ধরনের যতগুলি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করার ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে করার জন্য চেষ্টা করছি। আমাদের কাজ অনেকটা অগ্রসর হতে পেরেছি। আশা করছি আগামী দেড় বছরের মধ্যে আমরা কাজটা শেষ করতে পারব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পি নগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি একটা প্রশ্ন

এনেছিলাম এই প্রশ্নটা আসবে কিনা জানিনা অম্পি ছড়ায়. একটি ব্রিজ নির্মাণ করা হবে কিনা ? মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি তেলিয়ামুড়া এবং অমরপুর এই রাস্তায় প্রায় পাঁচটা ছড়া ও নদী পেরিয়ে যেতে হয়, এর মধ্যে সেখানে কোনটাই পাকা সেতু নেই। আমি সবটাই পাকা সেতু করার আশা করি না, সেই ফান্ড বোধহয় থাকবে না। কিন্তু একটাও হবে এটা বোধহয় উচিৎ হবে না। কাজেই ওখানে তুইদো ছড়া, জাম্বু ছড়া, এরপরে অম্পি ছড়া এরপরে আছে সোনাই ছড়া এরপরে আছে সেছুয়া, এইগুলি পাঁচ ছয়টা আছে এরপরে গোমতী ও আছে। গোমতী একটু ব্যয়বহুল। তাছাড়া পাকা সেতু মানেই খরচ বেশী হবে। কিন্তু অম্পিছড়াতে একটি রিভার বোট তৈরী হয়ে গেছে এবার গিয়ে দেখেছি সেখানে বিভিন্ন যানবাহন আটকে গেছে, ফোর্স'দের গাড়ী আটকে আছে, রেশন সেখানে আটকে আছে। এটা শুধু এবার নয় প্রতি বছর বর্ষাকালে এইগুলি হয়েছে। কাজেই আমি এখানে জানতে চাই অন্তত একটি হলেও এই আর্থিক বছরে সেই রাস্তার স্থায়ী সেতু নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ? এবং যদি না থাকে তার কারণ। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর রোডে পাঁকা তৈরী সেতু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ? আমি জানি এইটা ট্রাইবেল এরিয়া, ডিপ্রাইভ এরিয়া। এই বৈষম্যটা দূর করার দরকার। সেই জন্য এই রোডে পাঁকা সেতু নির্মাণ হবে কিনা ?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, তৈদু বা অমরপুর-তেলিয়ামুড়া রাস্তায় পাঁকা সেতু নির্মাণ করার জন্য মাননীয় বিধায়ক আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। আমরা ইতিমধ্যে এই সমস্ত রাস্তাগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি। বিশেষ করে দু'টু রাস্তা। এন, ই, সি, এবার যে ১০ পারসেন্ট টাকা দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার। তার মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইতি-মধ্যে পরিকল্পনা নিয়েছেন। তীর্থমুখ থেকে আরম্ভ করে অমরপুর হয়ে আপটু খোয়াই পর্য্যন্ত। আরেকটা হচ্ছে বগাফা আমবাসা হয়ে দাঙ্গাবাড়ী হয়ে কমলপুরের মানিক ভান্ডারের সঙ্গে রাস্তাটি যুক্ত করা। আমরা আশা করছি যদি এন, ই, সি, এবার টাকা বরাদ্দ করে, তবে করার সম্ভাবনা আছে, তা হলেই কাজটা শুরু করা যাবে। এই সমস্ত ব্রিজ এই রাস্তার উপরে যা আছে তা করব। তাছাড়া অম্পি নদীতে এতদিন যেটা ছিল ক্রসওয়েয়র মাধ্যমে চলাচল করত। বর্ষা হলে পরে অসুবিধা হয়ে যেত। আমরা ঠিক করেছি যদি অন্য কোথাও থেকে কোন আর্থিক সাহায্য নাও আসে আমরা দপ্তরকে বলেছি এটার ইস্টিমেইটস্ তৈরী করতে। অম্পি বিশেষ করে তৈদু এইগুলি পর্য্যায় ক্রমে যাতে আর, সি, সি, ব্রিজে কনভার্ট করা যায়। আমরা আশা করছি আগামী আর্থিক বছরের মধ্যে এই আর, সি, সি, ব্রিজগুলি আমাদের

বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করতে পারব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা যখন কোন কিছুর দাবী করি তখন নানা অজুহাত দেখানো হচ্ছে। প্ল্যানিং কমিশন যদি টাকা না দেয় তা হলে কি করে এই ১৪৯টা হবে ? প্ল্যানিং কমিশন টাকা দিচ্ছে, টাকা তো আর রাজ্যের সোর্স থেকে আসেনি। তাহলে শুধু অম্পি এবং তৈদুর বেলায় কেন প্ল্যানিং কমিশনের অজুহাত দেখানো হচ্ছে ? এই সব ট্রাইবেল এরিয়াতে দাবী করা হলে ওয়ার্লড ব্যাংক, দিল্লী থেকে টাকা আসলে পরে হবে এই সমস্ত অজুহাতগুলি কবে নাগাদ শেষ হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যে ভাবে উত্তেজিত হয়ে বলার চেষ্টা করেছেন, উত্তেজিত হওয়ার কোন কারণ নেই। যেটা ফ্যাক্ট যে কাজগুলি শুরু হয়েছে সেই কাজগুলির কথা এখানে আমরা বলেছি সেই কাজগুলি করব। আমি এখানে বলেছি যে যদি এন, ই, সি টাকা না দেয় তা হলে আমরা আগামী বৎসরের বাজেটের মধ্যে তা করব এবং ইতিমধ্যে আমরা ইস্টিমেইট্স তৈরীর কাজ শুরু করেছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— প্ল্যানিং কমিশন টাকা দিলে পরে করবে। রাজ্য সরকার কেন করবে না। কেন তাদেরকে বাদ দিয়ে এই পরিকল্পনাগুলি করা হচ্ছে ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী): — স্যার, দুর্গম অঞ্চলগুলি যাতে কাভার করা যায় তার মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

শ্রী বীরজিৎ সিনহা (কৈলাশহর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এন, ই, সি, আর, রোড কৈলাশহর, কমলপুর যোগাযোগের একটা রোড আছে এবং এই রাস্তার উপরে একটা ব্রিজ আছে যা কোটি কোটি টাকা খরচ করে করা হয়েছে কামরাঙ্গা-বাড়ীতে। এই ব্রিজের পশ্চিম পাড়ে ইন্ডাস্ট্রিজ দপ্তর পারমিশান নিয়ে ব্রীকফিল্ড করা হয়েছে। ব্রীক ফিল্ডের মাটি গর্ত করতে করতে নদীর গতিপথ ঐ দিকে চলে যাবেই আমি এবারও তা দেখে এসেছি। যার ফলে ব্রিজটা আকেজো হয়ে যাবে। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রীক ফিল্ডের পেছনের যে এলাকাটা আছে এটা হচ্ছে ইনসারজেন্সি এলাকা। এই

ব্রিজটা গতবারে যে বন্যা হয়েছে তাতে ভেঙ্গে পড়েছে। এটা সারাই করা যাবেনা। আমরা ইতিমধ্যে ইস্টিমেইট্স তৈরী করেছি প্রায় ৮৬ লক্ষ টাকা লাগবে। এবার এন, ই, সি, তারা টাকা দিতে রাজি আছে।

শ্রী বীরজিৎ সিনহা :— স্যার, আমার প্রশ্ন এটা নয়, কামরাঙ্গাবাড়ীর উপর যে ব্রিজ আছে সেটার কথা বলছি।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ঠিক আছে, আমি এটা দেখব।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অমরপুর তেলিয়ামুড়া রাস্তায় অম্পিছড়ার উপর এবং রাঙ্গামাটির উপর ব্রিজ আছে সেই ব্রিজ দু'টির এমন অবস্থা যে অনেকবার গাড়ী অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। পাশাপাশি গোমতী নদীর উপর দালাক বাজারের কাছে কাওয়ামারা ঘাটের উপর যে ব্রিজ তাও খুবই খারাপ অবস্থায় আছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাইছি, আগামী আর্থিক বছরে এই ব্রিজ দু'টি পাক্কা না হলেও এস, পি, টি ব্রিজ করা হবে কিনা ?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—কাওয়ামারাতে আর, সি, সি ব্রিজ হবে। আর রাঙ্গামাটিতে আর, সি, সি, ব্রিজ না হলেও সেখানে ৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে ব্রিজ কাঠ দিয়ে শক্ত করে দেবার জন্য। কাঠের একটু অসুবিধা হয়েছিল। এখন ফরেষ্টের সঙ্গে আলোচনা করে কাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি আশা করছি, এস, পি, টি ব্রিজটি এই আর্থিক বছরেই রিপেয়ার হয়ে যাবে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, গন্ডাছড়া থেকে রইস্যাবাড়ী রাস্তায় রাইমা নদীতে ভ্যালি ব্রিজ করে দেওয়া হবে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, বর্তমানে এই রাস্তা গন্ডাছড়া থেকে রতননগরের দিকে ঘুরে তক্কারাই ছড়ার উপর ব্রিজটি করার জন্য ২৯ লক্ষ টাকা স্যাংকশান নিয়ে গেছেন তদানীন্তন বিধায়ক শ্রী আনন্দ মোহন রোয়াজা। এখন এই পথ দিয়ে ঘুরে আসতে হলে রইস্যাবাড়ী থেকে গন্ডাছড়ার দূরত্ব প্রায় ১০০ কি, মিটার হয়ে যাবে। আর তাছাড়া তক্করাইছড়ায় কোন রাস্তা নেই। কন্ট্রাকটর তার বিল পাবার জন্য নৌকা দিয়ে মেটেরিয়েলস্ নিয়ে সেখানে ফেলেছে। কাজেই এখানে ব্রিজ হলে রাইস্যাবাড়ীর কোন উপকার হবে না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিষয়টি দেখবেন কিনা ?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য আমার সঙ্গে

এ বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। আমি বলেওছিলাম এটা ঠিক। তবে মাননীয় সদস্য সব সময়ই একটু বেশী বলে থাকেন। ১০০ কি. মি. রাস্তা কখনোই হবে না। একটু ঘুরে যেতে হবে এটা ঠিক। তবে ৬/৭ কি. দূরত্ব বেড়ে যাবে এটা ঠিক। আমরা আলোচনা করে দেখেছি, রাইমা নদীর যে প্রশস্ত তাতে ভ্যালি ব্রিজ করা যাবে না। কিন্তু দ্রুত রাইমাকে গন্ডাছড়ার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ইনসার্জেসিরও প্রশ্ন আছে। সে জন্য তককরাই ছড়ার উপর ভ্যালি ব্রিজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর রাস্তার কথা যা বলা হয়েছে তাতে বলছি, ব্রীজ হলে রাস্তাও হবে। ইট সলিংয়ের রাস্তা হয়ে যাবে ভ্যালি ব্রিজ হতে হতে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল চাকমা।

শ্রী অনিল চাকমা (পেচারথল) :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১২৩।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১২৩ স্যার।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে মহকুমাগুলিতে সাব-ট্রেজারী গড়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

২) থাকলে কবে নাগাদ তা কার্যকরী করা হবে,

৩) না থাকলে তার কারণ কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ আছে, ধলাই জেলার আমবাসায় ট্রেজারী এবং লংতরাইভ্যালী মহকুমার মনুতে কাঞ্চনপুর মহকুমার কাঞ্চনপুরে, গন্ডাছড়া মহকুমার গন্ডাছড়ায় এবং বিশালগড় মহকুমার সাব ট্রেজারী গড়ার পরিকল্পনা আছে।

২) এখনই নির্দিষ্ট সময় বলা সম্ভব নহে।

৩) প্রশ্নই উঠে না।

শ্রী অনিল চাকমা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার প্রতি মাসে কাঞ্চনপুর মহকুমা থেকে সাব ট্রেজারী না থাকার ফলে ধর্মনগর যেতে হয়। তার সাথে স্কটের জন্য প্রতি মাসে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। সাব ট্রেজারী হলে সরকারের এতগুলি টাকা থেকে যায়। এর আগে একটা সারকুলার দেওয়া হয়ছিল এবং এস. ডি. ও অফিসের ক্লার্কদের ট্রেনিংও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাঞ্চনপুরে সাব ট্রেজারী খোলা হল না। কাজেই সরকারের এত গুলি টাকা রক্ষা করার জন্য সেখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাব ট্রেজারী খোলার

জন্য সরকার উদ্যোগ নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, বহু জায়গাতেই সাব ট্রেজারী দরকার এবং সেটা রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে রিজার্ভ ব্যাংকের উপর। রিজার্ভ ব্যাংক এলাউ করলে তাহলে সেখানে ট্রেজারী খোলা যায়। যাদের নিয়ে খুলব সেটা আমাদের উপর নির্ভর করে না, গ্রামীণ ব্যাংক স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংককে রিজার্ভ ব্যাংক এলাউ করে না। ব্যাংকগুলিও তারা নির্দিষ্ট করে দেয়। সেই কথা চিন্তা করে এখন যে ব্যবস্থা-গুলি নেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ধলাই জেলার আমবাসা, এটা একটা ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার, এটার গুরুত্ব অনেক বেশী। সেখানে আমরা যে ব্যবস্থা নিয়েছি যে স্থানীয় ইউ, বি, আই কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন আমবাসা শাখাতে ধলাই জেলায় ট্রেজারী ফাংশান শুরু করার জন্য। সেখানে কারেন্সী চেস্ট বসানো হয়েছে। আমবাসাতে ট্রেজারীর কাজ অতি সত্বর শুরু করার জন্য অর্থ দপ্তর স্টাডি অব ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। ওখানে রিজার্ভ ব্যাংক পারমিশান দিয়েছে এবং ইউ, বি, আই, ও তারা তাদের কারেন্সী চেস্ট যেটা না বসালে পর ট্রেজারী ফাংশান করতে অসুবিধা হয় সেটাও তারা বসিয়েছেন। আমরা আশা করছি খুব শীঘ্রই এটা শুরু করা যাবে। আর গন্ডাছড়া মহকুমায় কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখা নেই। রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাঙ্কে সাব-ট্রেজারীর ফাংশান শুরু করা যায় না। স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটি মিটিং-এ এটা সিদ্ধান্ত হয় যে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া গন্ডাছড়াতে একটা শাখা খুলবে। তারা এ ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এখানে সেখানে শাখা খোলেন নি। এছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছেই ব্যাঙ্ককে আবেদন করতে হয় ট্রেজারী ফাংশানের জন্য। কিন্তু স্টেট ব্যাঙ্ক এখনো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে এপ্লিকেশান করেন নি। রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তর এস, বি, আইকে এ ব্যাপারে ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছে যাতে করে তারা রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে লাইসেন্সের জন্য তারা আবেদন করেন, যাতে এটা চালু করা যায়।

কাঞ্চনপুর ও লংতরাইভ্যালি মহকুমা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (ইউ. বি, আই) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরকে জানিয়েছেন যে তাদের কাঞ্চনপুর ও লংতরাই-ভ্যালির "মান" শাখায় কারেন্সী চেস্ট স্থাপনের অনুমতি ইতিমধ্যেই রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে পেয়েছেন। উক্ত শাখাগুলিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পর চেস্ট স্থাপন করা হবে এবং সাব-ট্রেজারী কাজ করতে শুরু করবে। অর্থ দপ্তর ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তদারকী করে চলেছেন। লাইসেন্স এখানে পাওয়া গেছে। কারেন্সী চেস্ট হয়ে গেলে এখানেও সাব-ট্রেজারী চালু করার কোন অসুবিধা থাকবে না। তাড়াতাড়ি চালু করা যাবে।

বিশালগড় মহকুমা

বিশালগড় মহকুমায় ইউ, বি, আইকে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য সম্প্রতি অর্থ দপ্তর ইতি-মধ্যেই আর, বি, আই মুম্বাই অফিসে যোগাযোগ করেছেন এবং স্থানীয় ইউ, বি, আই কর্ত্তৃপক্ষকে লাইসেন্স পাওয়ার জন্য আর, বি, আইয়ের নিকট আবেদন করতে অনুরোধ করেছেন।

এখানে ইউ, বি. আইয়ের জন্য কেউ আবেদন করেন নি। আমরা অলরেডি বলেছি ইউ, বি, আই-এ আবেদন গেলে পর আমরা আশা করছি লাইসেন্স মিলবে। এখানে সাব-ট্রেজারীর কাজ আমরা শুরু করেছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা

শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৯।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৯।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কমলপুরের মায়াছড়িতে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের একটি ঘর আছে ;
২) যদি থাকে তবে ঘরটি কেন এবং কি উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল ;
৩) উক্ত ঘরটিকে কাজে লাগানোর কোন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আছে কিনা ?

উত্তর

১) খাদি কমিশনের কোন ঘর নেই, তবে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের একটি ঘর আছে।
২) ম্যাচ ফ্যাকটরী তৈরী করার উদ্দেশ্যে ঘরটি তৈরী করা হয়েছিল।
৩) ঘরটিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা পর্ষদের বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রী সুধন দাস (রাজনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৩০।

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৩০।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, বাংলাদেশের উপর দিয়ে কলকাতা-আগরতলা, চিটাগাং-আগরতলা ট্রানজিট রোড চালু করার প্রস্তাব আছে ;

২) যদি সত্য হয়, তার অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য ।

২) বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আগরতলা-কলিকাতা, চিটাগাং-আগরতলা যান চলাচল সহ যাত্রী পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয় নি।

১৯-৫-৯৮ ইং তারিখে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের ত্রিপুরা সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আশা করা যায় এ ধরণের পারস্পারিক আদান প্রদান ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশ হয়ে কলিকাতা যাতায়াতের পক্ষ মতামত সৃষ্টিতে সহায়ক হবে ।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শেষ । যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি, সেগুলির উত্তর পত্র এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। ANNEXURES-A & B

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড ।

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, আপনার মাধ্যমে এখানে একটা বিষয় উত্থাপন করছি। প্রশ্নর উত্তর দেওয়ার সময়, আমরা প্রশ্নগুলি আগে আনি, এই প্রশ্নের উত্তরগুলি ডিপার্টমেন্ট থেকে লিখে দেন । যিনি মন্ত্রী তিনি এই লিখিত উত্তর হাউসে পাঠ করে শোনান। শুধু সাপ্লিমেন্টারীর সময় উনার ব্যক্তিগত নলেজ থেকে ডিপার্টমেন্টাল কিছু পয়েন্ট থেকে উত্তর দেন। এখানে গতকাল মাননীয় সদস্য শ্রী মধুসূদন সাহার একটা প্রশ্নের উত্তরে ডিপার্টমেন্টের লিখিত যে উত্তর সেটা অসত্য । আজকে সকালে কিছু লোক এই এলাকার দেখা করতে আসে, আমি স্পট ভিজিট করতে যাই, তাতে দেখা যায় প্রশ্নের উত্তরটা অসত্য । এই জিনিসটা কোয়েরি করে, হু ইজ দি রেসপনসিবল অফিসার সেই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?। অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৫৮ । এটা রাজভবনে সেভেনটি নাইন টিলার লাইন আনার ব্যাপারে ।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, আমার একটা বক্তব্য গতকাল একটা চার্জশীট-এর কাগজ মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের অ্যাগেইনস্টে আপনাকে দিয়েছিলাম । আপনি বলেছিলেন এই ব্যাপারে আপনি পরে জানাবেন । এখন আমরা এটা জানতে চাই । আপনি কালকেও জানালেন না। আমরা কালকে অপেক্ষা করেছিলাম। আমরা এই কথা বলবনা যে উনি কনভিক্টেড তবে

আমি জানি আগামী ১০ তারিখে উনাকে জজ কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। এই হাউসের পবিত্র পদাধিকারী ডেপুটি স্পীকার হিসাবে এই পদ মর্যাদা থাকার পরেও, হাই কোর্টে গিয়ে, জজ কোর্টে গিয়ে হাজিরা দিতে হয়। তাতে হাউসের পদ মর্যাদা কতটুকু রক্ষিত হয়। অ মরা এই ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি জানার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— রতনবাবুর ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী বলুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:**— মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা তুলেছেন এটা ঠিক, উত্তর ভুল থাকতে পারে। কিন্তু সদস্যদের রাইট আছে, যদি কোন উত্তর ভুল থাকে, পার্লামেন্টের প্রসিডিউর যেটা আছে সেই সদস্য কনসার্ন ডিপার্টমেন্টের হেড অফ দি অফিস বা মিনিস্টাররে কাছে লিখতে পারেন। পার্লামেন্টেও এই প্রসিডিউরে চলে। এতে দোষের কিছু নেই। আমি এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদের রাইটা ব্যবহার করার কথা বলছি। মাননীয় সদস্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই তুলেছেন। এটাতে কিছু ত্রুটি ছিল। মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করার পরে আমাদেরও নজরে এসেছে এবং সেগুলি নজরে আসার পর ইতিমধ্যে নতুন করে এই বিজি লাইন বা এই যে ডেডিকেটেড লাইন সেগুলির সুযোগ কারা পাবেন এর জন্য নতুন করে গাইড লাইন শুরু করেছি। মাননীয় সদস্য চাইলে আমরা পরবর্ত্তী সময়ে দিয়ে দেব।

শ্রী দীপককুমার রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, উনি হাউসকে ভুল তথ্য দিয়েছেন এবং এই-ভাবে হাউসে ভুল তথ্য দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করার যে অপচেষ্টা এটার ব্যাপারে স্যার, আপনার একটা রুলিং থাকা দরকার। এটা স্যার, প্রায়ই হয়, ভুল তথ্য দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করা হয়।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে আপনারা তার চ্যালেঞ্জ করবেন, জানাবেন, কি আছে। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহোদয়কে বলব আমাদের যে, রুলস অ্যান্ড প্রসিডিউর তার মধ্যে ১০৩ যে ধারাটা আছে যে, ভারতীয় সংবিধানের ১৭৯ নম্বর যে ধারাটা সেটা মোতাবেক আপনি নোটিশ দিন এবং নোটিশ দিয়ে আপনার কথাটা জানাতে পারেন। তাহলে পরে সেটার আলোচনা হবে, এছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেই। আপনি প্রপারলি নোটিশ দিন ডেপুটি স্পীকারের প্রশ্নে তাহলে পরে আর কোন প্রশ্ন থাকে না।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, এখানে প্রশ্নটা শুধু জুডিশিয়েল না, আমাদের পার্লামেন্টের মধ্যে যে, প্রসিডিউর সেখানে আছে তাতে সেখানেতো আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাদল বাবু

উনিও পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। উনি জানেন সেখানে অনেকের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে ঠিক একই ধরনের চার্জশীট এসেছিল।

মিঃ স্পীকার :— শুনুন, একটা প্রসিডিউর অনুযায়ীতো চলবেন, নাকি।

শ্রী রতন লাল নাথ :— স্যার, এখানে বক্তব্যটা হল, যে অভিযোগটা দেওয়া হয়েছে, খুনের কেইসের মামলায় অভিযুক্ত কোন লোক যদি অফিসিয়্যাল কিছু করতে থাকে তাহলে উনি বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করতে পারেন এই আশংখা। সুতরাং এখনও কেইস উইথড্র করেন নি, গোপনে উইথড্র করার কোন প্ল্যান আছে কিনা আমি জানি না। এই কারণে মাননীয় সদস্য আশংকা ব্যক্ত করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব রুলস অফ প্রসিডিউরের ধারাটা একটু লক্ষ্য করুন। আমাদের রুলসে যেটা বলা আছে সেটাতো লক্ষ্য করতে হবে।

REFERENCE PERIOD

এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্। আমি একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য মহোদয় নোটিশ দিয়েছেন তার নাম উল্লেখ করছি। মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা। মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বিষয়টি উল্লেখ করুন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিষয়টি হচ্ছে, " রাজ্যের আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের চন্দ্রপুর হইতে খয়েরপুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের অভাবে যানবাহন চলাচলের অনপযোগী ও জনসাধারণের দুর্ভোগ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বক্তব্য রাখতে না পারেন তাহলে পরে কবে তিনি বক্তব্য রাখতে পারবেন তার তারিখ ও সময় জানাতে পারেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ২৮শে আগষ্ট, ১৯৯৮ ইং তারিখ জবাব দেব।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— আমি একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। এই নোটিশটা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য মহোদয় নোটিশ দিয়েছেন তার নাম উল্লেখ করছি। মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ। আপনি আপনার নোটিশটি উত্থাপন করুন।

শ্রী রতন লাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটি হল, "পাবলিক এনালিষ্টের রিপোর্ট ছাড়াই গুনমাণ পরীক্ষা না করে রেশনে লবণ পাঠাল খাদ্য দপ্তরে, এই শিরোনামে গত ২৩শে আগষ্ট দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বক্তব্য রাখতে না পারেন তাহলে কবে রাখবেন তার তারিখ জানাবেন।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামীকালকে জবাব দেব।

মি স্পীকারঃ— আমি একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য মহোদয়গণ নোটিশ দিয়েছেন তাদের নাম উল্লেখ করছি। মাননীয় সদস্য শ্রী প্রনব দেববর্মা এবং মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রী প্রনব দেববর্মা (সিমনা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটি হল, "ডেইলি দেশের কথা পত্রিকায় ২৩শে আগষ্ট সংখ্যায় বড়মুড়ার পাদদেশে সাধু পাড়ায় এন এল এফ টির বর্বতায় রাস্তায় উপজাতি মহিলা খেলোয়াড় বোঝাই বাসে গুলি বৃষ্টি, নিহত ৩, আহত ৯, তীব্র ধিক্কার শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বক্তব্য রাখতে না পারেন তাহলে তিনি কবে বক্তব্য রাখতে পারবেন তার তারিখ জানাবেন।

Shri Manik Sarkar (Hon. Chief Minister) :— Mr. Speaker Sir,

Yesterday I Wanted to give a statement on incident at Sadhupara Drop Gate under Jirania PS on 22nd August, 1998. But as the No—Confidience Motion reised. I couldnot give it. Now I will give it if I am permitted.

STATEMENT ON INCIDENT AT SADHUPARA DROP GATE UNDER JIRANIA PS ON 22nd AUGUST. 1998.

On 22nd August, 1998 at about 8.45 P. M. a group of about 15 extremists armed with sophisticated weapons arrived at Sadhupara drop gate (about 8 Km cast of Jirania PS) from the southern direction and tried to kidnap the forest staff on duty there. Suddenly, a bus No. TR-01 1355 bound for Agartala arrived at the drop gate. The extremists dired upon the bus indiscriminately, killing one person namely Yunus Miah (45) S/o—Doodh Miah of Haruniamura on the spot. The (10) more persons were injured in the attack and were shifted to the G B. Hospital, where two of the injured persons namely (1) Kajal Debbarma (14) D/o. Devendra Debbarma of Maharam Chaudhury para and (2) Malin Deb Barma S/o. Jamini Dabbarma of Shivram thakur para succumbed to their injuries.

The extremists also kidnapped the following 3 Forest Personnel :

1. Rabindra Ch. Dey (Forester) (45) S/o—Lt. Mahendra Ch. Dey of Old Agartala.

2. Jadu Gopal Debnath (Forets Guard) (38) S/o—Harilal Debnath of Kobra Khamar, P. S. Jirania.

3. Purna Debbarma (Forest Guard) (36) S/o—unknown of Chintaram Kobra para, P. S. Jirania.

The extremists thereafter retreated towards the shout with the Kidnapped persons.

The names of the remaining injured persons are :

1. Surya Kr. Debbarma (40) S/o—Lt Basanta Debbarma of Murabari, PS-Jirania.

2. Mintu Debbarma (20), S/o—Shri Bahu Debbarma of Ramdurga Thakur para, PS Jirania,

3. Jorish Rani Debbarma (20) D/o-Rajendra Debbarma of Moharam Ch. Para PS—Jirania.

4. Sunil Debbarma (35) S/o—Rabicharan Debbarma of Murabari, PS, Jirania.

5. Archana Debbarma (17) D/o - Lt. Sukuchand Debbarma of Murabari, PS—Jirania,

6. Deepak Saha (40), (Driver) S/o- Lt. Sailesh Saha of Chandaniamura.

7 Bikram Debbarma (25) S/o—Kamini Debbarma of Shivram thakur para, PS—Jirania,

8. Quyum Miah, S/o—Zahir Mia of Narunia Mura (in serious condition at G, B, Hospital),

On receiving information about the incident, SP (west), Addl, SP, (west) and SLPO (Sadar) rushed to the spot, Army/AR and CRPF were also informed, Officers from Army and CRPF also reached the spot, Coordinated and massive combing operations have been launched by the Security Forces including CRPE and Police, 2 persons have been arrested in this case, namely.

1. Ravindra Koloi (25) S/o—Lt. Krishna Koloi of Kasidaspara PS- Jirania,

2. Bijoy Rupini (22), S/o – Shri Chandcharan Rupini of Champabari PS—Jirania.

During the course of inquiry, it was revealed that the extremists had come with a view to kidnap the forest officials manning Sadhupara Drop Gate. However, since the bus suddenly appeared, the extremists fired at it in panic suspecting it to be carrying TSR personnel. The

entire incident of firng and kidnapping took 5 to 7 minutes. **No other forest personnel were hurt.**

A criminal Case (Case No. 116/98) in this connection has been registered with Jirania P.S. under Section 364/302/326/307/34 IPC/27 of Arms Act and under section 13 of Unlawful Activities (Prevention) Act. Investigation in the case has been taken up.

I reviewed the follow up action being taken by the security forces at a meeting of senior officers on 23rd August, 1999 and directed them to intendify search operations in the nearby areas. It was also decided that the movemen of unescorted vehicles on Baramura range will be regulated after evening hours.

I am confident the House will join me in condoling the death of innocent young persons and in extending sympathy to the bereaved families, while also wishing the injured quick recovery.

I have issued instructions to all concerned to provide all facilities for their treatment and for providing help to the bereaved families as per government guidelines.

I am also sure the House will join me in condemning, in unhesitating terms, this mindless act of violence on the part of the extremists. They should realise the meaninglessness of the paty they have chosen and should lose no further time in giving it up. While the government is committed to the resolution of all problems of all section of the people of this State, it is also committed to putting down violence with a firm hano.

শ্রী প্রনব দেববর্মা :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, ঐ সমস্ত পরিবারের যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারদের সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা এটা অতি সত্ত্বর দেওয়া হবে কিনা ?

দ্বিতীয়ত: হচ্ছে, আমরা পত্রিকায়ও দেখেছি যে সেইদিন খোয়াই একটি ক্রিকেট খেলা ছিল। সেখানে আমাদের এ, ডি, সির সি, ই, এম, শ্রী রঞ্জিত দেববর্মাও গিয়েছিলেন এবং এই বাস আক্রান্ত হওয়ার কিছুক্ষন পরে উনিও সেই ঘটনাস্থলে এসে পে'ৗছে গেছেন।

এবং তা এই রঞ্জিত দেববর্মাকে খুনের উদ্দেশেই এই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র কিনা, এটা খতিয়ে দেখায় জন্য তদন্ত করা হবে কিনা, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, আমি যে স্টেটমেন্ট এখানে দিয়েছি তাতে পরিষ্কার বলেছি ইতিমধ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত কেসে যেসমস্ত সরকারী সাহায্য সহযোগিতা করার বিষয় আছে এগুলি দ্রুত দেওয়ার জন্য। একটু সময় হয়ত লাগতে পারে। কিন্তু এগুলি করার ব্যাপারে কোন রকম যাতে সময় না নেওয়া হয় যত তাড়াতাড়ি পারা যায় করার জন্য আমাদের বলা আছে। তারপরেও গুলি স্পেশালি মনিটারী করা নিশ্চয় করা হবে।

আর দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা স্টেটমেন্টের মধ্যে এই ধরণের কোন ইঙ্গিত কিন্তু পুলিশের দিক থেকে নেই। এখানে বলা হয়েছে প্রথম লক্ষ্যটা মনে হচ্ছে ফরেস্টের যে অফিসটা আছে সেখানে যে কর্মচারী আছে তাদেরকে কিডন্যাপ করা। এদের কিডন্যাপ করে তারা যখন যাচ্ছিল এই সময় গাড়ীটা চলে আসে। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যেটা জানা গেছে উগ্রপন্থীদের মধ্য থেকে কেউ বলেছে টি, এস, আর, চলে আসছে। এরমধ্যে তারা ফায়ার করেছে। কাজেই এটা কাকতলীয় ব্যাপার। পরবর্তী সময়ে আমাদের ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মাননীয় সি, ই, এম তিনিও ঐ ক্রীড়া অনুষ্ঠানের মধ্যে অংশীদার ছিলেন। তিনিও তখন আসছিলেন উনাকে টার্গেট করে করা হয়েছে এই রকম মনে হচ্ছে না কিন্তু এটা ঘটনা বিগত এ, ডি, সি, নির্বাচনের সময় তখনও তিনি নির্বাচিত হন নি, তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁর গাড়ীতে এম্বুশ হয়েছিল এবং তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে যিনি ছিলেন সেখানে দুইজন অফিসার নিহত হয়েছিলেন এটা দুঃখ জনক ঘটনা। এই ঘটনার ক্ষেত্রে এই ধরণের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল এইরকম বুঝা যাচ্ছে না। যদি মাননীয় সদস্যদের কাছে কোন তথ্য থাকে তাহলে পুলিশকে দিয়ে সাহায্য করুন পুলিশ সেইভাবে দেখবে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই সাধু পাড়া চম্পকনগর ফরেস্ট বিট অফিস এটা বড়মুড়ার পাদদেশে। এখানে আগে আসাম রাইফেলস পরবর্তী সময় ডোগরা রেজিমেন্ট ছিল। বরাবরই যখন গাড়ী আসা যাওয়া করত তখন গাড়ীগুলি চেক করা হত আমরা তাই দেখেছি। কিন্তু হঠাৎ করে কি কারণে সেখান থেকে এই ক্যাম্প উঠিয়ে নেওয়া হল এর কারণটা কি ? এরপরে আপনার চম্পকনগর আউট পোস্ট থেকে তার দূরত্ব হচ্ছে ১ কিলোমিটার। তাছাড়া চম্পকনগর বাজারে প্রায়ই ঘটনা হচ্ছে। সেখানে একবার সি, পি, এমের স্থানীয় নেতা মারা গেছে,। এছাড়া কিডন্যাপিং হামেসাই হচ্ছে। সেখানে

রাত্রে বেলায় কোন তহলদারীর ব্যবস্থা নেই। স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক দে যে কথা বলেছেন সেখানে রঞ্জিতবাবুকে লক্ষ্য করে ঘটনাটা হয়েছিল। কিন্তু আমি জানি না রঞ্জিতবাবু কখন এসেছে। আমি যখন রাত্রি দেড়টা সময় খুমুলুঙ থেকে একটি অনুষ্ঠান থেকে ফিরি তখন দেখতে পায় জিরানীয়া পেট্রোল পাম্পের সামনে রঞ্জিতবাবুর গাড়ী এবং উনার পেছনে একটি মাত্র এসকর্ট গাড়ী ছিল। আমার পেছনেও একটিই এসকর্ট গাড়ী হঠাৎ করে দেখেছি রঞ্জিতবাবুর গাড়ীতে বসে আছে।

মিঃ স্পীকার :— আপনাদের দুজনের মধ্যে দেখা হয়েছে ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— হ্যাঁ, আমাদের দু'জনের গাড়ী ক্রস হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রাত্র আটটায় আর উনি তখন সেখানে কি করছে আমি জানি না। যাই হোক এই ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে যাদেরকে এরেস্ট করা হয়েছে তাদের ব্যাপারে আমি জানতে চাই। বিজয় রুপিনীর নামে সেখানে দুজন আছে। বিজয় রুপিনী বি. এল ডাব্লউ, টি. এন. ভি রিটার্নী, বাবার নাম হচ্ছে বিশু রুপিনী। তার পোস্টিং হচ্ছে ফটিকরায়ে। সেই বিজয় রুপিনী কিনা ? আর একজন বিজয় রুপিনী আছে তার বাবার নাম চন্দ্র রুপিনী এক বিজয় রুপিনীকে আগে মিথ্যা মামলা দিয়ে ধরা হয়েছিল, আর এক বিজয় রুপিনীকে ডাক্তার দেখানোর নামে এরেস্ট করা হয়েছিল। এইভাবে বার বার মিথ্যা মামলা দিয়ে উপজাতি যুবকদের ছড়ানো হচ্ছে কেন মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, অনেকগুলি বিষয় এখানে বলা হয়েছে। যাই হোক প্রথমতঃ হচ্ছে ওখানে আসাম রাইফেল বা ডোগ্রা রেজিমেন্ট যেটা বলছিলেন, সেখানে আসাম রাইফেল বা ডোগ্রা রেজিমেন্ট কোন টাই ছিল না। সেখানে ছিল কুমায়ুন রেজিমেন্ট। সেই ব্যাটেলিয়ন তুলে নিয়ে গেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এখানে এইগুলি বর্তমানে না থাকাতে অসুবিধা হচ্ছে। এখানে সব সময় ছিল না কিন্তু একটা সময় ছিল। কারণ সেখানে ঐ এলাকার আশে পাশে তারা ঘোরাফেরা করে সেই রিপোর্ট সরকারের কাছে। এখানে আমরা সবাই ফিল করছে যে সেখানে এই সমস্ত সমস্যা আছে। কিন্তু কার্যকরী পদক্ষেপ কেউ নিচ্ছে না। সকলে মিলে এই সমস্ত সমস্যাটিকে ট্যাকেল করতে হবে। এখানে ১৫ তারিখ ঘটনা হওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী টেলিফোনে আমাকে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন। আমি তখন বলেছি আপনি একটা কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আর পাঁচ ব্যাটেলিয়ান ফোর্স পাঠানোর জন্য। তখন তিনি বলছেন "ঠিক আছে আমি দেখছি-চেষ্টা করব।" কিন্তু এই বলেই তো শেষ। এরপরে আর কোন কার্যকরী

পদক্ষেপ আর নেই নি। দ্বিতীয়ত: যেটা হচ্ছে চম্পক নগর বাজারে, তা ঠিকই আছে তা এক থেকে দেড় কিলোমিটার দূরত্বে হবে। সেখানে টহলদারীর দায়িত্বে ছিল সি, আর, পি, এফ, এবং তারা ঘটনার ১৫ মিনিটের মধ্যে সেখানে যায়। তারাই প্রথম খবরা-খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করে। আমি তখন পার্টি অফিসে ছিলাম। আমি বেরিয়ে যাব তখন আনুমানিক ৯'০৫ মিনিট হবে ঠিক সেই সময় খবরটা এসেছে। তখন যোগাযোগ করতে গিয়ে জানতে পারি যে প্রথম সি. আর. পি, এফ, এর কাছ থেকে খবরটা আসে। তারাই স্পটে যাওয়ার পর ব্যবস্থা করে। প্রথমে কিডন্যাপের ব্যাপারটা জানাই ছিলনা। পরবর্ত্তী সময়ে দেখা গেল যে খবরটা এই ভাবে আসছে। আর তৃতীয় যেটা হল রঞ্জিত বাবুর কথা মধ্য রাত্রীতে। আপনিও আসছিলেন কোথা থেকে বোধহয় তা দেখেছেন। রঞ্জিত বাবু কিন্তু মধ্যরাত্রির যাত্রী না। আমি আগেই বলেছি এখানকার যে খেলাটা চলছিল হাত কাটাতে ক্ষীরোদ দেববর্মা নিশ্চয়ই আপনারা উনাকে চেনেন। তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত কবি হিসাবে। তাকে খোয়াই মহকুমার এস. ডি. ও, অফিসের পিছনে খুন করা হয়েছে। তার স্মৃতিতে সেখানে প্রমিলা ফুটবল এবং প্রমিলা ক্রিকেটের আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেই জায়গাটা বেছে নেওয়া হয়েছিল হাতকাটা। রঞ্জিত দেববর্মা তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন কারণ তিনি এই এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি আবার এ ডি সির সি ই এম। তিনি তাদেরকে এস্কর্ট করে আনার কথা না। তিনি অনুষ্ঠান শেষ করে ফিরছিলেন। তিনি আসতে সুবিধা হয়েছে। কারণ এই রাস্তাতে তখন গাড়ীর সমস্যা এবং আমাদের পুলিশেরও গাড়ীর সমস্যা আছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে উনার এস্কর্ট গাড়ী ব্যবহার করে যারা আহত হয়েছেন তাদেরকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন এবং তিনি এসে চম্পকনগরের যে আউটপোস্ট আসে সেখানে এসে ক্যাম্প করেন। আমার সঙ্গে উনার সর্বশেষ কথা হয়েছে রাত্র ১২.১৫ মিনিট নাগাদ। আমি যখন খবর পাই তখন বিলোনীয়া থেকে আমাদের অর্থমন্ত্রী এসেছেন তিনি বিলোনীয় গিয়েছিলেন আমাদের বন্ধু অনিল বৈদ্যকে খুন করা হয়েছিল তাকে দেখতে। খবর পেয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে যাই। আমাদের কাছে রিপোর্ট ছিল যারা আক্রান্ত তারা সবাই মহিলা। উনি থাকাতে সুবিধা হয়েছে গেল যে উনার গাড়ীগুলি ব্যবহার করে তাদেরকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে পরে এখান থেকে এম্বোলেন্স পাঠানো হয়েছে পুলিশের গাড়ী পাঠানো হয়েছে। বড় গাড়ী পাঠানো যাচ্ছে না। প্রায় ৬০ জনের মত সেখানে আটকে পরে আছে। সি. ই. এম, তাদেরকে নিয়ে এসেছেন রানীর বাজারে। কারণ তারা নোয়াবাদীতে যাবে। তাদেরকে রাত্রি বেলা পুলিশের মাধ্যমে পঠোনো হয়েছে। রঞ্জিতবাবু রাত্র ৩ টার সময় বাড়ীতে গেছেন। সেখানে থেকে তিনি হাসপাতালে গেছেন সকালবেলা

তিনি আবার আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। আরেকটা প্রশ্ন যে দুইজনের নাম সম্পর্কে বলেছেন রকমভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন সেই তথ্যতো আমার কাছে নেই। আমি নাম বলেছি এবং বাবার নাম বলেছি,। এখন এই ভদ্রলোক সেই ভদ্রলোক কিনা তা তো বলতে পারব না।

মিঃ স্পীকার :— মানিক দে।

শ্রী মানিক দে :— স্যার, এখানে চন্দ্র সাধুপাড়া ফরেস্ট ড্রপ গেইটে মারাঠা রেজিমেন্টের একটা ক্যাম্প ছিল এবং তার বিপরীত দিকে এ ডি সি হেড কোয়ার্টারে আরো দুইটি ক্যাম্প ছিল। এই তিনটা ক্যাম্প তুলে নেওয়া হয়েছে। এই তিনটা জায়গাতে তিনটা ক্যাম্প বসানোর কোন চিন্তা আছে কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন এতদিন যাবৎ বিভিন্ন জায়গায় প্রটেকটিভ ক্যাম্প ছিল। তাদের এক ধরণের কাজ আর এন্টি ইনসারজেন্সি অপারেশান আরেক ধরণের কাজ। আমরা এন্টি ইনসারজেন্সি অপারেশানের জন্য প্রো-একটিভ হওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে নজর দিয়েছি। এই দুটি একসঙ্গে চালাতে গেলে আমাদের যে ফোর্স থাকা দরকার তা তো আমাদের কাছে নেই। সেই জায়গার সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। নিরাপত্তার যে বিঘ্নিত হচ্ছে সেই জন্য আমরা সবাই উদ্বিগ্ন। এর জন্যই আমরা বার বার দিল্লীতে ছুটে যাচ্ছি। এটা পলিটিক্যাল লেভেলের ডিমান্ড না। এস. এন, সি, সি, সম্পর্কে অনেকের অপছন্দ থাকতে পারে। আমরা সরকার চালাচ্ছি একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং বিরোধী দল আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টা দেখার চেষ্টা করছে। সেই বিতর্কে আমি যাচ্ছিনা। আজ থেকে ৮/১০ মাস আগে থেকে ফোর্স লেভেল বাড়ানোর জন্য দাবী করা হয়েছে। আমরা যদি তা পেয়ে যাই তাহলে আমরা দুইটাই চালাতে পারব।

শ্রী রতনলাল নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, তদন্ত কার্যে যাতে হেম্পার না করে সে দিকে নজর রেখে আমি আমার পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশনে বলতে চাইছি, পুলিশ এই এলাকার জনসাধারণকে অযথা হয়রানি করছে যারা ঘটনার সাথে মোটেই জড়িত নয়। আর এ ও দেখা যাচ্ছে, পুলিশ বিরোধী দলের সমর্থকদেরই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হয়রানী করছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, সাধারণ মানুষ যাতে হয়রানী থেকে রক্ষা পায় সেটা দেখুন। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আপাতঃ দৃষ্টিতে একটি জিনিস পরিষ্কার, বন কর্মীরা প্রায়ই আক্রান্ত হচ্ছে। পরিস্থিতি যে ভাবে চলছে, তাতে বন কর্মীদের হাতে

আরো আধুনিক অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে কিনা তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নে ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের প্রথম পয়েন্ট অব ক্ল্যায়ারিফিকেশনের উত্তরে বলছি, পুলিশ তদন্তের সার্থে কিছু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এটাই স্বাভাবিক। মাঝখানে বাদ দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। তবে পজিশান কি অপোজিশান এটা অন্য ব্যাপার। তবে আমি মাননীয় সদস্যকে আশ্বাস দিতে পারি, এখানে এই ধরণের ঘটনা ঘটার কোন সুযোগ নেই। পজিশনের লোক বলে অপরাধী রেহাই পেয়ে যাবে সেটা হতে দেওয়া হবে না। অপরাধী অপরাধ করলে তাকে যথাযোগ্য শাস্তি পেতে হবে। ক্ষমা প্রদর্শন করার কোন কথাই নয়। তবে যদি দেখা যায়, উদ্দেশ্যমূলকভাবে কেহ হয়রানী হচ্ছে সেটা দেখা হবে। যাতে প্রকৃত অপরাধী পার না পায় সেটা দেখা হবে। তবে এই ধরণে ঘটনা ঘটে না তা হলফ করে বলা যায় না। অবশ্যই সেটা দেখা হবে। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ফরেস্ট সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছু দিন আগে ফরেস্ট মন্ত্রীর অনুরোধে উনার দপ্তরের একটি মিটিংয়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। অ্যাকসট্রিমিস্টরা ফরেস্ট ব্যবহার করছে, মানুষ খুন করা যেমন তাদের টার্গেট, তেমনি অস্ত্র লুট করাও তাদের টার্গেট। শুধু থ্রি নট থ্রি দিয়ে আমাদের বন কর্মীদের রক্ষা করা সম্ভব নয়। শুনেছি, এ,কে ৫৬ থেকে এ সঙ্গে ৯টি গুলি বের হয়। এ,কে ৫৭ থেকে কয়টি গুলি বের হয় আমার জানা নেই। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে বন কর্মীদের কাজ করতে হচ্ছে। তার জন্য আমরাও আধুনিক অস্ত্র চাইছি। বন কর্মীরা এই রকম সেনসেটিভ অবস্থায় কাজ করছে। কি করে তাদের রক্ষা করা যায়, সেটা আমাদের ভাবতে হচ্ছে। আমাদের সামর্থে ঘাটতি আছে এজন্য আমরা এখনও কোন সিদ্ধান্তে পেঁছুতে পারি নি।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— স্যার, পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান,। স্যার, ক্ষীরোদ দেববর্মা সি, পি, আই, (এম,) এর বিভাগীয় সম্পাদক ছিলেন। তিনি শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে খেলাধুলা হচ্ছিল। প্রমিলা ফুটবল চলছিল। ছোট ছোট সাত, আট, নয়, বছরের মেয়েরা সেদিন খেলছিল। তারা আগরতলা থেকে গিয়েছিল সেদিন ক্রিকেটের ফাইনাল খেলার চিন্তা। দিলীপ দেববর্মা স্মৃতি টুর্নামেন্টের খেলা। এটাকে ব্যাহত করে সংহতিকে বিনষ্ট করার জন্য, আতংক তৈরী করার জন্য পরিকল্পিত ভাবে শিশুদেরকে খুন করা হয়েছে কিনা মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি তাদের ইনটেনশান ছিল

কিডন্যাপ করা। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে বাসটি চলে এসেছে। তারা মনে করেছেন টি, এস, আর, ফোর্স আছে। তাই তৎক্ষনাৎ ইনডিস্ক্রিমিনেটলী ফায়ার করে ফেলেছে। মাননীয় সদস্য মহোদয়দের কাছে যে পয়েন্ট-গুলি আছে আমি বলব সেগুলি আপনি পুলিশকে দিন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ধরণের ঘটনা রাজ্যে একাধিক ঘটেছে। রিসেন্টলী কাঞ্চনপুরে দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটেছে। এর আগে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে এক জায়গায় হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যেখানে এই ধরণের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে সে সম্পর্কে আগে থেকে কোন প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়া হয় না। ঘটনা ঘটে যাবার পর সরকার সেখানে পুলিশ পিকেট বসান। পরিশু দিন আমি যখন বড়মুড়া দিয়ে আসছিলাম তখন দেখেছি যে সেখানে পুলিশের ফুল পেট্রোলিং চলছে। আগে থেকে কেন প্রিভেনটিভ মেজার নেওয়া হলো না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে স্বীকার করছেন যে, এই ব্রিজটি দিয়ে উগ্রপন্থীরা আসা-যাওয়া করে। আগে থেকে প্রিভেন্টিভ মেজার নিলে তো এই ধরণের দুঃখ জনক ঘটনাটি ঘটত না। সুতরাং এই ধরণের দুঃখজনক ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেজন্য আগে থেকে প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি আগেই বলেছি যে আমাদের ফোর্স লেভেল কমে যাওয়াতে এই সমস্যাগুলি হচ্ছে। এই জায়গাতে আগে একটি আর্মি ক্যাম্প ছিল। এখন নেই। এখন বড়মুড়াতে আর, ও, পি আছে। এটাই আপনারা বুঝবার চেষ্টা করুন যে, অমোদের ফোর্স লেভেল কমে যাওয়াতে এই সমস্যাগুলি হচ্ছে। ওরা আগে কোথায় আক্রমণ করবে সেটা ওদের সাথে যাদের ভাল যোগাযোগ আছে তারাই বলতে পারবেন। আমরাতো ঘটনা ঘটলেই তবেই জানব তারপর সিকিউরিটি মেজার নেব। ওরা এক দিকে যখন একটা ঘটনা করলো এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নেওয়া হলো আবার অপর দিকে আরেকটি ঘটনা ঘটায়। এটা নিয়ে চূড়ান্ত ভাবে দাবী করা কঠিন। এরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখানে যেরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তার উপর বেস করে আমরা কিছু কিছু মেজার নিচ্ছি। আমরা মন্ত্রী বিধায়কদের জন্য নিরাপত্তার জন্য ফোর্স চাইছি না। সিকিউরিটি যারা আছেন তারাও অনেক সময় পেরে উঠছে না। এগুলিও আমরা বলছি। যতদূর সম্ভব এই হত্যাকান্ড বন্ধ করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।

শ্রী অমিতাভ দত্ত :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় সেদিন একটা অনুষ্ঠানে রাত দেড়টা পর্যন্ত খুমুলুং ছিলেন। এই তথ্য মাননীয়

মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং সেদিন এই দলটি চম্পকনগরে এই ধরণের দুঃখজনক ঘটনা ঘটানোর পর তাদেরকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য সেদিন রবীন্দ্রবাবু সেখানে ছিলেন সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরণের প্রশ্নের কি জবাব দেব ? আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব অন্যদের অধিকারে যেন হস্তক্ষেপ না করেন। আমরা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। তার গুরুত্ব যেন নষ্ট না হয়

মিঃ স্পীকার :— এখন দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ... ...

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস (বামুটিয়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গতকালকে আমার একটি রেফারেন্স ছিল কিন্তু কি কারণে আমার এটা এডমিট হলো না আমি জানি না। কি কারণে আমার এটা দেওয়া হলো না সেটা জানতে চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপনার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু কি ছিল ?

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস :— স্যার, বিষয়বস্তুটা হচ্ছে "রাজধানী থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে আদারিনী চা-বাগানের বৈরী হানা মালিক অপহৃত, পুত্র নিহত এই শিরোনামে গত ১৬ই জুন, মঙ্গলবার দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— এটা হচ্ছে "ল'এ্যান্ড অর্ডারের" উপর এটা ৯৫ ধারার উপ-ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে গতকালকে টোট্যাল 4/5 ঘন্টা ল এ্যান্ড অর্ডারের উপর আলোচনা হয়েছে। কাজেই যেটা একবার আলোচনা হয় সেটা আর দেওয়া যায় না। মাননীয় সদস্যদের বলছি যখন বাজেট নিয়ে আলোচনা হবে তখন অনেক কিছু আলোচনা সুযোগ আছে কিন্তু এই ধারা মতে আমি দিতে পারছি না।

শ্রী দীপককুমার রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, গতকালকে আমার একটা নোটিশ ছিল কিন্তু নোটিশটি কেন হাউসে উঠল না সেটা আমি বুঝতে পারছি না স্যার। স্যার, এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ব্যাপার "দ্যাট দি এ্যাকস্ট্রিমিস্টস্ এ্যাকটিভিটিজ অল অভার দি স্টেট বি টেকেন ইনটু কনসিডারেশান।"

স্যার, সারা রাজ্যে সন্ত্রাস চলছে এটার উপর মোশান আনা হয়েছে আমরা স্পেসিফিক আলোচনা চাই। এই ভাবে চারিদিকে উগ্রপন্থী তৎপরতা চলছে, অপহরণ চলছে, মুক্তিপণ চাওয়া হচ্ছে, হত্যা হবে এই জন্য কথা বলতে পারব না স্যার।?

মিঃ স্পীকার :— ল এন্ড অর্ডার সম্পর্কিত এখানে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে অনুরোধ করছি যে, এখানে এটা স্পষ্ট আছে "ইট সেল নট রিভাইব ডিসকাশন অব্ এ্যা মেটার হুয়িচ হ্যাজ বিন ডিসকাসড্ দ্যা সেশান।"

শ্রী দীপককুমার রায় :— স্যার, এই সম্পর্কে তো আপনি কিছু বলবেন। এটা কি অদ্ভুত ব্যাপার আপনারা কিছু উত্তর দেবেন না, কিছু বলবেন না। সব বন্ধ করে দেবেন, প্রশ্ন বন্ধ করে দেবেন, কলিং এটেনশান বন্ধ করে দেবেন, রেফারেন্স পিরিয়ড বন্ধ করে দেবেন। আমরা এখানে বসে কি করব আমাদের কথা বলতে দেবেন না ?

মিঃ স্পীকার :—আপনাদের সব দেওয়া হয়েছে, কে বলছে দেওয়া হয় নি সবাই তো বলেছেন। যেটা দেওয়া যায় না সেটা পাবেন না।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহাশয়ের নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গন্ডাছড়া, খোয়াই মহকুমার কিছু অংশকে নিয়ে কালাঝাড়ী রেঞ্জকে কয়েক হাজার উপজাতি পরিবারকে উচ্ছেদ করে "অভয়ারন্য" করার পরিকল্পনা সম্পর্কে।"

এখন আমি বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২৭-৮-৯৮ ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকষর্ণীর নোটিশ পেয়েছি মাননীয়

CALLING ATTENTION

সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা এবং মাননীয় সদস্য শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং মহোদয়দের নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গত ২১শে এপ্রিল প্রবল ঝড়ে কাঞ্চনপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সম্পর্কে।"

এখন আমি ভারপ্রাপ্ত দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — স্যার, আমি ২৮-৮ ৯৮ ইং তারিখ এই সম্পর্কে জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গত ১৬ই আগষ্ট ১৯৯৮ইং কল্যাণপুর থানাধীন প্রমোদনগর বাজারে সি. পি, আই (এম) খোয়াই বিভাগীয় কমিটির সদস্য প্রেম সিং উরাং এবং ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন কর্মী রতিয়া উরাং সশস্ত্র উগ্রপন্থী আক্রমণে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

এখন আমি হোম ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২৭-৮-৯৮ইং তারিখ বিবৃতি রাখতে পারব।

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORT

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো : "পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটির পঞ্চান্নতম প্রতিবেদন (ফিফ্টি-ফিফ্থ রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা (চেয়ারম্যান অব দি কমিটি অন পাবলিক

এ্যাকাউন্টস্) মহোদয়কে অনুরোধ করছি পাবলিক্ একাউন্টস কমিটির পঞ্চান্নতম প্রতিবেদনটি সভার সামনে উপস্থাপন করার জন্য।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— I beg to present to the House the Fifty Fifth Report of the Public Accounts Committee.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় উত্থাপিত পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির পঞ্চান্নতম প্রতিবেদনের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

GENERAL DISCUSSION OF THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1998-99

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর (জেনারেল ডিসকাশন অন দি বাজেট এ্যাস্টিমেটস ফর দি ইয়ার ১৯৯৮-৯৯) সাধারণ আলোচনা

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চিফ হুইপকে অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

প্রথমে আমি বিরোধী দলনেতা শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন মহোদয়কে আহ্বান রাখছি উনার বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— স্যার, বিগত ২১-৮-৯৮ ইং তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় এই হাউসে বর্ত্তমান আর্থিক বছরের যে বাজেট হাউসে পেশ করেছেন এই বাজেট পেশ করাতে গিয়ে বর্ত্তমান আর্থিক বছরের সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিগত আর্থিক বছরে সরকারের যেসমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তার একটা রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনার বাজেট বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সরকার, দশম অর্থ কমিশন, প্ল্যানিং কমিশন, এন, ই, সি সহ বিভিন্ন আর্থিক সংস্থান ত্রিপুরাকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিচ্ছে না। এই পুরানো গ্রামাফোন রেকর্ড ১৫ বৎসর ধরে তারা রেকর্ড বাজিয়ে এসেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বাজেট বক্তব্যে আর একটা জিনিস মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলার চেষ্টা করেছে

যে, উনারা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল। আপনার মাধ্যমে জানতে চাইছি স্যার, উনাদের গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারনার প্রতি আস্থা আছে কি নেই সেটা আপনি বিচার করবেন। আমি এখানে হাজার হাজার উদাহরণের মধ্যে ২-১টি উদাহরণ এখানে দিচ্ছি। আমাদের পক্ষ থেকে গত ১৭-৮-৯৮ ইং তারিখে চতুর্থ বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ রূপায়ণে বর্ত্তমান সরকারের অনীহা নিয়ে আলোচনার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি এই হাউসের কর্ণধার, এই হাউসের প্রিভিলেজ এবং তার মালিক, আপনি তার প্রতীক। আপনি এই নোটিশটি অ্যাডমিট করার ব্যাপারে অস্বীকার করলেন। তার কারণ দুই একটা হল অর্থ কমিশনের রিপোর্ট হাউসে লে করা হয়নি, আর দ্বিতীয়টা হল এই রিপোর্ট প্রি-ম্যাচিউরড।
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি অর্থমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে, এই রাজ্যে এর আগে আরও তিনটা অর্থ কমিশন হয়ে গেছে, কোন অর্থ কমিশনের রিপোর্ট বিধানসভায় লে করা হয়েছে? এটা ঠিক জুডিশ্যাল ইনকোয়ারী কমিশনের রিপোর্ট বা ওয়ার্কিং জুডিশ্যাল ইনকোয়ারী কমিশনের রিপোর্ট যেটা হাউসে লে করতে হয়। কিন্তু আমি এই ধরণের কথা শুনিনি, এই ধরণের একটা উদাহরণ মাননীয় অর্থমন্ত্রী দেখাতে পারবেন না যে আর কেন অর্থ কমিশনের রিপোর্ট হাউসে লে করা হয়েছে? স্যার, তৃতীয়তঃ যে প্রি-ম্যাচিউর রিপোর্টটি এই সভার বিধায়করা সেটা জানতে পারবেন না, আলাপ আলোচনা করতে পারবেন না, অথচ আপনি যেটাকে প্রি-ম্যাচিউর রিপোর্ট বলে বলছেন সেটাকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত ১৩ই আগষ্ট ১৯৯৮ইং সাংবাদিকদের কাছে তার অধিকাংশ অংশ প্রেস রিলিজ করে তুলে ধরেছেন। শুধু এখানেই তিনি থেমে থাকেন নি, পুস্তকারে রাজ্যের প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে এই রিপোর্টের সারাংশ উনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তা রিপোর্টটি যদি প্রি-ম্যাচিউর হয় তাহলে কি করে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তব্যে ৬.৮ এবং ২৪ নম্বর ধারায় এই প্রি-ম্যাচিউড অর্থ কমিশনের রিপোর্টটার জন্য ৪টা পেরাগ্রাফ তার বাজেট বক্তব্যে এই হাউসের বিধায়কদের জন্য খরচ করেন। এই বাজেট বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ৮, নম্বরে এক রকম বক্তব্য আর পেরা ২৪-এ আর একরকম বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সব পেরা পড়ে নষ্ট করছি না, পেরা নাম্বার ৪২টা একটু বলছি, এখানে বলা হয়েছে যে, ২০০ কোটি টাকার প্রয়োজন পে-কমিশনের রিপোর্ট কার্যে পরিণত করার জন্য। স্যার, আমরা যারা নোটিশটি এনেছিলাম, আমরা নোটিশটি এই কারণে এনেছিলাম যে প্রকৃতপক্ষে ৪র্থ বেতন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী কর্মচারী ভাইদের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য কত টাকা লাগবে সেই জন্য। কারণ গতকালকে আমাদের অপজিশান বিধায়কগণ সবাই মিলে হিসাব করে দেখেছি যে, সারা রাজ্যে কর্মচারীর যা সংখ্যা তাতে চতুর্থ বেতন কমিশনের রিকমেন্ডেশানকে কার্যকরী

করতে ৮০ থেকে ৯০ কোটি টাকার বেশী লাগে না। কারণ রাজ্যে ১৯৯৬ সালে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৮২ হাজার, তার সঙ্গে ১০ হাজার ছিল ডি. আর, ডব্লিও এবং কনটিনজেন্ট, দুটো মিলে হয় ৯২ হাজার। ১৯৯৮ সালে কনটিনজেন্ট ডি, আর, ডব্লিও মিলে গড়ে হয়েছে ৩০ হাজার, আর কর্মচারীর মোট সংখ্যা ১ লক্ষ দশ হাজার থেকে বিশ হাজার হয়েছে। স্যার, যারা রেগুলার কর্মচারী তাদের হিসাবটা হল বেসিকের ৩০ পারসেন্ট বোল্টার এই রিকমেন্ডেশান হয়েছে, এটা হয়েছে রেগুলার কর্মচারীদের জন্য। আর যারা ডি, আর, ডব্লিউ ও কনটিনজেন্ট কর্মচারী তাদের জন্য ৫০০ টাকা করে বাড়ানোর কথা বলেছেন। তারমধ্যে ১৯৯৭ইং পর্যন্ত প্রায় পোনে তিন হাজার কর্মচারী রিটায়ার করেছেন। কাজেই এই সব কিছু মিলিয়ে এই পে-কমিশনের রিকোমেন্ডেশন ইম্‌প্লিমেন্টেশন করতে গেলে বড়জোর ১০০ কোটি টাকা লাগবে। ৮০-৯০ কোটি টাকা ছেড়ে দিলাম তাহলেও ১০০ কোটি টাকার বেশী কোন সময়ই লাগতে পারনা। আমরা এরজন্য আলোচনা করতে চেয়েছিলাম যে, কর্মচারীদের এই চতুর্থ বেতন কমিশন এর সুপারিশ কার্যকরী করার জন্য যে পরিমান অর্থ প্রয়োজন সেটা যাতে দেওয়া যায় তারজন্য সর্বদলীয় টীম করে আমরা দিল্লীতে যাব এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে টাকা দেওয়ার জন্য বাধ্য করব। চতুর্থ পে-কমিশনের রিকোমেন্ডেশনের উপর আলোচনা চাওয়ার মূল উদ্দেশ্যই ছিল এটাই। অথচ আমরা লক্ষ্য করছি যে, যেখানে বড়জোর ১০০ কোটি টাকার মত লাগে সেখানে বামফ্রন্ট সরকার ২০০ কোটি টাকা চেয়ে তাদের আন্‌-টাইড্‌ ফান্ডকে আরো বাড়াবার চেষ্টা করেছেন। কাজেই স্যার, এই চতুর্থ পে-কমিশনের রিকোমেন্ডেশনের উপর আলোচনা করার জন্য আমরা নোটিশ দিয়েছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য কর্মচারী ভাইদের দুর্ভাগ্য আমাদের, আর সৌভাগ্য উনাদের যারা এটাকে অ্যাড্‌মিটই করেন নি।

স্যার, সংসদীয় গণতন্ত্রের নিময় সম্পর্কে আপনি আমার থেকে অনেক বেশী জানেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম হলো কোন পলিসি মেটারে যখন হাউস ডাকা হয় তখন কোন অবস্থায়ই পলিসি মেটারের উপর কোন বিবৃতি দেওয়া যায় না। কারণ আমরা দেখেছি মাননীয় রাজ্যপাল এই বিধানসভার অধিবেশন কন্‌ভেন করেছেন ১৩ই আগষ্ট, ১৯৯৮ইং আর পে-কমিশনের রিকোমেন্ডেশনের উপর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সরকারী বিবৃতি দেওয়া হয় ২৭, ৮, ৯৮ ইং তারিখে। মাননীয় রাজ্যপাল বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করার পর এ ধরণের কোন বিবৃতি হাউসকে এড়িয়ে দেওয়া যায় না। কাজেই এটাকে আমি হাউসের অধিকার ভঙ্গ সামিল বলে গণ্য করছি। সেহেতু আমরা আলোচনার জন্য নোটিশ দেবার পরও সেটাকে গ্রহণ করা হয়নি যেহেতু আমি মনে করি এরদ্বারা হাউসের অধিকার ভঙ্গ হাউসের অধিকার ভঙ্গ করা হয়েছে। এবং এই হাউসের অধিকার ভঙ্গের উদাহরণ শুধু আমাদের কথায় হবে

না স্যার, লোকসভার ডিরেট—২৬-১১-৬৯, ১০-৮-৭০, ১৯-৮-৭০, ২৬-৩-৮০, ১৯-৮ ৮৫, দেখলে সেটা বোঝা যাবে।

স্যার, সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী মাননীয় রাজ্যপাল বিধানসভার স্পীকারের সঙ্গে আলোচনা করে অ্যাসেম্বলী সেক্রেটারিয়েটের স্টাফদের সার্ভিস রুলস্ অ্যান্ড কন্ডিশনস্ ঠিক করেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এই ব্যাপারে বর্তমান সরকার সে নিয়ম মানেননি। এতদিন বিধানসভা সচিবালয়ের সর্বাধিনায়ক হলেন আপনি। আপনি সচিবালয়ের কর্মচারীদের ভূত-ভবিষ্যৎ তাদের সার্ভিস কন্ডিশন সেটা নির্ধারণ করবেন। এতদিন ধরে এই নিয়মই চালু ছিল। কিন্তু সেই নিয়মকে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্যের অর্থ সচিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে আদেশ স্বরূপ চিঠি দিতে দ্বিধাবোধ করেন না, এই রাজ্যের অর্থ সচিব আপনি অস্বীকার করবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেট প্রণয়নের আগে রাজ্যে কোন ইকনোমিক সার্ভে হয়নি যেটা অত্যন্ত দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমার থেকে আপনি ভাল জানেন রিপোর্ট অব্ দি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, রিপোর্ট অব্ দি ইস্টিমেট কমিটি এন্ড রিপোর্ট অব্ দি পাবলিক আন্ডার টেকিং কমিটি আর রিকোয়্যার্ড টু বি প্লেস বিফোর দি হাউস। গত সাত আট বছর যাবৎ আজকে শ্যামাবাবু পি, এ, সি কমিটি রিপোর্ট প্লেস করেছেন গত সাত আট বছর ইস্টিমেট কমিটি কোন রিপোর্ট এই হাউসে প্লেস করেন নি। অথচ উনারা বাজেট করে যাচ্ছেন। এগুলি হল অর্থনৈতিক কমিটি। রাজ্যের বাজেট করার আগে পি, এ, সি, রিপোর্ট এবং ইস্টিমেট কমিটি রিপোর্ট অবশ্যই প্লেস করতে হবে। সাত/আট বছর যাবৎ হয়নি। স্যার সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার বাজেট বহির্ভূত যে ব্যয় সরকার করেন।

মিঃ স্পীকার :— সমীরবাবু পরে বলবেন।

শ্রী সমীর রঞ্জনবর্মন (বিরোধী দলনেতা) :— অতিরিক্ত খরচ সেগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ যেগুলি আনা হচ্ছে না এই হাউসে। স্যার, সচিবালয়ের মাননীয় কর্মচারী অফিসার বন্ধুরা যারা আছেন তারা জানেন কিনা যে, তাদের ক্ষমতা কতদূর এবং কি করে পি, এ. সি. এবং ইস্টিমেট কমিটি রিপোর্ট প্লেস করতে হয়। ইস্টিমেট কমিটি অতিরিক্ত কত খরচ হল কি করে সেটা রেগুলারাইজ করতে হয় এই ব্যাপারও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এইসব ব্যাপারে আপনিও অবহিত আছেন। আমি এই ব্যাপারে বলব কারণ হাউসের সময় নষ্ট করতে চাই না। রিসেসের পরে বলব।

মিঃ স্পীকার :— বি, এ, সির মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি আমার চেম্বারে যাওয়ার জন্য। এই সভা বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আজকে তো আলোচনা চলবে ৭টা পর্যন্ত। তার মধ্যে ১০, ১৫ মিনিট এদিক সেদিক হতে পারে তা হলে পরে মোট ৫ ঘন্টা হচ্ছে। এখানে সবাইতো প্রশ্ন পার্টিশিপেশানে। কাজেই আমি আপনাদের দিক থেকে দেখেছি যে ৩০০ মিনিট হয়। এই ৫ ঘন্টাতে যদি ৭টা পর্যন্ত ধরি তা হলে আপনারা ১০০ মিনিট সময় পান। আর ২০০ মিনিট ওরা পায়।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (বিরোধী দলনেতা) **:—** স্যার, আগে আমাকে শুধু করতে দিন। সময় তো কম। আপনি সময় তো বেশী দিচ্ছেন না। আপনি হিটলারের বড় ভাই স্যার। আপনি যে ভাবে হিটলারের মত স্টীমরোলার চালাচ্ছেন সেটা আর বলে লাভ নেই।

মিঃ স্পীকার :— আপনি খুব আপত্তিজনক কথা বলছেন। পৃথিবীতে বোধহয় আর নেই অপজিশান লিডার যে ভাবে কনসিওম করে টাইম। পৃথিবীতে আর নেই। ভারতবর্ষের তো প্রশ্নই নেই পৃথিবীতেও নেই। ২০ মিনিট দেওয়ার পরে ১ ঘন্টা ২০ মিনিট বলা সেটা পৃথিবীতে নাই। আপনি ইতিহাস সৃষ্টি করছেন। আপনারা এলোকেট করে নেন ১০০ মিনিট আপনারা বলবেন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (বিরোধী দলনেতা) **:—** স্যার, ১০০ মিনিটের জায়গায় দরকার হলে ১০, ১৫, ২০ মিনিট বলা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :— না, না এখানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন না। হাউসের যেটা নিয়ম আছে সেটা তো মানতে হবে।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (বিরোধী দলনেতা) **:—** আমাকে আগে বলতে দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপনাকে বলতে তো আমি না করি নি। আগে নাম দিন কে কে বলবেন। আপনারা ১০০ মিনিট পাবেন। এর মধ্যে আপনারা ঠিক করবেন কে কতক্ষণ বলবেন।

GENERAL DISCUSSION OF THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1998-99

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (বিরোধী দলনেতা) : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রীকে একটা ব্যাপারে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এর আগেও বামফ্রন্ট এর ১৫ বৎসরে ১৫ জন অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেছেন। ওদের বাজেটের একটা মাহাত্য ছিল বাজেট পেশ করে বাজেটের প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্য্যন্ত কংগ্রেসকে গালিগালাজ করা। এবারই দেখেছি মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী বাদল চৌধুরী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন অসংগাত কথা উনার বাজেটে বক্তব্যে রাখেন নি। সেই জন্য আমি বাদলবাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার ভাষণ দ্বিতীয়-বেলার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে আশ্চর্য্যের বিষয় সেটা আমি আপনার মাধ্যমে হাউজের নজরে আনছি। সেটা হল ১৯৯৫-৯৬ ইং সালে বামফ্রন্ট বাজেট ওপেনিং ব্যালেন্সে ৪১ কোটি টাকার ঘাটতি সহ ১৮০ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট দেখিয়েছেন। কিন্তু কি ভাবে তার মোকাবেলা করা হবে তখন বাজেটে তার উল্লেখ ছিল না। কেশববাবুর নিশ্চয়ই মনে থাকবে। তখন উপমুখ্যমন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বলেছেন উনি ১০ম অর্থ কমিশনের অনুদানে উচ্ছ্বস প্রকাশ করে বলেছেন। কিন্তু খুবই অবাকের বিষয় বর্তমান অর্থমন্ত্রী ১০৬ কোটি টাকার ঘাটতি রেখে বাজেট ভাষণে দশম অর্থ কমিশনের বিরুদ্ধে অসত্য তথ্য এই বাজেট বক্তৃতায় রেখেছেন। তিনি বলেছেন ১৯৮৮-৮৯ সালে দশম অর্থ কমিশন যে ভাবে ৫৬৮ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন সেখানে মাত্র ৪৫১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা পাওয়ার আশা সঞ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে ১১৬ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। এই তথ্য সম্পূর্ণ অসত্য। এই হাউজকে বিভ্রান্ত করার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই তথ্য দিয়েছেন। আরেকটা মজার বিষয় হল স্যার, এবারে যোজনা বরাদ্দে আক্ষরিক অর্থে অর্থ কমে গেলেও অর্থমন্ত্রী মহোদয় রাজ্যের জনকল্যাণে যোজনা বরাদ্দে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। উনি বলেছেন আমরা গত অর্থ বছরের পরিকল্পনা অর্থ বরাদ্দ স্তর অর্থাৎ ৪৪০ কোটি টাকা বজায় রেখেছি। যা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে রাজ্যের উন্নয়ন-মূলক ক্রিয়াশীলতার গতি বজায় রাখতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর"। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাঁর এই স্বস্তি বোধের কোন সঙ্গত কারণ আছে কি? নেই। কারণ এই ৪৪০ কোটি টাকার মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে নন-প্ল্যান খাতে ১৯৬ কোটি টাকা। যা বাজেটে কোথাও বলা হয় নি। এই নন-প্ল্যান বরাদ্দ থেকে ১৫০ কোটি টাকা কর্মচারীদের বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দিতে লাগবে। আর ৪৬ কোটি টাকা লাগবে অতিরিক্ত ডি.এ, দেবার জন্যে। স্যার,। কৌশলে যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যানকে রাজী করান হয়েছে। স্যার, আমি এ ব্যাপারে যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যানের এটেনশন ড্র করে আজকে চিঠি দেব। স্যার, ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ওয়ার্কিং কমিটির

যে মিটিং হয় সেই মিটিংয়ে তদানীন্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই তিনি এ ব্যাপারে চুপ করে আছেন। স্যার, ৪৪০ থেকে যদি ১৯৬ বাদ দেওয়া যায়, তাহলে বাজেটে রইল মাত্র ২৪৪ কোটি টাকা। এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে রাজ্যের কি উন্নয়ন সম্ভব হবে? কাজেই রাজ্যের উন্নয়ন না, কর্মচারীর বেতন অন্তর্ভুক্ত। স্যার, কিছু দিন আগে দৈনিক সংবাদের একটি প্রতিবেদন বেড়িয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে সরকারী তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ করা হয় নি। স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী কি সব অদ্ভুত কথা বলে চলছেন। আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা তার চেয়ে অনেক কম তাই বোধগম্য হচ্ছে না। কিন্তু স্যার, এটা আপনি জানেন, মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন, এই হাউস জানে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন, কেশববাবু উনার অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। সেই কেশববাবুকে দিয়ে বাজেটে এই সমস্ত অঙ্কগুলি করিয়ে নিলে আর কোন গোলমাল হত না। স্যার, অর্থমন্ত্রী উনার বাজেট ভাষণে কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্টের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন 'শ্রী এইচ, ডি দেবগৌড়ার নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকারই প্রথম তারপর শ্রী আই, কে, গুজরালের নেতৃত্বাধীন সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্যার প্রতি গভীরভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। শ্রী দেব গৌড়াই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি একনাগারে সাত দিন এই অঞ্চলে অবস্থান করেছেন এবং তার সফর শেষে এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ প্যাকেজের ঘোষণা দিয়েছেন।" স্যার, ৬ হাজার কোটি টাকার সংস্থান করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ঘোষণা দেওয়ার পরও বামফ্রন্ট সরকার খুশী হতে পারেন নি, এবং তাঁদের আপত্তি জানিয়েছিলেন। স্যার, যে শুক্লা কমিশনের কথা এখানে বার বার বলা হচ্ছে, সেই কমিশন ১৯৯৭ সালের ৭ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার কাছে রিপোর্ট পেশ করেছেন। এরপরও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা আরো এক বছর ছিল। স্যার, এই রিপোর্ট প্রধান-মন্ত্রীর সোফায় রেখে গরম করা হয়েছে। কোন স্টেপই এই রিপোর্টে উক্ত দুই প্রধানমন্ত্রী নেন নি। কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকার সেটা রূপায়িত করে যান নি। প্রায় এক বছর বসে রইলেন এই ৬ হাজার কোটি টাকা থেকে অশ্ব ডিম্ব প্রসব করলো। স্যার, এখানে দেবগৌড়া, আই, কে, গুজরালের কথা মন্ত্রীরা এখানে বলেন নি, আমি দেখাব যে ওরা কিছুই করেন নি। ওদের ক্ষমতা ছিল না। ওরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই কিছুই করেন নি। উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য যা করেছে তা কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারই করেছেন। আই, কে, গুজরাল বলুন, দেবগৌড়া বলুন তাদের কাছে বামফ্রন্ট সরকার আর্থিক বরাদ্দ তিন গুণ বাড়িয়ে দেবার জন্য ডেপুটেশান দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সরকার কিছু করেন নি। এই যুক্তফ্রন্ট সরকারের বকলমে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সি, পি, আই (এম) দলের সাধারণ সম্পাদক হরকিষেন সিং সুরজিৎ, তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভাকে বকলমে পরিচালনা করতেন। এই পরিস্থিতিতে

GENERAL DISCUSSION OF THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1998-99

দেবগৌড়ার প্যাকেজ ঘোষণা এবং আই, কে, গুজরালের গভীর ভাবে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা অশ্ব ডিম্ব প্রসব হলো। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের বি. জে. পি, সরকার শেখওয়াত কমিটি গঠন করেছেন। এই শেখওয়াত কমিটি গঠন করায় বামফ্রন্ট সরকার তাঁর প্রশংসার পঞ্চমুখ। কিন্তু এই সি. পি, আই (এম) দলই এই বি, জে, পি সরকারকে উৎখাতের জন্য কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় নেত্রী শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীর ভজনা করছেন। এই সর্ব ভারতীয় সি. পি, আই (এম) দলকে জয়ললিতা, রাবরী দেবী, মায়াবতীদের শাড়ীর আঁচলে এসে অশ্রয় নিতে হবে। হরকিষেন সিং সুরজিৎ জ্যোতি বসু, চন্দন বসুদের রক্ষা করতে হলে মায়াবতী, জয়ললিতা-দের শাড়ীর আঁচলের নীচে আশ্রয় নিতে হবে। স্যার, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র রাজীব গান্ধী একমাত্র ব্যক্তি যিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির জন্য কিছু করেছেন। উনি প্রধানমন্ত্রী থাকা কালীন সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল চষে বেড়িয়েছেন। এবং ১৯৮৫ ইং সালে ন্যাশনাল ডেভলাপমেন্ট কাউন্সিলের এক সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে শ্রী রঙ্গরাজন, যিনি প্ল্যানিং কমিশনের মেম্বার ছিলেন, তাঁকে চেয়ারম্যান করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের আর্থিক সমস্যা দূর করার জন্য কমিটি অব এ্যাকসপার্ট গঠন করেন এবং তাঁর রিপোর্ট প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে পেশ করেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোজনা বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং এটার সুফল আজকে আমরা ভোগ করছি। কাজেই বাজেট ভাষণে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যা বলেছেন তার সংশোধনী প্রয়োজন। এখানে দেবগৌড়া, আই, কে, গুজরাল বলে কিছু হবে না। স্যার, এই বাজেট ভাষণের উপর আমি বক্তব্য রাখছি এই বাজেট ভাষণকে প্রেস করেছে? আমি জানিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা এ ব্যাপারে কিছু জানেন কিনা? কে পেশ করলো মাননীয় অর্থমন্ত্রী নাকি তাঁর সচিব শশী প্রকাশ?

বাজেটের মূল দলিল এ্যানুয়াল ফিনান্সিয়্যাল ষ্টেটমেন্ট মাননীয় রাজ্যপালের অনুমোদন নিয়ে রাজ্যপালের পক্ষে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর স্বাক্ষরে এটা পেশ করতে হয় সেই সংবিধানের ২০২ ধারার অনুচ্ছেদে পেশ করতে হয়। কিন্তু অর্থমন্ত্রীর নাম স্বাক্ষর পেশের তারিখ বাজেটে নেই কেন ফিনান্সিয়্যাল ষ্টেটমেন্টে কিছু উল্লেখ নেই। স্যার, এটা আমার মতে সংবিধান সুদক্ষ মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাদলবাবু বলতে পারবেন যারা সংবিধান ডিল করেন। অপর পক্ষে বাজেট এ্যাট গ্ল্যান্স-এ পঞ্চম পৃষ্ঠায় শ্রী শশী প্রকাশের স্বাক্ষরে এ্যাকসপ্লেনেটরি রুল ইত্যাদি শিরোনামে জ্ঞান বিতরণ করেন। বাজেটের কোন দলিল রাজ্য অর্থমন্ত্রীর স্বাক্ষর থাকবে না তা হবে এই হাউসের অবমাননা। মাননীয় অর্থমন্ত্রী থাকতে তার আইন সচিব এ্যাট এ্যা গ্ল্যানসে কি করে সই করেন এবং হাউসের

ভিতর এই বই মাননীয় বিধায়কদের কাছে আছে। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী সেটা করবেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী। স্যার, এটা কি বিধানসভার প্রিভিলেজ ভঙ্গ করে না? এখানে যেভাবে তুলসীদাসকে তেল মর্দন করা হয়, অর্থ সচিবকেও কি সেই ভাবে তেল মর্দন করতে হবে? কি রকম কথা স্যার, এটা তো হাউসের অবমাননা। স্যার, হাউসকে রক্ষার দায়িত্ব আপনার। আমি এই ব্যাপারে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার কাছেও অনুরোধ রাখব এবং আমি রুলিং-এর দাবী করছি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন বস্তুত পক্ষে এটা হলো সরকারের সামাজিক বাজেট বক্তৃতা, রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা দিস বাজেট ইজ দি রিফ্ল্যাকশান অব্ পলিটিক্যাল ফিলোসফি। এই বাজেট হলো সি, পি, এমের পলিটিক্যাল ফিলোসফি। এটা কি একটা সভ্য সরকারের বাজেট বক্তৃতা সেখানে তার একটা পলিটিক্যাল রিফ্ল্যাকশান করে বলতে পারেন? ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে, কেন্দ্রে তো ৫৪ বছর কংগ্রেস রাজত্ব করেছেন কোন সময় তো শুনি নি এই ধরণের কথা কোন অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেটে এই ধরণের কথা বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সহ কোন রাজ্যে নেই। স্যার, এটা অভিনব ব্যাপার। স্যার, সরকারের সামাজিক এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে রচিত একটি উন্নয়ণ পরিকল্পনা এটা পলিটিক্যাল ফিলোসফি হতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ স্যার, এটা আমি জানি না সরকার যদি সভ্য হয়? এটা কি করে হয়। স্যার, রাজনৈতিক দলের কৃত কর্মসূচী এবং মতাদর্শের দলিল হতে পারে। স্যার সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে একটি দল ক্ষমতায় এসে রাজনৈতিক মতাদর্শে দলবাজী করতে পারেন কি? এটার বিচার আপনিই করবেন আপনি এখন চেয়ারে আছেন। সি, পি, এমের এই যে রাজনৈতিক মতাদর্শের বাজেট বক্তৃতা সেখানে বেকার যুবক যুবতীদের চাকুরী বা কর্ম সংস্থানের কোন স্থান নেই। স্যার, ৩ লক্ষ বেকারের কোন কথা কেন এই বাজেট বক্তব্যে নেই? উন্নয়ণের পূর্বশর্ত রাজ্যে শান্তি-শৃংখলার পরিবেশ সবচেয়ে জরুরী এই ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী কোন আশ্বাস দিতে পারেন নি সারা রাজ্যে নরমেধ যজ্ঞ, খুন, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ রাহাজানি চলছে। স্যার, এখানে কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্প উদ্যোগ নেই রাজ্যের একমাত্র শিল্প হলো থাম ইমপ্রেশান ইন্ডাষ্ট্রি। স্যার, এই ব্যাপারে আমি গতকালকেও বলেছি প্রতিটি ডিমান্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা আন ক্ল্যাসিফাই হেড অব্ একাউন্টে কেন রাখা হয়েছে? এটা আন-টাইড-ফান্ডে পর্যবসিত করার জন্য এবং হরির লুট করার জন্য? এই আন-ক্লাসিফা ইড হেডে কি কারণে রাখা হয়েছে। বাজেট ভাষণের মুদ্রিত বইয়ে হাজার হাজার টাকার নোট, ৫00 টাকার নোট, ১00 টাকার নোট করেছেন। হরির লুট হবে সারা রাজ্যে। সঙ্গে কবোতর মুখে

GENERAL DISCUSSION OF THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1998-99

নিয়ে হাজার হাজার টাকার নোট। কোন্ রাজ্যে এই ধরণের হাজার টাকার নোট, ৫০০ টাকার নোট রূপায় টাকা দিয়ে, বাজেট বক্তৃতা ছাপা হয়। কোন রাজ্যে নেই। স্যার, লুটতরাজের নিদর্শণ মাননীয় অর্থমন্ত্রী দেখিয়েছেন। রাজ্যে কৃষি সেচ প্রকল্পের উন্নয়ণ, রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য জরুরী পদক্ষেপ নেওয়ার কোন আশ্বাস নেই। এই বাজেটে কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার কোন বাস্তবোচিত উন্নয়ণের রূপরেখা অর্থমন্ত্রী তুলে ধরতে পারেননি। স্বাস্থ্য সম্পর্কে, মাননীয় প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিন্হা থাকাকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কিছুটা সুবন্দোবস্ত হয়েছিল এবং চেষ্টাও করেছিলেন। মানুষ আজকে চিকিৎসার জন্য চেন্নাই যাচ্ছে বাধ্য হয়ে। বাড়ীঘর সব বিক্রী চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন। চেন্নাইয়ে থাকার ব্যবস্থা। করা হয়েছে, যাতে সেখানে গিয়ে মানুষ থাকতে পারে। সেটাকে একটা রাজনৈতিক আখড়া করা হয়েছে। মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য একটি টাকাও বাজেটে নেই। স্যার, অধিবেশন সংক্ষেপ করায় আমরা আলোচনা করতে পারছিনা। কিন্তু বাজেট এট এ গ্ল্যান্স থেকে আমি দেখাচ্ছি স্যার, বাজেট এটা এ গ্ল্যান্স এর ১৬ পৃষ্ঠায় বিগত ৯ বৎসরের বর্ত্তমান বৎসর সহ আয়-ব্যয়ের হিসাব দিয়েছে। এই হিসাব একেবারে অসত্য। এখানে মিথ্যা বললে আন-পার্লামেন্টারী ওয়ার্ড ইউজ হয়ে যায়, তাই আমি মিথ্যা বলবনা। যে ছাপানো হিসাব দেওয়া হয়েছে একেবারে অসত্য। আমি রিপোর্ট অন কারেন্সি এট ফিনান্স তার সেকেন্ড ভলিউম দেখাচ্ছি, রিজার্ভ ব্যাংকের যে রিপোর্ট তার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। রিজার্ভ ব্যাংক এবং যে রিপোর্ট তার সঙ্গে একটা অ্যামাউন্টের কোন মিল নেই। এই অসত্য তথ্য পরিবেশন হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে। স্যার, আমি এই গড়মিলের ব্যাপারে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া প্রকাশিত রিপোর্ট ১৯৯৫-৯৬, ৯৬-৯৭ ভলিউম টুতে উল্লেখ আছে ত্রিপুরার হিসাব। আমি উদাহরণ দিচ্ছি তিন বৎসরের। যেমন স্যার, অর্থ বৎসর ৯৪-৯৫ মোট আয় ৮৮৮,৯৯, মোট টাকার অংকে ৮৮০.৩৩। উদ্বৃত্ত ৮,৭৮ কোটি। স্যার, ৯৫-৯৬ এ ১০৪১,৮ হল মোট আয়, ব্যয় ৯৮৯,৫৪, উদ্বৃত্ত ৫১.৫৮। ৯৬-৯৭ এ ১২১১.৩৭ মোট আয়, মোট ব্যয় ১২৩৮,৮০ এবং ঘাটতি ২৭,৯৩। বাজেট এট এ গ্ল্যান্স অনুযায়ী যেটা উনি ছাপিয়েছেন এবং উনাদের মন্ত্রিসভায় ছিল সেখানে ৯৪-৯৫ সনে ৩০০ কোটি ৮৮৫৮,১৭ কোটি মোট আয়। ওখানে হল ৮৮৮.৯৯। মোট ব্যয় ৮৯৯, রিজার্ভ ব্যাংকে ৮৮০। উদ্বৃত্ত ৮,৭৮, ঘাটতি ৪১,২৯। স্যার, ১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেটের প্ল্যান অনুযায়ী ১১০৩,৩৮ এটা হচ্ছে আয়, ব্যয় হচ্ছে ৯৯৭,৯৫ আর সেভিংস হচ্ছে ১০৪,৪৩। ১৯৯৬-৯৭ সালে আয় হচ্ছে ১১২৮,১৯, আয়, ব্যয় হচ্ছে ১৭৮,৭৭, ঘাটতি হচ্ছে ৫০,৫৮। স্যার,

১৯৯৮ বলে চিৎকার করেছিলেন ১৯৯৮-৯৯ সালের ওপেনিং ব্যালেন্স দেখানো হয়েছে ঘাটতি ১০.৩১ কোটি টাকা। অথচ গত অর্থ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৯৭-৯৮ সালের আয় ও খরচের হিসাব অনুযায়ী ওপেনিং ব্যালেন্স হওয়া উচিৎ ছিল ঘাটতি ৩০,৫ কোটি টাকা। স্যার, বাজেটে প্রদত্ত এই সমস্ত হিসাবের ইচ্ছাকৃত গড়মিল কেন রয়েছে অর্থমন্ত্রীকে অবশ্যই জবাব দিতে হবে। কারণ রিজার্ভ ব্যাংকে অনুমোদিত হিসাবে ঘাটতি ও উৎবৃত্তের যে সংখ্যা রয়েছে তার সঙ্গে এখানে রাজ্যের বাজেটে ঘাটতি ও উৎবৃত্তের এত ফারাক কি করে সম্ভব? স্যার, এটা আমরা গত কালকে সারা রাত বসে দেখেছি কিন্তু হিসাব মিলাতে পারিনি। স্যার, দশম অর্থ কমিশনে অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কিত অনেক বিভ্রান্তিকর তথ্য এই মাননীয় অর্থমন্ত্রী দশম অর্থ কমিশনকে নিয়ে এই বিধানসভায় প্রদত্ত বাজেট ভাষণে এবং বিধানসভার বাহিরে প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও ময়দানের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন ধরণের বক্তব্য। স্যার, দশম অর্থ কমিশন কিভাবে কোন খাতে কত বরাদ্দ করেছেন তা আমি নিজে দিতে বাধ্য হচ্ছি। স্যার, এই হল ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট। স্যার, এই অর্থ বরাদ্দের বাহিরেও কেন্দ্রীয় সরকার নানা সময়ে নানা খাতে কোটি কোটি টাকার অতিরিক্ত অর্থ ত্রিপুরাকে দিয়েছে। স্যার, দশম অর্থ কমিশন সেয়ার অফ্ টেকসেস-এর ক্ষেত্রে করেছে, ইনকাম টেক্স ২২৩৭,২৫ কোটি টাকা, বেসিক এক্সাইজমেন্ট দিয়েছে ২০৩০,৬৫ কোটি টাকা অ্যাডিশন্যাল এক্সাইজ ডিউটি ৫৭১১৬ কোটি টাকা, স্যার, ২৩২৫,৭১ কোটি টাকা হল সেয়ার অফ্ টেকসেস ত্রিপুরার জন্য। স্যার, নন-প্ল্যান রেভেনিউ টেকস নন-প্ল্যান গেফ গ্রান্ট হিসাবে ত্রিপুরা ৪৮৮,৭৮ আপগ্রেডেশানে এখানে ১৩,৯০ কোটি টাকা, স্পেশিয়্যাল প্রবলেম ইনক্রিমেন্ট ১২ কোটি টাকা, লোক্যাল বডি ১৪:৯৭ তারপর বিবিধর জন্য ১৭ ৬২ টাকা মোট ৫৪৭,৪০ কোটি টাকা। স্যার, দশম অর্থ কমিশন ত্রিপুরার জন্য ২৮৭৬,৭৫ কোটি টাকা দিয়েছেন। অথচ এই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বক্তব্য দিচ্ছেন, যেমন, ময়দানের বক্তব্য এক ধরণের অংক, হাউসের বক্তব্যে এক ধরণে অংক, প্রেসে বক্তব্য দেওয়ার সময় আর এক ধরণের অংক বক্তব্যে রাখছেন। স্যার, এই হিসাবে তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী আজকে যেখানে অনিলবাবু আছেন সেখানে উঠে দাঁড়িয়ে এই হাউসে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তখন আমিও ছিলাম। স্যার, এই হিসাবের ভিত্তিতে ১৯৯৫-৯৬ সালে ১৮০,৭৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি বাজেটে বছরের শেষ ৪৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছিল। স্যার, এই হিসাবের ভিত্তিতে এবং ৯৫-৯৬ ইং সনে ১৮০,২৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি বাজেটে বৎসরের শেষে ৪৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে এই ফিনান্সিয়ালে ইয়ারে। এই হিসেবে রাজ্য সরকার এখন অর্থ বরাদ্দ নিয়মিত পাচ্ছেন। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসত্য বিবৃতি দিয়ে বিধানসভাকে বিভ্রান্ত ও রাজনৈতিক ময়দানে পরিণত যেন না করেন।

GENERAL DISCUSSION OF THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1998-99

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্য সরকার সংবিধানের ৭৩ এবং ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী অনুসারে ১৯৯৪ সালে তার স্টেট্ ফিনান্স কমিশন গঠন করেন। এবং কমিশনের রিপোর্ট প্রাপ্তির পর অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট এই বিধানসভায় আমরা সবাই মিলে অনুমোদন করেছি। কিন্তু দেখা যায় এই রিপোর্ট সংবিধানের ২৪৩ (ওয়াই) ধারা লঙ্ঘন করে নগর পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলকে কোন শেয়ার অব্ টেক্সেস বরাদ্দ করেননি। তাহলে এই কমিশন গঠন করার কি অর্থ স্যার?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্তমানে নগর পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলকে নন-প্ল্যানে গ্র্যান্টস্ দেবার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিপরীত মুখী তা পালন করা হয়েছে। নগর পঞ্চায়েতের বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্যার, আমি ৩ (তিন) বছরের ফিগার দিচ্ছি ৯৬-৯৭ সালে নন্ প্ল্যান হেডে মিউনিসিপ্যালিটিকে যে গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। ৯৭-৯৮ সালে দেওয়া হয়েছে ৩,০০ কোটি টাকা। আর ৯৮-৯৯ ইং সনে এই বাজেটে ধরা হয়েছে মাত্র ২,০০ কোটি টাকা স্যার, বাজেট বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে ৯৬-৯৭ সালে ৩,৯২ কোটি টাকার মধ্যে আসলে দেওয়া হয়েছে ৩.০০ কোটি টাকা। এবার ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করার অর্থ পৌরসভার নাগরিকদের স্বার্থ যাতে আরো সংকোচিত করা যায় এবং তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাতে চরিতার্থ করা যায়। অপরদিকে নগর পঞ্চায়েতগুলিকে তুলনামূলকভাবে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর কারণ হলো এরা হলেন গণতন্ত্রের পূজারী। এখানে মিউনিসিপ্যালিটির বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওদের গলা টিপে মারার জন্য স্যার। আর নগর পঞ্চায়েতের টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আমি তিন বছরের হিসাব দিচ্ছি স্যার ১৯৯৬-৯৭ সালে নগর পঞ্চায়েতগুলিকে বরাদ্দ করা হয়েছে ৪২,৩৩ লক্ষ টাকা নন্-প্ল্যান। ১৯৯৭-৯৮ সালে বরাদ্দ করা হয়েছে ১,১৭ কোটি টাকা আর ১৯৯৮-৯৯ ইং সনে এই বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে ১,৩০ কোটি টাকা। স্যার, এখানে উল্লেখ করতে হয়, রাজ্যের অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ৯৭-৯৮ সালে পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে সাকুল্যে শেয়ার অব্ টেকসেস্ ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। তার মানে স্যার, আপনার বাড়ীতে আমার বাড়ীতে যে গোবর ছিটা দেন এই গোবর ছিটার মত ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

স্যার, এ. ডি. সি তারা তো অটোনোমাস ডিস্টিক্ট্ কাউন্সিল বলে চিৎকার করেন কিন্তু লোক দেখানে সহজ সরল ট্রাইবেলদের বঞ্চনা করার জন্য দেওয়া হয়েছে মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা

শেয়ার অব্ টেক্সেস্। স্যার, এই এ, ডি, সি, এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলির জন্য ওদের মায়া কান্নার আর শেষ নেই। স্যার, তাদের পক্ষেই এটা সম্ভব যে রাজ্যের নিজস্ব আয় থেকে মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা করে পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে এবং এ, ডি, সিকে বরাদ্দ করা হয়েছে। এতে কি প্রমাণিত হয় না যে বামফ্রন্ট সত্যিই সাধারণ মানুষের কোন উন্নতি চায় না, অর্থনৈতিক উন্নয়ণ চায় না সামাজিক উন্নয়ণ চায়না তাই তো প্রমাণিত হয় স্যার, । কাজেই এই বাজেটের সাথে জনগণের স্বার্থে কোন সংযোগ নেই, আছে কিছু সংগঠিত পরিকল্পিত হরির লুটের প্রতিফলন। আন টাইট বানানোর জন্য পুরো বাজেটটাকে হরির লুট করার চেষ্টা। স্যার, বঞ্চনার চেষ্টা, বেকারদের বঞ্চনার চেষ্টা, এ, ডি, সিকে বঞ্চনার চেষ্টা, মিউনিসিপ্যালিটিকে বঞ্চনার চেষ্টা এবং পঞ্চায়েতকে বঞ্চনার চেষ্টা । স্যার, একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করছি। এক মিনিট স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে এক মিনিট বলুন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (বিরোধী দলনেতা) :— স্যার, একটা উদাহরণ দিচ্ছি, কি ধরণের হিপোক্রেসি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে সমরবাবু প্রথমবার কলকাতা ত্রিপুরা হাউসে উঠলেন। ওখানে ঝন্টু বলে একটি ছেলে আছে। সে মুখে শ্বাস প্রশ্বাস নেয় নাকে নেয় না। সে মুখে শ্বাস ফেলে খাবার নিয়ে আসল উনার জন্য। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনি একটি গামছা পড়ে এসে জিজ্ঞাস করল "কি রান্না করেছে ?" সে বলল স্যার, "মাছ ভাজা, ডাল তরকারি, । আঃ আবার মাছ মাছ ভাজা কেন এগুলি ফেলে দাও নিয়ে ।" সে চোখ দিয়ে দেখছে মুখে বলছে "হ্যাঁ স্যার। "তখন জিজ্ঞাস করল কত বিল হবে ?" ' তখন সে বলল ১৫ টাকা।" ঠিক আছে দিয়ে যাও মাছ ভাজী। স্যার, টাকা লাগবে না ১৫ টাকাই। "ও তাহলে বল না কেন ." মাছ ভাজা উনি খেলেন। এই ধরণের হিপক্রেট হলেন উনারা মুখে এক কাজে আরেক। কাজেই স্যার, যেখানে এই হরির লুটের প্রতিফলন সেখানে এই এটার বাজেটকে আন টাইট বানানোর প্রয়াস। এই বাজেটকে আমি তীব্র বিরোধিতা করে শেষ করছি না। আমি অনুরোধ করব মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে এই হাউসে সংশোধিত বাজেট পেশ করার জন্য। ত্রিপুরার মানুষের জনকল্যাণের উন্নয়ণের জন্য বিরোধিতা করে আমি বসে পড়ছি না। আমি কড় জোরে অনুরোধ করব সংশোধিত বাজেট এই হাউসে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ণের জন্য বাজেট আনা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : - মাননীয় সদস্য শ্রী সমীরদেব সরকার।

শ্রী সমীরদেব সরকার :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২১ তারিখ মাননীয়

GENERAL DISCUSSION OF THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1998-99

অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন আমি তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, উনি বিস্তৃতভাবে মোটামোটি বিভিন্ন দফাওয়াড়ী তার বক্তব্য ৪৯টা দপ্তরের মধ্যে উনি তার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছেন। তার সব কটা নিয়ে আলোচনার মধ্যে আমি যাব না। অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে দু-একটি বিষয় আমার আলোচনার মধ্যে উপস্থিত করতে চাইছি। এই যে বাজেট এটা আমরা মনে করি যে বামফ্রন্ট সরকারের একটি বলিষ্ঠ এবং দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। এই মাত্র মাননীয় বিরোধী দলনেতা উনি জানি না জেনেশুনে কিনা হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য কিনা একটা বাজেট যে রাজনৈতিক দল সরকারে থাকুন না কেন তাকে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অর্থনীতি থেকে শুরু করে রাজ্যের জনগণের স্বার্থে কোন রাজনীতি বা নীতি নিয়ে চাইছেন তার প্রতিফলন ঘটে এই বাস্তব কথাটা সত্য তারা কেন অস্বীকার করতে চাইছেন? আজকে পর্যন্ত স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি, সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা পালন করছি। এরমধ্যে বিরাট একটা সময় প্রায় ৪৫ বছর যারা দিল্লীর ক্ষমতায় ছিলেন আর এখানে যারা প্রায় ৩৫ বছর রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন। এরাই এই ৩৫ বছর রাজ্যে এবং ৪৫ বছর দিল্লীতে বার বার যে বাজেট করেছেন এরমধ্যে তাদের যে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন ঘটেছে। ভারতবর্ষের মানুষ এবং আমাদের রাজ্যের মানুষ তা দেখেছেন। সেটা আজকে অস্বীকার করছেন কেন? ভারতবর্ষ আজকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র দেশ। সবচেয়ে বেশী পৃথিবীর মধ্যে যে কোন দেশ যেখানে বেকারের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সেই দেশের নাম ভারতবর্ষ। যেখানে সবচেয়ে বেশী নিরক্ষর মানুষ বাস করে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই দেশের নাম ভারতবর্ষ। ৪৫ বছর শাসন করার সুবাদে তাদের যে রাজনীতির প্রতিফলন ঘটেছে। এখানে যে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন এটা ঘটনা না। এটা ভাওতা বাজি ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই যারা ক্ষমতায় আসেন বাজেটের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে রাজ্য কিংবা কেন্দ্রে যে কোন থানে স্যার, আমরা দেখিছি কংগ্রেসের কথায় বলি স্বাধীনতা প্রথম থেকে পাঠশালার পরিকল্পনা, সমাজতান্ত্রিক এই সমস্ত কথা শুনেছি, আমরা বলেছি গরীবি হঠাও এর কথা এমন কি ২০ দফা কর্মসূচী অনেক কিছু আমরা দেখিছি গরীব অংশের মানুষদের বিভ্রান্ত করার জন্য সেখানে অনেক কিছু বাজেটে আনা হয়েছে। আমরা দেখিছি কিছুদিন আগে কেন্দ্রে বি. জে. পি সরকার ক্ষমতায় এসে ৫.৬ মাস যাবৎ, সেখানে স্বদেশীয়ানা নামে সেখানে সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে মার্কিন রাষ্ট্রে কর্পোরেশনের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে। শেয়ার বাজার সেগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে মার্কিন রাষ্ট্রের কর্পোরেশনের কাছে। সেখানে ৭০ শতাংশের বেশী বিদেশী পুঁজিপতি-

দের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এখানে দাঁড়িয়ে এখানে আমরা দেখছি আমাদের বাজেট পেশ করছেন সেটি রাজ্যের সর্ব সাধারণের কথা চিন্তা করে রাখা হয়েছে। আর কিছু দিন যে বাজেট দিল্লীতে পেশ করা হয়েছে সেখানে আমরা দেখিছি যে সেখানে ৪ শত কোটি টাকার মত করের বুঝা চাষীদের উপর চাপানো হয়েছে। এখানে আমাদের বাজেট যে পেশ করা হয়েছে তাতে আমরা দেখেছি দিল্লী সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে পঞ্চাশ বছরে বাজেট রাখা হয়েছে ঠিক তার বিপরীত কোণ দিকে চলতে শুরু করেছে। রাজ্যের ৯৫ শতাংশ মানুষের জন্য এই বাজেট খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ আজকে তার পঞ্চাশ বছর বঞ্চিত ছিল সেই এস, টি, এস, সি, পিছিয়ে পড়া মানুষ আজকে এই বাজেটের মধ্যে তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি। স্যার; এখামে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে বাজেটের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কিছু অংশ কিছু বলছি এখানে দাঁড়িয়ে। বিরোধী দলনেতা আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে এখানে উল্লেখ্য করেছেন সব চেয়ে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে কেন ? সেখানে পরিষ্কার যে গণতন্ত্রকে তারা সহ্য করতে পারছেহ না। সেদিন দুর্নীতি কি অবস্থা ছিল জোট জমনায়। এখনো তাদের একটাই ইস্যু সেটি হচ্ছে আন্-টাইড ফান্ড। এখানে পরিষ্কার ভাবে তাদের রাজনৈতিক প্রতিফলন ঘটছে তাদের আলাপ আলোচনার মধ্যে এখানে তথ্য ভিত্তিক বলতে চেষ্টা করছে আসলে কি একটু বেশী কিছু বলা। এখানে মাননীয় সদস্যরা এবং বিরোধী দলনেতা কিছু আগড়ুম-বাগড়ুম শব্দ বসিয়ে দিয়ে এই হাউসে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। তাদের আতংক একটা, যে অর্থ এখানে বরাদ্দ করা হচ্ছে তার সমস্ত বরাদ্দ চলে যাচ্ছে পঞ্চায়েতের হাতে. পঞ্চায়েত সমিতিগুলির হাতে। গ্রামের গরীব অংশের মানুষের হাতে। তারা সেটাকে সহ্য করতে পারছেনা। কাজেই মূল আক্রমণ হয়ে যাচ্ছে পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত এবং সেখানের গরীব অংশের মানুষজন। আমি তাদেরকে অনুরোধ করব তারা এখানে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। আগামী দিনে তাদের সম্মান রক্ষার্থে অন্তত যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি আছে সেই গুলি তারা নূন্যতম সম্মান তারা করবেন। কিন্তু রাজ্যে গণতন্ত্র আছে। রাজ্যের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শুধু বামফ্রন্ট সরকার না, রাজ্যজুড়ে গণতান্ত্রিক সংস্থা, গণতান্ত্রিক সংগঠন এইগুলিকে রক্ষা করার জন্য। কাজেই এখানে দাঁড়িয়ে রাজ্যের প্রতি তাদের যে নূন্যতম যে শ্রদ্ধা সেই শ্রদ্ধা রাখতে তাদেরকে শিখতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রী সমীরদেব সরকার :— কাজেই আমি বিশ্বাস করি এই বাজেটে যে সংস্থান রাখা

হয়েছে গরীব অংশের মানুষের স্বার্থে এবং এই নিয়ে এখানে যে কথাগুলি হচ্ছে তা তারা বিশ্বাস করছেন না। তারা এখানে দুর্নীতি নিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেই ব্যাপারে মুখফুলে বলার কিছু নেই। তবে তাদের দুর্নীতি সম্পর্কে বলার কিছু নেই। অন্তত কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, এর। তাদের বড় বড় নেতারা দিল্লীতে কয়েকদিন আগেও যারা ক্ষমতায় ছিলেন এখন ডজন ডজন তারা জেলখানায় যাচ্ছেন, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা দুর্নীতি সম্পর্কে বলেন কি করে? তারা বলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কিছুই পাচ্ছে না। আমরা বলছি যে প্রতিটা পঞ্চায়েতে যান, আপনারা এখানে যে পঞ্চায়েত কথা বলছেন, পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে যান, আপনাদের আমলে আপনারা কোনদিন চিন্তা করেছেন ছাপানো বই প্রকাশ করে কত টাকা দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি টাকা কিভাবে খরচ করা হয়েছে।

শ্রী রতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে গ্রাম পঞ্চায়েত মিটিং গুলিতে লোক যাচ্ছে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না।

শ্রী সমীরদেব সরকার :— আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি আপনি আমার এলাকাতে যে পঞ্চায়েত সমিতিগুলি আছে সেখানে গিয়ে দেখুন। সেখানে তো আপনাদের লোক আছে। তাদের তো আবার বিশ্বাস করেন না। আপনারা এখানে ১০, ১১ জন আছেন। একে অপরকে বিশ্বাস করছেন না। আপনি সেখানে যাবেন। গ্রাম পঞ্চায়েত কাকে বলে, গ্রাম সংসদ কাকে বলে এবং কিভাবে সেখানে টাকা খরচ হচ্ছে তা দেখে আসবেন। আপনাদের লোকেরা তো সে মিটিং-এ যাচ্ছেন, তারাই বাহবা দিচ্ছেন। স্যার আমি অনুরোধ রাখব তারা যাতে আগামী দিনে এই গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে চলেন এবং সেখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা। আপনার সময় ১৫ মিনিট।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম বাজেট সমর্থন করতে পারলে ভাল হত। আমার খুব ইচ্ছাও ছিল। টেকনিক্যাল ভুল তো আছেই তাছাড়াও এই বাজেটে জনকল্যাণের জন্য কিছুই নেই। বাদলবাবু তো জানেনই আজকাল বাজেট ভাষণ কত হার্ট হয়েছে। তিনিতো এম, পি ছিলেন। দেখেছেন চিদাম্বরম কি রকম ভাষণ দিয়েছেন। যখন টি, ভি, ছিল না। তখন পরোয়া করা হত না। ডাঃ মনোমোহন সিং

যখন বাজেট ভাষণ দিতেন, তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা একলা চলরে ডাক দিতেন। সর্বশেষ সেদিন যশোবন্ত সিনহা বক্তৃতা দিয়েছেন। এর মধ্যে কত শ্যার, শ্যায়রির উল্লেখ করেছেন। খুব ভাল হত আমদের বাজেট ভাষণ যদি অনিলবাবু দিতেন অর্থমন্ত্রী যেই থাকুক না কেন। উনার ভাষণে, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, জীবনানন্দ এমন কি নিজের কবিতাও থাকতো। সুন্দর নজির টেনে এনে রসাল প্রভৃতি মধুর করতে পারতেন এবং আমরাও আলোচনা করতে পারতাম। বাদলবাবুকে আমার খুব ভাল লাগে। কেন ভাল লাগে জানি না। আমাদের দল তো দুই মেরুর। তবু ভাল লাগে। আর অনিলবাবু লেখক। তার প্রেমিক হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু উনার চেহারা দেখে মনে হয় না উনি এই রকম কিছু করেছেন কিনা। আচ্ছা যাই হউক, বাজেটে সাধারণতঃ অর্থমন্ত্রীর নাম থাকে। এখানে সেটা নেই। এটা খুব ডিফেকটিভ নয়। হয়ত নজর এড়িয়ে গেছে। ডিফেকট হচ্ছে, ৩৯ নং প্যারায় আছে রিসিপটে ১৫৩৬,৮৭ কোটি টাকা। আর ব্যয় ধরা হয়েছে, ১৬৪২.৮৭ কোটি টাকা। এটা অঙ্কের মাস্টার কেশববাবু যদি যোগ করে দেখতেন, তাহলে ডিফেকটটি বুঝতে পারতেন ডিফেকটিভ হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ এ অ্যাকসেপটেড বাজেটে ধরা আছে স্টেট প্ল্যানে ২২৮.৮৪ প্লাস ২০৯,৮২। যোগ করলে হয়, ৪৩৮.৬৬ হয়। আর এখানে দেখান হয়েছে ৪৪১.৫৭। অনুরূপ ভাবে সেন্ট্রাল স্পনসর স্কীমে ৯৭,০৯ আর ক্যাপিটালে আছে, '১৮। এটা যোগ করলে হয়, ১১৯২৩। এখানে ধরা হয়েছে, ১১৯৩৮। এন, ই, সি.তে ০,২৬ প্লাস ৮.১৫। যোগ করলে হয়, ৮,৪১ আর এখানে ধরা হয়েছে ৮.৪০। এই ভাবে পুরোটা যোগ করলে দেখা যায়, টোট্যাল রিসিভ ঠিক আছে ১৫৩৭,৮৭ কোটি টাকা। আর অ্যাকসপেন্ডিচারে দেখান হয়েছে, ১৬৪২। কিন্তু এটা তা হয় না। ১৬৩৯,৮২ হয়। আর বাদ দিলে হয় ১০২৯ কোটি টাকা। কিন্তু একচুয়েল ডেফিসিট হল, ১২৯৫ কোটি টাকা। আমি ইতিহাস পড়াতাম। এখন আপনাদের যন্ত্রনায় আমাকে এখন অঙ্ক করতে হচ্ছে। অবশ্য আপনাদের সাহায্য করার জন্য করতে হচ্ছে। দেখা যায় রিসিভ হচ্ছে ১৯৯৭-৯৮ এ ১৩৬২,৫৩ কোটি টাকা। আর অ্যাকসপেন্ডিচার হচ্ছে, ১৩৯২.৯৮ কোটি টাকা। বিয়োগ করলে ডেফিসিট ১০ কোটি নয়, ৩০ কোটি হয়। এখানে দেখিয়েছেন আপনারা ১০ কোটি। ২০ + ১০২ কোটি = ১২২ কোটি হচ্ছে এই বছরের রিয়েল ডেফিসিট। কিন্তু এই ডেফিসিট আপনারা মিসলিড করে দিয়েছেন। সি, এ, জি রিপোর্টে ৯৬-৯৭ ইং সালে দেখানো হয়েছে ১৩৬ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা আনস্পেন্ট রয়ে গেছে। গত বছর আপনারা এই টাকা আপনারা খরচ করেন নি। এই টাকাগুলি গেল কোথায়? কাজেই সমীরবাবু যেটা বলেছেন এটা হিডেন ট্রেজার রয়ে গেছে এটা ঠিক। তারপর সেইলস ট্যাক্স, এগ্রি ট্যাক্স আন রিয়েলাইজ মানি হচ্ছে ৩১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। এই টাকাটা রিয়েলাইজ করলে ডেফিসিটটা ফিল আপ হয়ে যেত। এতে

আপনাদের সুবিধা হত। কিন্তু এটা আপনারা করেনি। তারপর রিয়েলাইজ ইন টার্মস অব ডেফিসিট এটা থাকে না। এখানে যেহেতু হিডেন ট্রেজার ১৩৬.৪০ কোটি টাকা এটা জিরো রেইস হয়ে যেতো। বাজেট সম্পর্কে আমি যে সমস্ত পয়েন্টগুলি বলেছি সেগুলি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সুবিধার জন্যই বলছি। এই পয়েন্টগুলি আপনাদের সহায়ক হবে। স্টেট বাজেট বক্তব্য রাখার অবকাশ খুবই কম বিশেষ স্পেসিয়েল ক্যাটাগোরী স্টেট গুলির ক্ষেত্রে। সারা ভারতবর্ষে ১০টা স্পেশ্যাল ক্যাটাগোরী স্টেট আছে ইনক্লুডিং ত্রিপুরা। আমাদের রেভেনিউ রিসিট খুবই কম। আমাদের রেভেনিউ রিসিট ধরা হয়েছে ১০৬ কোটি টাকা। এটা ইন টার্মস অব পারসেন্টেজ ৬.৬ পার্সেন্ট। এই রেভেনিউ কোন রাজ্য তার ইচ্ছা মত, তার মনেরমত কোন পরিকল্পনা রচনা করতে পারেনা। আমাদের চেয়ে আরও কম রেভেনিই রিসিটের রাজ্য আছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে। যেমন মিজোরাম। কাজেই ইট ইজ নট এ বাজেট ইন টার্মস অব রিয়েল মিনিং, ইট ইজ যাস্ট এ্যাকসপেন্ডিচার রিসিট একটা হিসাবে। এখানে বাদলবাবুর সদিচ্ছা থাকলেও যেমন বেতন দেবার ক্ষেত্রে উনার সদিচ্ছা আছে, উনি প্রায় দিয়েই ফেলবেন ২০০ কোটি টাকার মত লাগবে। কিন্তু আমাদের স্টেটের যদি ইনকাম থাকত তাহলে এই ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠত না। দার্জিলিং তার নিজস্ব ইনকাম সাড়ে তিনশত কোটি টাকা এই বছর। সুতরাং তারা নিজস্ব বাজেট করতেই পারে। হিমাচল প্রদেশ স্পেশ্যাল ক্যাটাগোরী স্টেট হলেও শুধু ফল এ্যাকসপোর্ট করে তার রেভেনিউ রিসিট বছরে তিনশত থেকে চারশত কোটি টাকা। তারা নিজস্ব বাজেট করতে পারে। তারপর মহারাষ্ট্র তো প্ল্যানমানির কোন ধার ধারে না। তারপর ইউ, পির জনসংখ্যা হচ্ছে ১৫ কোটি। আর আমাদের হচ্ছে ৩০ লক্ষ। কয়েক হাজার গুণ বেশী। সেখানে প্ল্যান এ্যাকসপেন্ডিচার তিন হাজার কোটি টাকার মত। তারা প্ল্যানের টাকা নেয় না। ৭০ পারসেন্ট হচ্ছে স্টেট রেভেনিউ আর ৩০ পারসেন্ট হচ্ছে সেন্ট্রাল এসিস্ট্যান্স। কাজেই তার কি দরকার গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে তারা তো নেয় না। পশ্চিমবঙ্গে আড়াই হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা নেওয়া হয়। এটা অনেকবার প্রশ্ন উঠেছে বড় বড় রাজ্যগুলি অনেক সময় প্ল্যানের টাকা খরচ করে না, এই কারণে খরচ করে না তার একটা মর্ডালিটি আছে তাই তার প্ল্যানে যে টাকা আছে সেই টাকা দিয়ে খরচ করবে। আমাদের রাজ্যে এই ধরণের সুবিধা নেই, সুবিধা নেই এটা ঠিক বলা যায় না কিছু আছে সেটা সরকারের সদ্ ইচ্ছা থাকলে হয়ে যায়। যেমন আমাদের এখানে ট্যাকস্ রেভিনিউ বা নন্ ট্যাকস্ রেভিনিউ ১৯৯২-৯৩ সালে ট্যাকস্ রেভিনিউ ছিল ৩৩.৭৪ এখন ১৯৯৬-৯৭ সালে ৬০ কোটি, ১৯৯৭-৯৮ সালে ৭০ কোটি অর্থাৎ আমাদের ভেরিয়ে-

শ্যানটা মাত্র ফোর পারসেন্ট। এটাকে ইনক্রিজ করার স্কোপ যথেষ্ট আছে। ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে সেই যে ৪ পারসেন্ট করে বাড়তে শুরু করলো যেমন ১৯৯২-৯৩ সালে ২১ কোটি ৩৫ লক্ষ এবং ১৯৯৩-৯৪ সালে ২৫ কোটি ১৩,৪ লক্ষ নাই ইট ইজ ফোর পারসেন্ট। আমার মনে হয় এখানে যারা এ্যাকস্‌পার্ট আছেন তাঁরা খুঁজে দেখতে পারেন এটা খুব সহজ ব্যাপার যেমন চুড়াইবাড়ীতে প্রতিদিন মাল ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে তাতেও গভর্মেন্টের লস্‌ হচ্ছে একমাত্র ব্রিজের জন্য। আমরা যে-হেতু কর্মচারী নির্ভর কর্মচারী ছাড়া তো কাজ করা যায় না। হিন্দিতে এটাকে বলে নোকরশাহী এবং ইংরাজীতে বরোক্রেট বলে এবং এই বরোক্রেটদের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয় এটা কবে থেকে কি ভাবে শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে আমরা জানি না। আমরা বলি ইউরোপ স্টাইলে কিন্তু ইউরোপে কোন মন্ত্রী নেই সেক্রেটারী আছে। এখানে মন্ত্রী সিগনেচার দিলেন কিন্তু এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত সেক্রেটারী কাউন্টার ফাইল না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এটার কোন দাম নেই। আমেরিকাতে এই রকম নেই তারা একজনই আছে। কাজেই ঐ নিয়মে আমাদের চলছে। তবে এই আমলে স্যার, নোকরশাহীদের ইচ্ছা মত তৈরী করা বাজেটে আমরা কি আশা করতে পারি? যদিও কর্মচারীরা নোকরশাহী হয়। এখানে নোকরশাহীরা, যদিও রাজ্যপাল নোকরশাহী না, তবু ও হি ইজ আপয়েন্টেড্‌ বাই রাষ্ট্রপতি। টপ ব্যুরোক্র্যাট্রস বলা যায়। রাজ্যপালের ব্যাপার নিয়ে মোশান টোশান কিছু আনা যায় না। তার যা খরচ হয়, এটাই অ্যাডজাস্ট করতে হবে কিন্তু সংবিধানে আছে আলোচনা করা যাবে, তাই এই সুযোগ নিয়ে আলোচনা করছি। আমাদের এখানে রাজ্য-পাল রমেশ ভান্ডারী যখন ছিলেন, তখন উনার বিরুদ্ধে বলা হয়েছিল, উনি শয়তান, উনি ভালনা। রমেশ ভান্ডারী দূর হটো। আমি যদি হিসাব করে দেখি রমেশ ভান্ডারী থাকার সময় রাজ্যপালের বিভিন্ন খাতে খরচ হয়েছিল ৪৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। তারপরে খুব ভাল একজন আনছি. তার বেলায় খরচ যা হয়েছে একেবারে শ্বেত হস্তী পোষার মত দাঁড়িয়েছে। এই বৎসরে ৮৯ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা প্রপোজ্‌ড করা হয়েছে। গতবার হয়েছে ৮৬ লক্ষ টাকা। প্রত্যেক বৎসর বাড়ছে। বেতন-ত বাড়বেই। এটার জন্য না। তার-ত এটা পেতেই পারে। উনার অ্যারিয়া অফ অ্যাক্‌সপেনডিচার ভদ্রলোক এবার ইলেক্‌শানে দাঁড়িয়েছিলেন কিনা জানি। ৯৬-৯৭ এ উনি পতাকা কিনেছেন ৫২ নং ডি. সি. সি বিলে এক দফায় ১ হাজার ৮১০ টাকা। উনার লাগে একটা পতাকা, এত টাকার পতাকা দিয়ে উনি কি করলেন বুঝতে পারছিনা। আমার কাছে রাজভবনের কাগজ আছে। আসল কাগজ, নকল কাগজ না। এই দেখুন গভর্মেন্ট সেক্রেটারিয়েট, রাজভবন। উনি শাড়ী কিনেছেন এবং এখান থেকে দিল্লীর টেলিফোনের বিল দিতে হয়। উনার স্ত্রী, লেডি গভর্মেন্ট 'দুর্গাবাড়ীতে ১০০ টাকা

প্রণামী দিয়েছেন ১00 টাকা, এটাও অ্যাডজাস্ট করতে হয়েছে। উনার স্ত্রী তিরুপতিতে গেছেন, সেখানে প্রণামী দিয়েছেন এর ১০ টাকা, সেটাও অ্যাডজাস্ট করতে হয়েছে। ইহাদের কি একটা মন্দির আছে সেখানেও ১00 টাকা প্রণামী দিয়েছেন, সেটাও অ্যাডজাস্ট করতে হয়েছে। তারপর তিনি যেখানেই যান উনার ড্রাইভার যে ট্রিপস দেন, কর্মচারী ১৯ জন ত্রিপুরা ভবন, কলিকাতা ট্রিপস ১৯00 টাকা, পেইড টু সিক্স বেয়ারারস অ্যান্ড টু ড্রাইভারস: ৯00 টাকা। সর্বশেষ ট্রিপ দিয়েছেন তিনি আমবাসায়। এটা আমবাসায় গিয়ে খোঁজ করতে হবে। কাজেই এখানে দেখা যাচ্ছে এই বাজেট গভর্ণরের জন্য করেছেন। গভর্ণর যুগ যুগ জিউ। আর এদিকে জুমিয়াদের সব ধান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা-ত যেতেও পারছিনা, আপনাদের যন্ত্রনায়। এখানে ১৭৯টা ব্রিজের লম্বা একটা ফিরিস্তি দিয়েছেন। আশা করব, আমাদের এখান দিয়ে একটা-দুইটা ছিটা ফোটা দিলে ভাল হবে। আগে কিন্তু পি, ডব্লিও, ডির দুইটা সিডুল অফ ওয়ার্ক ছিল। রোড্স অ্যান্ড ব্রিজেস এবং পাবলিক হেলথ। এটা বোধহয় বের করা হয় নি আমাদের রাজ্যে এখানে যেহেতু রেল নেই, রাস্তার উপর নির্ভরশীল, কোন জায়গায় যেতে গেলেই গাড়ীর দরকার তাই রোড্স অ্যান্ড ব্রিজ নিয়ে একদিন ডিস্কাশান থাকা দরকার ছিল। আমি প্রস্তাব রাখব আগামী বৎসরে এই বিষয়টা যাতে একটু বিবেচনা করে দেখেন। রাস্তাটা কোন রাজনৈতিক দলের ব্যপার না রাস্তা সকলের জন্য। কাজেই উনি কোনটা কি করতে চাইছেন কিছুই বুঝতে পারছিনা। তারপর বলার-ত অনেক ছিল। কিন্তু বলার জন্য-ত সময় দিতেননা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনিতো অনেক সময় নিয়ে নিয়েছেন, এবার শেষ করুন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এক মিনিটের মধ্যে শেষ করছি। আর, ডিতে বহু টাকা আছে কাজও হয় হয়না তা নয়. আবার কোন কোন জায়গায় অভিযোগও হয়। এবং আমরা আশা করি অভিযোগমূলে তদন্ত হোক, কিন্তু তদন্ত হয় না। কমিশনার অনিল মিশ্রতো স্পষ্ট করে বিবৃতি দিয়েছেন অল দা সিচিউয়েটেড এরিয়া ওয়ার্কিং. মানিকবাবু আছেন প্রেসিডেন্ট, তিনি কল্যাণপুর গিয়েছিলেম, ছামনু থেকে মালিগড় যেতে দুই দিন লাগে, ৩০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেটে যেতে হয় এটা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। ইন্টেরিয়া ইনটেরিয়া সবাই বলেন, তা ইন্টেরিয়ার কথাটার অর্থ কি, ওখানে রাস্তা নেই কিছু নেই কাজেই এটা ইন্টেরিয়ার। এই রকম জায়গায় যদি রাস্তা না পেঁছাতে পারে তো কি কাজ করলেন? কাজেই

মাননীয় পি ডব্লিও ডি মিনিস্টার বাদলবাবুর কাছে আমার অনুরোধ থাকবে আর কিছু কাজ করুন আর না করুন এই রাস্তাটা আপনারা করে দিন বা এই ব্যাপারটা একটু দেখবেন। আমাদের এলাকার লোক অনন্তবাবু মন্ত্রী হয়েছেন দেখে খুব খুশী হয়েছিলাম। কারণ তিনি হলেন সিলেটি মানুষ, না বাঙ্গালী, না পাহাড়ী, তিনি হলেন সিলেটি খুব সাংঘাতিক ব্যাপার। ওনার কাছে আমি কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন উত্তর আমি পাই নি। ডি এম এবং কমিশনারের কাছে যেগুলি দিয়েছিলাম তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিছু সাসপেনশন করা হয়েছে, কাউকে এরেষ্ট করা হয়েছে এবং ইট ইজ ফেক্ট। আমার আশা ও বিশ্বাস ছিল অনন্ত বাবুর উপর কারণ তিনি আমাদের এরিয়ার মিনিষ্টার, যদিও বৈদ্যনাথবাবু ও আমাদের এরিয়ার ছিলেন, কিন্তু তিনিতো বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন, তাই বেশী কথা বলতে ভাল লাগত না। কিন্তু অনন্তবাবুতো আমার সমবয়সী, তাই ওনার উপর বেশী বিশ্বাস ও আশা ছিল। যাইহোক আশা করব আগামী দিন তিনি যেন ডিস্‌ক্রিমিনেট্ না করেন, আমরা ডিস্‌ক্রিমিনেশন চাই না। আমরা চাই জাসটিজ এবং জাসটিজ এলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল চাকমা, আপনার সময় ১০ মিনিট।

শ্রী অনিল চাকমা (পেচারথল) :— ঠিক আছে আমি আমার বক্তব্য ১০ মিনিটের মধ্যেই শেষ করব। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২১শে আগষ্ট অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ১৬৪২ কোটি টাকার বাজেট যেটা এখানে পেশ করা হয়েছে সেটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছি। স্যার, বাজেট যখন আলোচনা হয় তখন এই বাজেটের উপর আলোচনা শুরু করতে গিয়ে প্রথমেই বিরোধী দলনেতা হিসাবে এই বাজেটের উপর আলোকপাত করতেই হয়, তাই এটা বিরোধী দলনেতা যদি অশোকবাবু বা শ্যামাবাবু হতেন তাহলে সেই আলোকপাতটা খুব ভাল লাগত। আসলে সমীর বাবুর মুখে তো মিষ্টতা কম, ওনার জন্মের সময় মধু ওনার মুখে দেওয়া হয়েছিল কিনা আমি জানি না। কারণ ওনার কথাগুলি শুনলে কিরকম যেন লাগে, আপনারা যদি হতেন তো খুব ভাল হত। যাইহোক, বিভিন্ন দপ্তরের জন্য যে অর্থ এখানে ধরা হয়েছে সেটা অত্যন্ত সঠিক ভাবে ধরা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ণ কল্পে যে সমস্ত দপ্তর ভিত্তিক অর্থ বন্টন করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ এই বিদ্যুতের সম্প্রসারণ যে সমস্ত জায়গায় হয়েছে সেটা

আমরা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। সেই জম্পুই হিলের ফলড়ংসই পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ এই বামফ্রন্ট সরকার সম্প্রসারণ করেছে গত পাঁচ বছরে। বামফ্রন্ট সরকার সেই বিদ্যুৎকে নিয়ে গেছেন খেদাছড়া পর্য্যন্ত সেখানেও আজকে বিদ্যুতের আলো জ্বলছে। এটা কোনদিনই ভাবা যায় নি কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সেটা করেছেন।

তারপর গ্রামীণ উন্নয়ণ কল্পে ইন্দিরা আবাস যোজনা-আপনাদেরই নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নামে এই গৃহহীনদের গৃহ দেওয়া হয়েছে। গেলোবারে যে ঘর দেওয়া হয়েছে ৯৩১৬টি এইবার সেটা ধরা হয়েছে ১৫০০০। আসলে ১৯৯৩ সালে আমরা ক্ষমতায় আসার পর এটা হয়েছে। কিন্তু এর আগে এই ইন্দিরা আবাস যোজনায় কোন ঘর হয়েছে বলে জানি না কারণ তার কোন চিহ্নই আমরা দেখিনা। শুধু দ্রাউবাবুর ঘরে টিন দেখেছি আগে সেটা ছনের ছিল, সুশীলবাবুর ঘরেও টিন দেখেছি আগে সেটাও ছনের ছিল। কিন্তু কোন গৃহহীনদের টিন দিতে আমরা দেখিনি। (নেপথ্যে শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— আপনার ঘরেও টিন দেখেছি।) এটা আপনাদের আসার আগেই ছিল।

কাজেই আগামীদিনে সুন্দর ও সমৃদ্ধি ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য অর্থ ধরা হয়েছে এটা অত্যন্ত সন্তোষজনক।

তারপর পঞ্চায়েত যে পঞ্চায়েতের হাতে আগে কোন ক্ষমতাই ছিল না সেখানে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ মন্ত্রিসভার হাত থেকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। আজকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে যাবে। এই অর্থ দিয়ে গ্রাম সংসদ গ্রামের উন্নয়ণের কাজ করবে। সে গ্রাম সংসদে কংগ্রেসের লোক রয়েছে, রয়েছে, টি, এন, ভি,র লোক, রয়েছে আমরা বাঙ্গালী দলের লোক রয়েছে বামফ্রন্টের লোক। তারা সকলে মিলে গ্রাম পঞ্চায়েতে বেনিফিসিয়ারিজ্ সিলেকশন করছে। কোন জায়গায় কি হবে রাস্তাঘাট, জলসেচের ব্যবস্থা করবে। এইভাবে গ্রামীণ সংসদের মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়ণ হচ্ছে। যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে চলুন আমার পেচারথল সেখানে গিয়ে দেখে আসুন কিভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে আনারসের বাগান কুমিয়াইব বাগান ইত্যাদি করছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আমাদের ব্লকগুলিতে যাচ্ছে আর সেই ব্লক থেকে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সে টাকা বন্টন করে দেওয়া হচ্ছে গ্রামের উন্নয়ণে খরচ করার জন্য।

অথচ এই উন্নরণমূলক প্রকল্পের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট করেছেন তার উপর আলোচনার আগেই গতকালকে বিরোধী দলনেতা এক আজগুবি নাটক এখানে পরিবেশন

করেছেন অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে ।

স্যার, আজকে নাগাল্যান্ডে কি হচ্ছে কংগ্রেস ছাড়া আর অন্য কোন দল নির্বাচনে প্রতিবন্দ্বিতা করতে পারবে না । সেখানে কংগ্রেস নমিনেশন সাবমিট করতে পারবে কিন্তু অন্য কোন দল নমিনেশন সাবমিট করতে পারবে না এইভাবে ৪৩টি দল কংগ্রেস জেতার পরে সেখানকার উত্তরপূর্বাঞ্চলের মানুষ নাগাল্যান্ডে এই উগ্রবাদী দল কাদের পরিচালিত । আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য নাগাল্যান্ড থেকে কোন আলাদা ঘটনা না । আপনাদের সাথে আছেন মাননীয় সদস্য উনি তো অনেকদিন জঙ্গলে ছিলেন । উনি কাদের সঙ্গে ছিলেন ? ঐ মিজোরামে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করে আসলে এটা ত্রিপুরাবাসীর বুঝতে অসুবিধা হয়নি । এই ত্রিপুরা রাজ্যের শান্ত সম্প্রীতি কারা বিনষ্ট করেছে ? যারা উগ্রবাদী দল এরা শুধু পুতুল নাচের মত কাজ করেছে । নাগাল্যান্ডে এই রকম কংগ্রেসরা দড়ি টেনে পুতুল নাচাত । উগ্রবাদীরা যেভাবে কংগ্রেসের দড়ির টানে কাজ করত ত্রিপুরা রাজ্যেও অনুরূপ । সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না । তাই গতকালকে বিরোধী দলনেতা যে ভূমিকা নিয়েছে গত ২ তারিখ এখানে বিমল সিনহার মৃত্যুর ৫ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ঐ দিন ২ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করার সময় অন্তরের সহিত গ্রহণ করতে পারলেন না । সেখানে বিভিন্ন প্রশ্ন এনে বাঁধা প্রাপ্ত করলেন । এর পরবর্তী সময় মাননীয় শ্রদ্ধেয় শ্যামাবাবু বলার পর তিনি বসে গেলেম । এটা কি ধরণের মানসিকতা ? এই বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ণ কল্পে করছি । এবং যে বাজেট এখানে অর্থমন্ত্রী উত্থাপন করেছেন সেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন যারা বিরোধিতা করছেন, বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন বিরোধি হলেও বিরোধী বক্তব্য রাখতে হবে এমন কথা না । আপনারা যত বিরোধিতা করেন যুক্তি ছাড়া বিরোধীতা করলে আপনাদের ত্রিপুরার মানুষ রেহাই করবে না ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শেষ করুন ।

শ্রীঅনিল চাকমা :— বিরোধী দল হলেই বিরোধিতা করতে হবে এমন কোন কথা নয় । আপনারা সমর্থন করুন । অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত এই বাজেট এই ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যাণে আপনাদের শুভবুদ্ধি উদয় হউক । এই শুভবুদ্ধি উদয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য সাহায্য করুন এই আহ্বান রেখে এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি । ধন্যবাদ ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অশোক ভট্টাচার্য্য মহোদয় । আপনি দশ মিনিট বলার চেষ্টা করুন ।

GENERAL DISCUSSION OF THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1998-99

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য (বড়দোয়ালী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা হচ্ছে। আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করছি। আমি এই বাজেটের যে ট্যাকনিকেল সাইড সেগুলি সমীরবাবু বলেছেন শ্যামাবাবু বলেছেন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যারা এখানে বলেছেন সেই বিষয়ে আমি আর বেশী কিছু বলব না। তবু আমি এখানে কয়েকটি কথা বলতে চাই। বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে এখানে কংগ্রেসের ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন। আজকে আমরা এই পূর্ণ বিধানসভায় বসে আছি বা বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করার যে সুযোগ পাচ্ছি সেই অধিকার কিন্তু কংগ্রেস দিয়েছে। ১৯৭১ সালে ২১শে জানুয়ারী প্রয়াতা ইন্দিরা গান্ধী এখানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেন। মিঃ স্পীকার স্যার, তখন কিন্তু এই বন্ধুদের আমি কোথাও পায়নি। কারণ, আমি ১৯৬০ সন থেকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এটা না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি লেগে ছিলাম। সেই দিন রাজ্যের অনেক কংগ্রেসের নেতা আমাকে বলেছিলেন যে "তুমি সর্বনাশ করবে।" সেইদিন নেহেরু থেকে শুরু করে ইন্দিরাজীকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম। একটি মিটিংও করেননি একটি আন্দোলনও করেননি। ইতিহাস যদি না বলে ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানতে পারবেন না। তাই আজকে এখানে কংগ্রেসকে নিন্দা করা হচ্ছে। সেদিন একটি কথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে নানা জাতি রয়েছে, ভিন্ন সংস্কৃতি রয়েছে, এবং বিভিন্ন ভাষার লোক রয়েছে সেখানে যদি সবটাকে একটি ক্লাব করে দাও ১০০ বছর পরে হলেও সেখানে একটা রায়ট চলবেই চলবে। এটা কোন দিনও হবে না। যে যেখানে আছে যে যেভাবে বাঁচতে চাই তার শিক্ষা সংস্কৃতিটিকে নিয়ে থাকতে চায় সেইভাবে থাকতে দেন। এবং ১৯৭১ সনে এ আই, সি, সিতে রিজিলিউশনে সেটি পাশ হয়ে যায়। কাজেই কংগ্রেস ৪৫ বছর ধরে কিছু করেনি, মানলাম কিছু করেনি-আজকে আপনাদের যে অধিকার দিয়েছেন আপনারা যে মন্ত্রী হচ্ছেন যে আপনারা জিন্দাবাদ মুর্দাবাদ করতে পারছেন যেটা আপনাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে করতে পারছেন কিন্তু সেটি সম্ভব ছিল না সেইদিন আমরা ছিলাম চিফ কমিশনারের অধীন; আমরা ছিলাম কি ১৯৬৩ সনে যখন বিধানসভা হয়েছিল আমরা ছিলাম লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের এর ঐ মাইনর। আর ফাইন্যান্স বিল যেটা সেটা ঐ লেফটান্যান্ট গভর্ণরের সই করা। উনি ছিলেন ফাইন্যাল অথরিটি। আজকে কিন্তু আপনি আমি ফাইন্যাল অথরিটি। আপনাকে এই স্বাধীনতাটা দিয়েছে কংগ্রেস। স্যার, আমি ত্রিপুরার কথা বলছি। ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটের পরিমাণ ছিল আগে ১২ কোটি টাকা। বর্তমানে সেই বাজেট দাঁড়িয়েছে ১৬ শত কোটি টাকা। সেটা কোন দিনই সম্ভব হতনা যদি কংগ্রেস আপনাদেরকে সেই অধিকার না দিত। কাজেই, কংগ্রেস কিছু করেছি এখানে যাদের বয়স কম আছে তাদের

কাছ থেকে শুনলে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যারা পার্টির লাইনের সামনে আছেন তারা একটু চিন্তা করবেন কংগ্রেস কিছু দেয়নি। আমি ত্রিপুরার কথাই বলছি। বাইরের কথা বাদ দিন। ১২ কোটি টাকা থেকে সেটা ১৬ শত কোটি টাকা করতে পেরেছেন। বাইরে রাজ্যে যেমন উত্তর প্রদেশে এক একটা ডিস্ট্রিক্ট আছে যেটা ত্রিপুরার চেয়ে দ্বিগুন লোক সংখ্যা। যেমন গোরক্ষপুর আমাদের রাজ্যের থেকে সেটার ডাবল সীমানা, যার লোক সংখ্যা ৫৫ লক্ষ কিন্তু সেখানে বাজেট হয় মাত্র ১৩ কোটি টাকা। তারা এই ১৩ কোটি টাকার বাজেটে চলছে। আমরা চলছি ১৬ শত কোটি টাকার বাজেট। সেটা জানতে হবে। কারণ, কংগ্রেস ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষদের যেমন ট্রাইবেল, নন-ট্রাইবেল সিডিউল কাস্টস-র এবং পিছিয়ে পড়া জাতির জন্য কি করেছে সেটা বুঝা যায় যখন বাজেট ১২ কোটি থেকে ১৬ শত কোটি টাকা হয়েছে। সেটা ভারতবর্ষের আর কোন 'এ' ক্লাস সিটিতে হয়নি। সেখানে ১৩ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা হতে পারে কিন্তু ১৬ শত কোটি হয়নি। সেটা কংগ্রেসের অবদান। আজকে যারা প্রবীন আছেন তারা নবীনদেরকে বলবেন যে কংগ্রেস কি করেছে, কংগ্রেস এই করেছে। কংগ্রেসের প্রতি আপনারা যে ঘৃণা বিদ্বেষ তা আস্তে আস্তে সরাতে হবে। গণতান্ত্রিক একটা বিকাশের মধ্য দিয়ে আমরা দুইটা গণতান্ত্রিক দল হিসাবে আমরা যে দলকেই বিশ্বাস করি সেই হিসাবে আমরা এক হতে পারি। আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে চলতে পারি কিন্তু মানসিকতা, আত্মীয়বোধ স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, বন্ধুত্ব এটা যাতে রাজনীতির উর্ধেও থাকে আপনারা সেই জিনিসটার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। আমি জানি আপনারা সেটা পারেননি আগে, সেটার কারণও আমি জানি। আজকে এখানে উগ্রপন্থী সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসকে বলা হচ্ছে মিঃ স্পীকার স্যার, একটি কথা আমি আপনাকে জানিয়ে দেই আমি কোন রাজনৈতিক বক্তৃতায় বা মেঠ বক্তৃতাও কোন অসত্য কথা বলিনা। আপনারা অনেকেই জানেন না। আমাদের এই রাজ্য নমিয়ন অব ইন্ডিয়াতে মার্চ করল তখন ত্রিপুরা রাইফেলস্, এটা ছিল মহারাজার সৈন্য। ওরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভাল গেরিলা ফাইট করেছিল বিভিন্ন অঞ্চলে। তারপরে অবিভুক্ত কমিউনিষ্ট পার্টি এবং সেটার ইনসারজেন্সি ঘটেছিল ত্রিপুরা রাইফেলসে। যার জন্য সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল কাউকে কাউকে বদলি করে দিয়েছিলেন। যারা যেতে রাজী হয়নি তাদেরকে ডিসবার্ডেন করে দিলেন। সেটা সেই ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সালের ঘটনা। অবিভুক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির তখন যারা মেজর দলের নেতা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র ২ জন আজকে জীবিত আছেন। আর বাকীরা আজকে নেই। সি, পি, আই (এম) রা যাদের শ্রেণী শত্রু বলে চার হাজার সৈন্য নিয়ে ওরা শ্রেণী শত্রু ধ্বংস করার জন্য এখানে সারা রাজ্যে একটা টেরর সৃষ্টি করেছিল। আজকে মোটরস্ট্যান্ডের বিশ্বাসের যে পেট্রোল পাম্প আছে এইটুকুই ছিল গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়ার রাজত্বের শেষ সীমা। বাকী সবটা তাদের

আন্ডারে। অনেক খুন হয়েছে। আজকে যা হচ্ছে তা নতুন কিছু নয়। আমরা ভাবছি নতুন কিছু হচ্ছে। কিন্তু তা নয়। কাজেই সেই জায়গায় গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া ঠিক করল, এখান থেকে উগ্রপন্থী দূর করবে। দূর হল, ৩০ বছরের জন্য। ৫০ থেকে ৭৮ পর্য্যন্ত কোন রকম উগ্রপন্থী ত্রিপুরায় ছিল না। ১৯৭৮ সালে আমরা একজনও অ্যাসেম্বলীতে ছিলাম না। ওয়াক-আউট হয়ে গিয়েছিলাম। ৫৬ জন বামফ্রন্টের ছিল, আর ৪ জন টি, ইউ, জে, এস, এর কংগ্রেস শূন্য। তারপর কি হল? এরপর শুরু হল ১৯৮০ সালের ৬ই জুন বিভৎস দাঙ্গা। আমি গিয়েছিলাম সেই সময় দিল্লীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আনার জন্য।

শ্রী সমীর দেব সরকার (একটিং চেয়ারম্যান):- আপনার তো সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য ঃ— আমাকে কিছু সময় দিন। সমীরবাবু চায় না বলে আমি বলি না। কাজেই স্যার, আমি কেন এ কথা বলছি। এটা ইতিহাস বলার চেষ্টা করছি। এর একটা কথা যদি মিথ্যা হয়, তবে আমাকে বলবেন যে, অসত্য কথা বলছেন, আপনাকে আর অ্যাসেম্বলীতে কিছু বলতে দেওয়া হবে না। স্যার, আমার বড় ভাই ৮ তারিখ রাত্রে দিল্লীতে আমাকে বলেছিল, ত্রিপুরায় এই ঘটনা হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করিনি আমি বলেছি, অসম্ভব ত্রিপুরার ট্রাইবেল এই রকম নয়। আমি স্টুডেন্ট অবস্থায় পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেছি কমলপুরের পাহাড়ে না খেয়ে রিয়াং বস্তীতে। এটা হতেই পারে না। কিন্তু ঘটনা সত্যি জেনে আমি পরদিন সকালে ইন্দিরা গান্ধী যখন দর্শন দেন সে সময় দেখা করেছি। বলেছি ম্যাডাম আপনার সঙ্গে কথা আছে। উনি জানতে চেয়েছেন। আমি ঘটনার কথা বলেছি। উনি বিশ্বাসই করেননি। বলেছেন কই তোমার সরকার তো আমাকে জানায়নি। স্যার, ৬ তারিখ ঘটনা ঘটল, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ৯ তারিখ সকাল পর্য্যন্ত সে ঘটনা জানেন নি। সরকার থেকে জানান হয় নি। আমি বলেছি, তুমি ব্যবস্থা নাও। তোমার তো ছেলে আছে। আমি তো তোমার ছেলে। তুমি তো মা। আমি মরে যাই, সেটা কি তুমি চাও? বললেন না না। ঠিক আছে, আমি দেখব। জৈল সিংকে বললেন, আশে পাশে যত ফোর্স আছে তাদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রিপুরায় পাঠাও। আর আমাকে বললেন পরদিন জৈল সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে। আমরা ভোর বেলায় জ্ঞানী জৈল সিংকে নিয়ে উপস্থিত হলাম। এর আগে রাজ্যে সাড়ে সাতাশ হাজার সেনা এসে পেঁৗছে গেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তখন রাজ্যে ছিলেন না, চীফ সেক্রেটারী রাজ্যে ছিলেন না। আমরা যখন আসলাম তখন আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে

পেলাম এয়ারপোর্টে। মানুষ তখনই তাঁকে টুকরো টুকরো করে ফেলত। আমি সামনে লাফ দিয়ে পড়েছিলাম এবং বলেছিলাম সাবধান, একটা লোকও তাঁকে কিছু বলতে পারবে না। স্যার, এখানে ওরা দীনেশ সিং কমিটির কথা বলেছেন। আমি দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় নিজে উনাকে নিয়ে গিয়েছি। সেখানে আমি ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল কংগ্রেস কমিউনিস্ট কিছুই দেখিনি। আমি যাকে পেয়েছি তাকেই উদ্ধার করেছি। আমি ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলাম সবই রাজ্যে কনস্টিটিউশন্যাল মেশিনারী ব্রেকডাউন করেছে, তুমি এই রাজ্যে প্রেসিডেন্ট রুল চালু কর। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন যে "না আমি প্রেসিডেন্ট রুল চালু করব না। ওরা বলেছে ওরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে ভোটে জয় লাভ করে ক্ষমতায় এসেছে। তোমরা যদি ভোটে তাদেরকে হারাতে পার তাহলে ক্ষমতায় আসবে। প্রেসিডেন্ট রুল দিয়ে আমি তোমা-দিগকে ক্ষমতায় আনতে চাই না। "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলতে উনিও বললেন যে "প্রেসিডেন্ট রুল চালু করবেন না।" তাহলে একটা কমিশন গঠন কর। ঐ দীনেশ সিং কমিটি গড়া হয় যারা দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য। ইন্দিরা গান্ধী আমাকে বললেন যে "১৮ কোটি টাকা দিলাম প্রয়োজনে আরও দেব।" ৯২ সালেও একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। আজকে ৯৮ ইং সাল, মানিকবাবু ক্ষমতায় এসেছেন আমরা একটা ভরসা পেয়েছি।

আমরা দেখেছি আমাদের সামনে যে অন্ধকার যুগ ছিল সেটা সরে গেছে, একটা আলো আনার চেষ্টা করছেন ঐ ভদ্রলোক। তার জন্য আমি তাঁকে প্রশংসা করছি। আমরা দেখেছি আগে যে মানসিকতা ছিল যে কংগ্রেস মানেই শত্রু কংগ্রেস মানেই খুন করা কংগ্রেস মানেই সাহায্য করে না, এই মানসিকতা মানিকবাবুদের মধ্যে নেই। এটা অনেকের মধ্যে আছে। পার্টির সঙ্গে উনি যুদ্ধ করে কতদিন পারবেন আমি জানি না কিন্তু এই মানসিকতা এই ভদ্রলোকের মধ্যে নেই। তার জন্য আজকে যেখানে দরকার সেই বিষয়ে আমরা সাহার্য্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। বিরোধীদেরকে আমরা বলেছি আমরা গঠনমূলক সহায়তা সর্বত্র করব। কিন্তু এই কথা যদি বলা হয় যে উগ্রপন্থার সৃষ্টি করছে কংগ্রেস, উপজাতি যুব সমিতি সেটা আমি মানতে রাজী নই। কারণ, আমি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম প্রত্যেকটা ইনসিডেন্টের সঙ্গে টাইম টু টাইম জড়িত ছিলাম, সেকেন্ড টু সেকেন্ড জড়িত ছিলাম। আজকের এই যে বাজেট এই বাজেট সম্পর্কে আমার বলার কিছুই নেই। কারণ এই বাজেট আমি বললেও পাশ হবে না বললেও পাশ হবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই বাজেটটা উগ্রপন্থীরা থাকা অবস্থায় ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব হবে কিনা। বাজেট বড় কথা নয়, বড় নয়, বড় কথা হচ্ছে বাজেট ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে কিনা। আমি বার বার বলেছি রাজ্যে আমাদের সামনে একটা সমস্যা আছে সেটা উগ্রপন্থী সমস্যা নয় চাকুরী সমস্যা নয় রাস্তাঘাট সমস্যা নয় উন্নয়ণ সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে উগ্রপন্থার।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1998-99

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি কনক্লোড করুন।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য :— স্যার, আর কত কনক্লোড করব, আমি তো কনক্লোড করেই বলছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অন্যান্য সদস্যরাও নাম দিয়েছেন উনাদের তো বলতে হবে।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— স্যার, যদি সময় না দেন তাহলে বসে যাব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমার কিছু করার নেই, আপনি কনক্লোড করুন। অন্যান্য সদস্যদের তো সময় দিতে হবে।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— স্যার, কনক্লোড করেই বলছি। কাজেই সেই জায়গার মধ্যে যদি আজকে উগ্রপন্থীকে শেষ করতে হয় একটা জিনিষ সরকারকে মানতে হবে ডিটারমিনেশান চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— প্লিজ মাননীয় সদস্য আপনি কনক্লোড করুন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— স্যার, আমাকে ঠান্ডা লোক পেয়ে বলছেন। সমীরবাবু হলে তো বলতে পারতেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সমীরবাবু ঠিক সময়েই শেষ করেছেন সে জন্য উনাকে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— এই সরকারের ডিটারমিনেশান চাই যে উগ্রপন্থা আমরা দমন করব। উগ্রপন্থা কোন দিনই স্প্রেড আউট করে না কোন পলিটিক্যাল পেট্রোনেজ ছাড়া সেই পলিটিক্যাল পেট্রোনেজ যেটা আছে সেটাকে বন্ধ করতে হবে। সেটা প্রয়োজনবোধে আমাকেও এরেষ্ট করতে হবে বাদলবাবু যদি হোন অর্থাৎ আপনাদের অর্থমন্ত্রীকেও এরেষ্ট করতে হবে। কাজেই সেই জায়গাতে পলিটিক্যাল সাপোর্ট এটা বন্ধ করতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি নর্থ ইস্টান রিজওন, ডোমিনেটেড স্টেটে গিয়েছি। আমি দেখেছি সেখানে পলিটিক্যাল পেট্রোনেজ তারপর আছে, আই, এফ, আই, তারপর বিদেশী

শত্রুরা আছে। পলিটিক্যাল পেট্রোনেজ যেটা ওদেরকে রক্ষা করে, সেটা যেকোন পার্টি থেকেই হোক. সেই পার্টির উইদাউট অ্যানি ফিয়ার অ্যান্ড ফেবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি ডিটারমিনেশান নেন. সর্বপ্রকার সহায়তা বিরোধীদের কাছ থেকে পাবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— অশোকবাবু আপনার শেষ হয়েছে? ইউ আর দি সিনিয়ার মেম্বার। আপনি অনেক সময় নিয়েছেন। আপনি চেয়ারকে সাহায্য করবেন না?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)**:—** স্যার, অশোকবাবু হলেন সিনিয়ার মেম্বার। বিরোধী দলেরনেতা আনজয় করছেন উনার স্পীচ। হ্যাঁ, আমিও করছি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে উনাদের তরফ থেকে সময় দেওয়া উচিত। উনি সিনিয়ার মেম্বার, অতীত সম্পর্কে অনেক কিছু বলছেন, উনারা যদি সময় না দেন তাহলে দরকার হলে আমাদের তরফ থেকে ৫ মিনিট সময় কম নেব।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— কাজেই সেই জায়গাতে আন্তর্জাতিক যে চক্রান্ত সেটা আমরাও জানি। বাইরে আজকে মানুষ নিহত হচ্ছে। কারণ প্রতিটা শহরকে উগ্রপন্থীরা ঘেরাও দিয়ে রেখেছে সেটা আই, এফ, আই-এর চক্রান্ত সেটাও আমরা জানি। তারপরে কিছু দিন পরে শহরে গুলি শুরু হবে। যারা হারবার করছে তাদেরকে হত্যা করবার জন্য আর একটা উগ্রপন্থী দল তৈরী হচ্ছে। সেটাতে আপনিও রক্ষা পাবেননা। কেউ রক্ষা পাবেনা। কাজেই উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধান সেটা শুধু আমার জন্য নয় আমার জন্য যতটা জরুরী, আপনার জন্যও ততটা জরুরী। আমার জীবন আমার পরিবারের জন্য যতটা জরুরী, আপনার জীবনও আপনার পরিবারের জন্য ততটা জরুরী। কাজেই যেকোন মূল্যে উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধান করতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমি আমার কনস্টিটিওয়েন্সি সম্পর্কে ২-১টি কথা বলব। কারণ আমাদের এখানে বাধারঘাট থেকে ড্রপ গেট পর্য্যন্ত যেটা রাস্তা হচ্ছে, ওয়াটার পাইপ লাইন হচ্ছে. সেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় আরবান ডেভালাপমেন্ট মিনিস্টার এবং আমরা মিলে সেটা অররেডী আলোচনা করে সেটা করার চেষ্টা করছি। এখন পর্য্যন্ত আমরা দেখেছি যে মানুষ নিজে ইচ্ছা করে সেই রাস্তার জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য এবং ঘর ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলছে। তবে সেই মানুষেরা অর্থনীতির দিক দিয়ে দুর্বল। কেউ হয়ত সারা জীবনের পুঁজি লাগিয়ে একটা দোকানঘর করেছে, একটা বাড়ী করেছে. একটা ঘর করেছে। কাজেই আমার নিবেদন থাকবে আপনাদের কাছে তারা যাতে অ্যাডেকুয়েট কমপেনসেশান পায় এবং যারা সেইসব ছোট ব্যবসায়ী. যারা ফুটপাথ ব্যবসায়ী এবং যারা টং ঘরে ছোট ছোট দোকানের মধ্যে আছে, তাদেরকে সেই জায়গা থেকে উৎখাত করে দিয়ে ইন্দিরা

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1998-99

মার্কেটের ভিতরে যাতে তাদেরকে জায়গা দেওয়া হয় দোকান করার জন্য এবং এম, বি টিলা বাজার আছে সেখানে ঘর তুলে তাদের জন্য যাতে ব্যবস্থা করা হয়। আর একটা কথা হচ্ছে যে কথাটা বলেছেন সরকার যে, ১৯৫৭ সনে এই অঞ্চল খাস করা হয়েছিল। এখানে আইনের ক্ষমতা বলে সরকারী সম্পত্তি যদি ৩০ বছরের বেশী যদি জমি বে-আইনী দখল করে রাখে তাহলে যে সেই সম্পত্তিটা দখল করে রেখেছে তার সেই সম্পত্তির উপর দখল সত্ব হয়ে যায়। কাজেই সেই জায়গাতে আমি একটা কথা আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলব যে, সেই জায়গার লোক হয়তো চার কি পাঁচ জন মামলা করেছে, তা সেই মামলার নিষ্পত্তি হতে ৯০ বৎসর লাগবে, মামলার নিষ্পত্তি হবে না। তারপর আর যারা আছে তারা মামলা করতে পারবে না। কিন্তু উৎখাত হয়ে গেলে চিরতরে পরিবারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই সরকার নীতিগত ভাবে যদি তার পাশে এসে না দাঁড়ায় তাহলে এই সব দরিদ্র জনগণ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে দরিদ্র জনগণ যাতে আইনের ক্ষমতা বলে এটা পায় তার জন্য সরকার তাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন, এই আশা আমি রাখি। আর একটা কথা হচ্ছে বৃষ্টি যখন হয় তখন এই আগরতলা শহরে বিশেষ করে ৮নং কনস্টিটিওয়েন্সীর অধিকাংশ বাড়ী ঘর সব ডুবে যায়। জল নিস্কাশনের কোন প্ল্যানিং নেই এবং প্ল্যানিং না থাকলে এই জল পরিস্কার করা যাবে না। কাজেই এই সমস্ত কিছু কেন হচ্ছে না, ওয়াল্ড ব্যাংক তো টাকা দিচ্ছে আগরতলা শহরকে একটা প্ল্যান সিটি বানিয়ে আন্ডার গ্রাউন্ড করে সেটা থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্য। এখানে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে একটা অনুরোধ করছি যে, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তিনি যেন একটু বিশেষ দৃষ্টি দেন। কারণ এটা হয়ে গেছে কিছু সংখ্যক লোকের চাকুরী পাওয়ার একটা ব্যবস্থা। আমি আমার কথাই বলছি, আমার ইমিডিয়েট ছোট ভাই তিন চার বৎসর হয়েছে মারা গেছে, তার বৌ গৌহাটীর ইউনিভারসিটির এখনও রিডার, ইন্টারভিউর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিল কিন্তু ইন্টারভিউ পায়নি। আমি তখন অনিলবাবুকে বলেছিলাম তিনি টেলিফোনে আমাকে বললেন যে, "আরে ইন্টারভিউতো দিবা।" সেই ইন্টারভিউটা কোথায় করেছিল, কলকাতায়, কারণ এই লোকটাকেতো চাকুরী দিতে হবে এবং সেই ইন্টারভিউর কাগজটা এমন সময় পেঁৗছল যখন আর প্লেইনের টিকেট পাওয়া যাবে না। যাই হোক, যেমন করেই হোক সে ব্যবস্থা করে সেখানে গিয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে আসল, এই যে ইন্টারভিউ দিয়ে আসল তার এডিউকেশন কোয়ালিফিকেশন কি, সে হায়ার সেকেন্ডারীতে ৬৬ পারসেন্ট নাম্বার পেয়েছে, তারপর বি এতে ফাস্টক্লাস পাশ এবং গোল্ড মেডেলিষ্ট সংস্কৃতে ৭৬ পারসেন্ট নাম্মার পেয়েছে, তারপর এম এতেও ফাস্টক্লাস পাশ গোল্ড মেডেলিষ্ট এবং ৭৩ পারসেন্ট নাম্বার

পেয়েছে। কিন্তু তার চাকুরী হল না। যে ছেলেটা অ্যাপয়েনমেন্ট পেয়েছে সে সেকেন্ড ক্লাস ইন হায়ার সেকেন্ডারী, সেকেন্ড ক্লাস ইন বি, এ, সেকেন্ড ক্লাস ইন এম, এ, এবং এরপর সে পি, এইচ, ডি, পেয়েছে। আরেকজনের কথা আমি জানি এক বছরে সে তিনবার প্রমোশন পেয়েছে।

কাজেই এই জায়গার মধ্যে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সদিচ্ছার উপর আমার আস্থা রয়েছে। আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে বলি তিনি এটা যদি না দেখেন তাহলে ত্রিপুরার শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, আপনার সময় শেষ।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য :— ঠিক আছে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি তবে আপনাকে ধন্যবাদ যে আমার মত একজন ভদ্রলোককে ধমকানোর সুযোগ আর পাবেন না। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী প্রনব দেববর্মা।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২১শে আগষ্ট ১৯৯৮ ইং বর্তমান বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ায় দিন ত্রিপুরার মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৯৮-৯৯ইং অর্থ বছরের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। এবং এই বাজেটের উপর আস্তা ও বিশ্বাস রেখে আমি আমার আলোচনা শুরু করছি।

স্যার, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটের আগে মানুষ সব সময়ই তাকিয়ে থাকেন যে একটা বাজেট তার উপর একটা রাজ্যের মানুষের জীবন জীবিকার সম্পর্ক রয়েছে। এখানে আমাদের রাজ্যের অন্যান্য বছরের যে বাজেট তার চেয়ে এবারের বাজেটে আমরা অনেক আশার আলো দেখতে পাই। এবার ১৯৯৮-৯৯ ইং সালের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ১৬৪২.৭৮ কোটি টাকা এবং ১০৬ কোটি টাকার ঘাটতি রয়েছে এবং গত বছরের তুলনায় এবারের বাজেট ১৬.৬ কোটি টাকা বেশী।

ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটে আমরা দেখেছি সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বাস্তব যে অবস্থা সেটা হচ্ছে কেন্দ্রের সহযোগী এবং সাহায্য ছাড়া আমাদের নিজস্ব আয়ের কোন সুযোগ নেই। এই বাস্তব অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ন্যূনতম যে ইনকাম সোর্স তৈরী করার জন্য এখানে যে যে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলি হচ্ছে কৃষি, জলসেচ গ্রামীণ উন্নয়ণ।

আমরা দেখেছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ২৭ শতাংশ জমিতে চাষাবাদ হয়। তারমধ্যে মাত্র ১৩ শতাংশ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা রয়েছে। বিরাট অংশের জমি ত্রিপুরা রাজ্যের ৫০ বছরের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা পালন করেছি কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মধ্যে

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1998-99

আরো জমি যে আছে সেই জমিটুকুকে কাজে লাগিয়ে তাকে মানুষের কিছু উপকারে নিয়ে আশার জন্য আমরা সুদীর্ঘ বছর ধরে অনেক সরকার দেখেছি কিন্তু তারা কোন উদ্যোগ নেননি। কিন্তু এবার আমরা দেখেছি এই চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা আসার পরে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী এলাকায় মাটিতে যে ফসল হয় পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে সে ফসল বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। কাজেই এই রকম একটা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবার কৃষি জল সেচ দপ্তর যে টাকাটা এখানে ধরা হয়েছে সেটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় এবং যে জায়গাগুলি এখনও সেচের আওতায় আনা যায়নি, এখানে পরিস্কারভাবে বাজেটে বলা আছে যে পরিকাঠামোগত উন্নয়ণ, আমরা ঠিকই এর আগে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক বাজেট দেখেছি। কিন্তু এইরকম সুন্দর বাজেট যে বাজেটে পরিষ্কার-ভাবে এখানে আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের নূন্যতম আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও এই সরকার আগামীদিন কি করে বিভিন্ন দপ্তরকে সামনের দিকে আরও বেশী ডেভেলাপ করার চেষ্টা করেছেন তা পরীক্ষা করে উন্নয়ণের জন্য এখানে বলা হয়েছে। কাজেই এখানে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, আমরা দেখেছি এবার বিরাট অংকের টাকা এখানে ধরা হয়েছে। এই গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যে গরীব অংশের মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিতীয় সার্ভেতে আমরা দেখেছি শতকরা ৭৪ জন মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন। এবং বেশীর ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন। এই সমস্ত দরিদ্র লোকের জন্য একমাত্র গ্রামোন্নয়ন দপ্তর-এর মাধ্যমে মানুষকে কিছু রিলিফ দেওয়া যায়। কাজেই সেই দিক দিয়ে এই গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এবার বরাদ্দ করেছে ৮৮.১৪ কোটি টাকা। এই টাকাকে এই বছর সঠিকভাবে খরচ করার জন্য গত আর্থিক বছরে যেভাবে এই গ্রামোন্নয়ন দপ্তর টাকাগুলি সঠিক খাতে খরচ করেছেন সেটা আমরা কিছু দৃষ্টান্ত দিতে পারি। গত বছর এই গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে এখানে পরিশ্রুত পানীয় জল দেওয়ার জন্য গত বছর মার্ক-থ্রি ৪৭৮টা এবং স্যানিটারী ওয়েল ১২৪৪টা দেওয়া হয়েছিল। যদিও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্গম এলাকাতে অনেক পাড়া আছে নন-কালভার্ড এলাকা সেখানে পরিশ্রুত পানীয় জল এখনও দিতে পারে নি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও আমাদের এলাকাতে দিন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বামফ্রন্ট সরকার মাত্র ৪র্থ বার ক্ষমতায় এসেছে এর আগেতো কংগ্রেসের শাসন ছিল দীর্ঘ বছর ধরে। এখানে মাননীয় সিনিয়র মেম্বার উপস্থিত রয়েছেন দীর্ঘ বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই অবস্থা। আমি উনার যে বক্তব্য তাকে অসম্মান করছি না। উনি বলেছেন দীর্ঘদিন আগে ৩০-৪০ বছর আগে উনি ট্রাইবেল এলাকাতে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ঘুরেছেন, ট্রাইবেলদের বিভিন্ন সমস্যা দেখেছেন কি করে তারা সেখানে বসবাস করছেন। কিভাবে সেখানে তারা বসবাস করে কি সোর্স থেকে, তারা খাবার জল

ব্যবহার করেন। আমরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রাম পাহাড়ের যে ডেভেলাপমেন্ট বলতে ১৯৭৮ সাল থেকে শিক্ষার অগ্রগতি বলুন পানীয় জলের ব্যবস্থাই বলুন বিদ্যুতের ব্যবস্থাই বলুন রাস্তাঘাটের ব্যবস্থাই বলুন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেখানে পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ণের জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। এর আগে আমরা দেখিনি। ট্রাইবেল এলাকায় কোন হাই স্কুল ছিল না বিদ্যুতের কোন ব্যবস্থা ছিল না পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু আমি এই কথা বলি না যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত ট্রাইবেল এলাকায় পানীয় জলের সুব্যবস্থা করেছে সেই কথা আমি বলছিনা। কিন্তু সমস্যাটিকে সমধান করার জন্য সেখানে পরিকল্পনা রচনা করছেন। কাজেই এই বাজেটের মধ্যে যে বরাদ্দ ধরা হযেছে গরীব মানুষের উন্নয়ণের কাজে সেটা ব্যবহৃত হবে। এথানে আমরা লক্ষ্য করেছি আরক্ষা দপ্তরে এবার সবচেয়ে বেশী গুরত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমাদের উন্নয়ণের মূল শর্ত হচ্ছে শান্তি এবং সম্প্রীতি। আমাদের রাজ্যের রাস্তাঘাটের যে অবস্থা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সেখানে আরক্ষা দপ্তরের সহযোগিতা ছাড়া কিছুই করা যাচ্ছে না। কাজেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ণের জন্য আমাদের আরক্ষা দপ্তরের কোন না কোন ভাবে সেখানে জড়িত আছে। তাদের প্রয়োজন আছে। কাজেই এথানে আরক্ষা দপ্তরে বেশী করে বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে। সেই সমস্ত দিক লক্ষ্য রেখে কিছু টি, এস, আর, ব্যাটেলিয়ান গঠন করা হয়েছে, কিছু আই আর গঠন করা হয়েছে। সেখানে অতিরিক্ত সেনাবাহিনী চাওয়া হয়েছে সেই দিক থেকে রাজ্য সরকারকে কিছু খরচ বহন করতে হয়েছে। এখানে উগ্রপন্থী মোকাবেলার জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে এটা বাস্তব সম্মত এবং রাজ্যের মানুষের কল্যাণে আসবে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে বাজেটে ধরা হয়েছে ৭৭.৭৬ কোটি টাকা এবং এ, ডি. সির জন্য ধরা হয়েছে ৫০.৬২ কোটি টাকা। গত বছর আমরা দেখেছি ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন স্টাইপেন্ড থেকে শুরু করে বুক পাচের্জ সহ এইগুলি ৪৭ লক্ষ ১ শত ২৫ জনকে সহায়তা করা হয়েছে। সেখানে আর বেশী বেশ করার জন্য পরিকল্পনা আছে। এবং এ, ডি, সির জন্য পৃথক টাকা বরাদ্দ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলার জন্য এখানে বাজেটে বলা আছে। এবারের এই বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে কর বিহীন যে বাজেট বিভিন্ন দপ্তরের যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বাস্তব সম্মত সেখানে পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। এই বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি এবং এই বাজেটের যে অর্থ যাহাতে এই রাজ্যের মানুষ সুফল ভোগ করতে পারেন সেই জনবিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রেখে আমি আমার বাজেট সম্পর্কে আলোচনা এখানেই শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া:— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ

করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। এই বাজেট রাজ্যকে কি দিচ্ছে তা এখানেই তুলে ধরছি। এই বাজেট রাজ্যে উন্নতির পথে কাজে লাগবে কিনা? এখানে হোম- ১২ পারসেন্ট, কৃষি-২ পারসেন্ট, পাওয়ার-৬ পারসেন্ট, পাবলিক হেল্থ ১ পারসেন্ট, ফরেস্ট-১ পারসেন্ট, হায়ার এডুকেশান ১ পারসেন্ট, পঞ্চায়েত ২ পারসেন্ট। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিশাল একটা অংশই পুলিশের খাতে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। ওদের যে বাজেট তা কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ণ আনতে পারবেনা। পাওয়ার সেক্টরে আনতে পারবেনা, এবং উন্নয়ণের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার সেটা গড়ে তুলতে পারবেনা। এই বাজেটেই তা পরিস্কার হয়েছে। যদি এই হিসাবের অংকটা ঠিক থাকে। যদি বলেন যে এটা ঠিকনা, অংকে ভুল আছে, জ্যামিতি চিত্রে ভুল আছে তা হলে সেটা আলাদা কথা। আরেকটা হচ্ছে এই বাজেটের কার্য্যকারিতা নিয়েও স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে যেখানে পুলিশের ১৩২ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে বিশাল পরিমান ১২ পারসেন্ট তার পরেও আমাদের নিরাপত্তা কোথায় আছে? কোন রোডে, কোন রাস্তায়, কোন গ্রামে, কোন বাজারে নিরাপত্তা আছে? কোথাও নিরাপত্তা নেই। কাজেই এখানে যে পুলিশের বাজেটে ধরা হয়েছে তা ওয়েস্টে ছাড়া আর কিছুই না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা যখন জোট সরকার চালাচ্ছিলাম তখন তেলিয়ামুড়া দিয়ে অম্পিতে প্রতিদিন ৭টা বাস চলত। সকাল ৫ টা থেকে রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত। তখনও এসকর্ট ছিল। ক্যাম্প ছিলনা। তেলিয়ামুড়াতে একটি থানা এবং ৭টা বাস প্রতিদিন চলত। তা ছাড়া তো ট্রাক, জীপ ও অন্যান্য গাড়ী চলত। তখন আমাদের বাজেট ছিল মাত্র ৩৭ কোটি টাকা। এই ৩৭ কোটি টাকার বাজেট দিয়ে আমরা রাজ্যের মানুষকে শান্তি দিয়েছি। আপনারা বলতে পারবেন, বিমল সিংহার মত কোন মন্ত্রী এম,এল,এ,র জীবন দিতে হয়েছে। বলতে পারবেন কাঞ্চনপুরের মত কোন বাসে আক্রমণ হয়েছে? এই রকম ঘটনা কখনো হয়নি। আমরা যখন এলাকায় যেতাম তখন এলাকার মানুষ বলত যে আমাদের পানীয় জল দেন, আমাদেরকে সার দেন, বীজ দেন, আলুর বীজ দেন ইত্যাদি বলত। এখন যেখানে যাই বলছে যে আগে আমাদেরকে রক্ষা করুন। পুলিশ, না পুলিশ দিয়ে হবেনা। টি, এস, আর, না টি, এস, আর, দিয়েও হবে না। ওরা তো ট্রাইবেলদের দেখলে ক্ষেপে উঠে। হয় আসাম রাইফেলস্ অথবা সি. আর, পি, দেন। উন্নয়ণ কোথায়? জনগণের কাছে এখন প্রধান সমস্যা হচ্ছে নিরাপত্তা। উন্নয়ণের পরিবেশটা কোথায়? আজকে হাইস্কুল দিচ্ছেন। সেখানে ২০ জন শিক্ষক দিতে পারেন, তারজন্য খরচ হতে পারে সেখানে যাবে কোন শিক্ষক? এই বার আমার এলাকাতে একটা স্কুলে ৪০ জন পরীক্ষা দিয়েছিল তার মধ্যে সকলেই ফেল করেছে। ছেছুয়াতে ৬৫ জন পরীক্ষা

দিয়েছে তার মধ্যে মাত্র ১ জন পাশ করেছে। করবুক স্কুলে ১৯৯ জন পরীক্ষা দিয়েছে তার মধ্যে মাত্র ৯ জন পাশ করেছে। উন্নয়ণের নমুনা ? হায়ার এডুকেশনের জন্য, হায়ার সেকেন্ডারী, হাই স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল, প্রাইমারী স্কুলের জন্য টাকা ধরেছেন। রেজাল্ট কি ? এটা কি ওয়েস্টেজ নয় ? মাষ্টার মহাশয়রা স্কুলে যেতে পারেন না। বলেন, আমার নিরাপত্তা নেই। চীফ মিনিষ্টার বলবেন, "আমি কি ভাবে নিরাপত্তা দেব ? কেন্দ্রীয় সরকার ফোর্স দিচ্ছেন না" আমাদের আমলে ২ ব্যাটেলিয়ান টি, এস, আর, ছিল, আর এখন হয়েছে, ৬টি। আই, আর, আরো কত নাম হবে। একটা নয় দুই ব্যাটেলিয়ন। তারপর আছে আসাম রাইফেলস। তা সত্ত্বেও বলবেন, কেন্দ্র আসাম রাইফেলস দিচ্ছে না। সি, আর, পি, ডোগরা যা আছে সবই আনতে হবে। এঁখানে ১৩২.৫৭ লক্ষ কোটি টাকার বাজেটের মূলে বৈশিষ্ট এটাই। এটাও পুরো ব্যর্থ। নিরাপত্তা ছাড়া বাকীগুলির আর কি মিনিং আছে ? একটা সেকশানের মিনিং থাকতে পারে। এগ্রিকালচারের কি মিনিং থাকতে পারে ? আগে সমস্যার সমাধান করতে হবে। আমরা বার বার বলার পর সর্বদলীয় মিটিং ডাকা হয়। সেখানে বলা হয়, আসুন সবাই মিলে, উগ্রপন্থীদের জনবিচ্ছিন্ন করি। ভাল কথা। যুক্তি সঙ্গত কথা। কিন্তু, আবার জনগণকে বোঝান হয় ট্রাইবেলদের ক্ষতি করা হচ্ছে। ঘটনা ঘটলেই বলা হবে, কংগ্রেস যুব সমিতি করছে। তাহলে সর্বদলীয় মিটিং-এর কি দাম ? এরপর বলবেন, দিল্লী চলুন, রেল আনতে পারলে শান্তি আসবে। টাকা আনতে চলুন। টাকা আনতে পারলে শান্তি আসবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার করার জন্য কোন পদক্ষেপ নেই। এগ্রিকালচারের জন্য সেচের একটা বিরাট ব্যাপার আছে তারপরে আছে বিভিন্ন এম্পসের ডেভেলাপমেন্ট করা এবং ফার্টিলাইজারের দরকার আছে। আজকে ফার্টিলাইজারে সাবসিডি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোডস-ব্রিজ সবই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ট্রাইবেল এলাকা আরো ডিপ্রাইভ হচ্ছে। এখনও এ, ডি, সি, কে ৫০ কোটি টাকার সীমানা ধরে রাখা হয়েছে। আমরা যখন বাজেটে ৭৫০ কোটি টাকা পেতাম তখনও ৫০ কোটি টাকা রেখেছিলাম। আর এখন ১৬৪২ কোটি টাকা পেয়েও সেই ৫০ কোটি টাকা। তাহলে এ, ডি, সির উন্নয়ণ হবে কি করে ? এ, ডি, সি, কে শক্তিশালী করতে হলে, ট্রাইবেলদের উন্নতি করতে হলে এ, ডি, সির আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার খুব জরুরী ছিল। এখানে মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের সব সদস্যরাই একযোগে বলছেন, ট্রাইবেলদের ডেভেলাপ করতে হবে। তারা পিছিয়ে আছে। আমরা যখন বলি যে বৈদু্যতিক পাম্পতে ভাল বীজ দাও, এদিক সেদিকের কথা বাদই দিলাম, তখন বলে যে উগ্রপন্থী কাজেই হবে না। আর মেইন রোডর কথা বললে বলে যে প্ল্যানিং কমিশনের কাছে লেখা হয়েছে, এন, ই, সির কাছে লেখা হয়েছে। এই সমস্ত কথা আমাদের বলা হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণবাবু ঠিকই বলেছেন যে এই রাজ্যটা সেন্ট্রালের এসি-

স্টেট্যাসে চলে। এই যে স্কুল বিল্ডিং এর টাকা, আমরা তো বলি না যে বোধজং স্কুলের মত দুতালা কর। স্কুলগুলিকে পাকা ঘর নির্মাণ করবে কি তরজা দিয়ে করবে সেটার ডিসিশান তো এখানকার গভর্ণমেন্ট নেবেন। অম্পিতে যে ব্রীজ হবে সেটার ডিসিশান তো এখানকার গভর্ণমেন্ট নেবেনা এখানে সবাই স্বীকার করেন যে, ট্রাইবেলরা পিছিয়ে আছে, কিন্তু এই পিছিয়ে থাকার কারণটা কি? এটা কিন্তু কেউ বলেন না। এটার সমাধান কি? স্যার, এটা কাউকে খুশী বা অখুশী করার ব্যাপার না। ট্রাইবেলদের উন্নয়ণের ক্ষমতা তাদের হাতেই থাকা দরকার। আমি যতই চীৎকার করি না কেন অম্পিতে ব্রীজ হবে না। যতক্ষন পর্য্যন্ত না ট্রাইবেলদের হাতে উন্নয়ণের ক্ষমতা আসে। বাদলবাবু যতই বলেন না কেন উনি ট্রাইবেলদের উন্নতি চান, কিন্তু উনি দেবেন না সেখানে ব্রীজ। ঐ ছেছুয়াতে, অম্পিতে তৈদুতে হেলথ সেন্টার হবে না। পানীয় জলের ব্যবস্থা হবে না। এর জন্য দরকার হচ্ছে পলিটিক্যাল ডিসিশান যে এ, ডি, সি,র হাতে আরও ক্ষমতা দাও। ট্রাইবেলদের উন্নয়ণের সমস্ত টাকা তাদের হাতে দাও। এটাই হচ্ছে সমাধান। এটা যদি না হয় তাহলে ৫০ বছরেও ট্রাইবেলদের উন্নতি হবে না। আপনারা দুঃখ প্রকাশ করেন দরদ দেখান বক্তৃতা করেন যাই কিছু করেন, সমস্যা কিন্তু একই জায়গায় থাকবে। স্যার এগ্রিকালচারাল এলাইডে জোট সরকারের আমলে দেখা গেছে ইরিগেশান প্রজেক্ট ট্রাইবেল এলাকায় নেওয়া হয়নি। আমরা জোট সরকারের আমলে ৯২ইং সালে ট্রাইবেল এলাকায় তিনটা ডাইভারশান প্রজেক্ট নিয়েছি। সেগুলি হলো মৈলাক, সোনাই আর করমছড়া, আমরা ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম, কাজ শুরু হয়েছিল মৈলাকছড়াতে কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতা যাওয়ার পর তিনটা ডাইভারশান স্কীমই বন্ধ। এই বছর আপনারা কি করেছেন অথচ ১০ লক্ষ টাকা ধরেছেন। ট্রাইবেল সাব-প্ল্যান এরিয়ার জন্য ১০ লক্ষ টাকা। এই টাকায় তিনটা প্রজেকটের কিছু হবে? কিছুই হবে না। কংগ্রেস যুব সমিতি যতদিন না ক্ষমতায় আসবে ততদিন ট্রাইবেল এলাকায় কিছুই হবে না। এটা ডাইভারশান স্কীমগুলি আমরা তিন বছরে শেষ করতে পারতাম। আমরা যে ৫০ লক্ষ টাকা স্যাংশান করেছিলাম সেই টাকা কোথায় গেল? আমাদের সময়ে দেওয়ান ছড়াতে ওভারফ্লো ইরিগেশান করেছি, অর্জুনছড়াতে করেছি, শিলাছড়িতে করেছি, অঘোরবাবুর গ্রাম বাচাই। বাড়ীতে করেছি। আজকে বাজেট বেড়েছে, ইরিগেশানের বাজেট বেড়েছে। কিন্তু স্কীমগুলি বন্ধ কেন? সবইতো এখন বন্ধ, এমন কি জোট সরকারের আমলে যে গুলি চালু করা হয়েছিল সেগুলিও বন্ধ। পাইপ লাইনের কোন হদিশ নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি কনক্লোড করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এগ্রিকালচারে আমাদের ট্রাইবেলদের উন্নতি করতে হলে (১) জল সেচের ব্যবস্থা দিতে হবে না দিলে তাদের ডেভেলাপমেন্ট হতে পারে না, এটা এবসার্ট। ২নং হচ্ছে টেকনিক্যাল ট্রান্সপোর্ট করতে হবে তারা মডার্ণ ভেজিটেবল কালটিভেশান জানেন না। তাই তাদের মডার্ণ কা টিভেশানের টেক্‌নিক শিখিয়ে দিতে হবে এর জন্য আমরা ভেজিটেবল প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম। কিন্তু এবার এই বাজেটে ভেজিটেবলের জন্য কিছু নেই বাজেটটা পড়ে দেখুন। এইবার জিরো (০) লজ্জার কথা। গতবার ৪২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। আমাদের সময়ে এতগুলি করেছিলাম। আমাদের সময়ে এগ্রিকালচারে বাজেট ছিল ৭১ কোটি টাকা। এখন ৯০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, অত্যন্ত দুঃখজনক আমাদের এই যে উগ্রপন্থী পলিসি আমাদের সময়ে টি, এন, ভি, যখন সারেন্ডার করেছে আমরা প্রথমেই বলেছি তাদের সংখ্যা কত এটা আগে জানাতে হবে দিস উয়িল বি ফাইন্যাল ! তারপর আর একজনও বেশী সারেন্ডার করে নি। তারা লিষ্ট দিল এত জন। তারপর সারেন্ডার করেছে এবং তারপর একদম পীস হয়ে গেছে। আমাদের সময় আর কিছু হয় নি। এখন দেখা যাচ্ছে সারেন্ডার করে আবার আসে, নূতন যায়, পুরান যায় এটা কোন ধরণের সারেন্ডার, এটা কোন ধরণের উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : – মাননীয় সদস্য আপনি বসুন অনেক সময় নিয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : – আর একটা ইমপরটেন্ট বিষয়ে বলছি। স্যার, এবার এগ্রিকালচারে আরও এ্যাফেকট্ করবে তার একটা খুব ইমপরটেন্ট ইস্যু আমি তুলে ধরছি। যদি উনারা রেকটিফাই করেন ভাল সেটা হচ্ছে সিজনাল বাধ করতে দেওয়া হবে না অন্তত: বাজেটে নেই। এখন আনটাইড ফান্ড করে তারা পয়সা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন তাহলে আলাদা কথা। আমার লাষ্ট কথা হল এস, আর,ই,পি, বা এন, আর.ই, পি সেটা বর্ত্তমানে কিভাবে খরচ হচ্ছে ? আমি অন্তত: যে জায়গায় গেছি সেখানে কয়েকটা খাতে ব্যবহার হয় এটা হচ্ছে (প্রথম) বামফ্রন্টের সম্মেলন যদি হয় তাহলে বলা হয় এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি দেওয়া হবে কাজ না করে পয়সা পাবে, দ্বিতীয়টা হচ্ছে আন্দোলন, মিছিলে আসলে এস,আর,ই,পি, এন,আর.ই,পির টাকা নিয়ে যাও। তৃতীয়ত: হচ্ছে মন্ত্রী আসলে তোমরা আসবে কাজ না করে এস, আর, ই পি, এন, আর, পির টাকা নিয়ে যাবে তখন সবাই আসবে কংগ্রেস, সি, পি, এম সবাই। চতুর্থত: হচ্ছে নির্বাচনের সময় সবাইকে এস, আর, পি, এন, আর, পির টাকা দেওয়া হবে। তার আবার অপজিট সাইডও আছে যখন যুব সমিতি অথবা কংগ্রেস আন্দোলন করে তখন সেই আন্দোলনে

কেউ যাবে না। সেদিন কাজ হবে কংগ্রেসও আসবে। আর যেদিন আমরা খাদ্য আন্দোলন করি তখন বলা হয় আজকে অনেক বেশী কাজ হবে ডাবল কুপন দেওয়া হবে এই হচ্ছে এস, আর, ই, পি, এন, এর, ই, পির কাজ। আমি সেদিন অম্পি কলোনীতে গিয়েছিলাম এবং দেখেছি সেখানে অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। সেখানে প্রথম বার ৫00 মেইনডেইজ আসল এবং দ্বিতীয় বার ৪00 মেইনডেইজ আসল কিন্তু দেখা গেল পরে কোন মেইনডেইজেরই কাজ হয় নি। কি করল ? ডি, ওয়াই, এফ-এর সম্মেলন হল সেখানে সব খরচ করা হল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি বসুন মাননীয় সদস্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যখন অবস্থা এই বাজেট জনগণকে কি দেবে আমি জানি না। আমার মনে হচ্ছে বাজেট আমরা যদি টাকা অংক দেখাতে পারি হয়তো মন্ত্রীরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। বাস্তবে যদি দুর্নীতি বন্ধ না হয়, বাস্তবে যদি সত্যি সত্যি উগ্রপন্থী মোকাবেলার প্রচেষ্টা যথাযথ বন্ধ না হয়, যদি ট্রাইবেলদের প্রতি ডিসক্রিমিশানের রেমেডী করা না যায়, শ্যামাচরনবাবু বলেছেন ঠিকই, আমরা ফেবার চাইনা, আমরা ডিস-ক্রিমিনেশান চাইনা, আমরা চাই ইকুয়েল ট্রিটমেন্ট। কাজেই এইগুলি যদি না থাকে তাহলে পরে এই বাজেট কিছুই দিতে পারবেনা। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী সিনহা।

শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী সিনহা (কমলপুর) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত ২১-৮-৯৮ ইং তারিখে ৯৮-৯৯ এর অর্থবছরের ত্রিপুরার আপামর জনসাধারণের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অভিনন্দন জানাই অর্থমন্ত্রীকে। কারণ তিনি যেভাবে ত্রিপুরার সমগ্র উন্নয়ণের জন্য বিশেষ করে কৃষি, শিল্প, সেচ ও পঞ্চায়েত সহ পিছিয়ে পড়া তফসিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তর সহ, ত্রিপুরার শান্তি শৃংখলা রক্ষার্থে আরক্ষা দপ্তরের জন্য গত বৎসরের চেয়ে ২০ কোটি টাকা বেশী বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে। এটা রাজ্যের শান্তি শৃংখলার জন্য সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা সত্য যে, রাজ্যের তিন চতুর্থাংশ সীমানার আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী। এই এলাকার সুরক্ষা করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের এবং এই সীমানা সুরক্ষার জন্য যে পরিমাণ বি, এস, এফের প্রয়োজন তার তুলনায় রাজ্যে অপ্রতুলতা রয়েছে। এই সুযোগ নিয়েই বিদেশী মদতপুষ্ট, বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী, আমাদের রাজ্যে আক্রমণ সংঘটিত করে অনায়াসে সীমানা পারি দিতে

পারে। আমরা লক্ষ্য করেছি পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম, এইসব উগ্রপন্থী আক্রমণের বিরুদ্ধে যেসব খরচ রাজ্য করবে, কেন্দ্রীয় সরকার মিটিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার জাতি উপজাতির মধ্যে যে মিলন সেটা বিচ্ছিন্নতাবাদী মদতপুষ্ট উগ্রপন্থী দ্বারা বিভেদ করার চেষ্টা করছে, এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মদতপুষ্ট উগ্রপন্থী দমনের ব্যাপারে সমস্ত রকম দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটাও লক্ষ্যনীয় এই বাজেট রাজ্যের জনগণের উপর নতুন কোন করের বোঝা চাপানো হয়নি। রাজ্যের জনগণ ত্রিপুরায় এই চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পেছনে রায় দিয়েছেন, সেইদিক থেকে লক্ষ্য রেখে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক কর্মচারী সহ সর্বস্তরের জনগণের জন্য উন্নয়ণমূলক একটি উন্নয়ণমূখী বাজেট পেশ করেছেন। বাজেটটি ভালভাবে লক্ষ্য করলে এইসব গঠনমূলক প্রস্তাব চোখে পড়ে। আগামীদিনে শিক্ষার মান বাড়াতে, শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটাতে এইবার আরও নতুন ৪৬টি প্রাইমারী স্কুল চালু করা হবে। ত্রিপুরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বি. এ. বি. কম. এম. কম শিক্ষাক্রমে ডিস্টান্স এডুকেশন পদ্ধতি চালু করা হবে। ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ডিগ্রী কোর্স চালু করা হবে। রাজ্যের একমাত্র মহিলা কলেজে ফিজিওলজি এবং জিওলজির অনার্স কোর্স চালু করার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়া অমরপুর, কমলপুর, সোনামুড়া, এবং সাব্রুমে মহাবিদ্যালয়ের জন্য গৃহ নির্মাণের কথাও বলা হয়েছে। স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে, এই রাজ্যে শিল্পায়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, এই শিল্পায়ন যত তাড়াতাড়ি হবে তত কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। স্যার, এই বাজেট রাজ্যের সমস্ত রকমের উন্নয়নের কথা চিন্তা করেই করা হয়েছে এবং এই কারণেই এই বাজেট সমর্থনযোগ্য। এখানে উত্তর দক্ষিণ ও ধলাই জেলাতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও ডেভেলাপমেন্ট সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হবে। তাছাড়া শিল্পের প্রসার ঘটাতে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ অবশ্যই প্রয়োজন এবং জনগণের এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেটে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগের কথা বলা হয়েছে। আমি এই সম্পর্কে আর বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না। আমি সব শেষে এটা বলতে চাই যে, এই বাজেট রাজ্যের সকল অংশের মানুষের জীবনের মান বাড়ানোর জন্য কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাজ্যের জনগণের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সর্ব রকমের ব্যবস্থার জন্য টাকা ধরা হয়েছে। স্যার, গত ২৪-৮-৯৮ইং তারিখ বিরোধী দলনেতা তার আলোচনায় প্রয়াত স্বাস্থ্য ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বিমল সিনহার হত্যার ব্যাপারে তিনি কয়েকজন দলীয় নেতার নাম উল্লেখ করেন। বিরোধী দলনেতার এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে, একজন জনপ্রতিনিধির

প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জানানোর ন্যূনতম জ্ঞানও উনার নেই। কারণ এবার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন যখন প্রয়াত মন্ত্রীর স্মৃতির উদ্যোশ্যে শোক প্রস্তাব পাঠ শুরু করা হয় তখন সেই সময় এক প্রকার বিশৃংখলা সৃষ্টি করেন। এখন প্রশ্ন হল, যদি তিনি এতই দরদী হন তাহলে মন্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি বিরোধী দলনেতা হিসাবে প্রয়াত মন্ত্রীর পরিবারের প্রতি কি কর্তব্য করেছেন ? এটা আজকে আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে যে, মন্ত্রী মারা যাওয়ার পর এই দরদী নেতার ন্যূনতম কোন সহানুভূতির বার্তা পাঠানোর বা তার পরিবারের লোকদের সান্তনা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ মনে করেন নি। এই পবিত্র স্থানে এই দরদী নেতা তিনি বিরোধী দলের নেতা হিসাবে পরিচিত। তাই তিনি এখানে জঘন্য রাজনীতিতে মেতে উঠেছেন। আমি তাই এই আবেদন রাখছি যে, আপনি আপনার বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন না দিয়ে মন্ত্রীর হত্যার ব্যাপারে যে তদন্ত চলছে তাতে সহযোগিতার হাত বাড়াবেন, আশা করি আপনাদের শুভ বুদ্ধির সূচনা হবে। সব শেষে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক পেশ করা বাজেটের উপর আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষণ মালাকার। আপনার সময় দশ মিনিট।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) :—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২১শে আগষ্ট তারিখ মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত ১৯৯৮-৯৯ সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীটাকে আমি সমর্থন করছি এখানে সমর্থণ করতে গিয়ে প্রথমেই দেখা যায় তার কর্মপ্রণালীটা এবং তার উদ্যেশ্যটা, এটা অনেকেই আলোচনা করেছেন আমি বেশী কথা বলব না, এখানে নিশ্চয়ই সরকার পক্ষেরপ্রতিটি নীতি ও নিয়ম এখানে ফুটে উঠেছে। আমরা চাই মানুষের যে প্রধান চাহিদা সেটা হল তার মিনিমাম নীড, অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও শিক্ষা এই জিনিষটা কেই এই বাজেটের মধ্যে প্রথম প্রায়রিটি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি টাকার ব্যাপারে উনারা বলেছেন, বাজেট বইটা দেখুন, এখানে পেরা ৪৭ এ বলা হয়েছে যে, কতটাকা বাজেটে ধরা হয়েছে এবং সেই টাকা কিভাবে খরচ করা হবে সেটা বলা হয়েছে পেরা ৪৯-এ। গত বছরের আয় ব্যয় এবং এই বছরের কত আয় ব্যয় সেটা এখানে পরিস্কার ভাবে লেখা আছে। কিন্তু আলোচনার প্রাক্কালে তার সমর্থন নেওয়ার ক্ষেত্রে এখানে একটা কথা এসে যায়, বার বারই ওনারা বলেছেন যে, আমরাতো চাই মানুষের যেটা নীড সেটা করা হোক। অন্ন বস্ত্র বাসস্থান স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এগুলি যে সমস্ত মানুষ এখনও পায়নি তারা যেন এগুলি পায়। এতে যারা শতকরা দশজন সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছে তার

পক্ষে ওকালতি করা হয়েছে। এখানেই ফারাকটা, টাকা আছে কিন্তু এই টাকাটা কার জন্য খরচ করা হবে এই জায়গার মধ্যেই ব্যবধান। এখন এখানে আলোচনা করার ক্ষেত্রে যেটা বলতে চাইছেন। নীতিগত ভাবে আমরা দুর্বল অংশের কাছেই আমার দেশের অর্থনীতিকে তুলে দেওয়ার জন্য, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে। বিরোধী দলনেতা বা তার দলের ওরা এটা মানছেন না। তার নীতিগত কারণটা কি ? তিনি একটা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। এখানে এই বাজেটের মধ্যে নেরাম্যাককে ব্যক্তিগত ম্যালিকানায় তোলে দেওয়া জুটমিলকে ব্যক্তিগত ম্যালিকানায় তোলে দেওয়া এই প্রস্তাব এখানে দেখতে পাচ্ছেন না বলেই তো বোধহয় খুব হিমসিম খাচ্ছেন। তারপর গ্রামের মধ্যে যাদের টাকা পয়সা আছে তারাতো পুজার সময় ধুতি শাড়ী একটা পাবে তাহলে তো মুস্কিল হয়ে যাবে। তারা বলছেন যে বামফ্রন্ট এরা তো দেশের জন্য কিছুই করে না। কিন্তু আমরা দেশের জন্য করি না বা রাজ্যের জন্য করি না-এটা ঠিক। কিন্তু আপনাদের কথা চিন্তা করুণ। আমি বিরোধী দলনেতা এবং যারা অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্ আছেন তাদের জিগ্যোস করতে চাই এই যে বাজেটটা এটাতো হওয়ার কথা ছিল ৯৮ ইং সনের মার্চ মাসে। কিন্তু সেটা কেন এই আগষ্ট মাসের শেষভাগে হচ্ছে ? বলুন তো কেন হচ্ছে ? তারজন্য কি ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট দায়ী ? তো এটা বলবেন না। কারণ এটাতে তো আপনাদের লজ্জা করেন এর ফাঁক দিয়ে দেখতে চাইছেন যে বৌ তুই নাচনা, দেখ, ঘোমটা খোল। এই অবস্থাটা এখানে নেই। স্যার, একটা কথা আমি খুব সংক্ষেপে বলতে চাই। হঠাৎ করে একবার কেন্দ্রীয় সরকার আগেরদিন রাত্রিতে পেট্রো-লের দামটা বাড়িয়ে দিলেন। পরের দিন সকালবেলায় এইটার দাম আবার কমিয়ে দিলেন। কাজেই কোন কথা বলছেন আপনারা ? আপনারাতো বলেছেন যে আপনারা দায়িত্বশীল। এই দায়িত্বশীলতার ভূমিকা এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছিনা আপনাদের কাছ থেকে।

এখন ভারতবর্ষে যে একটা সংযুক্ত সরকার আছে-তারা এখানে স্বদেশী আন্দোলন করছেন। ৭০ ভাগ প্রাইভেট সেকটরগুলি বিদেশীদের হাতে তারা তোলে দিয়েছেন। এবং যে লাভজনক প্রতিষ্ঠান এই বায়ু পরিষেবা সেখানেও আমাদের ভারত সরকারের অংশ খুব কম। তাহলে এই সরকারটা কিসের জন্য ? ভারত সরকারের স্বদেশীয়ানা কোথায় রইলো সবই তো বিদেশীদের হাতে চলে গেলো। আমাদের দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব কি রইলো তাদের কাছে তো সব বিক্রি হয়ে গেলো ! এই ব্যাপারে আপনাদের কি ভূমিকা আপনারা পালন করেছেন বলুন তো !

তারপর পলিসির কথা প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা পলিসি আছে। আমাদের যে পলিসি

সেটা হচ্ছে ইউটিলাইজ করে নেওয়া প্র্যাকটিক্যালী। তারা বলেন ভোগ কর, ভোগবাদ, আমি সুখে থাকতে চাই। নন্-প্রডাক্টিভ যত সেক্টর আছে সব অফ্ করে দাও অথবা প্রাইভেটাইজেশান করে দাও। এই নীতির পক্ষে তো ওল্ড অ্যাজ পেনশনও রয়ে গেছে। এই ওল্ড অ্যাজ পেনশন তো নন্-প্রডাকটিভ-এটা থেকে তো কোন ইন্কাম আসে না অথচ এই পয়সাগুলি কেন দেওয়া হচ্ছে? এটাকে বন্ধ করলে হয়তো তারা খুশীই হতেন।

স্যার, গ্রাম পঞ্চায়েতও তাই। আই, সি, ডি, এস, এটা কেন, এটা উঠিয়ে দাও। আরো চালতে আর ফেলে দেওয়া যায় না। আর দুর্ভিক্ষ যদি না হয় তাহলে তো মুস্কিল। স্যার, এই দুর্ভিক্ষের কারণেই তো জোতদার এবং জমিদারদের বাড়ীতে গরীব মানুষ গায়ে খাটুনি দিতো। এই প্রথা আবার চালু করার জন্য তারা চেষ্টা করছেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে হয়, তাদের প্রবীন সদস্য তিনি বলেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে তিনি দীর্ঘদিন আদিবাসীদের সঙ্গে ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাস করতে চাই যে, তিনি এই এ, ডি, সি,র নির্বাচনের সময় বিরোধিতা করলেন কেন এবং ভোট বয়কট করলেন কেন? অথবা সেই তের ভাগ মানুষ যারা আপনার আমার সঙ্গে কলাকৌশলে রাষ্ট্রশক্তি যার তার ভোগদখল করার ব্যাপারে বেশির ভাগ মানুষ শুধু ব্যবধানটা হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি। আর না হলে এই জোড়াতালি যে সরকার আমার দেশটাকে বিদেশের কাছে বিক্রি করে দিতেন। আপনারা কি বলেছেন এই যে এত হাতিয়ার পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়া জেলায় নামল এই দায়িত্বটা কার? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের না ত্রিপুরা সরকারের? আমাদেরতো দোষ দিয়ে দিলেন যে এখানে প্রাক্তন প্রয়াত মন্ত্রী বিমল সিনহা মারা যাওয়ার পর কি কি হয়ে গেছে সমস্ত কিছু বিরোধী নেতা বলেছেন। একেবারে ঠিক গোবলসের ছোট ভাই। গোবলসের কাহিনীগুলি জানা। এখানের মধ্যে তার একজন প্রতিনিধি আছে। রাজীব গান্ধী হত্যার পর আগরতলা শহরের মাকস্বাদী কমুউনিষ্ট পার্টির অফিস ঘরের দরজা বন্ধ করে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র তখন থেকে করেছিল। তখন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন এখন যিনি বিরোধী দলনেতা। তাহলে নীতিগতভাবে বিষয়টাকে ধাপাচাপা দেওয়ার জন্য প্রলাপ বকছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য কনক্লোড্ করুণ।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার ঃ— এইজন্য আমরা আমাদের নীতিগত কারণে দেশের যতটা পয়সা আছে বেশীর ভাগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পরিস্কার ভাষায় যার কিছু না থাকে তাকে আগে দেওয়ার সিদ্ধান্ত এই বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যার আছে সেও পাবে। অতএব

এখানের মধ্যে তার কর্মসূচীর মধ্যে একধম লিখিতভাবে আছে। তাই আমি এটাকে সমর্থণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী জয় গোবিন্দ দেবরায়।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোর পুর) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত ২১শে আগষ্ট ১৯৯৮ইং তারিখে যে গণমুখি বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার আলোচনা শুরু করছি। স্যার, আমরা এই যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বাস করছি। এখানে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করা আছে এবং কেন্দ্রের হাতে বিভিন্ন দেশের রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষমতাগুলি রয়েছে। আজকে আমরা যে রাজ্যে বাস করছি এই উত্তরপূর্বাঞ্চলে একটি বিশেষ ক্যাটাগরি রাজ্য ত্রিপুরা। এখানে দরিদ্র অংশের মানুষের সংখ্যা বেশী জাতি উপজাতি অংশের লোক যেখানে সবচেয়ে বেশী বসবাস করছে। আমরা দেখি যে, বিগত ৫১ বছর ধরে আমাদের দেশে কর্ণধার যারা ছিলেন তার মধ্যে কংগ্রেস এক নাগাড়ে ৪৬ বছর রাজত্ব করেছে এবং তারা বছর বছর এই ধরণের বাজেট তারা দেশের মানুষকে উপহার দিয়েছে। সেই বাজেটের মধ্য দিয়ে তাদের যে চেহারাটা দেশের মানুষের কল্যাণে কতটুকু কাজ করবে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবং আমরা দেখি তাদের সেই নীতির ফলে মুদ্রা স্ফীতি ঘটেছে। আজকে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটেছে, জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে আকাশ ছুয়া হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতি বিমাতৃ সুলভ আচরণ তারা করছে। যার ফলে এই রাজ্যের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি ভিত্তিক যে শিল্প যে কলকারখানা এখানে গড়ে উঠতে পারত তারজন্য কোন প্রচেষ্টা নেওয়া হয় নি। ধনীদের দিকে লক্ষ্য করে বড়লোকদের দিতে লক্ষ্য করে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের যে নীতি সেই নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে করেছে বলেই আজকে আমাদের দেশে এত দরিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে এবং আজকে যারা কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা আছে বি, জে, পি তারাও সেই একই নীতি অনুসরণ করে উদারীকরণের নামে দেশকে বিদেশী পুজিবাদীদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। এবং তারা যে বাজেট করেছে সেই বাজেটের মধ্য দিয়ে তারা জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়েছে রেলের পণ্যসামগ্রী বহনের দাম বাড়িয়েছে। ফলে জনগণের যে দুঃখ দুর্দশা সেটা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। এবং এই যে পরিস্থিতি যেখানে আমাদের রাজ্যটা অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে আছে জনসংখ্যার ঘন বসতি অনুসারে রাজ্যে অন্যান্য দেশের রাজ্যের চেয়েও এখানে বেশী। সেই জায়গায় এই রাজ্যে আধুনিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য যে বাজেট এখানে উত্থাপন করা হয়েছে সেটি বাস্তব সম্মত। আসলে এখানে

বিরোধী সদস্যরা যে মায়াকান্না কাঁদছেন আসলে তারা কুমীরাশ্রু বিসর্জন করছেন। কোনদিন দেখেনি তাদেরকে আন্দোলন করতে অধিক অর্থ বরাদ্দের জন্য দিল্লীতে গিয়ে ধর্ণা দিতে। এখানে তো আপনারাই ৩৫ বছর রাজত্বে ছিলেন এবং দিল্লীতে ও ৪৫ বছর রাজত্বে ছিলেন। কিন্তু আমরা তো প্রথম থেকেই রাজ্যের উন্নয়ণের জন্য কৃষি-ভিত্তিক গ্যাস-ভিত্তিক কলকারখানা স্থাপন করার জন্য দাবী করে আসছি আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তিনি কেন্দ্রের বি, জে, পি সরকারের নিকট দাবী করেছেন, সেখানে চিঠি লিখে এই রাজ্যের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি যাতে সমাধান করা হয় তারজন্য চেষ্টা করছেন। আজকে এখানে বিরোধী সদস্যদের মধ্যে একজন বলেছেন যে, দেশের স্বাধীনতা কংগ্রেস করেছেন। আমি তার এই কথা মানতে পারছি না। মানতে পারছি না এই কারণে স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। এই স্বাধীনতার জন্য সেইদিন যে কংগ্রেস তৈরী হয়েছিল সেই কংগ্রেস ছিল একটি মঞ্চ। সেখানে সর্বদলের লোক ছিলেন। সেদিন সেইভাবে দেশকে স্বাধীন করেছি আমরা। আজকে এই কেন্দ্রের বি. জে. পি, সরকার জিনিষের দাম বাড়াচ্ছে; তারা ভর্তুকী প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। শিল্প কারখানাকে বেসরকারী মালিকানার হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। আজকে ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বিরোধী সদস্যদের একটি কথাও বলতে শুনছি না যে বীমাশিল্পকে বেসরকারী মালিকানার হাতে তুলে দেওয়া চলবে না। কেন্দ্রীয় সরকার যে নিয়োগ বন্ধ করে রেখেছে তার কোন প্রতিবাদ তারা করেন নি। শুধু একটি মাত্র দাবী রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। আজকে শিক্ষক শ্রমিক কর্মচারী-দের যে টাকা পাওয়া সেখানে চতুর্থ বেতন কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করেছেন সেই রিপোর্ট মাননীয় অর্থমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যদি টাকা না দেন সেগুলি দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু রাজ্যের বিরোধী সদস্যদের কোন মাথা ব্যথা নেই রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য। কর্মচারীদের নির্যাতন করার ৩১১ ধারা কোন সরকার প্রয়োগ করেছে কোন সরকার, এই কংগ্রেস সরকার। যখন পুলিশ আন্দোলন হয়েছিল তাদের উপরে কে অত্যাচার করেছে কোন্ সরকার কংগ্রেস সরকার। সেই জিনিষগুলি আমাদের বুঝতে হবে। আজকে এখানে মানানীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটের প্রতি পূর্ণ সমর্থণ জানিয়ে এবং বিরোধী-দের কাছে আনুরোধ করব রাজ্যে উন্নয়নের স্বার্থে. এই বাজেটের মধ্যে রাজ্য উন্নয়নের কথা বলা আছে সেই বাজেট সমর্থন করে বামফ্রন্ট সরকার যে জনকল্যাণমুখী নীতি তাকে ত্বরান্বিত করার জন্য সাহায্য করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— একটি ঘোষনা, মাননীয় সদস্যদের লবিতে রিফ্রেসমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সভা ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত মুলতবি রইল।

AFTER THIRTY MINUTES
ADJOURNMENT AT. 5-30 P. M.

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, এখানে আমি একটি কথা বলে নিতে চাই। অন্য কিছু নয়। হাউসেরও ব্যাপার নয়। বিষয়টি হচ্ছে, আমরা সবাই রিফ্রেশমেন্ট করেছি আপনার কাইন্ডনেসে। কিন্তু অয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড এবং অ্যাসেম্বলীর স্টাফ যারা আছেন তাদের ২/১ জনকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারা আমাকে কিছু বলেননি। কিন্তু মনে হয়, করেনি। আমরা সবাই করেছি।

মিঃ স্পীকার :— তাদের তো প্রভিশান আছে।

শ্রী সমীররঞ্জণ বর্মণ :— হ্যাঁ, সেটা আমার জানা আছে। ২০ টাকা প্রভিশান। ৬টা পর্যন্ত। তারপরে তারা চলে গেলে হাউস চলবে না। এই রকম হলে খেতাম না। এখন খেয়ে ফেলেছি। আগে জানলে খেতাম না। আমরা খেয়েছি, সাংবাদিকরা খেয়েছেন। তাদের ক্ষেত্রেই আপত্তি।

মিঃ স্পীকার :— তারা পায় তাই সে জন্য ব্যবস্থা করা হয় নি। ঠিক আছে আমার কোন আপত্তি নেই।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ :— ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— এখন আলোচনা আবার শুরু করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামীকে আলোচনা করতে অনুরোধ করছি। আপনার সময় ১০ মিনিট।

শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী (সাব্রুম) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এখানে রাজ্যের জন্য ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক বছরের যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি এখানে কিছু বলছি। প্রথমত রাজ্য সি ক্যাটাগরি। তার নিজস্ব কোন আয় নেই। এই রাজ্যে কোন পরিকাঠামো গড়ে উঠেনি। এখানে যে ঘাটতি বাজেট পেশ হয়েছে তা অভিনন্দনযোগ্য। অভিনন্দনযোগ্য এই কারণে, বিগত বছর গুলিতে এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। কিন্তু বর্তমানে তার উল্লেখ

করা হয়েছে। কাজেই এই বাজেট প্রশংসার দাবী রাখে। প্রথমতঃ আমাদের রাজ্যের তিন দিকে সীমান্ত ঘেরা। এই রাজ্যের আদিবাসী যারা তারা আগে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির দিক থেকে পিছিয়ে ছিল তাছাড়া তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল হয়ে যারা এ রাজে এসেছিল তারাও আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ছিল। তখন কেন্দ্রে এবং রাজ্যে কংগ্রেস দলই ছিল। যারা আজকে এখানে বিরোধী দলে আছেন তাঁরা হয়ত একথা শুনে উষ্মা প্রকাশ করবেন তাঁদের নাম প্রকাশ করছি বলে। কেন্দ্রে কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল এখানেও ছিল ৩০ বৎসর। কিন্তু এই সব ছিন্নমূল অধিবাসী এবং আদিবাসীদের অগ্রগতির জন্য, তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়ণের জন্য কোন পরিকল্পনা তখন ছিল না। গতানুগতিক ভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাঁরা বাজেট প্রণয়ন করে গেছেন। আর তার ফলেই একটা বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। এবং রাজনৈতিক দৈন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে কিছু অংশের বিভ্রান্ত যুবক যারা এই ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে। তাদের এই হীনমন্যতার জন্য যারা কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল তাঁরা কিছুই করেন নি। তখন রাজ্যে কোন স্বার্থই দেখা হত না। আজকে কৃষি এবং জল সেচের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আজকে তা ১৩ শতাংশ এসে দাঁড়িয়েছে। তার জন্য অবশ্যই আমরা কৃতিত্ব দাবী করতে পারি। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্য-মূলক আচরণের ফলেই আমাদেয় রাজ্যের বরাদ্দ বাড়েনি। কেন্দ্রীয় সরকার যদি আমাদের বরাদ্দ আরও বাড়াতেন তাহলে আমাদের রাজ্যের আরও উন্নতি হত। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা আজকে এখানে বাজেট আলোচনা করেছেন। তাঁরা যদি এখানে গঠন মূলক দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করতেন তাহলে সেটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হত এবং সেটাই তাঁদের নিকট থেকে কাম্য। কিন্তু তারা সেটা না করে বিরোধীতার জন্যই এখানে বিরোধিতা করছেন। স্যার, আজকে এখানে আলোচনা করতে গিয়ে উগ্রপন্থী নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাদের মূল স্রোত ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোন বক্তব্য রাখেন নি। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই, ইতিহাস বড় নির্মম এবং সত্য। আমাদের এই রাজ্যটাকে আসামের সাথে জুড়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যের মানুষের আন্দোলনের ফলে সেটা আর সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যটাকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মার্যাদা দিতে বাধ্য হয়েছেন এই রাজ্যের মানুষের আন্দোলনের ফলেই। স্যার, আমার এখানে একটা কথা মনে পড়েছে যে—রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি, মূর্ত্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী। আজকে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা নিজদেরকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। এই রাজ্যটাকে আসামের জুড়ে দেবার যে প্রচেষ্টা সেদিন নেওয়া হয়েছিল সেটা

এই রাজ্যের মানুষের আন্দোলনের ফলেই প্রতিহত হয়েছে। ভারবর্ষের স্বাধীনতা কিন্তু আন্দোলনের ফলেই এসেছে। কেউ কিন্তু বলে না যে ব্রিটিশরা এমনিতে স্বাধীনতা দিয়ে গেছে। আজকের অধিবেশনে আমরা দেখেছি বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করছেন। বাস্তবোচিত আলোচনা এখানে নেই, নেই কোন গঠন মূলক আলোচনা। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা এখানে আলোচনা করেছেন যে, ভেজেটেরিয়ান স্কীম যেগুলি ছিল সেগুলি বাজেটের মধ্যে উল্লেখ নেই। কিন্তু মাননীয় সদস্য মহোদয়রা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন না যে বাজেটের পুরো ধরণটা আজকে পাল্টে গেছে। আজকে জেলা পরিষদের স্কীমে পঞ্চায়েত স্কীমে ভেজিটেরিয়ান স্কীম নেওয়া হয়েছে। স্যার আজকে গ্রামোন্নয়নের প্রশ্নে পঞ্চায়েতগুলি যে ভূমিকা নিচ্ছে—রাবার বাগান করার ক্ষেত্রে, চা বাগান করার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন বাগানের মধ্যে দিয়ে যার ফলে আজকে গ্রামের পরিকাঠামোই পাল্টে গেছে। গ্রামের মানুষ এখন দুমুঠো ভাত খেতে পারছেন। আগে তাদেরকে অনাহারে, অর্ধাহারে থাকতে হত। আজকে পঞ্চায়েতগুলি তাদেরকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিচ্ছে। আমি একটা জায়গার কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে মালভুই। সেই গ্রামে ১২টা ফ্যামিলি আছে যাদের চাষাবাদের জন্য এক কানিও জমি নেই এবং এই এলাকার মানুষগুলি অনাহারে, অর্ধাহারে থাকত। আজকে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে সেখানে তাদেরকে কমলাবাগান করে দিচ্ছে এবং সেখানে কমলা হচ্ছে। আজকে শুধু জম্পুই পাহাড়েই কমলা হচ্ছে না, এই মালভুইতেও কমলা হচ্ছে। আজকে সেখানে কার মানুষ কমলা বাগান করার জন্য উৎসাহ পাচ্ছে? আগে ২/১ জন কমলা বাগান করেছিল। আজকে সেই বাগানকে ভিত্তি করে তাদের জীবিকার নূতন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। কাজেই এই বাজেটের মধ্যে জনমুখী দিকগুলি যে গুলি আছে সেগুলি আজকে গরীব মানুষের উন্নয়নের কাজে লাগানো হচ্ছে। এই বাজেটের মধ্য থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি সেখানে পুরানো অভিজ্ঞতাকে ভিত্ত করে ১৯৮৮-৯৩ ইয়ারকে ভিত্তি করে আজকে এই বাজেটের মধ্যে অনেকে গন্ধ শুকে সেখানে চেষ্টা করছেন দুর্নীতি বের করার জন্য। আসল ব্যাপারটা হল নিজেদের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তারা এই রাজ্যে যদি বিচার করতে চান তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে খুঁজে পাওয়া দুস্কর হবে। সবঃক্ষেত্রেই আমি বলছি জনগণের আগামী দিনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেখানে আরও বেশী টাকা বরাদ্দ করা যায়নি মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন "১০ অর্থ কমিশন তার সুপারিশ অনুসারে রাজ্যের পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চনা করা হয়েছে।" এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ আপনারা করার ক্ষেত্রে তো আমরা লক্ষ্য করলাম না। আমরা যদি সে দিন দেখতাম এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে। এখানে রাজ্যের প্রতি যে বঞ্চনা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছে সেই বঞ্চনার বিরুদ্ধে আপনারা তো প্রতিবাদ করেন নি। তাই আপনারা ত্রিপুরা

রাজ্যের মানুষের জন্য যে দরদ দেখাচ্ছেন সেটা আসল দরদ নয়, সেটা হচ্ছে ''মেকী দরদ''। এই মেকি দরদ ১৯৮৮-৯৩ যারা প্রবক্তা তারাই তো তখন ক্ষমতায় ছিলেন। এই রাজ্যের মানুষ তখন বারে বারে টের পেয়েছেন কারণ তখন এই রাজ্যের মানুষ অনাহারে রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরী হয়েছেন।

মি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য কনক্লুড্ করুন।

শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী :— তখন এই রাজ্যের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম সামাজিক কাঠামো গুলি ভেঙ্গে পড়েছিল। কাজেই আমি মনে করি এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এটা করা হয়েছে। এইটুকু বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা। আপনার সময় ১০ মিনিট।

শ্রীজওহর সাহা :- মিঃ স্পীকার স্যার, মাত্র ১০ মিনিট সময়ে কি হবে ? কারণ বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ১০ মিনিট সময়ের মধ্যে কি বলতে পারব স্যার ? কারণ বাজেটে অনেক কিছু আলোচনা করার আছে। আমি চেষ্টা করব সংক্ষিপ্ত আকারে বলার জন্য।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য আপনাদের ১০০ মিনিট পাওয়া কথা কিন্তু ১২৫ মিনিট হয়ে গেছে। তারপরও আরও তিন জন বলবেন।

শ্রীজওহর সাহা : স্যার, আপনি এই চেয়ারে যতক্ষণ আছেন অনেক কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন। স্যার, আমরা চাইছি আপনি এই দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

স্যার, প্রথম কথা হলো গত ২১-৮-৯৮ইং তারিখ আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন আমাকে দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে, আমি এই বাজেটকে সমর্থণ করতে পারছি না। স্যার গতকালকে ২নং এম, এল, এ হোষ্টেলে আমার বন্ধু ট্রেজারী বেঞ্চে যারা আছেন সব এম, এল, এ দের নিয়ে একটা মিটিং হয়েছে সেখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তর্জ্জমা করেছেন এটা বলছি এটাই কিনতে হবে যেটা বলছি এটাই বলতে হবে এবং এটাকে বলেই বক্তব্য রাখতে হবে। স্যার, আপনি তো সব সময় ছিলেন না। এই চেয়ারে মাননীয় পুরানো সদস্য বিধুবাবুর উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বলছি আমাদের এখানে তিনি আজ সদস্য, এখানে অনিলবাবুর আছেন উনার বক্তব্য এখানে বলেছেন, সমীর দেব বাবু কিংবা জয়গোবিন্দবাবু তাদের কারোর কথার সঙ্গে কারোর মিল নেই অর্থাৎ কেউ বক্তব্য শুনছেন

ঘুমিয়ে, কেউ আধা ঘুমিয়ে কেউ বা আধা ঝিমিয়ে। স্যার, তাদের বক্তব্যকে নিয়ে আমাকে শুরু করতে হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে, এই বাজেটটাকে সমর্থণ করার জন্য। স্যার, মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে সবার আগে যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে অন্ন বস্ত্র, বাসস্থান চিকিৎসা। আমার বলার উদ্দেশ্য আপনার মাধ্যমে উনাদেরকে বলা। আজকে রাজ্যে আইনশৃংখলার অবস্থাটা কি? আমরা বাজেটকে পূর্ণ সমর্থণ করতে পারেনি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে নেই, অর্থমন্ত্রীও এখন এখানে নেই কারণ গতকালকে যে ঘুমাপাড়ানীর গান গেয়ে এম. এল. এ হোস্টেলে আজকে তারা কাৎ হয়ে পড়েছিল। কারণ এই বাজেট হওয়ার কথা ছিল আরও ৫ মাস আগে, ৪ মাস আগে হওয়ার কথা ছিল। কেন দেরী হয়েছে? অনিলবাবু বলেছেন আমাদের জন্য নাকি। কি কারণে এখানে পূর্ণাঙ্গ বাজেট আনতে গিয়ে দেরী হল? এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী কি বিরোধীরা? এই হাউসে গত ২১ তারিখে কে পাশ করেছে বাজেট? বিরোধীদের দলের তরফ থেকে পেশ করা হয়েছে? অর্থমন্ত্রীকেই করতে হয়েছে। স্যার, এই বাজেটের মধ্যে এখানে মোট টাকার অংক অনেক বেড়েছে। মোট টাকা বেড়ে ১৬০০ কোটি টাকার উপর হয়েছে। স্যার, এখানে শিল্প মন্ত্রী পবিত্র বাবু আছেন, পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুবোধ বাবু আছেন। সত্যি কথা কি এই ভদ্রলোকের জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে। উনি অনেকবার জিতেছেন, মন্ত্রী হতে পারেননি, কিন্তু রাগ করার পরে উনাকে পঞ্চায়েত মন্ত্রী করা হয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে আর কোন ভাল দপ্তরে উনাকে দেওয়া হয়নি। এই সুবোধবাবুর দপ্তরে ছুরি চালানো হয়েছে। সমবায় দপ্তরের নিরঞ্জন বাবু এখানে আছেন। এমনি করে ২১টা ডিমান্ডের উপর অর্থমন্ত্রী ছুরি চালিয়েছেন। স্যার, উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে। পঞ্চায়েতে গত বছরের বাজেট সেখানে কার্টেল করা হল, শিল্পের থেকে কার্টেল করা হল। তারপরও বলছেন এই সরকার উন্নয়ন-মুখী বাজেট করছেন? এই সরকার যদি গনমুখী বাজেট করতেন তাহলে নিশ্চয়ই এখানে আমাদের করার কোন প্রশ্ন উঠে না বিরোধিতা আমরা এখনও বলছি পূর্ণ সমর্থন করব। এখানে ৪১ জন ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য আছেন, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সেটা পাশ করিয়ে নেবেন। স্যার বাজেট বইয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আদারুস অ্যাকসপেনডিচার বলে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের জন্য বেশ কিছু টাকা রেখে দিয়েছেন, যে গুলির হদিশ কেউ পাবেন না, আপনিও পাবেননা স্যার। এগুলির জন্য কোন হিসাব নিকাশের দরকার হবে না। আমি যেটা বলেছিলাম নিরাপত্তার প্রশ্ন, সেখানে গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে বলেছেন এই রাজ্যে মোট ৫৫০ জন এ, টি, টি, এফ, এন, এল, টি, এফ এবং অন্যান্য বৈরী সংগঠনের সদস্যদের সরকার চিহ্নিত করেছেন। আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ উনার আর একটি প্রশ্নের উত্তরে, একই প্রশ্নের মত সেখানেও বলেছেন যে না, সংখ্যাটা আর একটু বেশী আছে। স্যার, আমি বলছি সেই সংখ্যা ৫০০, আছে ৫০০ বা ৬০০ হবে। স্যার, আমাদের এখানে কতগুলি

ফোর্স আছে, তার সংখ্যা কত এবং কেন্দ্র থেকে আমরা কত প্যারা মিলিটারী ফোর্স পেয়েছি রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার জন্য ? শুধু খালি ৫৫০ বা ৭৫০ বললেই হবে না। উগ্রপন্থী এই রাজ্যে ব্যাপক ভাবে জনজীবনের নিরাপত্তাকে ব্যহত করবে, নির্বাচিত জন প্রতিনিধিকে খুন করবে, একজন মাননীয় মন্ত্রী খুন হবেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অপহৃত হবেন, সরকারী অফিসার, কর্মচারীরা অপহৃত হবে সাধারণ মানুষ অপহৃত হবেন, খুন হবেন, প্রতিদিন প্রতি নিয়ত খুন হবে আর তারপরও বলবেন এই রাজ্যের আইন শৃংখলা ভাল। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন দিল্লী যেতে, আমি উনার প্রতি সম্মান জানিয়ে বলছি যে, উনি কাসেন, কিন্তু জোরে কাসেন না, কথাটা আমি একটুকু বুঝিয়ে বলি, উনি বলছেন দিল্লী যাব, দিল্লী যাওয়াটা একটা এমন কিছু ব্যাপার না বা দিল্লী যাওয়া দেখার জন্যও না। এই রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার ব্যাপারে উগ্রপন্থীদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কি প্রস্তাব এই সরকার দিয়েছেন বলুন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে বলুন যে আমরা উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেব এবং এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দিল্লী যাব। সেখানে গিয়ে দরকার হলে ধর্না দেব, দরকার হলে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে ঘেরাও করে রাখব, প্রয়োজনে আমরা জীবন দেব। কিন্তু তা না হলে এই রাজ্যের মাননীয় মুখমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিরোধীদের কাছে উগ্রপন্থীদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখতে হবে। উনি যদি কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এই হাউসের ভিতরে রাখেন তাহলে আমরাও যাব দিল্লী। স্যার, ভি, পি, এল এর ব্যাপারে গতকাল উত্তর দেওয়া হয়েছে, স্যার, এক সময়ে আমিও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলাম। সেই গ্রাম পঞ্চায়েতে আজকে এই ভি, পি, এল কারা পাচ্ছে, পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীবিনয় বনিক, শ্রীমতি চম্পলা দেবনাথ, শ্রীঅমূল্য দেব, শ্রীহিরালাল দাস এরা সবাই হলেন পঞ্চায়েতের সদস্য এরাই ভি, পি, এল, পাচ্ছেন। অথচ প্রমিলা বর্মণ নামে একজন বিধবা মহিলা আছেন উনি চার পাঁচটা বাচ্চা নিয়ে মানুষের বাসায় কাজ করে খুব কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন, তিনি কিন্তু ভি, পি, এল, পাননি। তাহলে এই ভি, পি, এল, কাকে দেওয়া হচ্ছে। এই জন্যই আমি বলছি যে, আপনি এখান থেকে একটা কমিটি করুন ভি, পি, এল, এর টাকা ঠিক ঠিক ভাবে খরচ হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য। গরীব অংশের মানুষ যদি ভি, পি, এল, পায় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করব। তারপর আগরতলা নগরোন্নয়ন সম্পর্কে বলেছেন আমাদের বিরোধী দলনেতা। এখানে এই আগরতলা শহরে একটু বন্যায় রাস্তাঘাট সব কিছু জলে হাবুডুবু খায়, ফলে রাস্তাঘাটগুলি আজকে কি অবস্থা। স্যার, এখানে গত ১৯৯৬-৯৭ সালে আমাদের আগরতলা পৌরসভার জন্য বাজেট ধরা হয়েছিল ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। আর এইবারের বাজেটে এটা ধরা হয়েছে মাত্র ২ কোটি টাকা। স্যার, এর উদ্দেশ্যটা কি ? উদ্দেশ্য হচ্ছে

আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত। সুতারাং এখানকার শহরে যারা বসবাস করেন তাদের শায়েস্তা করতে হবে এবং তাদের উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিতে। এই ধরণের বৈষম্য-মূলক আচরণ করা হয়েছে।

নগরপঞ্চায়েত-অমরপুর নগর পঞ্চায়েত বিরোধীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে একজন ক্যাডারকে এগজিকিউটিভ অফিসার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। স্যার, অমরপুর শহরে একবার একটা কুকুর মরেছে রাস্তায়। নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন এবং ভাইস্ চেয়ারপার্সন বললেন, এই কুকুরটাকে সুইপার দিয়ে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু এগজিকিউটিভ অফিসার বললেন কেন টেন্ডার দেওয়া হলো না ? এই কুকুরটাকে ফেলে দিতে। টেন্ডার ডাকতে হবে একটা মরা কুকুরকে ফেলে দেওয়ার জন্য। আজকে এই অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের প্রতিও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। স্যার, কেন করা হচ্ছে ? কারণ, এই অমরপুর নগর পঞ্চায়েত এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি কংগ্রেসের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সেজন্য বৈষম-মূলক আচরণ করা হচ্ছে।

স্যার, সমবায় দপ্তর,— সমবায় দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী এখানে রয়েছেন এই সমবায়ের নির্বাচন হবে এগজিউটিভ অফিসার নোটিশ জারি করলেন নির্বাচনের। কিন্তু কংগ্রেস প্রাথীরা যখন নোমিনেশন পত্র আনতে গেলেন তখন তাদের মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। একমাত্র বামফ্রন্ট ছাড়া আর কোন দল সেখানে নোমিনেশান পত্র আনতে পারবে না। এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তারপর স্যার, প্রতিটি দপ্তরে যেমন ব্লক এবং অন্যান্য দপ্তর রয়েছে সেখান থেকে কংগ্রেসীরা কোন কাজই করতে পারবে না। কংগ্রেসী হলে তাদের রেশন কার্ডও করতে দেওয়া হবে না। কংগ্রেস এবং টি ইউ, জে, এস এবং টি, এন, ভি, হলে এস, আর, ই, পির কোন কাজই পাবে না।

স্যার, আরেকটা হচ্ছে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ এবং বিভিন্ন কলেজ গুলিতে ভর্ত্তির জন্য হয়রানির ও অনিয়মতা। স্যার, সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত যারা ৬৫৯ থেকে ৬৭৯ পর্যন্ত নম্বর পেয়েছে তাদের নাম ওয়েটিং লিষ্টে আছে। এর নীচে যারা পেয়েছে তারা ভর্ত্তি হতে পারবেনা। তারপর রামঠাকুর কলেজে ৬০০-৫৯২ পর্যন্ত ওয়েটিং লিষ্টে যাদের নাম আছে তারাই ভর্ত্তি হতে পারবে বাকিরা পারবেনা। এমনিকরে সব কয়টি কলেজেরই একই অবস্থা। অথচ এই কয়েকদিন আগে আমরা এম, বি বি, কলেজে ৫০ বর্ষ পূর্ত্তি পালন করেছি। কাজেই, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্ত্তির যে সমস্যা সেটা সুরাহা করতে হলে এম, বি, বি, কলেজে যদি মর্নিং-এ একটা সেকশন খোলা যায় তাহলে হয়তো কিছুটা হতে পারে। সেজন্য আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এম, বি, বি, কলেজে মর্নিং সেকশন খোলার জন্য অনুরোধ রাখছি। আর ইভিনিং এও অসুবিধা রয়েছে যেমন লাইটের ব্যবস্থা

যাতায়াতের ব্যবস্থা সেটা করতে হবে। কাজেই, আমি বলব এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য সকলকেই উদ্যোগ নিতে হবে। যদি আমাদের সাহায্য যান তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেটা করব। স্যার, এম, বি, বি, কলেজের সান্ধ্য বিভাগ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— শুনুন, শুনুন মাননীয় সদস্য।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :- ফলে আমার অনুরোধ থাকবে ছাত্রদের সমস্যার কথা চিন্তা করে সেখানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও আপনার মাধ্যমে আমার অনুরোধ থাকবে উচ্চ শিক্ষা যারা পড়তে চায়, টি, পি, এস, সি'র দুর্নীতি যা হয়েছে তারপরেও বলব যারা পড়তে চায় তাদের দয়া করে দেখবেন। এখানে সাংবাদিকদের উপরও অত্যাচার হয়েছে তাদের লাঠিপেটা করা হয়েছে। নিজের জীবন জীবিকা রক্ষা করার জন্য অনেক কিছু হয় ফলে এই বাজেটকে তখনই আমরা সমর্থন করব যদি বাস্তবিক পক্ষে এই বাজেট গণমুখী হয় যাতে জনগণের কল্যাণ হয়। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ চৌধুরী।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী (কমলাসাগর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৯৮-৯৯ইং সালের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। বামফ্রন্ট সরকার একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যেখানে জনগণের জন্য কাজ করতে চলছে তখন বিরোধী সদস্যারা বিরোধিতা করছেন। আমরা জানি এই বামফ্রন্ট সরকার এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গরীব মানুষদের অধিকার দিয়েছে। আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত তাদের হাতে ক্ষমতা তোলে দিতে পেরেছি। আমরা দেখছি ১৯৯৩ সালে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলি জোট সরকার ভেঙ্গে দিয়ে ১৯৯৩ পর্যন্ত তারা আর কোন নির্বাচন করতে পারেননি। আর আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যখন জনগণের টাকা তাদের হাতে তোলে দেওয়া হচ্ছে, জনগণের জন্য বাজেট তৈরী করছেন, তাদের জন্য প্রকল্পগুলি তৈরী করছেন, জনগণ সেই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজের হিসাব জনগণের কাছে তোলে দিচ্ছে। আজকে সেই পঞ্চায়েতের টাকা পয়সা দিয়ে বা বিভিন্ন দপ্তরের টাকা দিয়ে মানুষকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দিচ্ছে। আমাদের কমলাসগরে এই পঞ্চায়েতের টাকা দিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির টাকা

দিয়ে নগরোন্নয়নের টাকা দিয়ে একশ পরিবারকে চা বাগান করে দেওয়া হয়েছে। তারা তিন বছরের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবেন। নিজেরা সেই বাগানের মালিক নিজেরা পাতা তুলছে, বিক্রি করছেন কারো কাছে আর যেতে হচ্ছে না। আপনারা চলুন বিভিন্ন জায়গায় সেই অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য। আজকে এই বাজেট গরীব মানুষের হাঁসি নিয়ে আসছেন। কাজেই এই বাজেটকে আপনারা শুধু বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করছেন। বলুন আজকে ত্রিপুরার বেকার সমস্যা বিরাট সমস্যা। ত্রিপুরার এই বেকার সমস্যা সমাধানের প্রশ্নের শিল্প গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু এই শিল্প গড়ে তোলার জন্য ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন দিল্লীতে গিয়েছিলেন তখন দিল্লীর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজীব গান্ধী। সেইদিন উনি বললেন যে "ত্রিপুরা রাজ্যের রেল নেই শিল্প দেওয়া যাবে না।" কিছু দিন আগে শিল্পমন্ত্রী উনিও বলেছেন "রেল নেই শিল্প দেওয়া যাবে না।" কিছু আমরা দেখিছি সেই ব্রীটিশ আমলের ধর্মনগর পর্যন্ত রেল লাইন ছিল। আজকে কেন্দ্রে কিছুদিন অ-কংগ্রেসী সবকার ছিল সেই ভাগ্যে আজকে আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন আসবে। আমরা জানি রেল লাইন যদি সম্প্রসারিত হয় আমাদের এখানের কাঁচামাল বিক্রি করার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা আমরা পাব। সেখানে আমাদের রাজ্যের মাটির নীচে যে কাঁচামাল আছে মাটির উপরে যে কাঁচামাল আছে সেখানে তাকে ব্যবহার করে শিল্প কারখানা করা যাবে। সেখানে আমার আপনার ঘরের ছেলে মেয়েদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কোন দিন আপনাবা রাজ্যের সমস্যা নিরসনের জন্য আপনারা আন্দোলন করেছেন। কোন দিন করেননি। এখানে বলেছেন বি. পি. এল এর ব্যাপারে। সেখানে গ্রামের সেই পঞ্চায়েতের প্রধান হতে পারে সে সদস্য হতে পাবে সে গরীব সেই সুযোগ পাবে। সেখানে এই রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ বেশী করে সুযোগ পায় তার জন্য আপনারা আন্দোলন করেছেন। করেন নি। কিন্তু আমরা করেছি রাজ্যে বি, পি, এল, এর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। সেখানে শিল্প গড়ে তোলার জন্য আমরা আন্দোলন করছি কিন্তু আপনারা এই রাজ্যের মানুষের জন্য কোন কিছু করেননি। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে গঞ্জে উন্নয়নমূলক কাজ করছে সেটি ঘুরে দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ করছি। এখানে একটি উদাহরণ দিতে পারি কমলাসাগরে একজন কৃষককে আমরা একটি পুকুর খনন করে দিয়েছি। সেখানে মাছ চাষ করার সাথে সাথে পুকুর পারে শশা লাগিয়ে এই বছর ১৬ হাজার টাকা বিক্রি করেছেন এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মার হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য ১০১ টাকা তুলে দিয়েছেন। এখানে আপনারা তো সরকারে ছিলেন ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে কেন পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে পারলেন না? আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকার একটি পয়সাও নয়-ছয় করার ক্ষমতা কারোর নেই।

জনগণের টাকা জনগণ পাবে। সেখানে গিয়ে শিক্ষা লাভ করে আসুন, আজকে যদি এই বাজেটকে বিরোধিতা করে তাহলে কোন খানে স্থান পাবে না এমনকি পায়ের নীচে মাটি নেই। কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন করার আমন্ত্রণ রেখে এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা :—কক্ বরক।

—: কক্ বরক্ :—

শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা (মান্দাই) : —মান গীনাং উপাধক্ষ্য মহোদয় থাংনাই ২১ তারিখঅ রাজ্যনি কাথার বিধানসভাঅ চিনি রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমানিক সরকারনি নেতৃত্বে রাজ্যনি রাং মন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী মহাশয় ১৬৪২ কোটি রাংনি যে বাজেট পেশ খালাইখা অ-বাজেটন পূর্ণ সমর্থন খালাইআই আং কক্ থাইছা থাইনাই সানানাইঅ। এই বাজেটন সঠিক এবং নাইথক খালাই আগামী দিনঅ রাজ্যনি উন্নয়ননি বাগাই যে বাজেট পেশ খালাইমানি আব রাজ্যনি বাগাই খুবইন নাইথক এবং জনগননি উন্নয়ননি বাগাই, সঠিকভাবে সদ্ব্যবহার অংনাই। কাজেই এই বাজেট আলোচনাঅ বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল বাজেটনি বিরোধিতা খালাই বক্তব্য নারীগখা। অং আবন তীব্র বিরোধিতা খালাইঅ। কাজেই এই জনমুখি বাজেটন আপনেসং সমর্থন খালাইআই আগামীদিনঅ এই রাজ্যনি উন্নয়নন রাজ্যনি শান্তি সম্প্রীতিন তাইব কারাক খালাই-আই আপনেস ংঅ বাজেটন সমথর্ন খালায়ানা হিনাই আং আশা খালাইঅ তামলে হানবা গত ৭৮ সননি সিমি কাচারঅ জোট সরকারনি ৫ (পাঁচ) বৎসর বাদ রিঅই হিসাব খালাই নাইখাখে বিগত বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যনি উন্নয়ননি বাগাই, যেভাবে সামুং বাতাং রাগ নাআই, রাজ্যন বিশেষ খালাই উপজাতি এলাকান তাইব বেশী বেশী খালাই উন্নয়ননি সিড়ি কারানানি যে প্রচেষ্টা আবনি প্রভাব চিনি রাজ্যনি বিসিং আমুচাই রগঅ কাবাংমা ইস্কুল খোলগযাগখা। কাবাংমা ইটনি লামা বজাগখা। জাগা জাগা কারেন্ট বজাগখা। উন্নয়ননি ধারাবাহিকতা এবং উন্নয়ননি যে সামুং চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার আগামীদিনঅ অ উন্নতিনি ধারাবাহিকতা তাইব সুন্দর খালাই-আই আগামীদিনঅ এই রাজ্যন তাইব ভারতবর্ষনি বিভিন্ন কুবুন রাজ্যরগনি লামচিদগ থাই-আই থাংমানা হিনাই আশা নারীগঅ। কাজেই বিরোধী সদস্যরগন এই বাজেটন সমর্থন খালাআই রাজ্যনি জনগন নি উন্নতিন তাইব রাগারিআই এই সরকারন সমর্থন খালাআই সামুং বা-তাংন তাংনানি সুযোগ সৃষ্টি থায়ানী অ আশা নারীগাই যতনন আনি হামারাই য়াফারাই আনি কক্

থাইসা থাইনাই সাঅয় অরন শেষ খালাইখা ধন্যবাদ ।

—: বঙ্গানুবাদ :—

শ্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা (মান্দাই) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২১ তারিখ রাজ্যের নবগঠিত বিধানসভায় আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সরকার মহোদয়ের নেতৃত্বে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী মাননীয় শ্রী বাদল চৌধুরী মহাশয় ১৬৪২ কোটি টাকার যে বাজেট পেশ করেছেন, এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই । এই বাজেট সঠিক এবং সুন্দর । আগামীদিন রাজ্যের উন্নতির জন্য যে বাজেট পেশ করা হয়েছে. এটা রাজ্যের জন্য খুবই সুন্দর এবং জনগণের উন্নয়নের জন্য সঠিকভাবে সদ্ব্যবহার হবে । এই বাজেট আলোচনায় বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল বাজেটের বিরোধিতা করে যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তার তীব্র বিরোধিতা করছি । কাজেই এই জনমুখী বাজেটকে আপনারা সমর্থন করে আগামীদিনে এই রাজ্যের উন্নয়ণ, শান্তি ও সম্প্রীতিকে আরো মজবুত করে তুলবেন, আমি তাই আশা করি ।

আসলে বলতে গেলে গত ৭৮ সাল থেকে জোট সরকারের ৫ (পাঁচ) বছরের হিসাব বাদ দিয়ে দেখলে, দেখা যায় যে, বিগত বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যের উন্নয়ণের জন্য যেভাবে কাজ-কর্মে হাত দিয়েছিল, বিশেষ করে উপজাতি এলাকায় আরো বেশী করে এই উন্নয়ণ প্রচেষ্টার প্রভাবে আমাদের রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক ইস্কুল খোলা হয়েছে । অনেক ইটের রাস্তা করা হয়েছে । অনেক জায়গায় বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া হয়েছে । সেই উন্নয়ণের ধারাবাহিকতায় চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারও উন্নয়নমূলক কাজ করছে । আগামী দিনেও এই উন্নয়ণের ধারাবাহিকতাকে আরো সুন্দর করা হবে । আগামীদিনে এই রাজ্যকে ভারতবর্ষের অন্যান্য উন্নত রাজ্যের মত, রাজ্যের উন্নয়ণের রাস্তা অনুসরণ করে অগ্রসর হবে বলে আশা রাখছি । কাজেই বিরোধী সদস্য-গণ এই বাজেটকে সমর্থন করে, রাজ্যের জনগণের উন্নতিকে আরো মজবুত করে এই সরকারকে সমর্থন করে কাজ-কর্ম করার সুযোগ সৃষ্টি করবে । এই আশা নিয়ে সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিযে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি । ধন্যবাদ ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবাসুদেব মজুমদার ।

শ্রীবাসুদেব মজুমদার (বিলোনীয়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করছি এবং একই ভাবে বিরোধী দলের তরফ থেকে এই বাজেটের বিরোধিতা করে যে প্রস্তাব এনেছেন এটাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিরোধিতা করছি । কারণ তাদের এই বিরোধিতা শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা এই কারণে বিরো-

ধিতা করে আমি এখানে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। আপনারা জানেন যে একটা বাজেট একটা সরকারের তার দৃষ্টিভঙ্গি কি সেই বাজেটের মধ্যে প্রতিফলন ঘটে। স্বাভাবিকভাবে এখানেও সেটা প্রমানিত হয়েছে যে, এই বাজেট যারা জনগণের সঙ্গে রয়েছেন জনগণকে সাহায্য করছেন, জনগণের অগ্রগতির জন্য তারা ভাবছেন যেমন তারা এই বাজেটকে সমর্থন করেছেন, এমনি জনগণ থেকে যারা দূরে সরে গেছেন, জনগণের স্বার্থে যারা কথা বলতে পারছেন না, তাদের অনুশ্রিত যে নীতি তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই আজকে তারা এই বাজেটকে ভাল মনে মেনে নিতে পারছের না। কারো কারো মেনে নেওয়ার অদিচ্ছা থাকলেও রাজনৈতিক কারণে তারা এটার বিরোধিতা করছেন। স্যার, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই এই জন্য, আমাদের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে থেকেও যে যে বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার সেখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেই জন্যে এই বাজেট সমৃদ্ধ বাজেট হিসাবে গড়ে উঠছে। আমার মনে হয়, সেজন্য বিরোধী দল থেকেও সমর্থন করে বক্তব্য রেখেও এর বিরোধিতা করেছেন। অনেকেই বলার চেষ্টা করেছে ছোট খাট ত্রুটি বিচ্যুতি যাই হোক সেটা বড় কথা নয়। আমিও বলব, এই ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা উচিত নয়। তবে এটা বড় করে না দেখে এই রাজ্যের বাজেটের মাধ্যমে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, রাজ্যকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য, এই রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ, তফসিলী জাতি, উপজাতি, গরীব অংশের মানুষের উন্নতির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর এ সব কার্যকরী করতে হলে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মাননীয় বিরোধী দলের এক সিনিয়র নেতা বলেছেন, বাজেট পাশ করা বড় কথা হয়। বড় কথা হচ্ছে, যে কর্মসূচী নেওয়া হবে তার সঠিক রূপায়ণ করে এগিয়ে যাওয়ার। তাই তিনি অনেক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। আর এটাই হচ্ছে, এই রাজ্যের শান্তি শৃংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় কথা। উগ্রপন্থীর মত সমস্যা আমাদের দেশে সমস্যার সৃষ্টি করছে। এটা রাজ্যকে ধ্বংস করার মনোভাব। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করার জন্য তাদের সচেতনতা ফিরিয়ে আনার জন্য সকলের এগিয়ে আসতে হবে। এটা শুধু রাজ্যের বিষয় হতে পারে না। সারা ভারতবর্ষের মধ্যেই আজকে এই উগ্রবাদী সমস্যা চলছে। ভারত সরকার তার মোকাবেলা করতে পারছেন না। সারা পৃথিবীর মধ্যে উগ্রবাদী সমস্যা চলছে। আজকে এই সমস্যা দূর করার জন্য দলমতের উর্ধে উঠে ধর্মের উর্ধে উঠে, সব কিছুর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে নজর রাখার জন্য এখানে আহ্বান জানাচ্ছি। আজকে যারা দেশের মঙ্গল চায় না, দেশকে যারা এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় না এটা তাদের কাজ। আমরা জানি, স্বাধীনতার পর থেকে সমগ্র উত্তর

প্র্বাঞ্চলই বঞ্চিত ছিল। আর সেই চঞ্চনার স্যোগ নিয়ে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এগিয়ে এসেছে তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য। আর তার ফলেই আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এটা হয়েছে রাজনৈতিক করণে। নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনকে বাণ্ডাল করার জন্য উগ্রপন্থীদের দিয়ে এ সব কাজ কয়ানো হচ্ছে। আমার আবেদন থাকবে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যে চেষ্টা করা হচ্ছে, তা যাতে সফল হয়। প্র্লিশ মিলিটারী দিয়ে উগ্রপন্থার জন্য যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান করা যাবে না। এই উগ্রবাদীদের যারা লালন পালন করছে তাদের বলছি, সব কিছ্র উর্ধে উঠে আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। সারা রাজ্যে উপদ্র্ত ঘোষণা দিয়ে কিংবা রাষ্ট্রপতির শাসন দিয়ে, প্র্লিশ-মিলিটারী দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। রাজ্যের কিছ্র অংশে তো উপদ্রুত ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানেতো মান্ষ খ্ন হচ্ছে। অতএব আমরা যদি এই জায়গায় আমাদের সিদ্ধান্ত না নিতে পারি তাহলে উগ্রপন্থার কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে না। কোন জাতি এই উগ্রপন্থাকে অবলম্বন করে স্বনির্ভর হতে পারেনি, স্বাধীন হতে পারে নি। সেটা বোঝা দরকার। আমরা লক্ষ করছি বিভিন্ন প্রবনতা, বিভিন্ন মানসিকতা আমাদের রাজ্যের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে চলেছে। ধর্মের নামে যদি কোন দল সংঘঠিত করা যায় এবং তার নেতৃত্ব যদি দেশ শাসন করা যায় তাহলে তার নেতৃত্বে সেখানে সেই অংশের মান্ষরা স্যোগ পাবে, স্ববিধা পাবে মান্ষের মর্যাদা পাবে। কিন্তু পরিস্থিতি তো সেই কথা বলে না। আমরা জানি আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী দেশ বাংলাদেশ। সেখানে একশত ভাগ মান্ষই বাঙ্গালী। যারা দেশ শাসন করছে তারা বাঙ্গালী, যারা সম্পদের পাহাড়ের উপর বসে আছে তারাও বাঙ্গালী। মিজোরামে যারা শাসন করছে তারা যেমন ট্রাইবেল তেমনি সেখানে থাকতে পারছেন না সেই রিয়াং সম্প্রদায়ের লোকেরা তারাও ট্রাইবেল। কাজেই সমস্যাটা এই জায়গায় না, সমস্যা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গী। তারা কোন অংশের মান্ষকে স্বার্থ রক্ষা করতে চান, কাদের সাহায্য করতে চাইছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। কাজেই সংকীর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গী থাকলে সমস্যার কোন সমাধান হবে না। বরং আরও বাড়বে। বাজেট এখানে পেশ হলে, এই বাজেটের ভিত্তিতে রাজ্যের মান্ষের মর্যাদা যদি আরও জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে না যেতে পারি বাজেটের মধ্যে কি অংকের ভ্ল আছে কোথায় কি বিষয় রয়েছে এই বিষয়গ্লি না দেখে যদি সামগ্রিক ভাবে রাজ্যের মান্ষের অগ্রগতির জন্য, উন্নতির জন্য কাজ করি তাহলে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি হবে। উগ্রপন্থা এবং বিছিন্নতাবাদের বির্দ্ধে রাজ্যের সমস্ত অংশের মান্ষকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে লড়াই করতে হবে। এখনও আমরা যে সমস্ত কর্মস্চী বাস্তবায়িত করতে পারি নি। সেই সমস্ত কর্মস্চীকে বাস্তবায়ণ করার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এই কথা বলেই বাজেট ভাষণকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1998-99

মিঃ স্পীকার :– শ্রীরতনলাল নাথ। আপনি ১০ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ : – মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি তার বিরোধিতা করছি। তবে প্রয়োজন বোধে সমর্থন করব যদি বিরোধী দল কর্তৃক যে প্রস্তাবগুলি এখানে উৎথাপন করা হয়েছে সেগুলি যদি গ্রহণ করা হয়। স্যার, এই বাজেট হলো কল্পনা প্রসূত, অনুমান ভিত্তিক এবং ক্যাডারদের কি ভাবে পাইয়ে দেওয়া যায়, কিভাবে লুঠপাট করা হবে তার বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিজ্ঞানের ছাত্র। উনি এ্যাকসু ১০ ধরে নিয়ে এখানে বাজেট পেশ করেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা, নগেন্দ্রবাবু যে কথা বলেছেন উনারা ঠিক বলেছেন। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে এই বাজেট সঠিক হয়নি। উনি শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই বাজেট এখানে পেশ করেছেন। এই বাজেট রচনার ক্ষেত্রে উনি উনার মাইন্ড এপ্লাই করেন নি। স্যার, অর্থদপ্তর বড় কঠিন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজে বাজেটটি তৈরী করেন নি। উনি শুধু বাজেট ভাষণটাই পাঠ করেছেন। আর পরিসংখ্যানগত দিকটি উনার কিছু বুর্জোয়া অফিসার আছে তাদের দিয়ে তৈরী করেছেন। স্যার আমি সিনিয়ার মেম্বার নই। তবে যতটুকু বুঝি যে বাজেট পেশ করার সময় একটা অর্থনৈতিক সমীক্ষা করতে হয়। সেটা করা হয়নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় তাঁর বক্তব্যে বলেছেন অতীতের মত আমি বিধায়কদের মুখ্যমন্ত্রী থাকতে চাই না, আমি চাই ত্রিপুরাবাসীর মুখ্যমন্ত্রী। সেইজন্য বাজেটে সেই সব কথা লেখা হবে যারা গ্রামস্তরে আছেন, তৃণমূল স্তরে আছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্ল্যানিং কমিশনের দোষ দিয়েছেন। আমি যত টুকু জানি একটা হলো ফিনান্স আর একটা হলো প্ল্যানিং ননু প্ল্যানে সেখানে ধরা হয়েছে ১৩ শত ৫২ কোটি ৫২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এটা গদবাধা। এখানে মাননীয় সদস্য স্পেসিফিক কতগুলি বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় সদস্য যখন ভেজিট্যাবল প্রকল্পের কথা বলছেন তখন কোন সদস্য ঘুম থেকে উঠে বলছেন ভেজিট্যাবল প্রকল্প আছে কি এবং বাজেটে কত টাকা ধরা হয়েছে ? উনাদের হঠাৎ করে মনে হলো আরে না, না এই প্রকল্প তো নেই। এই প্রকল্প হচ্ছে জিরো (০)। এটা কি মধ্য যুগ ? মর্ডাণ প্রকল্পে এটা কেন থাকবে না ? আমাদের সময় তো এই প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন বাস্তবের উপর চিন্তা করে বাজেট তৈরী হয়েছে। এখানে জোর দেওয়া হয়েছে ননু প্ল্যানে। এখানে ননু প্ল্যানের নিয়মটা কি স্যার ? এখানে ফিনান্স কমিশনের মিটিং হবে সেই। মেটিং-এ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সেখানে টিম যাবে প্রথমে ননু প্ল্যান হিসাব। সেই ননু প্ল্যানে এটা অযথা

বললে হবে না, ৫ কোটি টাকা চাই একটা সিস্টেম। কত টাকা ১০ম অর্থ কমিশন ধার্য্য করেছেন আগেই বলে দিয়েছেন ২000 সাল পর্যন্ত কত দেবেন বছর ভিত্তিক রিপ্রেস করা আছে। স্যার, এখানে ৮ কোটি বললে লাভ হবে না। একটা কথা বলা হয়েছে যে অর্থ কমিশন ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে সঠিক ব্যবহার করেন নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কথাবার্ত্তার মাধ্যমে এই রকম সিস্টেম নেই যে স্টেট এবং সেন্ট্রালের আদান-প্রদান হবে, সেখানে মিটিং হয় আমরা নন্ প্ল্যানে এত টাকা রাখতে চাই তখন দর কষাকষি হয়। দর কষাকষির পর এটা সঠিক হয় এত টাকা দেবে। এখন প্রশ্ন হলো কোন্ কোন্ খাতে কত টাকা দেবে একটা হলো স্টেট শেয়ার অব আন্ডার টান্টাস্স ডিউটি সেখানে ৩৯২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এটা হলো এষ্টিমেট আরও বড়িবে। আপনি (মাননীয় অর্থমন্ত্রী) বলেছেন আপনার উত্তরে এখন রাজ্যের রেভিনিউ হচ্ছে ১৬৬ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এখন প্রশ্ন হলো এই যে বাকী টাকা কে দেবেন এবং সেটা পূরণ করার দায়িত্ব কে নেবেন? অর্থ কমিশন আলোচনায় বলেছে মেমোরেনডাম অব আন্ডারষ্ট্যান্ডিং হয়, এখানে বসে চুক্তিপত্র হয়, কমিটমেন্টস্ হয় এবং মাইনটস্ হয় স্যার। স্যার, আলোচনা হয়েছে এখন তো আপনাদের কাছে কিছু নেই কারণ বাজেট প্লেইস হয়ে গেছে। সেই মিটিং-এ কি কথা হয়েছে আর রাজ্যে এসে কি কথা বলছেন ? যে মাইনটস্ এখানে প্লেস্ করেছেন অর্থ কমিশনকে দোষ দেওয়া হবে সে কথা চলে না। স্যার, এখন যে অনুমোদন দেওয়া হলো সেই অনুমোদনের পর মাননীয় অর্থমন্ত্রী যদি বাড়ায় সেই দায়িত্ব কতটা বাজেটের সেখানে কমিশন থেকে বলে দেবেন "আপনারা বাড়াতে পারেন কিন্তু রেসপনসিবল আপনাদের।" স্যার, প্ল্যানিং-এর মধ্যে কি খরচ আসবে, কোথা থেকে ৪৪১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫৬ হাজার এই টাকাটা কি পেয়েছেন ? না আনন্দে নাচছেন টাকা পেয়ে? এই টাকা খরচ করার অনুমোদন দিলেন মাত্র। এই অনুমোদনে বলবে এই জায়গাটা গ্যাপ থাকবে এবং আদারস্ সেই গ্যাপ পূরণ করবে কে ? রাজ্য সরকার কোয়াটারলি পেমেন্ট করে এই চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার যদি কোন কারণে ঠিক করে করতে হয় তখন স্যার বুঝবেন। আমি কি বলছি আপনারা কি বুঝতে পারছেন না সেটা আমি জানি না। স্যার, এখানে ব্লক লেস থেকে দেওয়া হয়েছে ২৭৯ কোটি ২০ লক্ষ ব্লক লোন ৫৯ কোটি ৮৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এর পরে যদি রাজ্য গ্যাপ পূরণ না করে থাকে তাহলে টাকা বন্ধ করে দেবে। কারণ টাকা যে ফেরৎ যায়, ফেরৎ যায় বলে আমরা চীৎকার করি এইটা ঠিক না। যদি কোয়ার-টারলি ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট না দেন, তখন ব্লক ফান্ড থেকে টাকা কেটে নেবে। এখন প্রশ্ন হল, প্ল্যানের টাকা যদি নয়ছয় করে নন প্ল্যানে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে। এখানে অর্থ কমিশনের কথা বলা হয়েছে এই ৯৫ ৯৬ থেকে আরম্ভ করে ৯৯-২000 সাল পর্যন্ত বৎসরে কত কত টাকা আসবে, অর্থ কমিশন নির্ধারণ করেছেন। এতদিন পর্যন্ত অধিবেশন চলছে, আজকে না,

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1998-99

দীর্ঘদিন ধরে বলা হয়েছে এখানে বক্তব্যে যে, ৯৫ সন থেকে আমাদের বিরাট পাহাড় জমেছে। একদিকে এখানে বক্তৃতায় বলেছে ৯৫ থেকে আমরা অবহেলিত হয়ে আছি। আর একটা প্যারাতে বলেছেন দেবগৌড়া এবং আইকে গুজরালের সময়ে শেষ কথা বলা হয়েছে। আর ফিনান্স সেক্রেটারী, পেছনে আছেন বোধহয়, উনি প্রেস রিলিজ করেছেন যে পরিসংখ্যানগত ত্রুটি থাকার ফলে এটা হয়েছে। স্যার, টাইম টু টাইম মেমোরেন্ডাম দিতে হয়। আপনারা যদি ভুল তথ্য দিয়ে থাকেন দশম কমিশনকে, ফিনান্স কমিশনকে, তাহলে কেন্দ্রের উপর দোষ দেওয়া যাবেনা। সেখানে দোষ হবে রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারের হো ইজ দি রেসপনসিবল অফিসার। আর এখানে যদি পরিসংখ্যান ভুল হয়, নিশ্চয়ই আমরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করব সেখানে আপনাকে কি করতে হবে? এই যে ভুল দিল পরিসংখ্যানটা সেটা প্রকাশ করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে ১১ই আগস্ট মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত নিল যে বাজেটের পূর্নাঙ্গ অনুমোদন দেবে। এর আগে থার্ড এবং ফোর্থ আগস্টের যোজনা কমিশনের সাথে বৈঠক করার পরে যোজনার আকার এবং অর্থ বরাদ্দ চূড়ান্ত হয়। এই বৈঠকে নেতৃত্ব দেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী থেকে আসার পরে যোজনা বরাদ্দের আকার এবং কাঠামো কি হবে একটি লাইনও কিন্তু কাউকে বলেননি। উনার বলা উচিত ছিল রাজ্যবাসীর স্বার্থে। এখন প্রশ্ন হল যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান কে? চেয়ারম্যান হলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। উনার এই সম্পর্কে বলা দরকার ছিল, উনি বলেননি। এই ব্যাপারে সাদা মাটা একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে। আমাদের কাছে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের সারাংশ হচ্ছে (১) যোজনা বরাদ্দে রাজ্য সরকার স্বস্তি বোধ করেছেন। তার অর্থ এই সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। গতবার নীল বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছিল ৩১০ কোটি, এবারে পাওয়া যাবে ৫৫৭ কোটি। গতবারের তুলনায় ২৪৭ কোটি বেশী। অভিযোগটা কোথায়? রাজ্যের নিজস্বসূত্রে রাজস্ব আয় এবার বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি তথ্য দিয়ে বলব, এটা বৃদ্ধি পায়নি। এটা অসত্য সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। এখানে ৯৭-৯৮ সনের কর আরোপিত রাজস্ব আয় বাড়লেও কর বহির্ভূত খাতে কমে ৩৪.৩৭ হয়েছে। আগে ছিল ৪০.৬৬। এখন হয়েছে ৩৪। আপনার অনুমান যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এটা অটোমেটিক্যালি পরিস্কার বলা যায়। এখন প্রশ্ন হল রাজ্যের পরিস্থিতিটা কি? আমাদের মাননীয় পার্লামেন্টারী অ্যাফেয়ারস্ মিনিস্টার আছেন, সেদিন পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং হয়েছিল মোহনপুরে। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম, মাননীয় সদস্য দীপকবাবু ও উপস্থিত ছিলেন। এখানে উনি বাস্তব সত্য কথা বলেছেন। উনি বলেছেন বাস্তবে টাকাটা কোথায় যায়? কোন ডেভেলাপমেন্ট হচ্ছেনা, কার দোষে? উনাদের দোষে। কি করে? উনি বলেছেন পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং-এ ওপেনলি। আমি ছিলাম সেখানে।

এ-কি অবস্থা ? আমরা এত টাকা দিচ্ছি, কে লুটে-পুটে খাচ্ছে ? একটা মরুভূমিতে যদি ১৫ বৎসর জল দিত একটা মরুদ্যান হয়ে যেত । উনার বক্তব্য তাহলে কি হল ? পানীয় জলের কথা বলেছে, বলেছেন ডেভেলাপমেন্টের কথা। প্রনববাবু জানেন । কারণ উনি বি, এ, সির চেয়ারম্যান । স্যার, দীর্ঘদিন ধরে গত ২০ বৎসরের মধ্যে ১৫ বৎসর উনারা রাজত্ব করেছেন । আজকের পরিস্থিতিটা কি গল্প করলে হবেনা, আনন্দে নাচলে হবেনা, আনন্দের কারণ থাকতে হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে গ্রাম সংসদের কথাও বলা হয়েছে এখানে আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছেন মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকার, স্যার, ওনার কি বুদ্ধি, গ্রাম সংসদ ব্যাপারটা কি, এটা গভর্ণমেন্টের একটা সার্কুলার । অর্থাৎ পঞ্চায়েত যখন বেদম চুরী চামারী আরম্ভ করেছে এবং যখন কংগ্রেস টি ইউ জে এস এবং টি এন ভি মিলিতভাবে প্রতিবাদ করল তখন মনে হল গ্রাম সংসদ শুরু করা উচিৎ । খোয়াই এবং সিমনাতে কোন কোন গাঁওসভাতে যেমন পশ্চিম সিমনা গাঁও সভাতে একদিন গেলাম কাজের তদন্ত করতে, গিয়ে দেখি যে সেখানে এগার জনের মিটিং চলছে। সুতরাং সব পরিস্থিতির কথা চিন্তা করতে হবে । আজকে রাজ্যের পরিস্থিতি কি এটা চিন্তা করতে হবে। স্যার, পরিকল্পনা কারা করে ? এখানে বিরোধী দলের নেতা বলেছেন, "যে আগে অর্থনীতির সমীক্ষা করতে হবে।" কারণ কেন্দ্রেও যদি বাজেট প্লেস হয় তো অর্থনীতির সমীক্ষা করেই বাজেট প্লেস করা হয়। স্যার, এখানে আমি সহ মোট ৩১ জন বিধানসভার সদস্য অপজিশান বেঞ্চ এবং ট্রেজারী বেঞ্চ নিয়ে মাননীয় সদস্যরা অনিল চাকমা, খগেন্দ্র জমাতিয়া, অশোক ভট্টাচার্য, বাসুদেব ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা পর্যন্ত আমরা কতগুলি সমীক্ষা করেছি । কি সমীক্ষা যে বাজেটটা কার জন্য ? যদি পাবলিকের জন্য হয় তো বলুন তো দেখি এখানে যে ৬০ জন জন প্রতিনিধি আছেন তারা যতটুকু ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের খবর আনতে পারবে ? অন্যরা কি তার চেয়েও বেশী খবর আনতে পারবে ? পারবে না ? এটা সম্ভব না । তাহলে এখানে আমরা যারা সদস্য আছি বিধানসভার তারাই সত্যিকারের তার এলাকার কথাটা বলতে পারবে । তারপর আরও দেখুন এই বিধানসভার বিভিন্ন টাইমের বিভিন্ন টাইপের প্রশ্নের উত্তর এখানে আমার কাছে আছে সেগুলিতে মিনিষ্টারদের উত্তরের নমুনা দেখুন । আমার এখানে ৩০৬ টি প্রশ্নের উত্তরের কাগজ আছে আমি সবগুলি বলছি না। দুই একটা শুধু নমুনাটা দেখানোর জন্য বলছি। এই হাউসের বেশীর ভাগ প্রশ্নের জবাব এমনই হয়। যেমন দেখুন, রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে রাস্তা এবং উচ্চতম ভিলেজ গঠনের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই । তারপর হল আর একটা, কাঞ্চনপুর মহকুমায় কলেজ তৈরীর কোন পরিকল্পনা নেই । তারপর আপনারা এত যে ট্রাইবেলদের কথা বলেন তাদের সম্পর্কে আপনাদের প্রশ্নের জবাবটা দেখুন, চাকমা, হালাম কুকি মগ ও সাঁওতাল এই ভাষাগুলির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কোন পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত চিন্তাই করা যায়নি । স্যার, এখন প্রশ্ন হল, কি

কারণে আমরা সমর্থনটা করব ? আমার থেকে এলাকার খবর বাদল বাবু বেশী জানেন। কার কথায় উনি পরিকল্পনা তৈরী করেন, পরিকল্পনা হবে আমাদের এই হাউসের কথায়। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিটা কি, আজকে রাজ্যের মধ্যে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যদি তার সমাধান করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করার চেষ্টা করব। স্যার, বর্তমানে রাজ্যের পরিস্থিতি স্মরণকালের মধ্যে আইন শৃংখলার সবচেয়ে বেশী অবনতি হয়েছে। স্যার, প্রশাসন নির্বিকার। স্যার, আজকে পলিটিক্যালী ইন্দন আছে বলেই, সরকারের আস্কারা পাচ্ছে বলেই আজকে উগ্রপন্থী তৎপরতা আরো বেড়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ রাজ্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে ডাউই আছে ? সরকারী হিসাবে (রিপ্লাই) ১০ হাজার হেক্টর জমি উদ্বাস্তুরা ছেড়ে আসায় অনাবাদী অটোমেটিক্যালী প্রোডাকশন কম। অপহরণ বানিজ্য রাজ্যের মধ্যে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে। অপহরণ বানিজ্যের কারবারীরা আগরতলায়, খোয়াইতে বিভিন্ন জায়গায় গ্রামে গঞ্জে অফিস খুলে ক্ষেত্র বিশেষে পুলিশের কর্তাবাবুরা দাদন নিচ্ছেন, কমিশন নিচ্ছেন। বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলিকে দেখবার মত কেউ নাই। নিত্যদিন কাজের অভাবে মানুষ হা-হাকার করে চলছে গ্রামস্তরে রাস্তাঘাট ভেঙ্গে পড়েছে পি. ডাবলিউ, ডি, কিছুই করছে না। তারপর স্যার, আন্-টাইড্ ফান্ডের টাকা-পে কমিশনের জন্য ২০০ কোটি টাকা বলা হচ্ছে এইটা স্যার, বাটপাড়ী করা হয়েছে।

স্যার, এখন বলছেন কেন আমরা তাদের বিরোধিতা করছি। এইটা হচ্ছে গণতন্ত্রের সংবিধান জনগণ আমাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন যদি সরকার বিপথে পরিচালিত হয়, রুলিং পার্টি বিপথে পরিচালিত হয় তাহলে তাদেরকে চাবুকিয়ে ঠিক রাস্তায় আনার অধিকার আমাদের দেওয়া হয়েছে। সুতরাং গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আপনার সরকারকে এলার্ট করার জন্য আমাদের এসব কথা বলতে হচ্ছে। কাজেই আপনার কাছে এই রিকুয়েস্ট আপনারা এমেন্ডমেন্ট আনুন-আমরা এটাকে সমর্থন করব। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী দুর্বাজয় রিয়াং

শ্রী দুর্বাজয় রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২১শে আগষ্ট ১৯৯৮ইং এই বিধানসভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের জন্য ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থ বছরের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে পূর্ণাঙ্গরূপে সমর্থন করছি। এবং তার সাথে সাথে আমি আমার বক্তব্যে প্রাচীনকালের কিছু কিছু কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। এই যে

উগ্রপন্থী সমস্যা, এই উগ্রপন্থী সমস্যা উপজাতি অংশের একটা অংশ কিছু উপজাতি যুবক তারা বিভ্রান্ত হয়ে আজকে বনে জঙ্গলে প্রবেশ করে ভীষণ কষ্ট ভোগ করছে এবং ত্রিপুরার জনগণকেও তারা ভোগাচ্ছে। আজকে এই জিনিসটা আমাদের বুঝা উচিত। আজকে এই উগ্রপন্থী কেন হচ্ছে? এবং কোথা থেকে এর সৃষ্টি এই জিনিসটা আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝা উচিৎ। যদি এই উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান আমরা না করতে পারি তাহলে যতই পরিকল্পনা করিনা কেন কিছুতেই এই রাজ্যের উন্নয়ন হবে না। কাজেই, সকলকেই সচেতনতার সহিত চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন এই উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান করার জন্য এবং এর জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন। কাজেই, এই পরিকল্পনাগুলিকে যদি আমরা বাস্তবে রূপায়ণ করতে পারি তাহলে আমার মনে হয়, আমাদের বিভ্রান্ত উপজাতি যুবক যারা এখন জঙ্গলে রয়েছে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। কাজেই, সেটা আমরা বলব। আমি কোন রাজনৈতিক দলের উপর দোষারূপ করব না বা তাদের দায়ী করতে চাই না যে কেন এই উগ্রপন্থী সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। ভারত ভাগ হওয়ার পরে পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ সেখান থেকে কিছু কিছু হিন্দু বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে পরিস্থিতির কারণে। তখন থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে লোকসংখ্যা বাড়তে শুরু হয়। এই রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষ তখন সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল। পরবর্তী সময় আস্তে আস্তে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হতে বাধ্য হয়। আপনারা নিশ্চয় জানেন সেই ১৯৬০ সাল থেকে যে অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছিল সাত লক্ষ থেকে নয় লক্ষ, নয় লক্ষ থেকে সতের লক্ষ, সতের লক্ষ থেকে বাইশ, তেইশ, চব্বিশ আমার মনে হয়, এখন সরকারীভাবে হিসাব করতে গেলে পঞ্চাশ লক্ষের মত হবে। কিন্তু সেই সংখ্যা লঘিষ্ঠ উপজাতি সম্প্রদায়ের সংখ্যা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে। কাজেই, তখন আমার মনে হচ্ছে, আমি এখনও ভুলিনি বাইরে থেকে লোক এখানে আশ্রয় দেওয়াটা সেটা রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। ঐ দাঙ্গা হয়েছিল ১৯৪৪ সালে পূর্ব বাংলায় নোয়াখালি এবং বিভিন্ন জায়গায়। সেই পূর্ব বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে। আমি শুনেছি যার ফলে সেখানকার হিন্দু বাঙ্গালীরা যে সেখান থেকে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের কাছে ওরা দাবী করেছিল যে "আমরা হিন্দু হিসাবে হিন্দু রাজ্যে আমরা আসতে চাই, আমরা আমাদের হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য।" এই সমস্ত ঘটনা তখন আমি শুনেছি। আমার অবশ্য বিদ্যাবুদ্ধি নেই এবং রাজনীতির সাথে বিশেষ করে কমউনিষ্ট রাজনীতির সাথে আমি ৫০ সাল থেকে জড়িত এখানে আমার প্রবীন কয়েকজন কংগ্রেস নেতারা আছেন বিশেষ করে সর্বশ্রী নৃপেন চক্রবর্তী শচীন্দ্রলাল সিংহ স্বর্গীয় সুখময় সেনগুপ্ত। বীরেন দত্ত, দশরথ দেব তাদের সাথে কাজ করেছিলাম। তখন আমরা রাজার আমল থেকে এক সাথে কাজ করেছিলাম এরপর রাজ শাসন তখন বিলুপ্ত হয়ে

যায়, ত্রিপুরা যখন ভারতবর্ষের অন্তর্ভূক্ত হয়ে এখানে একটা গণতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতার সুযোগ পেয়েছেন এবং শাসন করার সুযোগ পেয়েছেন তারা যদি চিন্তাভাবনা করতেন যে এখানে যে বহিরাগত অর্থাৎ বাইরে থেকে যে সমস্ত লোক আনার যে দায়িত্ব ছিল পরিস্থিতির কারণে সেটা যদি তখন চিন্তাভাবনা করতেন যে এখানকার মানুষ পাঁচ লক্ষ ছয় লক্ষের মত উপজাতি তাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই গরীব। স্থায়ী প্রজা বলতে তাদের কিছুই ছিল না। জমি নেই যাযাবর জাতির মত তারা জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতে। এইসমস্ত জাতির জন্য যদি তখন থেকে চিন্তাভাবনা করতেন এবং এখানকার লোক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যদি একটু চিন্তাভাবনা করতেন তাহলে এই সমস্যা হত না। এখন সাংঘাতিক সমস্যা বেড়ে গেছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা, আপনারা যারা পন্ডিত ব্যক্তি চিন্তাভাবনা করবেন। এই সমস্যা সমাধান করতে যদি না পারে বিশেষ করে উগ্রপন্থী সমস্যা তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে কিছুই হবে না। এখন আমাদের বামফ্রন্টের সাংঘাতিক সমালোচনা আসছে দুর্নীতি, প্রশাসন নেই এইসমস্ত। কিন্তু এই রকম পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে এই উগ্রপন্থী সমস্যা বিচ্ছিন্নতাবাদ। এই সমস্যা যদি চলতে থাকে তাহলে যে কোন রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা দিলেও তারও সমাধান করতে পারবে না। কাজেই, এই হচ্ছে বড় সমস্যা। এই সমস্যাকে সমাধান করার জন্য আমরা সবাই মিলে সচেষ্ট হওয়া দরকার। এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে এই বাজেটকে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী করার জন্য সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য আমি সকলকে অনুরোধ করব এই বলে আমি এই বাজেটকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আমাদের তো সময় ছিল ৭ (সাতটা) পর্যন্ত। সেই সময় এখন প্রায় শেষের দিকে, কিন্তু এখনও বক্তা আছেন আরও তিনজন। মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাংখল, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণে সভার অনুমতি চাইছি যতক্ষণ শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সভাটিকে বাড়ানোর জন্য। এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয়কুমার রাংখল মহোদয়কে বক্তৃতা রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের বাজেটের উপরে আমার বক্তব্য এখানে আমাদের বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক ইনফর্মেশন অনুসারে অনেক কিছু লেখা আছে। কিন্তু কয়েকটি তথ্য সেখানে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বিশেষ করে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এবং রুর‍্যাল ডেভলাপমেন্ট স্কীম প্রজেক্টগুলি আছে প্ল্যান, নন্-প্ল্যান এইগুলি

স্টাডি করে দেখেছি সেখানে যে টাকার অংক আছে সেগুলি ঠিকভাবে ইম্প্রমেন্ট হবে কিনা আমার সন্দেহ। কারণ, এ-ডি. সির ব্যাপারে লেখা আছে এখানে যে দি সিকস্ সিডিউল্ড প্রভিশন। সিকস্ সিডিউল্ড প্রভিশনের অনুসারে সেখানে হোম ডিপার্টমেন্ট থাকার কথা ছিল। এবং ওখানে আমাদের কাস্টমারীল যেগুলি ট্রাইবেলদের প্রাথমিক জিনিষ তারমধ্যে যে আমরা আইন কানুন বিচার করতে পারি। আমরা শিক্ষিত না হউক। আমরা গরীব হলেও পুলিশে যায়নি, কাস্টডিতে যাইনি হাসপাতালে যায় নি এই তিনটা জিনিষ থেকে আমরা যদি বাদ থাকতে পারি তাহলে আমরা স্বর্গে বাস করব। কাজেই, এই আইন করা সত্ত্বেও এটা এখনো চালু হয়নি কেন? এই ব্যাপারে এই বাজেটে কোন উল্লেখ নেই। আর এখানে বেকার যুবকরা এ, ডি. সিতে হউক বা বাইরের হউক তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা খুবই ক্ষীন আমাদের রাজ্যে কর্মচারীর সংখ্যা ১.২০ লক্ষ আছে, তাদের বেতন আছে বেতন বাড়ছে, পেন্সন আছে, ফেমিলি পেন্সন আছে কিন্তু আর বাকী ২৭ লক্ষ ধরে তিনি সেখান থেকে ৫.৬ লক্ষ ব্যবসা বাণিজ্য আর বাকী দুই তৃতীয়াংশ লোক হউক পাহাড়ী হউক বাঙ্গালী আমরা তো জুম চাষ করি, খেতি করি। এই বাজেটে বেকার যুবকদের জন্য কোন বিশেষ উল্লেখ নেই। আমরা সবাইকে চাকরী দিতে হবে এটা আমরা বলতে পারি না। তাদের জন্য এখানে যদি কোন ব্যবস্থা না নেওয়া না হয় আমাদের রাজ্যে আমরা শান্তির স্বাদ আমরা পাব না। অনেক ক্ষেত্রে আমরা আমাদের কলম ব্যবহার করে মানুষকে বঞ্চিত করি, আমি মনে করি এটাও এক ধরণের অপরাধ। কিছু সংখ্যক উগ্রপন্থী যে জঙ্গলে আছে তারা তাদের ক্ষোভ ও অভিমানকে আত্মপ্রকাশ করার জন্য গুলি ব্যবহার করছে। আমরা এখানে যারা আছি আমাদের কোন এচিভমেন্ট নেই। যেহেতু আমরা জাতির লাইনে কাজ করি আমরা কাজ করি পার্টীর লাইনে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্টীর জন্য। জাতি বা রাজ্যের জন্য নয়। আমরা জানি আমাদের আমাদের বৈজ্ঞানিক সফল, আমাদের ডাঃ সফল কিন্তু আমবা সফল হতে পারিনি। স্যার, আমাকে সেদিন একটা তথ্য লিখিত ভাবে দেওয়া হল শিক্ষা দপ্তরের ব্যাপারে। সেখানে এস, টি, এস, সি.-র অন্যান্য ব্যাপারে কেটাগরি ওয়াইজ। সেখানে আমি যোগ বিয়োগ করে দেখেছি এস, টির জন্য ৪১৪ জন মিনিস্টারিয়েল-এ কম আছে। কিন্তু তারা বলল যে ১০০ পয়েন্ট রোস্টার করা হয়নি। টিচিং টেকনিক্যাল লাইনে ২,৭৪৭ জন সর্ট আছে এখনো। কাজেই, এই ভাবে হোম ডিপার্টমেন্টেও তারা এই ভাবে রিপ্লাই দিচ্ছে কিন্তু আমি কোন যোগাযোগ করতে পারিনি এবং মাননীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে আমাদের কোন ইন্টারেকশানের কোন স্কোপ আমরা পাইনি স্যার। আমি আরেকটা ব্যাপারে খুবই খুশি যে এখানে বাজেট ভাষনে বলা হয়েছে মহিলাদের জন্য এবং আমাদের অর্থমন্ত্রী উনার ভাষনেও বলেছেন যে এখানে এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য রিজার্ভ করার কথা বলেছেন। এটার জন্য আমরা খুবই গর্বিত। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপারে

দেখেছি যে পোলিং-এর বিরোধী যারা আছে সেখানে মেক্সিমাম মহিলা দেওয়া আছে। সেখানে চেয়ারম্যান কিংবা প্রধানের জন্য। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি, বাগবাশায় জয়টাং-এ এবং পুরা ব্লকে আমার ঠিক জানা নেই, সেখানে একভাগের তিন ভাগও মহিলা নেই সেখানে। সেখানে ১০ ভাগের এক ভাগ হতে পারে। কারণ সেখানে মাত্র তিনজন কি চারজন মহিলা চেয়ারম্যান হতে পারে। কাজেই এইভাবে ডিব্রিক্রেডেনসিড উদ্দেশ্যমূলক ভাবে করা হয়। আমরা এখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্টেটিস্টিক্স যদি দেখি বিভিন্ন খানে বিভিন্ন ভাবে আমাদের ডিপ্রাইভেশান হচ্ছে। এখানে অনেকেই উগ্রপন্থীর কথা বলেছেন, কেউ কেউ তার ব্যাখা করেছেন। কিন্তু তাদের কি দুঃখ কষ্ট আছে কোন দিন তা দেখার চেষ্টা করিনাই। আমরা সবসময় সঠিক সমস্যার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। এবং তার সমাধান ডীপলি করতে হবে। কর্মচারীদের জন্য বাজেটের দুই ভাগ টাকা ব্যয় হচ্ছে বেতনের জন্য, আর এক ভাগ আমাদের উন্নয়নের জন্য। এর ফলে আমরা কিভাবে শান্তির আশা করতে পারি। কাজেই এই বাজেটকে আমি সংশোধনের প্রস্তাব করব এবং আমি অনুরোধ করব মাননীয় অর্থমন্ত্রীর যদি সম্ভব হয় যাতে এই বিষয়গুলির চেক করা হয় এবং যাতে এইসবের আবার এস্টিমেটস করা হয়। আজকে উগ্রপন্থীদের নিয়ে যদি ব্যাখ্যা করেন যে তাদের পায়ের নীচে মাটি নেই এই নেই সেই নেই, আজকে আমাদের সবার পায়ের নীচে মাটি থাকবে কিনা তা সন্দেহ আছে, যদি এই সমস্যার সমধান না করি আমার অনুরোধ থাকবে সকলের কাছে বিরোধী এবং সরকার পক্ষের কাছে যাতে এই পুরা বাজেটকে রিভিও করা হয়। কিছু কিছু অংশ যাতে আমরা এখানে ভুল দেখতে পাচ্ছি কারণ আমরা সকলে যার যার পার্টির লাইনে কাজ করি এখানে অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন। স্যার, এখানে আমার বলার ইচ্ছা অনেক আছে আমার ভাষা বোধ হয় নাও বুঝতে পারেন কিন্তু এটা আমি বলতে পারবনা কারণ সময় কম। এই টুকুই আমি বলতে চাই। আমি এখানে কয়েকটা পয়েন্ট উপস্থাপন করেছি। কারণ আমি এখানে একা আমার পার্টি দিক থেকে। আমি এই হাউজেও নেগ্লেটেড। দেয়ারফোর এলমোস্ট এল মাই পয়েন্টস ইভেন এম্বিশানস পয়েন্টস আর অলমোস্ট ডিলেটেড। সুতরাং মাই সাবমিশান টু অনারেবল স্পীকার দেট ইন দিস টু কাম ইফ ইয়র কাইন্ডলি কনসিডার দিস পয়েন্ট অলসো। সুতরাং দেট আই কেন এনজয় দি হাউজ। থেংকইউ।

মিঃ স্পীকার :– মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী (অর্থমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিস্তৃতভাবে বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য।

বিরোধী সদস্যরা যারা এখানে আলোচনা করেছেন তাঁরা সঙ্গত কারণেই বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু বক্তৃতা করতে গিয়ে তাঁরা এমন কিছু বলতে পারেন নি যাতে মনে হয়, সঙ্গত হয় নি। আর এখানে যে তথ্য তুলে ধরেছেন তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে, বিষয়টি হয়ত বুঝতে পারেন নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দলনেতা বলেছেন, এই প্ল্যানিং কমিশনের ডিসকাশনের পরে ৪৪০ কোটি টাকার প্ল্যান হলো এতে আমরা স্বস্তি বোধ করছি। আমরা খুশী হলাম, এই ৪৪০ কোটি টাকা পেয়ে। স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতাও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি অর্থ দপ্তর নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করেছেন, এবং তাঁর ভাল করে জানা আছে, নন প্ল্যানের খরচ যখন বেড়ে যায়, তখন প্ল্যান সাইডে খরচ কমে যায়। এটাই নিয়ম। আমি আমার বাজেট ভাষণে বলেছি, গত বছর নন্-প্ল্যান সাইডে খরচ বড়েছে। বলেছি, কোথায় আমাদের ডিফেকট, কোথায় আমাদের মূল দাবী। কোন্ খাতে স্ট্রিকট হতে চাই। স্যার, অনেকে বলেছেন, পঞ্চায়েত খাতে আমরা কোন টাকা রাখি নি। স্যার, ৬ নাম্বার আইটেম দেখুন, সেখানে আমরা বলেছি, কেন্দ্রের কাছ থেকে আর্থিক বরাদ্দ প্রাপ্তিতে এই অবনমনের পরিস্থিতির পাশাপাশি অপরদিকে আমাদের আর্থিক দায় বেড়ে চলেছে। আর্থিক দায়িত্ব বেড়ে চলেছে পঞ্চায়েতের হাতে আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তর, নিরাপত্তা জনিত ব্যয়, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পুনর্গঠনে অনুদান, বেতন ভাতা, পেনশন প্রদানের ব্যয় বৃদ্ধি এবং ঋণ সেবা ইত্যাদির জন্য। স্যার, আপনারা সবাই জানেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ম আছে, যে টাকা প্লেস করা হয় তার একটা শেয়ার রাজ্যকেও বহন করতে হয়। এই খাতে আমরা গত বৎসরও দিয়েছি স্যার, প্ল্যানিং কমিশন যখন আলোচনায় বসে, যখন গ্রুপ মিটিং হয় তখন বিষয়টি উঠে। গত জানুয়ারী মাসে যখন আলোচনা হয় তখন কমিশন বলেন, নন্-প্ল্যান আকসপেণ্ডিচার আপনাদের এত বেড়ে গেছে তাতে আপনারা প্ল্যান খাতে আপনাদের ১৫০ থেকে ২০০ কোটি টাকার বেশী অতিক্রম করা যাবে "সকালে যখন অফিসার পর্যায়ে আলোচনা হয় তখন বলা হলো, ২৬৫ কোটি টাকার বেশী প্লানে সাইডে হবে না। বিকালে যখন আলোচনা হয় তখন ডেপুটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হয়, ৩০০ কোটি টাকা। ত্রিপুরার অবস্থা উনার ভালই জানা আছে। তিনি আমাদের সাথে ঐক্যমতে পৌছলেন যে ত্রিপুরা ল্যান্ড লকড় স্টেট, তার উপর ইনসারজেন্সী আছে, সেখানকার বেশীর ভাগ লোক দারীদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। তার ইকনোমিক সিচুয়েশান তিনি বললেন হ্যাঁ গত বারের প্ল্যান ধরে রাখার জন্য। সেটা ধরে ফরমুলা করলেন ৪০ পার্সেন্ট যদি আমরা রেভেনিউ দেখাতে পারি তাহলে ৬০ পার্সেন্ট টাকার ব্যবস্থা তিনি আমাদের করে দেবেন। আমরা ৪০ পার্সেন্ট টাকা তাঁকে দেখিয়েছি এবং তিনি আমাদের ৬০ পার্সেন্ট টাকা দেবেন এবং আমাদের প্ল্যান ৪৪০ কোটি টাকা। কিন্তু এটা করতে গিয়ে আমাদের যে সমস্যা হয়েছে সেটা আমরা বাজেটের মধ্যে দেখিয়েছি এবং বাজেট বক্তৃতায়ও বলেছি যে আমাদের

ডিভিজিব্যল পোল যেটা ছিল সেটা কমে যায়। গত বারে যেটা প্রায় ২১৭ কোটি টাকা ছিল সেই ডিভিজিব্যল পোল নেমে এসে দাঁড়ায় ১৬৭ কোটি। বিভিন্ন দপ্তরের টাকা বরাদ্দের ক্ষেত্রে আপনারা দেখেছেন যে, গত বারের চেয়ে কিছু কিছু দপ্তরে টাকা বরাদ্দ কিছু কিছু কমে গেছে। যেটা নিয়ে আপনারা কেউ কেউ প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করছেন। প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে আমরা যে আলোচনা করেছি, গত বারে নেট সেন্ট্রাল এসিষ্ট্যান্স ছিল ৪১৭ কোটি টাকা। সেটা বেড়ে আমাদের দাঁড়িয়েছে ৫৯৮ কোটি টাকা। বাজেট বক্তব্যের মধ্যে আমরা এটা বলেছি যে গত বারের সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে আমাদের টাকা বেড়েছে ৪৩ পার্সেন্ট এ্যান্ড এবাভ। এটা হচ্ছে আমাদের জন্য প্ল্যানিং কমিশনের পজিটিভ। আর্থিক অবস্থায় আমরা যে জায়গার মধ্যে চলে গিয়েছিলাম সে জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসার রাস্তা আমরা খুঁজে পেয়েছি। এবং তার উপর ভিত্তি করে আমরা এই বাজেট তৈরী করেছি। দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আপনারা বলার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে টেনথ্ ফিনান্স কমিশনের পরিমাণ টাকা আমাদের বরাদ্দ করেছেন সেটা সম্পর্কে আপনারা বলেছেন যে, আমরা ফিগার লুকানোর চেষ্টা করছি। সমীরবাবুরা, শ্যামাবাবুরা নিশ্চয়ই জানেন যে কোন ফিনান্স কমিশন যখন তাদের রিপোর্ট চূড়ান্ত করেন সেন্ট্রাল গভার্নমেন্টের কাছ থেকে সামনের ৫ বছরের সেন্ট্রাল গভার্নমেন্টের শেয়ার অব ট্যাক্সেস কালেকশান কত হতে পারে তারা ইয়ার ওয়াইজ একটা হিসাব করেন এবং তার মধ্যে স্টেট-গুলির জন্য একটা নিয়ম আছে কোন স্টেট কত পার্সেন্ট ট্যাকস পাবে। আমাদের জন্যও একটা পার্সেন্টেজ ঠিক করা আছে। সেটা ঠিক করে আমাদের জন্য যে টাকাটা রেখেছেন সেই জায়গায় আমরা এটা বলার চেষ্টা করেছি যে টেনথ্ ফিনান্স কমিশন আমাদের জন্য যা ঠিক করেছেন ৯৫ ৯৬ ইং সাল থেকে ৯৮ইং সাল পর্য্যন্ত যা পাওয়ার যা ছিল সেন্ট্রাল শেয়ার অব ট্যাকসেসবাবদ আমরা কত কম পেয়েছি ফিনান্স কমিশন তা ঠিক করে দিয়েছিলেন এবং সেটা হচ্ছে ১১৫.২৩ কোটি টাকা। এবং ৯৮-৯৯ ইং সালে এই টাকা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ১১৬.২৬ কোটি টাকা। আপনারা এখানে প্রশ্ন তুলতে পারেন এটা কি করে হয়? আমরা বলেছি দশম অর্থ কমিশন ৯৮-৯৯ ইং সালের জন্য আমাদের টাকা বরাদ্দ করেছেন ৫৬৮.১৩ কোটি টাকা। সেন্ট্রাল শেয়ার অব ট্যাকসেস বাবদ পাব। আপনারা জানেন যখন বাজেট অধিবেশন হয় সেন্ট্রাল বাজেটের মধ্যে এটা উল্লেখ করা থাকে। তখন সম্ভাব্য সেন্ট্রাল পোরশনের আমাদের প্ল্যানে কত আসবে তারা এটা জানিয়ে দেন সেন্ট্রাল এ্যাকস্‌পার্ট এবার তারা জানিয়ে দিয়েছেন এটা ৪৫১.৭৭ কোটি এটাই আমরা পাব তার মানে যেটা দশম ফিনান্স কমিশন বলেছিলেন তার থেকে এটা ১১৬.২৬ কোটি এটা ফিনান্স কমিশনের সংশোধিত এটা আমাদের পাওয়ার কথা ছিল সেই জন্য বলছি

সেন্ট্রাল ট্যাকস্ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের আমাদের রাজ্যের পাওনা সেই জায়গায় টাকা পাচ্ছি না। মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলেছেন নন্ গ্যাপ প্ল্যান যেটা বানিয়েছেন সেটা সম্পর্কে আমরা বার বার যেটা বলেছি দশম ফিনান্স কমিশনের রতনবাবু বলার সময় চেষ্টা করেছেন যদি এই রকম ভুলই হয়ে থাকে তাহলে ভুলটা কেন আগে আবিষ্কার হলো না? হঠাৎ করে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বলতে শুরু করেছেন কেন?

শ্রীরতনলাল নাথ :— তাহলে আপনি শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, শ্বেতপত্র আমরা বলেছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— হাউসে বলতে হবে, আমরাও সহযোগিতা করব।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— দশম অর্থ কমিশন রিপোর্টে সেটার মধ্যে আপনি দেখবেন নন্ প্ল্যান-গ্যাপ ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য গত বছরের জন্য কত টাকা আমাদের বরাদ্দ আছে। সেটা দেখুন না দেখুন অন্য ভাবে তর্ক বিতর্কে এই সব তর্ক বিতর্কে কোন ফল আসবে না। সেটা ক্রমশ কমতে কমতে এখন সে দাঁড়িয়েছে ২৪.৮৯ কোটি টাকা দশম অর্থ কমিশন এটা ঠিক করেছেন। এটার পর আমাদের রিসোর্স দশম অর্থ কমিশন হিসাব করেন যে রিসোর্স বেড়ে যাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই সময়ে। সুতরাং এটা আস্তে আস্তে কমে আসবে রিসোর্স দিয়ে এটা তারা কভার করবে। মিঃ স্পীকার স্যার, তারা কিন্তু এই কথা ভুলে গেছেন যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কি অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। রিসোর্স কোথায়? রিসোর্স হচ্ছে গভর্ণমেন্টের ট্যাকস্ কালেকশান অন্য সব ইস্যু মিলিয়ে। যেখানে ৭২ পার্সেন্ট লোক দারিদ্র সীমা রেখার নীচে বাস করে সেদিক থেকে রিসোর্স বাড়ানোর সুযোগ নেই। নন্ প্ল্যান গ্যাপ এটা আমরা এখানে বলেছি যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এখানে যে ক্যালকুলেশান করেছেন আমাদের রিসোর্স বেশী দেখিয়ে আমাদের কম টাকা দিচ্ছেন এটা আর্থিক দিক থেকে আমাদের সমস্যা বেড়ে গেছে। মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু যখন আলোচনা করেছিলেন তখন তিনি বলার চেষ্টা করেছিলেন যে ওপেনিং ব্যালেন্স ১০৩ কোটি টাকার ঘাটতি এবং এটা বিরোধী দলের মাননীয় নেতাও বলেছেন কি করে হলো এবং মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু বলেছেন এটা আরও বেশী হওয়ার কথা। আমরা যেটা বাজেট এ্যাট এ্যাগ্ল্যান্স দেখিয়েছি উপরে লেখা এষ্টিমেট বাড়িয়ে দিয়েছি। এষ্টিমেট ৩১শে মার্চের পর যেটা ষ্টেট গভর্ণমেন্টে যে একাউন্ট আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কত টাকা থাকবে এটা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলে দেবেন। আমরা ষ্টেট এখানে এষ্টিমেট

কন্ট ধরেছিলাম ৩১শে মার্চের পর যখন ১লা এপ্রিল আমাদের ব্যালেন্স খুলতে যাব তখন তারা বলছেন "তোমরা তোমাদের এষ্টিমেট খরচ হয়ে গেছে যা আছে তার থেকে বেশী।" স্বাভাবিক কারণে এটা-ত যারা কমার্স সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন, তারা এটা জানেন যে, বেশী খরচ হয়ে গেলে এটা মাইনাস হয়। যেটা আমাদের বাড়তি খরচ হয়ে গেছে গত বৎসরের স্বাভাবিক কারণে সেটাকে কাভার করতে হবে। সেই মাইনাস রিজার্ভ ব্যাংক এই ফিগারটা দিয়েছে। রাজ্য সরকার বা অর্থ দপ্তর রাজ্য সরকারের তাদের কোন ক্ষমতা নেই প্লাস বা মাইনাস করার। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তারাই মেনটেন করে। ওপেনিং ব্যালেন্সের কথা বলছেন এটা হচ্ছে মাইনাস ১০.৩১। এবারকার যে এট এ গ্ল্যান্স এটার মধ্যে এটা রিফ্লেক্ট হবে না। কারণ এই হিসাব এ, জি, দেবে। অ্যাক্‌চুয়েলি কোন্ দপ্তর অতিরিক্ত কত বেশী টাকা খরচ করেছে আগামী বৎসর এই হিসাব এ জি, দেবে। এটা আমরা দিতে পারিনা, এ, জির হেডে তা বলা আছে। এটা তারা দিতে দিতে বৎসরের শেষে চলে আসে। এই ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আমরা যা খরচ করেছি এই হিসাব হয়ত নভেম্বর, ডিসেম্বরের দিকে পাওয়া যাবে না। তখন এই যে মাইনাসটা হল তার অ্যাক্‌চুয়েল শোটা মানে কত টাকা হয়েছে, কোন ডিপার্টমেন্ট বেশী টাকা খরচ করেছে যখন আগামী বৎসরে এই ধরণের বই যদি আমরা বের করি তাহলে এখন যে ফিগারটা বাজেট অ্যাসটিমেটে সেটা তার মধ্যে সংশোধন করে নেওয়া যাবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— এখানে টেবিল নং-৩ এ ৯৭-৯৮ সনে এখানে অ্যাক্‌সপেনডিচার হয়েছে ১৩৯২ কোটি ৯৮ লক্ষ এবং এই বৎসরে রিসিপ্‌ট হয়েছে ১৩৬২ কোটি ৫০ লক্ষ। এমনিতেই দেখা যায় ৩০ কোটি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— সেটাই আমি বলছি, আমার যে স্টেটমেন্ট হচ্ছে তার মধ্যে ৯৭-৯৮ রিভাইজ্‌ড অ্যাসটিমেট, বাজেট করার সময় এই অ্যাসটিমেট ধরা হয়। অ্যাসটিমেট রিয়েল ৩১শে মার্চের পরে ব্যালেন্স কি থাকবে এটা বলার মালিক হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাংক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমাদের বলে দিয়েছে, "তোমরা যা অ্যাসটিমেট হয়েছিল তার চেয়ে বেশী খরচ হয়েছে তুমি বাড়তি খরচ করেছ, সেজন্য তোমার মাইনাস হয়েছে।" আমিত বলেছি সেটা যেহেতু আমাদের এ, জি দেবে কোন্ দপ্তর কি খরচ করেছে, আমি-ত গত বৎসরে যা খরচ করেছি সেটা বলেছি। আমি-ত এটাই বলেছি এ বৎসরের নভেম্বর, ডিসেম্বরের আগে এ, জির কাছ থেকে আমরা সেই কাগজ পাব। এ, জি যখন দেবে আগামী বৎসরের যে ব্যালেন্স এই ফিগারটা এখানে আপনি যেটা বলেছেন ভুল সেটার মধ্যে সংশোধন করব। হ্যাঁ, ভুল· আমাদের খরচ-ত বেশি হয়ে গেছে, এই ফিগারটা-ত আমি দিতে পারব না, এই

ফিগারটা দেবে এ. জি। এ. জির থেকে যখন আমরা পাব তখন আমরা এটাকে সংশোধন করে দিতে পারি। এখানে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণবাবু যে প্রশ্নটা তুলেছেন এটা অত্যন্ত কারেক্ট। সেটা হচ্ছে টেবিল নং১-এ যেটা হচ্ছে বাজেট। এট এ গ্ল্যান্সের মধ্যে অ্যাক্সপেনডিচারের ক্ষেত্রে যেটা বলেছেন, এখানে অ্যাক্সপেনডিচার ১৬৪২.৮৭ লক্ষ এটা ঠিকই আছে। কিন্তু এটা দেখাতে গিয়ে যে ফিগারগুলি শো করা হয়েছে সেই ফিগারগুলির মধ্যে ভুল আছে। বাজেট এট এ গ্ল্যান্স মাননীয় সদস্যদের সামগ্রিকভাবে বাজেটটা বুঝানোর জন্য আমরা এটা দিয়েছি। সেদিক থেকে আমি এটা বলব যে এটা বাজেটের অঙ্গ না যেটা আপনারা প্রশ্ন তুলেছেন। আপনারা বলেছেন ফিনান্স মিনিস্টার সই না করে সচিব সই করল কেন ? যেটা বাজেট অন্তর্ভূক্ত সেটা সেক্রেটারিই করে। আমি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ক্ষেত্রে দেখেছি সচিব সই করে। আমি বলছি-ত যেটা হচ্ছে ফিনানশিয়েল স্টেটমেন্ট ৬৫ পাতায় যে ফিনানশিয়াল স্টেটমেন্ট এটাই হচ্ছে বাজেট। প্রশ্নটা তুলেছেন সচিব করে না মিনিষ্টার সই করে। আমি বলছি সচিবই সই করে।

শ্রীসমীররঞ্জণ বর্মন :-- না, মিনিষ্টার সই করে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:**— না. সচিবই সই করেন। আমি-ত দেড় বৎসর পার্লামেন্টে ছিলাম, আমি দেখেছি। মিনিষ্টার সই করে না কি সচিব সই করে, মিনিষ্টার সই করে না। এখানে পেইজ হচ্ছে ৭৫ তার থেকে ব্যালেন্সটা টেনে এসেছে এখানে ফিগার যেগুলি আছে বিশেষ করে ক্যাপিটেল যে একস্পেনডিচারটা দেখানো হয়েছে সেখানে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আই আন্ডারস্টেন্ড দা পার্ট অফ্ বাজেট, বাট দিস ইজ এ মিস ফলট।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:**— স্যার, এটা দেওয়া হয় মাননীয় সদস্যদের সুবিধার জন্য।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :-- হাঁ, এটা মাননীয় সদস্যদের সুবিধার জন্য দেওয়া হয় তাহলে এটাতো মিস গাউড হল।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:**— ঠিক আছে, আমিতো বলেছি যে আপনি সঠিকভাবে এটা তুলেছেন না হলে এটা হয়তো সংশোধন হত না। আপনি সঠিকভাবে বের করেছেন ক্যাপিটেল এক্সপেনডিচার-এর ক্ষেত্রে ফিগার যেটা নেওয়া হয়েছে সেটার ভুলের জন্য ফিগারটার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমরা বলছি প্রকৃত বাজেট যেটা সেটার মধ্যে কোন রকমের হিসাবের

গোলমাল নেই এবং এটা যাতে না হয় নিশ্চয়ই এটা আমাদের দেখতে হবে। এখন বাকী যে সমস্ত ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন যে বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয় তা খরচ হয় না এবং এই অভিযোগ অনেকে তুলেছেন যে মার্চিং-এর দিকে টাকা যায়। তা আমাদের বাজেটটাতো জানেন, আমরা শুধু প্ল্যানিং কমিশনের যে টাকা এবং তার মধ্য থেকে সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীম, তারপর এন, ই, সির টাকা তারপর এক্সটারন্যাল এইডেড প্রজেক্টের টাকা তারপর এ, আই, ডি, পির টাকা এই সব বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোনের জন্য যে টাকা ধরা হয় তাও এই বাজেটের মধ্যে থাকে। এখন আপনি যদি ধরেন এখনতো বাজেটের মধ্যে আমরা দেখছি কতটুকু পাব কিন্তু গত বছরের হিসাবটা যদি দেখি তাহলে আপনাদের এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। ১৯৯৭-৯৮ সালে সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীমে আমরা বাজেটে টাকা ধরেছিলাম ২০৮ কোটি টাকা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে আমরা টাকা পেয়েছি ৬৫ কোটি। এন, ই, সি, থেকে আমরা টাকা পাব ধরে নিয়েছিলাম গত বছর ৩৪.৩৫ কোটি টাকা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা টোট্যাল রিসিভড্ করেছি ২১.৯৩ কোটি টাকা। তারপর এ, আই, ডি, পিতে যেখানে আমাদের পাওয়ার কথা ছিল ১৫ কোটি টাকা শেষ পর্যন্ত সেখানে আমরা পেয়েছি মাত্র ৫ কোটি টাকা। তারপর ই, এ, পিতে গত বছর ১৫ কোটি টাকা ধরা ছিল কিন্তু এই খাতে আমরা কোন রকমের টাকা ড্র করতে পারিনি। স্বাভাবিক কারণে, বাজেটে আমরা যে ফিগারটা দেখিয়েছিলাম বছরের শেষে যখন আমরা হিসাব করেছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- স্যার, আমি কিন্তু সেটিসফাইড হতে পারছি না। কারণ এটা যদি আপনি বের করতেন বা অন্য একটা প্রাইভেট এজেন্সি বা পত্রিকা ওয়ালা বের করত তাহলে একটা কথা ছিল। এটা বেরিয়েছে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে এবং সেক্রেটারী মিঃ প্রকাশ-এর সই সহ। এই অবস্থায় এখানে এই রকম একটা ভুল হবে আর আপনি এটাকে ভুল হয়েছে বলে ফেলে দেবেন ? আমার মনে হয় এটা ঠিক হল না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমিতো বলেছি ফিগারটা যেটা ধরেছেন এটাকে আমরা সংশোধন করে নেব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— শুধু সংশোধন না. যারা ভুল করেছেন, যারা লায়েবল দে সুড বি নট পানিসড্ এট লিস্ট, এই রকম করবে কেন ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) : - আমরা তো বলেছি, এখানে যেটা হয়ে গেছে ফিনান্শিয়াল

স্টেটমেন্ট হচ্ছে আসল বাজেট। সুতরাং আমরা যেটার কথা বলছি, বাজেটে যে টাকা ধরা হয় সেই টাকা খরচ করা হয়না এটা কোন অবস্থায় ঠিক না। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে সমীরবাবু এখানে নেই, তিনিতো আমাদেরকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, রঙ্গরাজ কমিটি কর এবং বলেছেন রাজীব গান্ধী হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি রঙ্গরাজ কমিটি করে নর্থ ইস্টার্ন জোনকে বাড়তি টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আমি জানি না তিনি কোন্ ভিত্তিতে এসব কথা বললেন। রঙ্গরাজন কমিটি হচ্ছে একটা ফিনান্সিয়াল রুল সারা দেশের জন্য। এই রুলস্ অনুযায়ী প্ল্যানের ১০ ভাগ টাকার বেশী টাকা নন্-প্ল্যান্ হেডে ডাইভার্ট করা যাবে না। এটা সারা দেশের জন্য চালু আছে। আর রঙ্গরাজন কমিটি শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যরগুলির জন্য রুলস করেছেন যে-প্ল্যানের ২০ পার্সেন্ট টাকা নন্-প্ল্যানে ডাইভার্ট করতে পারবে। এইটা হচ্ছে রঙ্গরাজন কমিটির রিপোর্ট। নাথিং এলস্। কাজেই সভাকে এই-ভাবে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা ঠিক না।

চতুর্থতঃ যে প্রশ্নটা এখানে আনা হয়েছে পঞ্চায়েত সম্পর্কে আমাদের যে টেক্স্ সেই টেক্সের শেয়ার আমরা নাকি পঞ্চায়েতকে দেই না। এটাও ঠিক নয়। আমি এখানে এই সম্পর্কে বলতে চাই যে, আমাদের যে এগ্রি-ইন্কাম টেক্স্ আছে এই ক্ষেত্রে আমাদের যে নীতি আছে তাতে বলা হয়েছে এগ্রি ইন্কাম্ টেক্সের ৩২ পার্সেন্ট পঞ্চায়েত পাবে। তাতে আমরা এবার ১৯৯৮-৯৯ ইং সনে এগ্রি ইন্কাম টেক্স্ হিসাবে আমরা ধরেছি ১৯ কোটি টাকা পাব। সেই ১৯ কোটি টাকার মধ্যে পঞ্চায়েত পাবে-৬.৬৮ কোটি টাকা। প্রফেশন্যাল টেক্স্ যেটা আমরা আদায় করি-তার ৩৮ পার্সেন্ট পঞ্চায়েত পাবে। এবার আমরা প্রফেশন্যাল টেক্স্ ধরেছি ৫৫০ লক্ষ টাকা। সে হিসেবে ১৯২.৫০ লক্ষ টাকা পঞ্চায়েত পাবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সংবিধানে ব্যবস্থা আছে যে দেয়ার শ্যাল্ বি এ কন্টিজেন্সী ফান্ড ইন্ ইচ্ স্টেট। রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলে সেই কন্টিজেন্সী ফান্ড করতে পারেন। তো হোয়াই ডোন্ট্? কেন এটা করা হলো না কি ডিফিকাল্টিস্ আছে? সেটা জানতে চাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) : — এইটা বাজেটের অঙ্গ। স্যার, ফরেস্ট রেভিনি উযা আমরা পাব তার ১৫ পার্সেন্ট পাবে পঞ্চায়েত। সেক্ষেত্রে আমরা এইবার ধরেছি ২৫০ লক্ষ টাকা। তার অংশ হিসেবে পঞ্চায়েত পাবে ৩৭.০৫ লক্ষ টাকা। সেল টেক্স্/এ্যাট্সেট্রা বাবদ রাজ্য সরকার যা কালেকশন করবেন তার পরিমাণ ধরেছি এবার ৪৩.৭৮ কোটি টাকা। তার থেকে পঞ্চায়ে পাবে ১০.৩৪ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে স্টেটের যে কালকটেড টেক্স্ তার শেয়ার

হিসেবে পঞ্চায়েত পাবে ১৩ কোটি ৫৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। গতবার পঞ্চায়েত ১৩ কোটি ৩১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। কাজেই শেয়ার অব্ টেকসেস যে আমরা দিচ্ছি না তা ঠিক নয়। প্ল্যানের অংশ হিসেবে পঞ্চায়েত পাবে ৪৩.১৩ কোটি টাকা।

তেমনি এ. ডি. সি'র ক্ষেত্রে এ. ডি. সি. টেকস্ এর শেয়ার কিভাবে পাবে সে সম্পর্কে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা হয়েছে। তাতে এগ্রি ইন্‌কাম টেক্স তারা ৫০ পার্সেন্ট পাবে। প্রফেশন্যাল টেকস্ এর ৪৫ পার্সেন্ট আর ল্যান্ড রেভিনিউ ৭৫ পার্সেন্ট এ, ডি, সি, পাবে। সব মিলিয়ে টেকস্ বাবদ এ, ডি, সি পাবে ৫,০১ কোটি টাকা। এছাড়া এ, ডি. সি'র প্ল্যান বাবদ পাবে ২৩.৩৪ কোটি টাকা। তাছাড়া বিভিন্ন দপ্তর থেকে এ. ডি. সি'র কাছে টাকা যাবে এবং তার পরিমাণ হচ্ছে ২১:২৭ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে এ, ডি. সি, ৪৯.৬২ কোটি টাকা পাবে। গতবার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ৪৮.৫২ কোটি টাকা। সুতরাং এ, ডি, সি'র টাকা শেয়ার অব্ টেক্‌সেস এই সম্পর্কে যারা বলেছেন যে আমরা এ, ডি সি কে শেয়ার দিচ্ছি না সেটা ঠিক নয়।

আরেকটা হচ্ছে আরবান ডেভেলাপমেন্ট। এই সম্পর্কে আমার বলার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আপনারা যেহেতু এটা তোলেছেন তাই বলতে হচ্ছে। এক বছরের হিসের আমার কাছে আছে আপনারা কি করেছিলেন আরবান ডেভেলাপমেন্টের। অন্ততঃ এক বছরের হিসাব আমার কাছে আছে। ৯২-৯৩ এই আর্থিক বছরে আরবান ডেভেলাপমেন্টের জন্য আপনাদের টাকা ছিল ৭৯.৮ কোটি টাকা। অন্তত একটা বছরের হিসাব আমার কাছে আছে, শেষ বছরের। ১৯৯২-৯৩ ইং এই আরবান ডেভেলাপমেন্টের জন্য আপনাদের টাকা ছিল ৭৯.৮ লক্ষ টাকা এটা ১৯৯৫-৯৬ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৪০৯.৭৬ লক্ষ টাকা, ১৯৯৬-৯৭ সালে এটা ৪৬১.০২ লক্ষ, ১৯৯৭ ৯৮ সালে ৪৫৫ ৩৩ লক্ষ টাকা। এবার ১৯৯৮-৯৯ সালে এখানে কিছু টাকা কমেছে এবার ৩৯৫ লক্ষ এই কারণে যে নন্-প্লেন গ্র্যান্ট যেটা কমে গেছে। নন্-প্লেন গ্র্যান্ট যদি আমাদের ঠিকমত থাকত বেশী টাকা পেতাম তাহলে আমরা গতবারের সমান টাকা দিতে পারব।

শ্রীজওহর সাহা : – পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন যে টাকাটা আরবান ডেভেলাপমেন্টের জন্য আমাদের আমলে যেটা ধরা ছিল সেটা কমেছে। আমাদের ১৯৯১-৯২তে সেখানে নন-প্লেনে কত টাকা ধরা ছিল এবং নন-প্লেনের টাকা মূলত কর্মচারীদের বেতনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এবার সেখানে আমার বক্তব্য ছিল কত কোটি টাকা ছিল আমার ঠিক রাউন্ড ফিগারটা মনে নেই। সেটা থেকে কমিয়ে এখন মাত্র ২ কোটি টাকার

মত আনা হয়েছে আগে তিন কোটি না কত ছিল। ফলে কর্মচারীদের বেতন দিতে ব্যাহত হয়েছে উন্নয়নতো দূরের কথা। ফলে এই ব্যাপারে উনার ক্লেরিফিকেশান কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য জানেন না। সেইজন্য আমি বলছি এটা দুর্ভাগ্য পৌরসভায় কোন দিন প্লেনের টাকা পায় না, নন-প্লেনের টাকা পায়। এখানে যে টাকার হিসাব দেওয়া হয়েছে সব নন-প্লেন। আপনাদের সময় এটা ছিল এখনও এটা আছে সবই নন-প্লেন-এর টাকা। এখন এখানে দুটি প্রশ্ন সমীরবাবু তাঁরা বিভিন্ন ভাবে তোলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেটা হচ্ছে আদার একসপেন্ডিচার মানে কেন বেশী রাখা হল বাড়িয়ে দিয়েছি নিশ্চয় এটা সমীরবাবু জানেন না আমি এই কথা বলব না জানেন। কিন্তু হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য এটা তোলেছেন।সব কিছু দেওয়ার পর যে টাকাটা থাকে জনগণের জন্য এটা হচ্ছে আদার একসপেন্ডিচার মানে এই দিক থেকে। নন প্লেনে অর্থাৎ সেলারি বাদ দিয়ে নন-সেলারি যে সমস্ত টাকা পয়সাগুলি থাকে এরমধ্যে উন্নয়নমূলক বা কাজকর্ম। তাতে এই আদার একসপেন্ডিচারের ক্ষেত্রে আমি এটা বলতে পারি যে ৮০২ কোটি তার যে ব্রেকআপ এটা আপনারা বাজেট বইটি দেখলে বুঝবেন। নন-প্লেনে এখানে আছে ৩৮৩.৪২ কোটি টাকা, প্লেন হেড থেকে আসছে ২২১.৫৮ কোটি টাকা। সেন্ট্রাল স্পনসরড স্কীম এবার আমরা ধরেছি ৯৮.১৪ কোটি টাকা আমরা পাব। এন, ই, সি, থেকে তারা ইতিমধ্যে জানিয়েছে ৮.৪০ কোটি টাকা আমরা পাব। এই সব মিলে হচ্ছে ৮০২.৭০ কোটি টাকা এটা হচ্ছে আদার একসপেন্ডিচার।

আর ফিনান্স দপ্তর এটাতো জানেন কর্মচারীদের সেলারি, পেনশন মানে লোক ইত্যাদি যা আছে সবই ফিনান্স দপ্তরকে করতে হয়।

আর প্রাইমমিনিষ্টার পেকেজ এটাতো আছে এটা অন্যভাবে আসবে। সেটাও এবার আমাদের জন্য সম্ভবত ১৫ কোটি টাকার মত গতবার যে টাকা ছিল টাকাটা আমাদের জন্য রয়েছে। গতবার যে টাকা ছিল এবারও সেই টাকা আসছে। গতবার প্রাইমমিনিষ্টার প্যাকেজ-এর মধ্যে যেটা বড় টাকার অ্যামাউন্ট সেটা আগরতলা সাব্রুম রাস্তার জন্য ধরা হয়েছিল। এই টাকাটা সেন্ট্রাল অ্যাসিসটেন্স হিসাবে আসে। এছাড়া অন্য যে প্রশ্নগুলি এখানে এনেছেন যেমন পে-কমিশন সম্পর্কে আমরা কি করব না করব। আমরা বাজেট পেশের মধ্যে এটা পরিষ্কার-ভাবে সরকারের পে-কমিশন সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করছেন সেটা বলা হয়েছে। পে কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলনেতা খুব জুর দিয়ে বললেন। তার যে লাইয়াবিলিটিস এখানে ৮০ থেকে ৯০ কোটি টাকা মত লাগবে। পে-কমিশনের রিপোর্ট তো আমরা পেয়েছি আমরা রাফলি হিসাব করে দেখিছি। আমি তো দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি দু'শ

কোটি টাকা অতিরিক্ত লাগবে কোন বেশী হেরফের হবে না। হিসাব থেকে সেটা বের হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা বেশী। সুতরাং গতবার সুধীরবাবু বলেছিলেন পে-কমিশন দিতে গিয়ে আমরা পরিষদীয়রা আমাকে ভুল হিসাব দিয়ে আমার অর্থনীতিটা প্রায় অচল করে দিয়েছে। সেই সময় কেন্দ্রে কংগ্রেসের রাজত্ব ছিল সেখানে থেকে সাহায্য পাওয়াতে আপনারা বেচে গেছেন। এই রকম ভুল পদক্ষেপ আমরা নিতে পারব না। সেই কারণে বলেছি এই নুতন সরকার তারা এটাকে শেয়ার এর ট্যাকসু হিসাবে বসাবে এবং পে-কমিশন রিপোর্টগুলি রাজ্যের। তারমধ্যে সেইগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শেখওয়াত কমিশন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী, সেখানে তারা, আমরা যখন প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে কথা বলি তিনিও তখন এটা বলেছেন একটা দেশের মধ্যে কেন্দ্রীয় কর্মচারী নাম দিয়ে তারা বেশী পাবেন আর রাজ্য কর্মচারীরা এটা পাবেন না এটা হতে পারে না। সরকারী কর্মচারী সে রাজ্যের হউক বা কেন্দ্রের হউক তারা সবাই সমান সুযোগ পাওয়া উচিত। আমি এক মত. আমি প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসাবে অন্ততঃ স্পেশাল কেটাগরীসকে তারা যাতে পোরো টাকাটা পেতে পারে পে-কমিশনের সঙ্গে তিনি বসবেন। তার জন্য যে অতিরিক্ত ইনভলবমেন্ট হবে তার জন্য নিশ্চয়ই আমি অর্থ দপ্তরকে দেব। প্ল্যানিং কমিশন এই ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এবং তিনি এটাও আশ্বাস দিয়েছেন যে, শেখওয়াত কমিশনের রিপোর্ট আমরা পেয়েছি কিছুটা চুড়ান্ত রিপোর্ট আমরা কিছু দিনের মধ্যে পাব। এবং এটা শুধু আপনাদের ব্যাপার না কিছু কিছু রাজ্য থেকে যে একসুটা পে-কমিশনের ব্যাপারে লাইয়াবিটিসু আছে তার উপরে একটা প্রচন্ড রকমের চাপ আছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন না কোন সিদ্ধান্তের মধ্যে আসতে হবে। আমরা মনে করি কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে আজ হউক কাল হউক সহসার মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত নিবেন। আমরা সেই জায়গার মধ্যে বলছি আমরা সেই সময়টা পর্য্যন্ত একটু অপেক্ষা করতে হবে। যদি কোন কারণে কোন রকম না হয় পে-কমিশন আমাদের হবে। আমরা কতটুকু দিতে পারব তখন হিসাব করব। এবং পে-কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছে সেগুলি সবটাই সরকার কার্য্যকরী করতে হবে এমন কোন বাধা-ধরা নেই। আমাদের যে সামর্থ আছে তার মধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। আমাদের দায়বদ্ধতা তো শুধু আজকে যারা শিক্ষক কর্মচারী আছে তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধতা না। এই রাজ্য আর লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে তাদের প্রতিও নজর দিতে হবে। বিশেষ করে গরীব অংশের মানুষ দারিদ্য সীমার নীচে যারা বাস করে, উপজাতি অংশের মানুষ যারা সবচেয়ে বেশী পেছনে পড়ে আছে। তাদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা আছে. বাজেটের মধ্যে এই কথাটাই প্রতিফলন করার চেষ্টা করছি। আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা নেব। পে কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এখানে কোন এক সদস্য বলার

চেষ্টা করেছিলেন বিধানসভার কোন ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক স্পীকার। বাড়িয়ে দিন। আপনারা অবশ্যই জানেন স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার বিধানসভার কর্মচারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত এখানে নেবেন। বিধানসভার যে সমস্ত কর্মচারী তাদের চার্জ হেডে তাদের বেতনের টাকা হবে। চার্জ হেডে যাদের বেতন হয় তাহলে পে কমিশনের আওতাধীন। তাদের বেতন কি বাড়বে না বাড়বে সেটি পে-কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে। মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয় কুমার রাংখল সর্বশেষ তিনি যেটা বলতে চেষ্টা করেছেন কর্মচারীদের বেতন হ্রাস করে অন্যান্য যারা আছে তাদের ব্যাপারে দেখার জন্য।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি কর্মচারীদের বেতন রিডিউস করার কথা বলেনি। তারা তাদের পাওয়ানা পাবেই কিন্তু অন্যান্য যারা আছে তাদের ব্যাপারে দেখার জন্য বলেছিলাম।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—হ্যাঁ, সেই কথাই আমরা এখানে বলতে চেষ্টা করছি। স্বাভাবিক কারণে মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত প্রশ্নগুলি তুলেছেন এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলব এই আলোচনার তাদের যে ভুল ধারণাগুলি ছিল তারা ইতিমধ্যে সেগুলি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। আমি সকলকে অনুরোধ করব আপনারা সকলে এই বাজেটকে সমর্থন করুন এবং আমরা যাতে একটা সর্ব সম্মত বাজেট নিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ইআমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই, এই কয়টা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আপনি তো আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেননা। কেন কোন কন্টিজেন্সি ফান্ড নেই আমাদের এখানে। সেটা প্রভিশান তো সংবিধানে আছে। কেন আমাদের রাজ্যে তা হচ্ছে না ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যে কন্টিজেন্সি ফান্ডের কথা বলেছেন সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব। আমাদের উত্তরসূরী যারা ছিলেন তারা তা রাখেননি। তবে আমরা এটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখব। আমরা বাজেটের মধ্যে এটা রেখেছি। আমরা এবার যেটা করেছি সেটা হচ্ছে একটা নূতন আর্থিক প্রতিষ্ঠান আই, ডি, এফ, সি, তা গঠন করতে যাচ্ছি। সেটার থেকে খনন সংগ্রহ করা হবে। সেটা বাজেটের মধ্যে আছে। ইনফারস্টাকচার ডেভেলাপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশান। সেটা আগে আমাদের এখানে ছিল না। কারণ আমাদের রিসোর্স কালেকশান করার জন্য যে সমস্ত পথ আছে, পন্থা আছে

সেই সমস্ত আমরা করছি। আমরা এই বাজেটের মধ্যে দেখছি যে ১০ কোটি টাকার একটা কন্টিজেন্সি ফান্ড আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা নির্ধারিত সময়সূচী অতিক্রম করে গেছি। স্বভাবত এই সভা এমনিতেই ভরাক্রান্ত। আমি বেশী সময় নিয়ে এই সভাকে আরো ভরাক্রান্ত করতে চাইনা। এখানে বাজেট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ট্রেজারী বেঞ্চ এবং বিরোধী বেঞ্চের যে সদস্যরা আছেন তারা তাতে অংশ গ্রহন করেছেন যার যার দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে আমি সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই আলোচনা প্রাণবন্ত করে তুলার জন্য। গত ২০ তারিখ মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউজে যে বাজেট প্রস্তাব করেছেন তাকে সমর্থন করছি এই কারণে আমাদের রাজ্যে যে বহুমুখী সমস্যা এবং আমাদের যে সামর্থ্য এই পরিস্থির মধ্যে অগ্রা-ধিকার নির্ধারণ করা এবং সামর্থ্যের উপর দাঁড়িয়ে আগামী এক বছরের অর্থ বন্টন করা এবং এটার একটা রূপরেখা তৈরী করার যে প্রচেষ্টা যে ভাবে বাজেট করা হয়েছে এর চাইতে আর ভালোভাবে করার সুযোগ আছে বলে আমার জানা নেই। এই কারণেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি। এর অর্থ এই না যে এই বাজেটে আমি বা আমরা বা আমার সরকার আমরা খুশি বা পুরোপারি সন্তুষ্ট। আমার সেই ভাবে বলবনা যে আমরা খুশি বা সন্তুষ্ট। কেন এই কথা বলেছি, বলছি এই কারণে আমাদের রাজ্যের ৭৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে। প্রায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ আছে শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত বা লেখাপড়া শিখতে পারেননি কিন্তু কর্মক্ষম। তাদের কাজের কোন ব্যবস্থা করা যাচ্ছেনা। তারা বেকার। এই রকম একটা পরিস্থির মধ্যে দাঁড়িয়ে, মানুষ সরকারের কাছে তাদের বিরাট একটা প্রত্যাশা থাকবে, যেটা এই সভার তরুণ সদস্য আমি শুনেছিলাম আলোচনা মাননীয় প্রনব দেববর্মা বলছিলেন যে বাজেট অধিবেশন যখন বসে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ গভীর আগ্রহ নিয়ে উদাগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করেন বাজেটের মধ্যে তার স্বার্থে কি আছে তা জানবার জন্য। তা সঠিক কথা বলেছেন। কাজেই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি যেটা বলেছি যে ৭৪ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে আড়াই থেকে তিন লক্ষ বেকার আছে এবং আরো নানা বিধ সমস্যা আছে। এই দু'টি চিত্র থেকে পরিস্কার বুঝা যায় আমাদের হাল হকিকৎটা কি। কাজেই এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে এই সমস্যাগুলিকে মোকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের যে আর্থিক সামর্থ্য এবং সঙ্গতি থাকা দরকার। সেটা না থাকাতে এই সমস্যাগুলি দূর করার জন্য আমরা যা করতে চাই, যা

করা উচিত, শাসক দল, বিরোধী দল যে যেখানেই থাকুন না কেন অত্যন্ত মানুষের স্বার্থে সেগুলি করার জন্য কাজ করা উচিত। আমাদের সুযোগ সীমাবদ্ধ। হাত-পা বাঁধা। কেন এ রকম হল? এর জন্যে তো এইখানকার বর্তমান সরকার বা এর আগে এই রাজ্য যারা চালিয়ে-ছিলেন তাদের বিচ্ছিন্ন করার কোন সুযোগ নেই ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল গত ৫০ বৎসর যাবৎ উপেক্ষিত হয়ে আসছেন, অবহেলিত হয়ে আসছেন। মাটির তলায় যে সম্পদ, মাটির উপরে যে সম্পদ এই সম্পদকে কাজে লাগাবার জন্য যে পরিকাঠামো গড়ে উঠার দরকার ছিল সেগুলি গড়ে উঠেনি। এবং এই পরিকাঠামো গড়ে উঠার ক্ষেত্রে অভিভাবক হিসাবে কেন্দ্রের দায়িত্ব অসীম। আর তা গড়ে না উঠার জন্য কেন্দ্রের কোন দল তাকে আলাদা ভাবে দায়ী করলে ভুল হবে না। গত ৫০ বছরে আমরা দেশের মধ্যে যেটা লক্ষ্য করছি তা হচ্ছে, একটা অসম বিকাশ। মহারাষ্ট্র যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, কর্ণাটক যে ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তামিলনাড়ু যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, এমন কি পশ্চিমবাংলা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তুলনামূলক ভাবে আমি শুধু ত্রিপুরার কথাই বলছি না সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলই সে তুলনায় হাজার যোজন দূরে। আমি বলব, আগরতলা শহর যতটা এগিয়েছে তার থেকে গন্ডাছড়া শত যোজন পেছনে পড়ে আছে। এই যে বৈষম্য, অবহেলা, অবজ্ঞা এবং সঠিক একটা সমতার স্তরে সমগ্র রাজ্যকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টার যে দৃষ্টি ভঙ্গী থাকা দরকার ছিল তার ঘাটতির বিষময় পরিণতি আমরা আজকে লোগ করছি। এই রকম একটা জায়গা থেকে আমরা উঠে আসার চেষ্টা করছি। এর জন্য শুধুমাত্র জাতীয় স্তরে কোন নির্দিষ্ট দলকে দায়ী করলে ঠিক হবে না। তবে শাসক দলের প্রধান দায়িত্ব তো থাকবেই। কিন্তু শাসক দলই শুধু নয়, এমন কি জাতীয় স্তরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিও উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই যে প্রায় তিন কোটি কি পোনে চার কোটি লোকের মধ্যে ৫৫ লক্ষ উপজাতি অংশের মানুষ বঞ্চিত হয়েছে সে ব্যাপারে কিছুই বলেন নি। সেই বৃটিশ শাসিত সময় থেকেই এই অঞ্চল অবহেলিত। স্বাধীনতার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ চেষ্টা করেছি, দেশ যখন ভাগ করে তখন এই উত্তর পূর্বা-ঞ্চলকে আলাদা করবার জন্য, বাফার স্টেট করবার জন্য। এই এলাকার মানুষ বিশেষ করে ট্রাইবেল ইনটেলেকচুয়েলদের একটা অংশকে ট্রেপ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সেই ফাঁদে পা দেয় নি। তারা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে, তারা ভারতের সঙ্গে থাকবে। কাজেই সেই জায়গায় স্বাধীনতার পর থেকে যে দৃষ্টি ভঙ্গি নেওয়ার দরকার ছিল সেই নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখিয়েছেন এর জন্য শাসক দল সহ সমস্ত ন্যাশনেল পলিটিক্যাল পার্টিগুলির দায়িত্ব ছিল। বিরোধিতার জন্য শুধু বিরোধিতা করলে হবে না। দেশের অগ্রগতির জন্য, দেশের যে সম্পদ মানব সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে একটা আত্ম নির্ভরশীল জাতি হিসাবে কাজে লাগানোর জন্য তাদের দিক থেকে প্রস্তাব রাখার দরকার

ছিল। উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই বৈষম্য তার থেকে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতের কি ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে সেটা খানিকটা অনুমান করে এর থেকে বাঁচবার চেষ্টা করেছিলেন আমাদের গ্যাডগিল সাহেব। গ্যাডগিল সাহেব যে ফর্মুলা দিয়েছিলেন সেটাও ঠিক ভাবে কার্যকরী করা হল না। উনি প্ল্যানিং কমিশনের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। উনি ১০টি স্টেটকে এ বি, সি, নয় তারচেয়েও বেশী স্প্যাশাল ক্যাটাগরি বলেছিলেন। এগুলির মধ্যে আছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্য। উনি বলেছিলেন, প্ল্যানিং এলোকেশানের বাইরে এই অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রকে আদার ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউট থেকে সাহায্য করতে হবে। এই জন্য নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিয়ন কাউন্সিল সেখানে হয়েছে। এই রিজিয়নকে ডেভেলাপ করতে গিয়ে তার যে ক্রাইটেরিয়া ঠিক করা হয়েছে তার ফল কি এই সমস্ত রাজ্য আজ তা অনুভব করছে আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিপর্যস্ত এখানে বলা হয়েছে, সমস্ত প্ল্যান এবং প্রজেক্টের জন্য এখানে যে টাকা ধার্য থাকবে সেটা হচ্ছে রিজনাল নেচার। এতে যা হবে তার থেকে সমস্ত রাজ্যগুলিকে লাভবান হতে হবে। তারজন্য আমাদের এখানে যে সমস্ত স্কীম হচ্ছে তাতে একটা মাত্র রাজ্য লাভবান হচ্ছে না। যেমন ধরুন, রামচন্দ্রনগরে থার্মাল প্রজেক্ট হচ্ছে। এর থেকে আমরা কিছু পাওয়ার নিতে পারব। এটা একটা অ্যাকসেপশন্যাল ব্যাপার। এতে করে দেখেছি আমাদের বিভিন্ন স্কীম ওখানে গিয়ে মার খাচ্ছে। এন, ই, সির সেই মিটিং-এ চেয়ারম্যান ছিলেন মাতা প্রসাদ। সেই মিটিং-এ আমরা প্রোটেস্ট করেছি যে এটা হতে পারে না। এটাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। এতে করে ত্রিপুরা কোন দিনই লাভবান হবে না। এবং এন, ই, সির কোন অর্থ হয় না। এই দাবী আমরা করেছি। এটা চেঞ্জ করেছি। দেরীতে হলেও দেবগৌড়া সাহেব, উনি কোন দলের লোক সেটা বড় প্রশ্ন না, সেই জায়গায় যে এপ্রোচ নেওয়া হয়েছিল গ্যাডগিলের প্রস্তাবনা থেকে সেটা কার্যকরী না হলেও যুক্ত ফ্রন্টের সময় একটা দৃষ্টিভংগী নেওয়া হয়েছে। তিনি এসেছেন কতদিন ঘুরেছেন। সেটা বড় কথা না, এক বছর ঘুরেও যদি কিছু না করেন তাহলে তো কিছু লাভ হবে না। ৭ দিন একটা বড় সময় না। আমি ত্রিপুরাতে জন্মগ্রহণ করেছি, আমি ত্রিপুরার সবকিছু বুঝে গেছি আমি সে দাবী করব না। ত্রিপুরাকে বুঝবার জন্য আমার আরও সময় লাগবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ৭ দিনের মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্য বুঝে গেছেন তা না। এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ আছে, বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতির মানুষ আছেন, বিভিন্ন উপজাতি আছেন এবং তাদের মধ্যে আবার বিভাজন আছে, তাদের স্বকীয় কালচার আছে এটা চট করে ৭ দিনের মধ্যে বুঝা যাবে না। তবে একটা ব্রোড এপ্রোচ নিয়েছেন-দুই ভাবে ভাগ করেছেন। একটা হচ্ছে যে প্রাকৃতির সম্পদ আছে সেটাকে কাজে লাগাবার জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল এসিস্ট্যান্স আমরা কি দিতে পারি তার জন্য শুক্লা কমিশন। আর শিক্ষিত বেকার

ছেলেমেয়ে যারা আছে তাদেরকে ইমিডিয়েটলী কাজের ব্যবস্থা করার জন্য একটা কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের সিনিয়ার সচিব গোপরায় কমিটি তিনি গঠন করেছেন। এবং তাঁরা যে সমস্ত রিক-মেন্ডেশানগুলি দিয়েছেন এগুলি যুক্তফ্রন্ট সরকার এ্যাকসেপ্ট করে যাওয়ার মত অবস্থা করে যেতে পারে নি। তার আগেই ভেঙ্গে পড়েছে নতুন সরকার এসেছে। নতুন সরকার এ সম্পর্কে এখনও সুনির্দিষ্ট ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। একটা ডিসিশান নিয়েছেন সেটা এই এলাকার উন্নয়নের কাজের সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত দপ্তরগুলি আছে সেই দপ্তরগুলি যে টাকা বরাদ্দ থাকবে তার থেকে ১০ পার্সেন্ট টাকা আলাদা করে নিয়ে তারা একটা করপাস ফান্ড করবেন। ওসেনাগ্রাফি একটা দপ্তর আছে। আমাদের এখানে সমুদ্র নেই। সেই সমুদ্রকে ভিত্তি করে যে সমস্ত সুযোগ আছে তারা সেগুলি নিতে পারে। কিন্তু আমাদের এখানকার এলাকার মধ্যে যে সমস্ত দপ্তরগুলি আছে, যে সমস্ত বিষয়গুলি ডেভেলাপমেন্টের সঙ্গে যুক্ত সেখান থেকে ১০ পার্সেন্ট আমরা পাব। এবং বলেছেন ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা এবং সেটা নন লেপসেবাল। এটা তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং সেখান থেকে তারা এই টাকা দেবেন। প্রাইম মিনিষ্টারের মিটিং-এ যা ডিক্লেয়ার করা হয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার থাকার সুযোগ হয়েছিল সেখানে ক্যাটাগোরিক্যালী আমরা বলেছি আমার রিটেনস্পীচের বাইরে এই নন ল্যাপসেবাল ফান্ড যেটা করা হচ্ছে সেটা কোন রাজ্য কোন খাতে কতটাকা পাবে এটা আগাম ডিক্লেয়ার করতে হবে। এখানে আপনারা এন. ই. সির মত ডিক্লেয়ার করে দিলেন, একটা টাকার ফিগার দিয়ে দিলেন সেটা হবে না। আমরা হিসাব করে দেখিয়ে দিয়েছি যে আসাম এবং অরুণাচল প্রদেশ সবচেয়ে বেশী টাকা পাচ্ছে। এতে আমাদের ঈর্ষা নেই। তারাও উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য। বেশী টাকা নিয়ে তারা যদি তাদের পশ্চাদপদতা দূর করতে পারেন তাহলে তো ভালই। এই জায়গায় আমরা যেটা বলেছি যে ইয়ার মার্ক করে দিতে হবে যে আমাদের যে স্কীমগুলি আছে সেগুলিকে ধরে পরে পরীক্ষা করা দরকার। যাইহোক এখানে আমি যে কথা বলতে চাই এই যে একটা পশ্চাদপদতা এবং থেকে সৃষ্টি হয় আমাদের এই সমস্যা থেকে বেড়োতে গেলে ৫০ বছরের যে গ্যাপটা সেই গ্যাপটা তো চট করে দূর করা যাবে না। ধীরে ধীরে দূর করতে হবে। একটা বাৎসরিক বাজেটে তার সবকিছুর প্রতিফলন ঘটবে সেটা মনে করা সঠিক না এবং বাস্তবোচিত না। কথা হচ্ছে আমরা তো এই ভাবে চলতে পারিনা যে যেমন পেলাম তেমন ভাবে চললাম। এটাতো হতে পারে না। কেন পরিকল্পনা নিতে পারলাম না এটাতো হতে পারে না। আমরা বামফ্রন্ট সরকার সামগ্রিক সমস্যাগুলিকে বিবেচনার মধ্যে রেখে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। আমরা এই পাঁচ বছর আছি, মানুষ যদি আমাদের সমর্থন করেন তাহলে তার পরের ৫ বছর আমরা থাকব। না চাইলে থাকব না। কিন্তু নিজের পায়ে ত্রিপুরাকে দাঁড় করাবার, আত্মনির্ভরশীল

করবার জন্য একটা ব্রোড এপ্রোচ্ নেবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমরা সবচেয়ে যে জায়গায় বেশী জোর দেবার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে কৃষি সেকটার। সেখানে কৃষি, মৎস্য, বন সৃজন, হরটিকালচার, সেরিকালচার এই সমস্ত বিষয়গুলিকে নিয়ে আমরা প্রাইমারী সেক্টার বলে থাকি। এটার উপর আমরা সবচেয়ে বেশী জোর দেবার চেষ্টা করছি। আর এই জায়গার উপর দাঁড়িয়ে আমরা যেটার উপর আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে জমির সদব্যবহার। এমনিতে ছোট্ট রাজ্য, পাহাড়ী রাজ্য। কিন্তু আমাদের পাহাড়ে পাথর খুব কম। বেশীর ভাগ মাটিকেই ব্যবহার করা যায়। সবজায়গায় ধান্দাবাজ চলে না। যেখানে যেটা হয় সেখানে সেটাকে কাজে লাগাতে হয়। বিরোধী দল থেকে কোন কোন সদস্য মহোদয় বলেছেন যে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। এই দায়িত্ব যদি বামফ্রন্ট সরকারের কাছে বর্তায় খানিকটা অংশীদার আমরা সেটা অস্বীকার করতে পারি না কারণ সবটা করতে পারি নি। সেই জায়গায় কিন্তু এই ভাবে দোষারূপ করার সময় এখন না, এখন সময় হচ্ছে সেই জায়গা থেকে বের হতে হবে। সেই জায়গায় বেরুবার প্রশ্নে আমরা এখানে যেটা সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়ার চেষ্টা করছি এখানে আমরা যেটা বলছি খাদ্যের স্বয়ংম্ভরতা। হিসাব করে আমরা দেখেছি যে আমাদের কর্ষন যোগ্য জমির ২৭ ভাগ আমরা চাষ করছি। ২৭ ভাগকে যদি ১০০ হিসাবে ভাগ করি তাহলে ১৩'৪ ভাগ কিন্তু এ্যাসিউর ইরিগেশান নয়, সবটা এ্যাসিউরড্ নয় তার মধ্যে সিজন্যাল এবং মনসুন্যাল আছে এটাকে এ্যাসিউরড্ করা দরকার, এটাকে বাড়ানো দরকার। এখানে গিয়ে আমরা সেই জায়গাটা কিছু দেখেছি আমাদের যে চাহিদা, আমাদের যে উৎপাদন তাতে ৩০ থেকে ৩৩ ভাগের মত ঘাটতি আছে। সমস্ত প্রতিকুলতা, সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে এটাই যদি সঠিক হয় দপ্তরের দেওয়া তথ্য এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের দেওয়া তথ্য তাহলে আমি বলব হতাশা হওয়ার কোন কারণ নেই। আমরা যে নুতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগুবার চেষ্টা করছি আমরা ২ বছর, ৩ বছর, ৪ বছর, ৫ বছর পারলাম না, আমরা যেটা পারলাম না আমাদের যদি হটিয়ে দিন নুতন যারা আসবেন তারা অথবা মানুষ যদি আবার আমাদের রাখেন নিশ্চয়ই ৭/৮ বছরের মধ্যে আমাদের খাদ্যের স্বয়ংম্ভর হওয়া মোটেই কঠিন হবে না। এটাকে বিবেচনায় রাখা, জমির সৎব্যবহার, জমির সৎব্যবহার মানে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা, প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না। কারণ সেই জায়গায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেছে তাকে কাজে লাগাতে হবে। এর সঙ্গে আমরা যেটা যোগ করতে চাই কমিনিকেশান এবং সেটা হচ্ছে চলার রাস্তা তার সঙ্গে যোগ করছি সেচ। এখন তো এটা বলবে না কাছেই সেখানে মেশিন বসাতে হবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি যেখানে চলে গেছে সেটা করতে গেলে পাওয়ার এসেনশিয়্যাল। আজকে ডেভেলাপমেন্ট এবং পাওয়ারের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। একটা আর একটার সঙ্গে

অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। যেখানে আমরা বলছি গ্রামে বিদ্যুৎ নিয়ে যেতে হবে। বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাটের সঙ্গে সেচ এই তিনটা যদি আমরা একটা জায়গায় কমবাইন্ড করতে পারি তাহলে এই জায়গার যে পতিত জমি খিল পড়ে আছে সেই জায়গার মধ্যে ফসল উৎপাদন করা কঠিন নয়। ট্রেডিশনাল যে জুম চাষ প্রথা এটা নাকি কৃষি হিসাবে গণ্য হচ্ছে না আমরা সরকার কিন্তু এটা মানতে রাজী নই। আমরা চাইব এখানে যারা জুম চাষের উপর নির্ভরশীল তাদের যেন চিরদিন এই জুম চাষের উপর নির্ভরশীল না হয়ে থাকতে তাদের একটা ঠিকানা দেওয়া এবং ধীরে ধীরে জুম প্রথা থেকে উচ্ছেদ করে জোর করে বন্ধ করে দেওয়া নয়। এর সঙ্গে যার রক্ত, মাংস, কৃষ্টি, সংস্কৃতি যুক্ত রয়েছে ধীরে ধীরে তার উপলব্ধির মধ্য থেকে এখানে বিজ্ঞান ভিত্তিক যে চাষ সেই চাষের দিকে তাদের আস্তে আস্তে ডাইভারট্ করার চেষ্টা করা। এটা আমাদের প্ল্যানিং বোর্ডের মিটিং-এর মধ্যে আলোচনায় এসেছে আমরা এটাকে জোর দেওয়ার চেষ্টা করছি। দ্যাট ইন ভিউ ইমিডিয়েট রিসোর্সের মধ্যে আমাদের যা আছে যেখানে এই বাজেটের মধ্যে সেই জায়গায় সবচেয়ে বেশী আমরা জোর দেওয়ার চেষ্টা করছি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে শিক্ষা-মানুষের জন্যই তো এই সব করা। সেই মানুষকে ডেভেলাপ করার জন্য আমরা শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছি। অনেক স্কুল বন্ধ আছে, এত স্কুল আগে ছিল না, এমনও অনেক গ্রাম ছিল যেখানে ৩০ বছর আগেও বারোয়ারী স্কুলেরও টিকি খুঁজে পাওয়া যায় নি। আজকে সেই জায়গার মধ্যে মাধ্যমিক স্কুল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্য হলেও এই সত্য আজ আমাদের স্বীকার করতে হবে মাননীয় সদস্যরা যেসব দিয়েছেন সব ঠিক নয় কিন্তু এটা অস্বীকার করা যাবে না কিছু স্কুল বন্ধ আছে কি কারণে বন্ধ আছে এটা আমরা সবাই জানি। এটা পীড়াদায়ক কিন্তু বন্ধ আছে বলে এই বিকাশের কর্মসূচী বন্ধ থাকতে পারে না, বন্ধ স্কুলকে খুলতে হবে। যেখানে প্রাইমারী স্কুল আছে সেখানে সিনিয়ার বেসিক স্কুল উন্নীত করতে হবে, যেখানে সিনিয়ার বেসিক স্কুল আছে সেখানে মাধ্যমিক স্কুল উন্নীত করতে হবে। যেখানে মাধ্যমিক স্কুল আছে সেখানে দ্বাদশ স্কুলে পরিনত করতে হবে। দ্বাদশ স্কুলে পরিনত করলে হবে না সেখানে বিজ্ঞানের সুযোগ সম্প্রসারণ করতে হবে শুধু আগরতলায় বা সাব-ডিভিশন্যাল হেড কোয়াটারসগুলিতে যারা পড়াশুনা করেন তারাই শুধু বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পাবেন তা হতে পারে না। আমি যখন স্কুলে পড়ি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৩/৪টা কলেজ ছিল। এখন প্রত্যেকটি মহকুমায় কলেজ আছে, নুতন যে মহকুমাগুলি আছে সেখানে আমরা করে উঠতে পারি নি। সেই জায়গাগুলিতে ভবিষ্যতে কিভাবে কলেজ করা যায় আমরা এই জায়গায় বলছি। সরকারী উদ্যোগের সীমা-বদ্ধতা থাকলেও বেসরকারী উদ্যোগকে আমরা এখানে আহ্বান জানাচ্ছি। এর মধ্যে ট্রাইবেল কমপ্লেক্স এলাকার মধ্যে বাছাই করে যাতে একেবারে ভিতরের ছেলে-মেয়েরা এসে ওখানে হোস্টেল ফেসিলিটি নিয়ে, সমস্ত সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশুনা করতে পারেন এমন একটা কলেজ করা যায়

কিনা তার জন্য আমাদের এ্যাকটিভ কনসিডারেশন আছে। কাজেই শিক্ষা খাতে আমরা সবচেয়ে বেশী খরচ করার চেষ্টা করেছি। স্বাস্থ্য পরিসেবা যা আছে তাতে আমাদের পুরোপুরি সন্তোষ্ট মনে করার কোন কারণ নেই। এই স্বাস্থ্য সেবাকে সম্প্রসারণ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এখানে আমরা স্পেশ্যালি যেটা বলেছি আমাদের প্ল্যানিং বোর্ডের মধ্যে আমরা একটা সাব কমিটি তৈরী করেছি। এটা ইনঅ্যাকসেসেবিলিটি। এটাকে ব্যাক থ্রো করতে হবে। এই জিনিস চলতে পারেনা। প্রত্যেক বৎসরে একটা বিশেষ সময়ে মিটিং করে এই জায়গাগুলির মধ্যে ডাবল রেশন ব্যবস্থা করে, কাজের বদলে খাদ্য দিয়ে এইরকম-ত ৫০ বৎসর ধরে চলছে। আরও ৫০ বৎসর এইভাবে চলতে দেওয়া যায়না। কাজেই সেই জায়গাগুলিকে আইডেন্টিফাই করা, এক-একটা ব্লকের মধ্যে এইরকম একটা এলাকা ধরে চিহ্নিত করে সেই জায়গাগুলিকে ব্যাক থ্রো করার জন্য একটা গ্রোথ সেন্টার সেন্টার হিসাবে ডেভেলাপ করা যায় কিনা। আমি যেটা বলছি আমরা এখানে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এই ৫০কে বাজেটের মধ্যে কিছু আলোক-পাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি আগেই বলেছি এতে একটা বাৎসরিক বাজেটে যে ৫০ বৎসরের গ্যাপ এবং এই যে হ্যান্ডিক্যাপস্ সি তার মধ্যে দাঁড়িয়ে পুরোপুরি প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব না। এটা সবাই বুঝেন, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও বুঝেন। কিন্তু তারা বিরোধিতা করছেন। আমি তাদের বক্তৃতা শুনেছি, এখানে বসে যতটা শুনেছি, ঘরে বসেও শুনেছি, শোনার সুযোগ আছে। তাতে কেউ কেউ কিছু কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব রেখেছেন। এগুলি নিশ্চয়ই আমি অনুরোধ করব আমার অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী যারা এখানে শুনছেন, আমাদের কাজের ক্ষেত্রে এই যে গঠনমূলক প্রস্তাবগুলি, খবু কম করে হলেও এক দুইটা যাই হোক এসেছে, সেগুলিকে আমরা আগামী দিনে কাজের মধ্যে আমরা বাস্তবধর্মী উদ্যোগ নিয়ে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারি। সেই চেষ্টা আমরা নেব এবং আমরা আশা করব যে, সামগ্রিক সীমাবদ্ধতা তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের যে প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টা অনুধাবন করে, আগামী দিনের কাজের ক্ষেত্রে, আমরা যে উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করছি, নিজের পায়ে দাঁড়াবার, নিজের ক্ষমতার উপর দাঁড়াবার এবং দাঁড়াবার মত এখানে আমাদের প্রচুর সম্পদ আছে। এই সম্পদকে ভিত্তি করে, একটু কেন্দ্রীয় সহযোগিতা এবং সকলের গঠনমূলক যে সমর্থন সেখানে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই আমরা এগিয়ে যেতে পারব। ভুল যেখানে থাকবে, ত্রুটি যেখানে থাকবে, শূন্যতা যেখানে থাকবে, বিরোধী দলের সদস্য শুধু না, এই সভার সদস্যরা শুধু না, যে কোন নাগরিক ত্রিপুরার যে কোন প্রান্ত থেকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গঠনমূলক এখানে প্রস্তাব যদি সেখানে রাখেন, আমাদের সত্যিই কোন ভুল ত্রুটি যদি ধরিয়ে দেন, আমরা সেখানে মাথা নত করে সেটা পরীক্ষা করে দেখব

এবং সত্যি সত্যি যদি অনুভব করি সেখানে ভুল আছে, একুটি আছে, আমরা সেটা সংশোধন করে সঠিক পথে যাওয়ার চেষ্টা করব। এই জায়গায় আমরা সকলের সমর্থন প্রত্যাশা করব, বিরোধী দলের পক্ষ থেকেও গঠনমূলক সাহায্য আমরা চাইব। এই সাহায্যের প্রত্যাশা নিয়ে আমার এই বাজেট প্রস্তাবকে আবারও সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা এখানেই শেষ হল।

এই সভা আগামী ২৬শে আগষ্ট ১৯৯৮ইং বুধবার, বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers) ANNEXURE 'A'

Admitted Starred Question No-29

Name fo M. L. A. :— Sri Amitabha Datta.

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, সাম্প্রতিককালে ধর্মনগর-গৌহাটি টি, আর, টি, সি, বাস চালু করা হয়েছিল এবং

২) বাস সার্ভিস চালু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বাস চলাচল অনিয়মিত হয়ে পড়ে,

৩) ইহাও কি সত্য যে, বর্তমানে এই বাস সার্ভিস বন্ধ হয়ে আছে,

৪) যদি সত্য হয় এর কারণ কি ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নয়।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে

৩) কোন প্রশ্ন উঠে না।

৪)

Admitted Starred Question No—24

Name of M. L. A. :— Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) আগরতলা থেকে গৌহাটি পর্যন্ত যে সকল বে-সরকারী সুপার বাস চলে এর ভাড়া সরকার

অনুমোদিত কি না ;

২) অনুমোদিত হলে প্রতি কিঃ মিঃ তে ভাড়া কত ?

উত্তর

১) আগরতলা থেকে গৌহাটি পর্য্যন্ত বে-সরকারী সুপার বাস বলতে কোন বাস চলাচল করে না।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Qusstion No :—29

Name of Member :—Sri Prasanta Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১) কমলপুর বিভাগের সালেমা বাজারের সন্নিকটে ধলাই নদীর উপর কচুছড়ার সাথে সংযোগের সেতু নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২) যদি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা থাকে তবে কবে উক্ত কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

২) বর্ত্তমান অর্থবর্ষে কাজটি শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No—35

Name of Member :— Sri Siddhan Das

Hon'ble Ministin in Charge Labour Deptt, to be pleased to state :—

প্রশ্ন

রাজ্যে কৃষি শ্রমিক সহ অন্যান্য শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করার কোন-পরিকল্পনা সরকারের

আছে কি?

উত্তর

রাজ্যে কৃষি ও অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারন ও পুনঃ নির্দ্ধারন প্রতি দুই বৎসর অন্তর অথবা ভোক্তা মূল্য সূচকের ৫০ পয়েন্ট বৃদ্ধি হলেও অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয় বিবেচনা করে বিভিন্ন তালিকাভূক্ত পেশায় ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারণ করা হয়। নিম্নে ১১ (এগারটি)টি ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারণ ও পুনঃ নির্দ্ধারণ এর তারিখ ইত্যাদি দেওয়া হল।

কর্মক্ষেত্রের নাম	নির্দ্ধারণের তারিখ	পুনঃ নির্দ্ধারণের তারিখ
১) পাথর ভাঙ্গা ও পাথর চূর্ণ করা	৯,১১,৯৫	পুনঃ নির্দ্ধারণের জন্য মাননীয় বিধায়ক শ্রী সমীর দেব সরকারকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
২) বিড়ি	—	বিগত ৪.৮.৯৫ ইং তারিখে থেকে পুনঃ নির্দ্ধারিত মজুরী চালু হয়েছে ও ১-৯-৯৬ইং থেকে V. D. A. ২,১৬ পয়সা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে।
৩) পেট্রোল পাম্প	নির্দ্ধারিত মজুরী ১.৮.৯৭ ইং তারিখ থেকে চালু হয়েছে	যথা সময়ে আবার পুনঃ নির্দ্ধারণ করা হবে।
৪) ইটভাট্টা	—	বিগত ২৯-৮-৯৬ ইং তারিখ থেকে পুনঃ নির্দ্ধারিত মজুরী চালু হয়েছে। পুনরায় পনুঃ নিদ্ধারণের জন্য বিধায়ক শ্রী মাধব সাহার চেয়ারম্যানশীপে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
৫) চাল কল	নির্দ্ধারিত মজুরী ১,৯.৯৭ ইং থেকে চালু হয়েছে	যথা সময়ে পুনঃ নিদ্ধারণ করা হবে।
৬) মোটর যান সংস্থা	—	পুনঃ নির্দ্ধারিত মজুরী ৮-১-৯৭ইং থেকে চালু হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রের নাম	নির্দ্ধারণের তারিখ	পুনঃ নির্দ্ধারণের তারিখ
৭) দোবগণও সংস্থা	—	পুনঃ নির্দ্ধারিত মজুরী ১[illegible]-৯-৯৭ ইং থেকে চালু হয়েছে
৮) রাবার বাগিচা	—	পুনঃ নির্দ্ধারিত মজুরী ১৫-১১-৯৬ ইং থেকে চালু হয়েছে পুনরায় পুনঃ নির্দ্ধারণ করার প্রস্তাব বিবেচনাধীন।
৯) চা বাগিচা	—	পুনঃ নির্দ্ধারিত মজুরী ১-১২-৯৭ ইং থেকে চালু হয়েছে।
১০) কৃষিক্ষেত্র	—	পুনঃ নির্দ্ধারিত মজুরী ২০-১১-৯৭ ইং থেকে চালু হয়েছে।
১১) রাস্তা ও গৃহ নির্মাণ	—	পুনঃ নির্দ্ধারিত মজুরী ৭-৬-৯৬ ইং থেকে চালু হয়েছে। পুনরায় পুন নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

—o—

Admitted Starred Question No. 43

Name of the Member :— Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister of Fisheries Department be please to state —

প্রশ্ন : ১—ডম্বুর জলাশয়ে গত আর্থিক বছরে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ কত ছিল ?

উত্তর : ১— ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক বর্ষে মোট ধৃত মাছের পরিমাণ ১৬'০৯৬ মেট্রিক টন।

প্রশ্ন : ২—ইহা কি সত্য যে মাছ উৎপাদন আরো বেশী বাড়াবার জন্য সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

উত্তর : ২— হ্যাঁ সত্য, সরকার রাজ্যে মাছের উৎপাদন বাড়াতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

Admitted Starred Question No. 45

Name of the Member :— Shri Amitabha Datta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water Resources, P.W.D. be pleased to state—

প্রশ্ন : ১ – ধর্মনগর শহরের পশ্চিমাঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শুকনাছড়া ডাইভারসণ স্কীমটি রূপায়ণের জন্য কোন সালে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

উত্তর : ১— ১৯৮৯-৯০ সালে।

প্রশ্ন : ২—ইহা কি সত্য, এই স্কীমটি রূপায়ণের জন্য ১৯৯৬ সালে প্রায় চার হাজার জনগণের স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন-পত্র ত্রিপুরা বিধানসভা সচিবের নিকট প্রদান করা হয়েছিল ?

উত্তর : ২— হ্যাঁ, সত্য।

প্রশ্ন : ৩— জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এই দাবীটি বাস্তবায়নের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং আগামী কত দিনের মধ্যে এই কাজটি শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর : ৩— প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসকের অফিসে পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান ও জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হলে কাজটি শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 49

Name of the Member :— Sri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state —

প্রশ্ন : ১— ইহা কি সত্য, আমবাসা গন্ডাছড়া রাস্তাটির প্রয়োজনীয় মেরামতের অভাবে বেহাল অবস্থায় আছে ?

উত্তর : ১— গাড়ী চলাচল করছে, তবে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু ভাঙ্গন স্লিপ ও ব্লাকটপিং নষ্ট হয়ে আছে।

প্রশ্ন : ২—সত্য হলে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর : ২—রাস্তা দ্রুত মেরামতির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া রাস্তার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পর্য্যায়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No : 53

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১— গত ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যের কতটি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তর করা হয়েছে এবং

উত্তর : ১ —গত আর্থিক বছরে মোট ৬১টি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তর করা হয়েছে।

প্রশ্ন : ২— ১৯৯৮ ৯৯ইং আর্থিক বছরে কতটি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তর করার পরিকল্পনা সরকারের আছে? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর : ২—১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক বছরে ১৪৯ টি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তর করার কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

সদর	২০টি
খোয়াই	১২টি
কমলপুর	৮টি
গন্ডাছড়া	৩টি
লংতরাইভ্যালী	১টি
কৈলাশহর	১৮টি
কাঞ্চনপুর	১৭টি
ধর্মনগর	২৮টি
বিশালগড়	১৬টি
সোনামুড়া	৮টি
উদয়পুর	৪টি
অমরপুর	৯টি
বিলোনিয়া	৫টি
	১৪৯টি

Admitted Starred Question No : 55

Name of the Member : Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister in charge of the Fisheries Department be please to state : —

প্রশ্ন : ১—মৎস্যজীবিদের সন্নিবিষ্ট গুচ্ছ গ্রামে (Cluster village) গত অর্থ বৎসরে রাজ্যে মোট কতজন মৎস্য-

উত্তর : ১— গত ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক বর্ষে মোট ৬০ জন দুঃস্থ মৎস্যজীবিকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

জীবিকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২— বর্তমান অর্থ বৎসরে মৎস্যজীবিদের মধ্যে কতজনকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

উত্তর : ২ বর্তমান অর্থ বৎসরে মোট ৪০ জন দুঃস্থ মৎসজীবিকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

Admitted Starred Question No : 56

Name of the Member : - Sri Monoranjan Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water Resources (PWD) be pleased to state—

প্রশ্ন ঃ ১—১৯৮১-৮২ইং আর্থিক বৎসরে ধলাই নদীর বাঁধের উপরে যে সুইস গেইট নির্মান করা হয়েছিল বর্তমানে সেই বাঁধটির সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তাহা সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক সরজমিনে তদন্ত করে দেখা হবে কি না ?

উত্তর ঃ ১— হ্যাঁ দেখা হবে।

Admitted Starred Question No. : 57

Name of the Member :— Shri Monoranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state—

প্রশ্ন ঃ ১— বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যের গ্রামীণ বেকার যুবক-যুবতীদের

উত্তর ঃ ১— আছে।

স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে স্ব-নির্ভর করে তোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

প্রশ্ন : ২—যদি পরিকল্পনা থেকে থাকে তাহলে প্রকল্পগুলি কি কি ?

উত্তর : ২—বর্তমান আর্থিক বৎসরে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে :

ক) প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা

খ) ত্রিপুরা খাদি বোর্ড প্রবর্তিত Special Employment progrrmme in West Tripura District.

গ) ক্ষুদ্র চা (Tea) চাষ প্রকল্প।

Admitted Starred Question No. : 53

Name of the Member :— Sri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১— উদয়পুর শহর থেকে আগরতলা পর্যন্ত কয়টি T. R. T. C. বাস চালু আছে ?

উত্তর : ১— উদয়পুর শহর থেকে আগরতলা পর্যন্ত কোন বাস সার্ভিস চালু নাই

প্রশ্ন : ২—কোন্ বাস কখন ছাড়বে তার কোন সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে কি না ?

উত্তর : ২—১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No : 60

Name of the Member :— Sri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W D. be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১ – উদয়পুর মহাকুমার অন্তর্গত বদর মোকামঘাটে গোমতী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর : ১— আপাততঃ নেই।

প্রশ্ন : ২— এ ব্যাপারে বিধানসভার পিটিশন কমিটির কোন সুপারিশ সরকারের হেপাজতে আছে কি না ?

উত্তর : ২— সুপারিশ সরকারের হেপাজতে আছে।

প্রশ্ন : ৩— থাকলে তা কি কি ?

উত্তর : ৩— ১১৭৪ জনের স্বাক্ষরিত দরখাস্তের ভিত্তিতে এই কাজটি গ্রহণ করার জন্য পিটিশন কমিটি সরকারের নিকট সুপারিশ করেছেন

প্রশ্ন : ৪—এই সুপারিশ বাস্তবায়িত করার জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর : ৪— E.A P কর্মসূচীতে পূর্তদপ্তর M. D. R. এবং Other important road এর জন্য পাকা সেতু ইত্যাদি Project Report তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে এর মধ্যে উক্ত সেতুটি অন্তর্ভুক্ত করা আছে। এই প্রকল্পের আর্থিক অনুমোদন পাওয়া গেলেই কাজটি শুরু করা হবে।

Admitted Starred Question No : 61

Name of the Member :— Sri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water Resources, P. W. D be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১— উদয়পুর শহরের রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন গোমতী নদী থেকে জল উত্তোলন করে শহরের এবং অমর সাগরের পাড়ের ড্রেইন দিয়ে শুক সাগরের মাঠে জল সরবরাহ করে জলসেচের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?	উত্তর : ১—আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই
প্রশ্ন : ২— যদি থাকে তবে, কবে নাগাদ এই পরিকল্পনার কাজ শুরু করা হবে ?	উত্তর : ২—প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আসে না।

Admitted Starred Question No : 82

Name of the Member :— Basudeb Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১— বিলোনিয়া বনকরে মুহুরী নদীর উপর স্থায়ী ব্রীজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	উত্তর :—১ আপাততঃ এইরূপ কোন পরিকল্পনা নেই
প্রশ্ন : ২—থাকিলে পরিকল্পনাটি এখন কোন্ পর্য্যায়ে রয়েছে ?	উত্তর : ২—১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।
প্রশ্ন : ৩— বিলোনিয়া মহকুমার মুহুরীপুরে মুহুরী নদীর উপর এস, পি, টি,	উত্তর : ৩— না।

ব্রীজ স্থাপন করে মহুরীপুর বিলোনিয়া সংযোগ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

Admitted Starred Question No: 90

Name of Member : Shri Prakash Ch. Das and
Shri Dipak Kr. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department.

প্রশ্ন : ১—ইহা কি সত্য যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক কর্মরত কোন স্থায়ী শ্রমিককে বিনা নোটিশে বা শর্ট নোটিশে ছাঁটাই করা যাবে না ?

উত্তর : ১—শিল্প বিরোধ সংক্রান্ত আইন ১৯৪৭ মোতাবেক কোন স্থায়ী শ্রমিককে বিনা নোটিশে ছাঁটাই করা বে-আইনী।

প্রশ্ন : ২—সত্য হলে কিসের ভিত্তিতে চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার গত কিছু দিন পূর্বে সদরের তুফানিয়া লুঙ্গা, লক্ষ্মী-লুঙ্গা, দুর্গাবাড়ী চা বাগান সহ রাজ্যের বিভিন্ন সরকারী বে সরকারী চা বাগানে বেশ কিছু চা শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে ?

উত্তর : ২—সরকার পরিচালিত তুফানিয়া লুঙ্গা, লক্ষ্মী লুঙ্গা চা বাগানে শ্রমিক ছাঁটাই হয় নাই। কিছু সংখ্যক শ্রমিক ইচ্ছাকৃতভাবে বাগানের কাজে অনুপস্থিত আছে। দুর্গাবাড়ী চা বাগান শ্রমিক সমবায় দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং ঐ বাগানের শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না এবং ছাঁটাইয়ের কোন ঘটনা এই দপ্তরের নজরে আসে নাই।

প্রশ্ন : ৩—রাজ্যের চা শিল্পের উন্নতি বিধানে এবং শ্রমিক মালিক স্বার্থ রক্ষায়

উত্তর : ৩—চা শিল্পের উন্নতি বিধানে সরকার ত্রিপুরা প্ল্যানটেশন লেবার রুলস-

যে বোর্ড ও কমিটি রয়েছে সেই বোর্ডে ও কমিটিতে শ্রমিকদের হয়ে কতজন CITU এবং কতজন INTUC প্রতিনিধিত্বকারী রয়েছেন ?

এ ৫৪ নং ধারা মোতাবেক চা শ্রমিকের বাসগৃহ নির্মাণ কল্পে প্ল্যানটেশান রুলস-এর পরিবর্তনের জন্য যে কমিটি গঠন করিয়াছেন তাহার ইউনিয়নগত সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ :
INTUC-র সদস্য সংখ্যা—১
CITU-র সদস্য সংখ্যা —১
ইহা ছাড়া সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্য কোন কমিটি চা শিল্পের উন্নতির জন্য আপাতত: নেই ।

Admitted Starred Question No : 98

Name of the Member :— Sri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১— ১৯৯৩ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত TRTC-তে বাস ও ট্রাকের সংখ্যা কত ?

উত্তর : — ১৯৯৩ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত টি, আর, টি সিতে বাস ও ট্রাকের সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল :

বাস ১৩৫টি ট্রাক ৩৭টি

প্রশ্ন : ২— ১৯৯৩ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে এ পর্যন্ত কতটি বাস এবং ট্রাক (টি, আর, টি সি) নতুন কেনা হয়েছিল ?

উত্তর : — ১৯৯৩ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে এ পর্যন্ত (৩১শে মার্চ ১৯৯৮ ইং) টি, আর, টি সিতে নতুন কেনা বাস ও ট্রাকের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

বাস ৫০টি ট্রাক ৫টি

প্রশ্ন : ৩—এ বাবত কত টাকা খরচ হয়েছিল ?

উত্তর :— এ বাবত মোট ৩,৯৭,৭৭,৩০১ টাকা খরচ হয়েছে ।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No : 101

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১— রাজ্যে রেল সম্প্রসারণের কাজ বর্তমানে কোন্ পর্যায়ে আছে ?

উত্তর : — বর্তমানে রাজ্যে কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত মোট ১২০ কিঃ মিটার (B. G line) মধ্যে ৪২ কি : মিটারে লাইন বসানোর পূর্ব প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে ?

প্রশ্ন : ২—রাজ্যের রেল সম্প্রসারণের কাজে জমি অধিগ্রহণের জন্য এ পর্যন্ত (৩১শে মার্চ ১৯৯৮) কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে কত টাকা পাওয়া গিয়েছে ?

উত্তর : — জমি অধিগ্রহণের জন্য এ পর্যন্ত (৩১শে মার্চ, ১৯৯৮) কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে টাকা ৫,১০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি দশ লক্ষ টাকা) রাজ্য সরকার পেয়েছে

প্রশ্ন : ৩ — বাঁধারঘাটে প্রস্তাবিত রেলষ্টেশানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কাজে ত্রিপুরা সরকারের কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর : — বাঁধারঘাটে প্রস্তাবিত রেলষ্টেশনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কাজে ত্রিপুরা সরকারের কোন টাকা খরচ হয় নি ।

Admitted Starred Question No : 105

Name of the Member :— Sri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন : ১— ডম্বুর হাইডেল প্রজেক্ট হওয়ায় রাইমাভ্যালীর সর্বমোট কত পরিমাণ জমি জলে নিমজ্জিত আছে ?

উত্তর : — ডম্বুর হাইডেল প্রজেক্ট হওয়ায় রাইমাভ্যালীর আনুমানিক সর্বমোট ২৬,৮৫৬·৮১ একর জমি জলে নিমজ্জিত আছে ।

প্রশ্ন : ২— ইহাতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কত ?

উত্তর : ২— চাষযোগ্য জমির আনুমানিক পরিমাণ ২৪,০০৩'১১ একর।

প্রশ্ন : ৩— চাষযোগ্য জমির মধ্যে কত একর তৌজিভুক্ত এবং কত একর খাস ছিল ?

উত্তর : — ১,৬৭৫, ৪১ একর তৌজিভুক্ত এবং ২২,৩৪৭'৭০ একর খাস।

প্রশ্ন : ৪— তৌজিভুক্ত এবং খাস জমির দখলকারদের কত টাকা ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয়েছিল ?

উত্তর : — মোট আনুমানিক ৮৪,৫০,১৬৪ ৬৬ টাকা জোত ভূমির ক্ষতি পূরণ বাবদ দেওয়া হয়েছিল।

Admitted Starred Question No. 114

Name of the Member :— Shri Birajit Sinha,

Will the Hon'ble Minister in charge of Transport Department be pleased to state--

প্রশ্ন : ১— ইহা কি সত্য যে, আগরতলা থেকে ধর্মনগর ও কৈলাশহর পর্যন্ত যে সব যাত্রীবাহি বাস চালু আছে, এর মধ্যে বেশীর ভাগ বাসই পুরানো হওয়ার ফলে যাত্রীদেরকে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ?

উত্তর : — ইহা সত্য নহে।

প্রশ্ন : ২-- সত্য হলে উপরিউক্ত বাসগুলি মেরামত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্তমান সরকার অবহিত আছেন কি না ?

উত্তর : — ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন : ৩ -যদি অবহিত না থাকেন তাহলে এর কারণ কি ?

উত্তর : -- ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন : ৪— থাকিলে কবে নাগাদ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর : — ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No : 122

Name of the Member :-- Shri Prasanta Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১— ইহা কি সত্য যে ধলাই জেলার আমবাসাকে Sub-Division করার জন্য রাজ্য সরকারের প্রস্তাব আছে ?

উত্তর : -- হ্যাঁ, গত ৭ ২ / ১৯৯৭ ইং তারিখে রাজ্য সরকার এক বিজ্ঞপ্তি মূলে ধলাই জেলার আমবাসাকে মহকুমা হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্ন : ২— যদি থাকে তবে কবে পর্যন্ত এই Sub-Division-এর কাজ চালু করা সম্ভব বলে আশা করা যায় ?

উত্তর : — উক্ত মহকুমার কাজ গত ১৫ই জুলাই, ১৯৯৮ ইং আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No : 124

Name of the Member :— Sri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PHE Department be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১— অমরপুর শহরে বিশুদ্ধ (পরিশোধিত) পানীয় জল সরবরাহের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর : — হ্যাঁ।

প্রশ্ন : ২— থাকিলে কবে নাগাদ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর : — প্রয়োজনীয় সার্ভে ও এ্যাস্টিমেটের কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

প্রশ্ন : ৩— করে নাগাদ উক্ত কাজটি শেষ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর : — যেহেতু প্রকল্পটির কাজ এখনো হাতে নেওয়া হয়নি তাই এই মুহূর্তে এ ব্যাপারে কিছু বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ঃ ৪— ১৯৯৭-৯৮ সনে রাজ্যের কোন কোন শহরে এ ধরণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে

উত্তর ঃ — ১৯৯৭-৯৮ সনে কৈলাশহরে একটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর কাজ শুরু হয়েছে। আগরতলা, সোনামুড়া ও ধর্মনগরে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ চলছে। বাকী যে সমস্ত শহরে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনা আছে সেগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হল।

১) খোয়াই	২) তেলিয়ামুড়া	৩) রাণীরবাজার	৪) অমরপুর
৫) সাব্রুম	৬) বিলোনিয়া	৭) কমলপুর	৮) কুমারঘাট

Admitted Starred Question No : 134

Name of the Member : Sri Billal Miah

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state : —

প্রশ্ন ঃ ১ — ভারত সরকারের ১৯৯৫ Wakf Act অনুযায়ী Wakf Act তৈরী হয়েছে কি না ?

উত্তর ঃ — না

প্রশ্ন ঃ ২ - যদি না হয়ে থাকে, কবে নাগাদ Wakf Act পাশ করা হবে ?

উত্তর ঃ — কেন্দ্রীয় সরকারের Wakf Act, 1995 ত্রিপুরা রাজ্যে প্রযোজ্য। নূতন Act-এর দরকার নেই।

Admitted Starred Question No : 138

Name of the Member :— Sri Dipak Kr. Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Deptt be pleased to state —

প্রশ্ন ঃ ১-- শ্রম দপ্তর কর্তৃক গঠিত শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কয়টি ও কি কি বোর্ড, কমিটি আছে ?

উত্তর ঃ — শ্রম দপ্তর কর্তৃক গঠিত শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট চারটি বোর্ড ও পাঁচটি কমিটি রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২— উক্ত বোর্ড ও কমিটিগুলিতে আই, এন, টি, ইউ, সি এবং সিটুর প্রতিনিধিত্ব

কারী সদস্য সংখ্যা কত জন রয়েছে ?

উত্তর : -- প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ :

১) মিনিমাম ওয়েজেজ এড্ভাইজারী বোর্ড :—

সিটু হইতে সদস্য সংখ্যা ৩ জন এবং আই, এন, টি, ইউ, সি হইতে নেওয়া সদস্য সংখ্যা ১ জন।

২) ত্রিপুরা ষ্টেট্ লেবার এড্ভাইজারী বোর্ড : —

সিটু হইতে সদস্য সংখ্যা ৩ জন এবং আই, এন, টি ইউ, সি হইতে নেওয়া সদস্য সংখ্যা ১ জন।

৩) এড্ভাইজারী বোর্ড অন চাইল্ড লেবার :—

সিটু হইতে নেওয়া সদস্য সংখ্যা ২ জন এবং আই, এন, টি ইউ, সি হইতে নেওয়া সদস্য সংখ্যা ১ জন।

৪) এড্ভাইজারী বোর্ড অন কন্ট্রাক্ট লেবার :—

সিটু হইতে নেওয়া সদস্য সংখ্যা ২ জন।

৫) কমিটি :

১) ষ্টোন ব্রেকিং ও ষ্টোন ক্রাশিং মিনিমাম ওয়েজেজ কমিটি :—

সিটু হইতে নেওয়া সদস্য সংখ্যা ২ জন।

২) প্ল্যানটেশন লেবার রুলস পরিবর্তনের জন কমিটি :—

সিটু হইতে নেওয়া সদস্য সংখ্যা ১ জন এবং আই, এন, টি, ইউ সি হইতে নেওয়া সদস্য সংখ্যা ১ জন।

৩) রাজ্যের গৃহ নির্মাণ ইত্যাদির মিনিমাম ওয়েজের পুনঃ নির্দ্ধারণ কমিটি :—

সিটু হইতে নেওয়া সদস্য সংখ্যা ৩ জন এবং আই, এন, টি, ইউ, সি হইতে নেওয়া সদস্য সংখ্যা ১ জন

৪) ইট ভাট্টা শ্রমিকদের মিনিমাম ওয়েজের পুনঃ নির্দ্ধারণ কমিটি :—

সিটু হইতে নেওয়া সদস্য সংখ্যা ৩ জন আই, এন, টি, ইউ, সি হইতে নেওয়া সদস্য সংখ্যা ১ জন।

৫) ঈকুয়্যাল রেমুনারেসন এ্যাক্ট এর এড্ভাইজারী কমিটি :—

সিটু হইতে নেওয়া সদস্য সংখ্যা ২ জন।

Admitted Starred Question No. : 146

Name of the Member :— Shri Billal Miah

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন : ১— সারা রাজ্যে মহকুমা ভিত্তিক ওয়াকফ কমিটি আছে কিনা ?

উত্তর : — হ্যাঁ, সারা রাজ্যে ১৭টি মহকুমায় মহকুমা ভিত্তিক ওয়াকফ কমিটি আছে।

প্রশ্ন : ২— যদি থাকে তবে মহকুমা ভিত্তিক চ্যায়ারমেন ও সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা ?

উত্তর : — মহকুমা ভিত্তিক ওয়াকফ কমিটির চ্যায়ারমেন ও সম্পাদকের নাম সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

প্রশ্ন : ৩— চ্যায়ারমেন ও সম্পাদকের কি কি যোগ্যতা থাকার প্রয়োজন ?

উত্তর : — মহকুমা ভিত্তিক চ্যায়ারমেন ও সম্পাদকের পদের জন্য নির্দিষ্ট কোন যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। তবে যে সকল ব্যক্তিগণ এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী, স্বনামধণ্য ও ওয়াকফের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন বলে ধারণা করা হয়, বিশেষভাবে সেই সকল ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই মহকুমাভিত্তিক চ্যায়ারমেন ও সম্পাদক পদের জন্য মনোনিত করা হয়।

তালিকা—১

মহকুমা ভিত্তিক সম্পাদক ও চ্যায়ারমেনের নাম ঠিকানা

মহকুমার নাম	সম্পাদকের নাম	চ্যায়ারমেনের নাম
১। সদর	আবদুল মোতালেব	আবদুল হক
২। সোনামুড়া	সামসুল হক	মোঃ সহিদ চৌধুরী
৩। খোয়াই	—	জামসেদআলি
৪। বিশালগড়	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	----
৫। কৈলাশহর	মোঃ ইউনুস মিঞা খাদিম	মহঃ [illegible] আলী
৬। ধর্মনগর	মোঃ আবদুল্লা	মোঃ বদরুল আলম
৭ কাঞ্চনপুর	সিদ্দিক মিঞা	সামসুল হক চৌধুরী
৮। কমলপুর	সৈয়দ আহম্মোদ খান	মুহামুদ্দিন

৯। লংতরাইভেলী	হামিদ বক্স	
১০। গন্ডাছড়া	—	আনন্দ মোহন রোয়াজা
১১। উদয়পুর	মহীদুর আলী	মাউলানা তালিবুদ্দিন
১২। অমরপুর	মো: মোসলেম আহমেদ	মোঃ হামিদ মিঞা
১৩। বিলোনিয়া	—	সুপন দাস
১৪ সাব্রুম	মীর হোসেন	সুনীল কুমার চৌধুরী

Admitted Starred Question No : 154

Name of the Member :— Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১— রাজ্যে বর্তমানে রাস্তা ঘাট ইত্যাদির মেরামতের কাজে ব্যাবহৃত সচল এবং অচল রোলারের সংখ্যা কত ?

উত্তর : — পূর্ত দপ্তরের অধীনে মোট রোলারের সংখ্যা ১১৭টি এর মধ্যে ৭৫টি রোলার সচল এবং ৪২টি রোলার অচল

প্রশ্ন : ২— কাজের সুবিধার্থে রাজ্য সরকারের মেকানিক্যাল ডিভিসনের অধীনে পৃথক একটি রোলার সাব ডিভিসান খোলার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা হবে কিনা ?

উত্তর : — কেবলমাত্র রোলারের জন্য পৃথক একটি সাবডিভিসন খোলার প্রয়োজন নেই এবং এমন কোন প্রস্তাবও নেই ।

প্রশ্ন : ৩— করা হয়ে থাকলে বর্তমান অর্থ বৎসরেই উক্ত সাব-ডিভিসান খোলা হবে কি না ?

উত্তর : — প্রশ্নই আসে না ।

Admitted Starred Question No : 156

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন : ১— রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি যে, বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আগরতলা কলিকাতা ট্রানজিট রুট চালু করার ব্যাপারে ভারতে ও বাংলাদেশের মন্ত্রী পর্য্যায়ে আলোচনা

হয়েছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তর দিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি আসার ব্যাপারে প্ল্যানিং কমিশন একটি ষ্টাডি গ্রুপ তৈরী করেছেন ?

উত্তর ঃ — হ্যাঁ, রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে অবগত আছেন।

প্রশ্ন : ২— অবগত থাকলে রাজ্যবাসীর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই ট্রানজিট রুট চালুর বিষয়টির অগ্রগতি বর্তমানে কোন পর্য্যায়ে আছে ?

উত্তর : — বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আগরতলা — কলিকাতা যান চলাচল সহ যাত্রী পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নি।

১৯ ৫ ৯৮ ত্রিপুরা সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আশা করা যায় এ ধরণের পারস্পরিক আদান প্রদানে ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশ হয়ে কোলকাতায় যাতায়াতের পক্ষে মতামত সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

Admitted Starred Question No :— 167

Name of the Member :— Shri Sudip Roy Barman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state —

প্রশ্ন ঃ ১— ইহা কি সত্য যে, আগরতলাস্থিত কুঞ্জবন টাউনশীপ সরকারী আবাসন এলাকার নবনির্মিত Type—III 32 থেকে Type—III 43 পর্যন্ত আবাসনগুলিতে সংলগ্ন অন্যান্য আবাসন গুলির ন্যায় কোন সীমানা প্রাচীর নেই ?

উত্তর ঃ— হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ ২— ইহাও কি সত্য যে নবনির্মিত এই আবাসনগুলিতে ভয়ংকর ফাটল সৃষ্টি হওয়ায় উক্ত আবাসিকেরা দুর্ঘটনার আশংকা প্রকাশ করে পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ?

উত্তর ঃ — সীমানা প্রাচীরেরর ব্যাপারে উক্ত এলাকার আদিবাসীবৃন্দ এই এলাকার বিধায়কের মাধ্যমে মুখ্য বাস্তুকারের নিকট এক চিঠির মারফত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

উক্ত চিঠিতে আবাসনের ফাটলের ব্যাপারে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা হয়নি।

প্রশ্ন : ৩— সত্য হলে উল্লিখিত দুইটি ব্যাপারে পূর্ত্তদপ্তর ইতিমধ্যে কি ধরণের কার্য্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং না করা হলে এর যথার্থ কারণ কি ?

উত্তর : — আবাসনগুলিতে ফাটল না থাকায় কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্ন উঠেনা। সরকারী আবাসনের এলাকায় নবনির্মিত টাইপ ৩ / ৩৯ থেকে টাইপ ৩ / ৪৩ আবাসনের সীমানায় বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. :—171

Name of the Member :—Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১— কল্যাণপুর বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত বর্ত্তমান অর্থ বছরে কোন কোন রাস্তা ও ব্রীজ নতুন করে করার বা সংস্কার করার পরিকল্পনা সরকারের আছে ? এবং

উত্তর : — বর্ত্তমান অর্থ বছরে কল্যাণপুর বিধানসভার অন্তর্গত নতুন কোন রাস্তা বা ব্রীজ নির্মাণ করার আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই তবে বর্ত্তমান অর্থ বর্ষে চালু রাস্তা ও ব্রীজের সংস্কারের কাজ চলছে।

প্রশ্ন : ২— উক্ত পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য আনুমানিক কতদিন সময় লাগবে ?

উত্তর : — উক্ত পরিকল্পনাগুলি এই অর্থ বর্ষে বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No :—172

Name of the Member :— Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P H E Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১— ইহা কি সত্য যে রাজ্যের কোন কোন স্থানে ভূগর্ভে জলের স্তর নীচে নেমে

যাওয়ার ফলে পানীয় জলের সংকট রয়েছে ?

উত্তর : — এই রূপ কোন তথ্য দপ্তরের জানা নেই।

প্রশ্ন : ২— সত্য হলে ঐ সমস্ত স্থানে পানীয় জলের সমস্যা দূরীকরণে কি কি ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর : — ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No : 209

Name of the Member : Sri Birajit Sinha

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Departmemt be pleased to state —

প্রশ্ন : ১— ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর মহকুমা নিয়ে পঞ্চম জেলা গঠন করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর : — ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর মহকুমা নিয়ে পঞ্চম জেলা গঠনের পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের নেই।

প্রশ্ন : ২ — যদি থাকে কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে ? এবং

উত্তর : — প্রশ্নই উঠে না।

প্রশ্ন : ৩ - না থাকলে ইহার কারণ কি ?

উত্তর : — পঞ্চম জেলা গঠনের জন্য কার্যকর প্রয়োজনীয়তা স্থাপিত হয় নাই।

Admitted Starred Question No : 211

Name of the Member : Sri Anil Chakma

Will the Hon'ble Minister in charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১ - মাছমারা থেকে কৃষ্ণ টিলা রাস্তার কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে ?

উত্তর : — কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে কাজটি শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. : 220

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P W D be pleased to state :—

: প্রশ্ন :

১। লংতরাইভ্যালী ও কাঞ্চনপুর মহকুমার যোগাযোগ সড়ক হিসাবে ছৈলেংটা লালডেংগা রোড ও আনন্দ বাজার শেরমুন রোডকে যুক্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

: উত্তর :

১। না, আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে—এ প্রশ্ন আসে না।

৩। এলাকার সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলী এবং আর্থিক অসংগতির জন্য উক্ত কাজটি এক্ষুনি হাতে নেওয়া যাচ্ছে না।

Admitted Starred Question No : 222

Name of the Member :-- Shri Madhusudhan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

: প্রশ্ন :

১। ইহা কি সত্য অতি সম্প্রতি দক্ষিণ ত্রিপুরার পিত্রায় এক শ্রেণীর সমাজ দ্রোহীসহ তথাকথিত বৈরীরা নিরিহ নাগারিকের সম্পত্তির উপর অগ্নি সংযোগ খুন ও লুট পাটের মাধ্যমে যে ভয়াবহ তান্ডবলীলা সংগঠিত করে ?

২। যদি সত্য হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণসহ কি ধরণের পুণর্বাসন দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে ?

: উত্তর :

১। হ্যাঁ, সত্য।

২। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে বাসনপত্র কেনা, ঘর তৈরী বাবদ টিন ও নগদ টাকা, সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত দোকানদারদের ঘর মেরামত ও আবশ্যিক ক্ষতিগ্রস্থ দোকানদারদের ক্ষতিপূরণ এবং তফশীলি জাতিভুক্ত ছাত্রদের বইপত্র কেনা ও জলের ফিল্টার বাবদ মোট ১,৩০,১৩০ টাকা পুণর্বাসন বাবদ খরচ করা হয়েছে। উপরন্তু ১০টি পরিবারের মধ্যে, প্রত্যেক পরিবারে ২৪টি সীট করে ঢেউটীন (G C I Sheet) বিতরণ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No : 224

Name of the Member :— Shri Bijoy Kr. Harngkhwal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

Question

1. The total area submerged by the Dam water of Dumbur Hydel project.
2. The total Nos of families physically affected for that.
3. So far, what kind of rehabilitation scheme have been provided to the affected families ?

Answer

1. Total area submerged by the Dumbur Hydel project (Dam) 26,856,81 areas
2. Total 2845 families physically affected.
3. Pilot project scheme was teken up for rehabilitation of the affected families at that time.

Admitted Starred Question No. 228

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of P. W. D. be pleased to state :—

: প্রশ্ন :

১। লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটা হইতে শাখান (লালছিংগা), ছামনু হইতে শিকারীবাড়ী টাওয়ার, মানিকপুর ইশারাই হইতে খুয়াচন্দ্র পাড়া এবং মানিকপুর– মালিধর সড়ক নির্মাণের এবং উক্ত সড়ক দুর্জয়পাড়ায় একটি ব্রীজ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

২। থাকিলে কবে শুরু হবে ?

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

: উত্তর :

১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটা হইতে শাখান (লালছিংগা) ও ছামনু হইতে শিকারীবাড়ী টাওয়ার পর্যন্ত এই দুইটি রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার করার পরিকল্পনা আছে।

মানিকপুর—ইশারাই হইতে খুয়াচন্দ্রপাড়া এবং মানিকপুর—মালিধর সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

২। লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটা হইতে শাখান (লালছিংগা) ও ছামনু হইতে শিকারীবাড়ী টাওয়ার পর্যন্ত এই দুইটি রাস্তার কাজ বর্ত্তমান অর্থ বৎসরে শুরু করা হবে।

১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে মানিকপুর- ইশারাই হইতে খুয়াচন্দ্রপাড়া ও মানিকপুর—মালিধর সড়ক নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ শুরু করা যাবে তা এখনি বলা সম্ভব নহে।

৩। আর্থিক অপ্রতুলতার দরুন দুর্গম এলাকার সবগুলি রাস্তার কাজ এক সঙ্গে হাতে নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No 236

Name of the Member :— Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

: প্রশ্ন :

১। ইহা কি সত্য যে বামুটিয়া বিধান সভার অন্তর্গত লেম্বুছড়া থেকে বাগাবাড়ী পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণের কাজ গত ১৯৯২-৯৩ ইং অর্থ বছরে শুরু হয়েছিল ?

২। সত্য হলে রাস্তাটির নির্মাণের জন্য অনুমানিক ব্যয় কত নির্দ্ধারিত হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে নির্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে কিনা ?

৩। না হয়ে থাকলে তার কারণ কি এবং কবে নাগাদ নির্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ?

: উত্তর :

১। হাঁ।

২। রাস্তাটি নির্মাণের জন্য আনুমানিক ৬,৩৮,৫২৫ টাকা ব্যয় নির্ধারিণ করা হয়েছিল। এই রাস্তাটির মাটির কাজ ১৯৯৬ ইং সনে শেষ হয়েছে।

৩। রাস্তার নতুন মাটির উপর সলিং করা সম্ভব নয়, তাই কাজটি শেষ করা যায়নি। নতুন মাটি স্থায়ীভাবে বসে যাওয়ার পর ইটের সলিং এর জন্য দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। কাজটি চলতি অর্থ বছরের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 237

Name of the Member :— Sri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. H. E. Department be pleased to state :—

: প্রশ্ন :

১। বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ইন্দিরা বিকাশ নগরে বসবাসকারী জনগণের জন্য পানীয় জলের সুবিধার্থে একটি ডিপ-টিউবওয়েল বসানো হবে কি ?

২। বসানো না হলে পানীয় জলের সুবিধার্থে সেখানে কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

: উত্তর :

১। এইরূপ কোন পরিকল্পনা বর্তমান আর্থিক বৎসরে নেই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No : 245

Name of the Member :— Shri Birajit Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P H E Department be pleased to state—

: প্রশ্ন :

১। ইহা কি সত্য যে, ধর্মনগর শহরে পানীয় জল সরবরাহের পাইপ থেকে সহস্রাধিক অবৈধ জলের সংযোগ দেওয়ার কারণে জল সরবরাহ নিয়ে শহরে বড় ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এই অবৈধ জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে কি ? এবং

৩। হলে কত দিনের মধ্যে করা হবে ?

: উত্তর :

১। হ্যাঁ

২। হ্যাঁ।

৩। ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েতের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

Admitted Starred Question No. : 249

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

: প্রশ্ন :

১। কেন্দ্রীয় সরকারের অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে মহার্ঘ্য ভাতার বৈষম্যের পরিমাণ কত ?

২। রাজ্য সরকারের পেনশনারদের দাবী অনুসারে উক্ত বৈষম্য দূরীকরণে রাজ্য সরকার আগ্রহী কিনা এবং আগ্রহী হলে কবে নাগাদ এই বৈষম্য দূর হবে ?

উত্তর

১। কেন্দ্রীয় সরকার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতার ১৪৮ শতাংশ মূল পেনশনের সাথে যোগ করে নূতন পেনশন চালু করেছেন ১/১/৯৬ ইং তারিখ হইতে এবং নূতন পেনশনের উপর ১/১/৯৮ ইং তারিখ হইতে ১৬ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা দিচ্ছেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকার ১/২/৯৮ ইং তারিখ হইতে ১৪৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা মঞ্জুর করায় বৈষম্যের পরিমাণ দাড়াল নতুন বেতনক্রমের ১৬ শতাংশ।

২। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের চতুর্থ ত্রিপুরা বেতন কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনায় আছে।

Admitted Starred Question No. 251

Name of the Member :— Shri Madhusudhan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে নথীভুক্ত বেকারদের জন্য সরকারী চাকুরী পাওয়া সাপেক্ষে বেকার ভাতা চালু করতে বর্তমান রাজ্য সরকার আগ্রহী কি না ?

২। বর্তমান আর্থিক বছর থেকে এই বেকার ভাতা চালু করা হবে কি না ? এবং

৩। না করা হলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে সরকারী চাকুরী পাওয়া সাপেক্ষে এই সমস্ত নথীভুক্ত বেকারদের অর্থনৈতিক দুর্দশা লাঘবে রাজ্য সরকার কি ধরণের নতুন পরিকল্পনা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। বর্তমানে এই ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা নেই।

২। বর্তমানে এই ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। বেকারদের সরকারী চাকুরী সাপেক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে স্বনির্ভর কর্ম প্রকল্প

চালু আছে। ইহা ছাড়া ত্রিপুরা সরকারের পরিচালনাধীন বিভিন্ন সমবায় ব্যাঙ্ক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হইতে তাহাদের সহজ সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

Admitted Starred Question No. 276

Name of the Member :— Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water Recource P.W.D. be pleased to state

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুরের অন্তর্গত বাতেয়া স্কুলসহ এই জনবহুল গ্রামটির প্রতি বৎসর বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এফ, সি. দপ্তর কর্তৃক অবিলম্বে উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না ?

২। নেওয়া হলে কবে নাগাদ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে ?

৩। না হলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। আপাততঃ নয়।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা আসে না।

৩। আর্থিক প্রতিকূলতার জন্য কোন নূতন প্রকল্প নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

Admitted Starred Question No. 281

Name of the Member :— Shri Gita Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিভিন্ন বিভাগে প্রশাসনিক শিবির করে দুঃস্থদের G. R. দেওয়া হয় ?

২। যদি সত্য হয় তবে বিলোনিয়া বিভাগে বিভিন্ন শিবিরে ১৯৯৭ ইং এর এপ্রিল হইতে ১৯৯৮ ইং এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কয়টি প্রশাসনিক শিবিরে কত টাকা বিলি করা

হয়েছে ? শিবির ভিত্তিক কতজনকে কত টাকা করে মোট কত টাকা দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, কখনো কখনো প্রশাসনিক শিবিরে উপযুক্ত দুস্থদের জি, আর. দেওয়া হয়ে থাকে।

২। বিলোনিয়া মহকুমায় বিভিন্ন শিবিরে ১৯৯৭ ইং এর এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত মোট ১৬টি প্রশাসনিক শিবির খোলা হয়েছে এবং মোট ৪৭,৩০০ টাকা ৯৪৬ জনকে দেওয়া হয়েছে।

শিবির ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হয়েছে :—

সময়	শিবির সংখ্যা	লোক সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
এপ্রিল, ১৯৯৭	২	৮২ জন	৪,১০০ টাকা
মে, ১৯৯৭	২	১১০ ,,	৫,৫০০ ,,
জুন, ১৯৯৭	২	১৫৪ ,,	৭,৭০০ ,,
জুলাই, ১৯৯৭	২	১২৩ ,,	৬,১৫০ ,,
আগষ্ট, ১৯৯৭	২	৮৬ ,,	৪,৩০০ ,,
সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭	—	—	—
অক্টোবর, ১৯৯৭	২	৫৯ ,,	২,৯৫০ ,,
নভেম্বর, ১৯৯৭	২	২২৫ ,,	১১,২৫০ ,,
ডিসেম্বর, ১৯৯৭	২	১০৭ ,,	৫,৩৫০ ,,
	১৬	৯৪৬ ,,	৪৭,৩০০ ,,

Admitted Starred Question No. 284

Name of the Member :— Shri Gita Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. H. E. Department be pleased to state

: প্রশ্ন :

১। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বগাফা ব্লকের কোয়াইফাং, পূর্বপিলাক, দঃ হিচাছড়া এবং

বীরেন্দ্রনগরসহ প্রত্যান্ত এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। বগাফা ব্লকের কোয়াইফাং—এ একটি প্রতি ঘন্টায় ১০ হাজার গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন ডিপ টিউবওয়েল আছে। পূর্ব পিলাক, দক্ষিণ হিচাছড়া ও বীরেন্দ্রনগরসহ প্রত্যান্ত এলাকায় গ্রামীণ উন্নয়ণ দপ্তর থেকে ব্লকের মাধ্যমে মার্ক II / III স্যানেটারী ওয়েলের সাহায্যে পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 287

Name of the Member :— Shri Gita Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state

প্রশ্ন

১। জোলাইবাড়ী জাতীয় রাস্তা হইতে জলেয়া P. W. D রাস্তা ভায়া কোয়াইফাং রাস্তার পুণ: সংস্কারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। জোলাইবাড়ী হইতে বাগমারা ভায়া পূর্ব পিলাক রাস্তা সংস্কারের কোন পরিকল্পনা দপ্তর নিয়েছে কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ পর্যায়ক্রমে সংস্কারের কাজ হাতে নেয়া হচ্ছে।

২। হ্যাঁ, পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No. 290

Name of the Member :- Sri Bidhu Bhasan Malikar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। কুমারঘাট T. R. T. C Stand-কে উন্নতি করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা

আছে কি না ?

২। যদি থাকে তবে কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং

৩। যদি না থাকে তবে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। ইতিমধ্যে কুমারঘাট স্ট্যান্ডে মাটি ভরাট করা হয়েছে। এছাড়া সুলভ শৌচালয়, প্রস্রাবাগার ও স্নানাগারও তৈরী হয়েছে।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 292

Name of the Member :— Sri Bidhu Bhusan Malakar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। কুমারঘাটে সাব-ট্রেজারী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত কার্যকরী করা হবে ?

৩। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১ কুমারঘাটে সাব-ট্রেজারী করার কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। কুমারঘাট কৈলাশহর মহকুমার অন্তর্গত একটি ব্লক। সাব ট্রেজারী সাধারণতঃ গঠন করা হয় মহকুমার সদর দপ্তরে কুমারঘাট ব্লক যেহেতু কৈলাশহর মহকুমার District Treasury র অন্তর্ভূক্ত, সেহেতু কুমারঘাটে Sub-Treasury গঠন করার প্রশ্ন আসে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No. 309

Name of the Member :— Shri Bidhu Bhusan Malakar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনবাড়ী (উঃ জেলা) মনু নদীর উপর কোন পাকা ব্রীজ নির্মাণ করা হবে কি ?

২। যদি হয় তবে কবে নাগাদ উক্ত ব্রীজের কাজ শুরু হবে ?

৩। যদি না হয় তবে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। আর্থিক অসংগতির জন্য এক্ষুনি এই কাজ হাতে নেওয়া যাচ্ছে না।

Admitted Starred Question No 341

Name of the Member :— Shri Dipak Kumar Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। অবিলম্বে ৫ম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকারের বর্তমান উদ্যোগ কোন পর্য্যায়ে রয়েছে ?

উত্তর

১। ৫ম ত্রিপুরা বেতন কমিশন এখনও গঠিত হয় নাই। সুতরাং উক্ত কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার কোন প্রশ্নই উঠেনা।

Admitted Starred Question No 345

Name of the Member :— Shri Dipak Kumar Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্য সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের আদালতের রায় অনুসারে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করা হয়েছিল ?

২। ইহাও কি সত্য, বর্তমান রাজ্য সরকার এই সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করছেন না বলে পুনরায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা পাওয়ার লক্ষে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ?

৩। সত্য হলে রাজ্য সরকার বিষয়টি অতিসত্বর নিস্পত্তির লক্ষে পুনরায় তাদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা চালু করবেন কি না ?

উত্তর

১। না।

২। ত্রিপুরা সরকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সমিতি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একই তারিখ হইতে মহার্ঘ্য ভাতা প্রদানের জন্য অদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং মাননীয় আদালতের রায় অনুসারে রাজ্য সরকার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদেরকে একই মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করেছেন।

৩। রাজ্য সরকার তৃতীয় ত্রিপুরা বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্য সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ১/৪/৮৮ ইং তারিখ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের নমুনা অনুসারে মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করেছেন এবং তা বর্তমানেও চালু রয়েছে।

Admitted Starred Question No. 349

Name of the Member :— Shri Bijoy Kr. Harngkhwal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state

Question

1. How many different wakf properties in the state ? (Sub-Division-wise)
2. Whether the state Goverment has conducted fresh suvey of wakf properties after 1987 ?
3. If not so, what is the reason ?

Answer

1. As per survey conducted in between 1981-87, it reveals that there are 929 Nos. of defferent wakf properties as-published in the Official Gazatte. However, there may be some more wakf properties which are not included in the Gazatte notification. Sub-Division wise figures are as follows :

Name of Sub-Division.	No. of Mosque	No. of Graveyard	No. of Idgah	No. of pirkhola	Others	Total
1. Sadar	19	9	3	6	7	44
2. Khowai	1	—	—	—	—	1
3. Sonamura	90	141	7	3	1	242
4. Dharmanagar	80	73	7	2	173	335
5. Kailasahar	66	77	5	4	24	176
6. Kamalpur	12	34	2	2	8	58
7. Udaipur	15	—	—	—	7	22
8. Amarpur	5	5	—	—	2	12
9. Belonia	12	12	—	9	—	33
10. Sabroom	2	3	—	1	—	6
TOTAL :	302	354	24	27	222	929

2. No
3. It will be conducted under the central wakf Act. 1995 and the Rules to be framed there under, which are under preparation.

Admitted Starred Question No. 352

Name of the Member :— Shri Billal Miha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। চতুর্থ বেতন কমিশনের রিপোর্ট সরকার কবে নাগাদ প্রকাশ করবেন ?

২। প্রকাশ না করা পর্যন্ত কর্মচারীদের সরকারের কোন ডি, এ, দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি ?

৩। যদি না থাকে তার কারণ কি ? এবং

৪। আর থাকিলে কবে নাগাদ দেওয়া হবে ?

উত্তর

১। চতুর্থ বেতন কমিশনের রিপোর্ট বর্তমানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে। তার পর সরকার তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন।

২। ২, ৩ ও ৪নং প্রশ্ন বর্তমানে বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। তবে কবে থেকে তা দেওয়া হবে এখনই সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 372

Name of the Member :— Shri Kashiram Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of P. W. D. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ধলাই ডিস্ট্রিক এর লংতরাইভ্যালী সাব ডিভিশনের অন্তর্গত কাঞ্চন

বাড়ীর বৈরাগাছ হইতে নেপালটিলা বাজার হইয়া কুকীছড়া পর্যন্ত রাস্তা মেটেলিং ও কার্পেটিং এর কাজ করার জন্য রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা নেই

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কি ?

৩। ভবিষ্যতে উক্ত রাস্তাটির মেটেলিং ও কার্পেটিং করার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিবেন কি ?

৪। যদি উদ্যোগ নেওয়া না হয় তাহা হইলে এলাকার জনসাধারণের জন্য রাস্তা না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। কাঞ্চনবাড়ীর বৈরাগাছ হইতে নেপালটিলা বাজার পর্যন্ত রাস্তার মেটেলিং ও কার্পেটিং এর কাজ চলছে। নেপালটিলা বাজার হইতে কুকিছড়া পর্যন্ত রাস্তাটি এ, ডি, সি র অন্তর্ভুক্ত। এই অংশটিতে মেটেলিং ও কার্পেটিং করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নই আসে না।

Admitted Starred Question No. 373

Name of the Member :— Shri Kashiram Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. H. E. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর মহকুমার দারচই গাঁও পঞ্চায়েতে এখনও পর্যন্ত পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা হয় নাই

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে উক্ত দারচই পঞ্চায়েতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

৩। যদি পরিকল্পনা থেকে থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

৪। যদি না থাকে তাহলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। গভীর নলকূপ খনন করার কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৪। দারচই গ্রামটি সমতল ভূমি থেকে অনেক উচুতে অবস্থিত। সেখানে রিগ মেশিন নিয়ে গভীর নলকূপ খনন করা আপাততঃ সম্ভব নহে।

Admitted Starred Question No. 374

Name of the Member : - Sri Kashiram Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. H. E. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমার কমলাছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের ডিপ-টিউব-ওয়েল নির্মাণের কাজ বহুদিন যাবৎ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

৩। কবে নাগাদ উক্ত অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। ১৯৯৮ ইং সালের ২রা মে, পানীয় জলের ১৮টি হাইড্রেন পয়েন্ট ও ৩.১৩ কিঃ মিঃ পাইপ লাইনের মাধ্যমে ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমার অধীনে কমলাছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের ডিপ-টিউবওয়েলটি চালু করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আরও কিছু এলাকায় পাইপ লাইন বাড়িয়ে পানীয় জল সরবরাহ করার পরিকল্পনা দপ্তরের আছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No. 375

Name of the Member :— Shri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries be Department pleased to state.

প্রশ্ন

১। ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য মোট কতজন লাইসেন্স প্রাপ্ত জেলে আছে ?

২। প্রত্যেক লাইসেন্স প্রাপ্ত জেলেরা সরকার থেকে কি কি সুযোগ পেয়ে থাকে ?

৩। ডম্বুর জলাশয় থেকে প্রতিবছর মাছের উৎপাদনের পরিমান কত ?

৪। উক্ত জলাশয় থেকে প্রতিবছর রাজ্য সরকারের লাভ কত ?

উত্তর

১। ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত জেলের সংখ্যা ৭৮৯ জন।

২। ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত জেলেদের সরকার থেকে নৌকা এবং জাল দেওয়া হয়ে থাকে।

৩। ডম্বুর জলাশয়ে প্রতিবছর উৎপাদিত মাছের পরিমাণ গড়ে ৪০ ০০ মেঃ টন।

৪। ডম্বুর জলাশয় থেকে বর্ত্তমানে প্রতিবছর রাজ্য সরকারের গড়ে ৬,৭০,০৬০ টাকা আয় হয়।

Admitted Starred Question No. 377

Name of the Member :— Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত দুই বছর যাবৎ ডম্বুর জলাশয় হইতে রাজ্য সরকার মাছ সংগ্রহ করা বন্ধ করে দিয়েছে ?

২। যদি সত্য হয় তার কারণ ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 394

Name of the Member :— Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water Recources Deptt. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে জোট সরকারের আমলে বসানো এস, আই, এল, আই, স্কীমের বহু পাইপ চুরি হয়ে গেছে।

২। হয়ে থাকলে এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। পুনরুদ্ধারের জন্য চুরির অব্যাবহিত পরে (নভেম্বর'৯১) আরক্ষা দপ্তরকে বলা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 395

Name of the Member :— Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the F. C. I. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে জোট সরকারের আমলে কয়টি ফ্লো ইরিগেশন চালু করা হয়েছিল।

২। এর মধ্যে বর্তমানে কয়টি চালু আছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে জোট সরকারের আমলে কোন ফ্লো ইরিগেশন স্কীম চালু করা হয়নি।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে চালু থাকার প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 396

Name of the Member :— Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water Resources Deptt. be pleased to state.

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার তোতাবাড়ীর পশ্চিমটিলায় গভীর নলকূপটি কবে নাগাদ বসানো হয়েছিল ?

২। ঐ নলকূপটি আদৌ চালু হয়েছে কি না ?

৩। না হইলে তার কারণ ?

উত্তর

১। উদয়পুর মহকুমার তোতাবাড়ীর পশ্চিম টিলায় গভীর নলকূপটি ১৯৯১ সনে বসানো হয়েছিল।

২। নলকূপটি চালু করা যায়নি।

৩। খননের পর দুষ্কৃতকারী কর্তৃক নলকূপটির ক্ষতি সাধিত হওয়ায় এটি আদৌ চালু করা সম্ভব হয়নি।

Admitted Starred Question No. 412

Name of the Member :— Sri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। রাজ্যের পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাচোয়াত কমিশনের রিপোর্ট অবিলম্বে কার্যকর করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি ধরণের ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

২। না নেওয়া হয়ে থাকলে এর যথার্থ কারণ কি ?

উত্তর

১। রাজ্যের পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাচোয়াত কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী করার জন্য ত্রিপুরা সরকার শ্রমমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে একটি ত্রি-পাক্ষিক কমিটি গঠন করিয়াছেন। মাননীয় শ্রমমন্ত্রী পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলির নানা সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকগুলি মিটিং ডাকিয়াছেন। কিন্তু মালিক পক্ষের অনুপস্থিতির জন্য কোন সুষ্ঠু সুরাহা সম্ভব হয় নাই।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 413

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত এ' ক্যাটাগরিভুক্ত প্রতিটি পত্রিকায় কতজন করে স্থায়ী অস্থায়ী সাংবাদিক এবং অসাংবাদিক কর্মচারী রয়েছেন ?

২। তাদের মধ্যে কোন পত্রিকায় কতজন সাংবাদিক অসাংবাদিক কর্মচারী আগরতলার বাহিরে কর্মরত রয়েছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত 'এ' ক্যাটাগরীভুক্ত স্থায়ী অস্থায়ী সাংবাদিক ও অসাংবাদিকদের সংখ্যা নিম্নরূপ—

সংবাদপত্রের নাম	সাংবাদিকের সংখ্যা		অসাংবাদিকের সংখ্যা	
	স্থায়ী	অস্থায়ী	স্থায়ী	অস্থায়ী
১	২	৩	৪	৫
১। দৈনিক সংবাদ	৬ (রিপোটার সহ)	—	৮	১
২। স্যান্দন	৭	৪	—	৭
৩। ত্রিপুরা দর্পন	৬	—	৭	১
৪। গণদূত	৩	১	১২	—
৫। মানুষ	৩	১	৪	৩
৬। জাগরণ	—	১	—	৩
৭। ভাবী ভারত	১	১	২	২
৮। ডেইলি দেশের কথা	—	—	—	—
৯। ত্রিপুরা অবজারভার	২	১	৩	২

১০। ত্রিপুরা টাইমস্	২	১	—	—
	৩০	১০	৩৬	১৯

২। যাহারা আগরতলার বাইরে কর্ম'রত রয়েছেন তাহাদের সংখ্যা নিম্নরূপ —

সংবাদপত্রের নাম	সাংবাদিকের সংখ্যা
১। দৈনিক সংবাদ	৩ (রিপোর্টার)
২। স্যান্দন	২
৩। ত্রিপুরা দর্পন	২
	৭

Admitted Starred Question No. 457

Name of the Member :— Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। তীর্থমুখ হইতে রইস্যাবাড়ী বাজার পর্যন্ত পি, ডব্লিও, ডি, রাস্তাটি মেরামত করে গাড়ী চলাচলের উপযোগী করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ শেষ করে খুব শীঘ্রই রাস্তাটিকে গাড়ী চলাচলের উপযোগী করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 473

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কার্যে ব্যবহৃত টেলিফোনের মোট সংখ্যা কত ? এবং

২। গত বৎসরে রাজ্য কোষাগার থেকে টেলিফোন বিল মেটাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

১ ও ২ নং প্রশ্ন তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 490

Name of the Member :-- Shri Sudip Roy Barman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W, D. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, সরকারী আবাস বন্টনের মূল বিবেচ্য হিসাবে আগরতলায় অবস্থান কাল, বেতনক্রম ও সিনিয়রিটি অনুসারে টাইপ V ও টাইপ VI কোয়ার্টারগুলি সরকারী উচ্চস্তরের অফিসারদের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে ?

২। এইরূপ সরকারী আবাস বন্টনে সরকারের মূল বিবেচ্য বিষয়গুলি কি ?

৩ ইহা কি সত্য যে যোগ্য অফিসারদের বাদ দিয়ে অনেক অফিসারকে আউট-অব টার্ন সরকারী আবাসন বন্টন করা হয়েছে, এবং কতজন অফিসারকে তাদের প্রাপ্য কোয়ার্টারের চেয়ে উচ্চমানের কোয়ার্টার বন্টন করা হয়েছে ?

৪ যদি সত্য হয় তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। Allotment of Govt residence (General Poll at Agartala Rules 1973) অনুযায়ী সরকারী আবাসন বন্টনের বিবেচ্য বিষয়গুলি হল যথা :—

ক) মূল বেতন

গ কর্মস্থল

খ) সচিবালয়ের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে দরখাস্তকারী বা তাঁর পরিবারের কোন সদস্যের নামে বাড়ী নেই

৩। না, প্রাপ্য কোয়ার্টারের চেয়ে উচুমানের কোন কোয়ার্টার বন্টন করা হয় নাই।

৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 502

Name of the Member :— Shri Sudip Roy Barman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of P. W. D. be pleased to state.

প্রশ্ন

১ ইহা কি সত্য যে গত দেড় বছরে গ্রীফ্ কোম্পানী ইট্ তৈরী করার জন্য ৯৭ লাখ টাকা পেমেন্ট করেছেন ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কত পরিমান ইট সরবরাহ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। না।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 526

Name of the Member :— Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৬ ইং সালের পর বে আইনীভাবে হস্তান্তরিত জমি উপজাতিদের ফেরৎ দানের সিদ্ধান্ত সরকারীভাবে গ্রহণের পর ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত কতজন উপজাতি জমি ফেরৎ পেয়েছেন এর পরিমাণ কত ;

২। ফেরৎযোগ্য কত পরিমাণ জমি অ-উপজাতিদের হাতে এখনও রয়েছে ?

৩। কবে নাগাদ তা ফেরৎ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

৪। এই ফেরৎ প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হতে এত দেরী হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯৯৬ ইং সালের পর ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত মোট ৮,৪৯২ জন উপজাতির ৬,৬৬৮ ৯৭ একর বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে।

২। এ যাবৎ ২৯৮ জন উপজাতির ২০৬'০০ একর জমি অ-উপজাতিদের হাতে এখনও রয়েছে।

৩। আইন মোতাবেক অতি শ্রীঘ্রই ফেরৎ দেওয়া হবে।

৪। কোর্টে নিবন্ধীকৃত কেইস ব্যতীত সাধারণতঃ হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় দেরী হওয়ার কথা নয়।

Admitted Starred Question No. 531

Name of the Member :— Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state.

প্রশ্ন

১ আগরতলা-সাব্রুম রাস্তাকে জাতীয় সড়ক ঘোষণা করা হয়েছে কি ?

২ যদি না হয়ে থাকে, তার কারণ কি ?

৩। বর্তমানে রাস্তাটি নির্মানের ও মেরামতের কাজের দায়িত্ব কাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। BRTF (GREF) বর্তমানে রাস্তাটির নির্মাণ ও মেরামতের দায়িত্ব আছে।

ANNEXURE— 'B'

Admitted Unstarred Question No. 1

Name of the Member :— Shri Pranab Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৫ ইং হইতে ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত রাজ্যে মোট কতজন বেকারকে প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়েছে? (জেলা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৯৫ ইং হইতে ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত রাজ্যে মোট ২০১২ জন বেকার যুবক ও যুবতীকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে জেলাভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল :—

সাল	পশ্চিম	দক্ষিণ	উত্তর	ধলাই	সর্বমোট
১৯৯৫-৯৬	৪৬৬	১৬৩	১৯৪	৭০	৮৯৩
১৯৯৬ ৯৭	৫৭৩	১৭৮	২০৩	১৩৩	১০৮৭
১৯৯৭ ৯৮	১৯	—	৯	৪	৩২

Admitted Unstarred Question No. 7

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry & Commerce Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ণ নিগম ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসর থেকে ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বৎসর পর্যন্ত পাঁচ বছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উদ্যোগীদের মধ্যে কতজনকে মোট কত টাকা ঋণ দিয়েছে?

২। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ ঋণ প্রাপককে কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ণ নিগম থেকে ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থবছর থেকে ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৩৯৬ জন শিল্পোদ্যোগী মোট ৯৯৭.২৮ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। মহকুমাভিত্তিক ঋণ প্রদানের হিসাব নিম্নরূপ :—

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	শিল্পোদ্যোগীর সংখ্যা	মোট ঋণ (লক্ষ টাকার হিসাবে)
১।	সদর	২১২	৫৯৬.১৮

২।	বিশালগড়	৮৬	১৯৮'৪৭
৩।	সোনামুড়া	৭	১৫'৪৫
৪।	খোয়াই	৭	৯'৮৮
৫।	উদয়পুর	১০	৩৪'৬২
৬।	অমরপুর	৯	৩৪'৪৭
৭।	বিলোনিয়া	১২	৩৫'৯২
৮।	সাব্রুম	৪	৩'৭১
৯।	ধর্মনগর	১৬	৩৪'৫৮
১০।	কৈলাশহর	১৫	৪৭'৬০
১১।	কাঞ্চনপুর	৫	১১'৯৭
১২।	কমলপুর	৭	১৫'৪৫
১৩।	ধলাই	৬	৮'৯৮
		মোট—৩৯৬	৯৯৭ ২৮

২। সর্বোচ্চ ঋণ প্রাপককে ৩২'৩০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 9

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ ইং সন থেকে এ পর্যন্ত টি আর টি সি তে লাভ এবং লোকসানের পরিমাণ কত ? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত সময়ে নূতন গাড়ী কেনার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সেই সমস্ত গাড়ী মেরামতের জন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছিল ? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

৩। বর্তমানে টি, আর, টি, সিতে সচল ও অচল গাড়ীর সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ১৯৯৩ ইং সন থেকে এ পর্যন্ত টি, আর, টি, সি র লাভ ও লোকসানের বছর ভিত্তিক হিসাবের বিবরণ যথাক্রমে :—

১৯৯৩-৯৪ ইং লোকসানের পরিমাণ ৫১১ ৮৭ লক্ষ টাকা
১৯৯৪ ৯৫ ইং লোকসানের পরিমাণ ৫৩৯·২৪ লক্ষ টাকা
১৯৯৫-৯৬ ইং লোকসানের পরিমাণ ৬৯৭'৮৯ লক্ষ টাকা
১৯৯৬-৯৭ ইং লোকসানের পরিমাণ ৩৫১.৫৭ লক্ষ টাকা
১৯৯৭-৯৮ ইং লোকসানের পরিমাণ ৪০৮'৭৪ লক্ষ টাকা

২। বছর ভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী ঐ সময়ে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে গাড়ী মেরামতের জন্য টি, আর, টি, সি Fund থেকে কোন রকম ব্যয় হয় নাই।

৩। টি, আর, টি, সি তে বর্তমানে সচল ও অচল বাসের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

সচল	অচল
বাস—৫০টি	বাস—৪০টি
ট্রাক—১৮টি	ট্রাক—১০টি

Admitted Unstarred Question No. 10

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কত ? (১৯৯৮ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 11

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ কত ? (১৯৯৩ ইং ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৯৮ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত)

২। উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যে মাছের চাহিদা কত ছিল ?

৩। ঐ বৎসরগুলিতে রাজ্যে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ?

উত্তর

১। বৎসর ভিত্তিক রাজ্যে মাছের উৎপাদন নিম্নরূপ :—

১৯৯৩-৯৪	২৪,৫০২ মেঃ টন
১৯৯৪-৯৫	২৫,১০৩ ,, ,,
১৯৯৫ ৯৬	২৫,৭১০ ,, ,,
১৯৯৬-৯৭	২৭,৪৭৩ ,, ,,
১৯৯৭ ৯৮	২৭,৮৮৬ ,, ,,

২। বৎসর ভিত্তিক রাজ্যে মাছের চাহিদা নিম্নরূপ :—

১৯৯৩-৯৪	২৯,০০০ মেঃ টন
১৯৯৪-৯৫	২৯,৭৫০ ,, ,,
১৯৯৫-৯৬	৩০,৫০০ ,, ,,
১৯৯৬ ৯৭	৩২,০০০ ,, ,,
১৯৯৭-৯৮	৩৩,০০০ ,, ,,

৩। মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে বৎসর ভিত্তিক ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

১৯৯৩-৯৪	১০৮.৮৭৬ লক্ষ টাকা
১৯৯৪-৯৫	১৩১ ৪৭০ ,, ,,

১৯৯৫-৯৬	১৩৯.৬২০ ,, ,,
১৯৯৬-৯৭	১৪৫.৩৯০ ,, ,,
১৯৯৭-৯৮	৫১.২০০ ,, ,,

Admitted Unstarred Question No. 12

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of th Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সনের মার্চ মাসের ঘূর্ণিঝড়ে রাজ্যে কতটি গৃহ সম্পূর্ণভাবে এবং কতটি গৃহ আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ? (মহকুমাভিত্তিক হিসাব)

২। এ সকল ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে কত টাকা হারে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

৩। উক্ত সময়ে অমরপুর মহকুমায় কতটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ? এবং

৪। এ সকল ক্ষতিগ্রস্থ কতটি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং সন মার্চ মাসে ঘূর্ণিঝড়ে রাজ্যে সম্পূর্ণভাবে এবং আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ গৃহের হিসাব নিম্নে মহকুমা ভিত্তিক দেওয়া হল :—

	মহকুমার নাম	সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ	আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ
পশ্চিম ত্রিপুরা	সদর	৭৬	৩৫৫
	সোনামুড়া	৯	৩৯৬
	বিশালগড়	—	৫৮৮
	খোয়াই	৮২	১২৯
		১৬৭	১৪৬৮
দক্ষিণ ত্রিপুরা	উদয়পুর	৭৬	১৯০
	অমরপুর	১২২	২২৫
	বিলোনিয়া	—	—

	সাব্রুম	২১	২৮
		২১৯	৪৪৩
উত্তর ত্রিপুরা	কৈলাশহর	১০৫	১৫৭
	ধর্মনগর	১৬২	২০৬
	কাঞ্চনপুর	৭০	১৫০
		৩৩৭	৫১৩
ধলাই জেলা	আমবাসা	—	—
	কমলপুর	২৫৯	৮৩১
	গণ্ডাছড়া	৩৭	৬৪
	লংতরাইভ্যালী	—	১১২
		২৯৬	১০০৭

২। ঐ সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে রিলিফ ম্যানুয়েল (Reluf Mannal) অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

৩। উক্ত সময়ে অমরপুর মহকুমায় ৩৪৭টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৪। সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকেই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 14

Name of the Member :— Sri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ভাতাপ্রাপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত) কর্মচারীর সংখ্যা কত ? (১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ভাতাপ্রাপ্ত (অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীর সংখ্যা মোট ২২,৩৬৪ জন (১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ)

পেনসনভোগী কর্মচারীদের কোন শ্রেণী বিভাগ হয় না।

Admitted Unstarred Question No. 17

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৯৮ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ত্রিপুরা জুট-মিলের লাভ ও লোকসানের পরিমাণ কত? (বছর ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

২। জুটমিলের লোকসান দূর করে লাভের দিকে নিতে সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

৩। কবে নাগাদ জুটমিলটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে গণ্য করা যাবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ১৯৯৩ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৯৮ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ত্রিপুরা জুট-মিলের লাভ ও লোকসানের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

বৎসর	লাভ	লোকসান
১৯৯৩-৯৪	—	৫.৯৯ কোটি
৯৪-৯৫	—	৭.১১ ,,
৯৫-৯৬	—	৭.২১ ,,
৯৬-৯৭	—	৬.৯১ ,,
৯৭-৯৮	—	অসম্পূর্ণ

এর মধ্যে পূর্বের ব্যাঙ্ক ঋণের বাৎসরিক চক্রবৃদ্ধি সুদসহ ধরা হয়েছে।

২। ত্রিপুরার একমাত্র জুটমিলটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নিয়েছেন :—

ক) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে জুটমিলের উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

খ) ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলির কাছ থেকে মিলের প্রয়োজনীয় কাঁচা পাট যোগানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ) রাজ্যের কৃষি সমবায়গুলির সহায়তায় মিলের প্রয়োজনীয় কাঁচাপাট উৎপাদনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ঘ) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অদক্ষ শ্রমিকগণকে দক্ষ শ্রমিকে পরিণত করার জন্য আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঙ) জুটমিলের উৎপাদিত সামগ্রির উপর থেকে সরকারের বিক্রয় করের হার কমানোর বিষয়টি সরকার বিবেচনা করছেন।

চ) জুটমিলের উৎপাদিত সামগ্রী ও যন্ত্রাংশের পরিবহনের ক্ষেত্রে ভর্তুকী পুণরায় চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানানো হয়েছে।

ছ) গত জোট সরকারের সময় ১৯৯২ ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে মিলের উৎপাদন বন্ধ থাকায় মিলের অনেক যন্ত্রাশং বিকল হয়ে পড়ে আছে। NIC-র নিকট ১.৫ কোটি টাকার যন্ত্রাশং মেরামতের জন্য অনুদান হিসাবে পাওয়ার প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। ২নং প্রশ্নে নেওয়া পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়িত হলে অচিরেই মিলটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে।

Admitted Unstarred Question No. 19

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে রিভিশান সার্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে কি না ?

২। গত ১৯৯৬-৯৭ ইং এবং ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বর্ষে কত জন ভূমিহীনকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। R. M. N. P, স্কীমে কতজন ভূমিহীন ও গৃহহীনকে গত ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বর্ষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। না, রাজ্যে এখনও রিভিশান সার্ভের কাজ শেষ হয়নি।

২। ১৯৯৬ ৯৭ ইং সালে মোট ৮,৯৬১ জনকে এবং ১৯৯৭ ৯৮ ইং সালে মোট ১৬,৮৭৮ জন ভূমিহীন ও গৃহহীনকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	১৯৯৬ ৯৭ ইং সন		১৯৯৭ ৯৮ ইং সন	
১। সদর	৯৫৯	জন	২,৪২৮	জন
২। খোয়াই	৮৭১	”	১,৭৩৬	”
৩। বিশালগড়	৬৮২	”	৯০৯	”
৪। সোনামুড়া	৬১৪	”	—	
৫। কৈলাশহর	৩৪২	”	৯৯৬	”
৬। লংতরাইভ্যালী	১০১	”	৩,১৬০	”
৭। গন্ডাছড়া	৯৩	”	১,৪৪৯	”
৮। কমলপুর	১,৫১১	”	১,৭৪১	”
৯। ধর্মনগর	৪১৩	”	১,৩৩৭	”
১০। কাঞ্চনপুর	—	”	৬২২	”
১১। উদয়পুর	৪১৬	”	১,০৩৫	”
১২। অমরপুর	৩৫০	”	৩৮২	”
১৩। বিলোনিয়া	৭৩৫	”	৯৭৩	”
১৪। সাব্রুম	১,৮৫৪	”	১১০	”
১৫। আমবাসা	—		—	
	৮,৯৬১	জন	১৬,৮৭৮	জন

৩। কেন্দ্রীয় সরকার R. M. N. P. স্কীম বন্ধ করে দিয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 33

Name of the Member :— Sri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Commerce Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ক্ষুদ্র এবং অতিক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত ?

২। ১৯৯৩-৯৪, ৯৪-৯৫, ৯৫-৯৬, ৯৬-৯৭ এবং ৯৭-৯৮ ইং সনে কতটি এ ধরণের প্রতিষ্ঠানকে মোট কত পরিমাণ আর্থিক সাহায্য এবং ঋণ দেওয়া হয়েছিল ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং সনের জুন মাস পর্যন্ত ১৮২৭টি ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন জেলা শিল্প কেন্দ্র থেকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে।

২। ত্রিপুরা সরকারের অধীনস্থ সংস্থা ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ণ নিগম, ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে থাকে। ১৯৯৩-৯৪, ৯৪-৯৫, ৯৫-৯৬, ৯৬-৯৭ এবং ৯৭-৯৮ইং সনের মোট হিসাব মহকুমা-ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হল :—

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	উদ্যোগের সংখ্যা	মঞ্জুরীকৃত ঋণ লক্ষ টাকার হিসাব
১।	সদর	২১২	৫৯৬'১৮
২।	বিশালগড়	৮৬	১৪৮ ৪৭
৩	সোনামুড়া	৭	১৫'৪৫
৪	খোয়াই	৭	৯'৮৮
৫	উদয়পুর	১০	৩৪ ৬২
৬	অমরপুর	৯	৩৪'৪৭
৭।	বিলোনিয়া	১২	৩৫'৯২
৮	সাব্রুম	৪	৩'৭১
৯।	ধর্মনগর	১৬	৩৪'৫৮
১০।	কৈলাশহর	১৫	৪৭'৬০
১১।	কাঞ্চনপুর	৫	২১'৯৭
১২।	কমলপুর	৭	১৫'৪৫
১৩।	ধলাই	৬	৮'৯৮
		৩৯৬	৯৯৭ ২৪

এছাড়া বিভিন্ন শিল্প সংস্থা এবং ব্যাঙ্ক থেকে লোন দেওয়া হয়েছে। এর বিস্তারিত হিসাব সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 43

Name of the Member :-- Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১ খোয়াই মহকুমার ধলাবিল গ্রামে দি ত্রিপুরেশ্বরী টি এ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানীর নামে ১৯৭৮ ইং সনে কত পরিমাণ জমি রেকর্ডভুক্ত ছিল।

২। পরবর্তী সময় শিলিং বহির্ভূত কত পরিমাণ জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন হয়েছে ?

৩। খাজনার দায়ে কত পরিমাণ জমি নিলামে চা শ্রমিক সমবায়কে দেওয়া হয়েছে ?

৪। বর্তমানে ঐ বাগানে কত টাকা খাজনা অনাদায়ী আছে ? এবং

৫। চা-বাগিচা নেই এমন টিলা ও নাল (চাষযোগ্য) জমির পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। খোয়াই মহকুমার ধলাবিল গ্রামে দি ত্রিপুরেশ্বরী টি এ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানীর নামে ১৯৭৮ ইং সনে ৮৬৯.২৫ একর জমি রেকর্ডভুক্ত ছিল।

২। পরবর্তী সময় শিলিং বহির্ভূত ২৪৩.৮৫ একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন হয়েছে।

৩। খাজনার দায়ে ৩৫.৫৬ একর জমি নিলামে চা-শ্রমিক সমবায়কে দেওয়া হয়েছে।

৪। বর্তমানে ঐ বাগানে অনাদায়ী রাজস্ব বকেয়া ১৪,৬১৯.৪২ টাকা হাল ২,৪৩৬.৫৭ টাকা

৫। চা-বাগিচা নেই এমন টীলা জমির পরিমাণ ১২১.৭৮ একর এবং লুঙ্গা জমির পরিমাণ ৩.৩৯ একর।

Admitted Unstarred Question No. 46

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry & Commerce Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯০-৯১ ইং থেকে ১৯৯৭-৯৮ ইং পর্যন্ত রাজ্যে রেশম চাষের অগ্রগতি, উৎপাদন, আর্থিক আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ কত ? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

২। বর্তমান ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক বছরে রেশম চাষ উন্নয়ণ প্রসারে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ? এবং

৩। ইহা কি সত্য, যে করমছড়া রেশম উৎপাদন কেন্দ্রটি কয়েক বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে ?

৪। সত্য হলে তার কি কারণ ?

৫। এই ধরণের আর কতগুলি কেন্দ্র বন্ধ রয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯০-৯১ ইং থেকে ১৯৯৭-৯৮ ইং পর্যন্ত রেশম চাষের অগ্রগতি, উৎপাদন, আর্থিক আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ (বছর ভিত্তিক) নিম্নরূপঃ—

বৎসর	অগ্রগতি ও উৎপাদন	আর্থিক আয়	রাজ্য পরিকল্পনা খাত হইতে ব্যয়
১	২	৩	৪
১৯৯০-৯১	১৭'০০ মেঃ টন	১০'২ লক্ষ	২০'৯৮ লক্ষ
৯১-৯২	১৭'০২ মেঃ টন	১০'২১২ লক্ষ	২৯'৯৫ লক্ষ
৯২-৯৩	১৭'২৬ মেঃ টন	১০'৩৫৬ লক্ষ	৩২'২৫ লক্ষ
৯৩-৯৪	১৭'৫৫ মেঃ টন	১০'০৫ লক্ষ	৩৫'০০ লক্ষ
৯৪-৯৫	১৮'০০ মেঃ টন	১০'০৮ লক্ষ	৪৫'৬৮ লক্ষ
৯৫-৯৬	১৮'১১ মেঃ টন	১৪'৪৮ লক্ষ	৭০'৪৬ লক্ষ
৯৬-৯৭	২৩'০৫ মেঃ টন	১৮'০৮ লক্ষ	৮৪'০৮ লক্ষ
৯৭-৯৮	২৪'০৬ মেঃ টন	১৯'৬৮ লক্ষ	৮৮'০২ লক্ষ
৯৮-৯৯	১০'০০ মেঃ টন	১৬'০০ লক্ষ	১০'০০ লক্ষ

(জুন' ৯৮ ইং)

২। বর্তমান ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক বছরে ৫৬৫ জন বেনীফিশারিকে তুঁত রেশম চাষ প্রকাশে আওতাভুক্ত করার লক্ষমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। প্রত্যেক বেনিফিশারি ০'৫ একর নিজস্ব ভূমিতে তুঁত বাগান তৈরী করবেন এবং বাগান করার লক্ষ্যে প্রত্যেকে মং ২,০০০'০০

টাকা (দুই হাজার টাকা) করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রেশম ও পলু প্রতিপালনের জন্য একটি মাটির গৃহ তৈরী বাবদ মং ৭,০০০'০০ টাকার (সাত হাজার টাকা) আর্থিক সহায়তা প্রদানের ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাগান তৈরী বাবদ প্রয়োজনীয় চারা গাছ কাটিং কীটনাশক ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে।

৩। সত্য নহে। তবে আকস্মিক প্রয়োজনে কার্যের কিছু অংশে সেনাবাহিনী অবস্থান করিতেছে এবং বাকি অংশে দপ্তরের প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে রেশম চাষীদের মাধ্যমে পলু প্রতিপালনের কাজও চলছে। বিগত ১৯৯৭-৯৮ ইং উৎপাদিত গুটির পরিমাণ ২৪৭'০০০ কেজি।

৪। প্রশ্নই আসে না।

৫। প্রশ্নই আসে না।

Admitted Unstarred Question No. 57

Name of the Member :— Shri Dipak Kr. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে শিল্প বিভাগের সরকারী উদ্যোগ সংস্থাগুলির নাম কি কি ?

২। ১৯৯৩-৯৪ ইং থেকে ১৯৯৭-৯৮ ইং পর্যন্ত প্রতি অর্থবর্ষে প্রতিটি সংস্থার লাভ লোকসানের পরিমাণ কত ?

৩। সংস্থাগুলির উন্নয়ণের জন্য কি ধরণের প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। শিল্প বিভাগের অধীনস্থ সরকারী উদ্যোগ সংস্থাগুলি যথাক্রমে :—

ক) ত্রিপুরা জুট মিলস্ লিমিটেড্

খ) ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ণ নিগম

গ) ত্রিপুরা চা শিল্প উন্নয়ণ নিগম

ঘ) ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ণ নিগম

ঙ) ত্রিপুরা খাদি বোর্ড

২। ১৯৯৩-৯৪ ইং থেকে ১৯৯৭ ৯৮ ইং পর্যন্ত সংস্থাগুলির লাভ লোকসানের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ—

সংস্থার নাম	অর্থ বছর	লাভ	লোকসান
ক) ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ণ নিগম ঃ—	১৯৯৩-৯৪	—	টাঃ ৭০,৬৯,০০০
	৯৪-৯৫	—	টাঃ ৮৭.৮৩,০০০
	৯৫-৯৬	—	টাঃ ১,৪৬ ৯০,০০০
	৯৬-৯৭	—	টাঃ ৪,০১,০০০
	৯৭-৯৮	—	হিসাব এখনও চলিতেছে

ঋণ আদায় বাড়ছে এর ফলে সংস্থাটিতে লাভ হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

খ) ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ণ নিগম ঃ— ত্রিপুরা ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়ণ নিগমের ১৯৯৩ ইং থেকে ১৯৯৭-৯৮ ইং পর্যন্ত হিসাব এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।

সংস্থার নাম	অর্থ বছর	লাভ	লোকসান
গ) ত্রিপুরা চা শিল্প উন্নয়ণ নিগম ঃ—	১৯৯৩-৯৪	—	টাঃ ৮,৮৬,৬৮৭'০০
	৯৪-৯৫	—	টাঃ ৪৬ ৮৫,১০৩'৯৪
	৯৫-৯৬	—	টাঃ ২,২৫,১৯৯'৫৭
	৯৬-৯৭	—	টাঃ ৩.২৩,৮৮০'৬৯
	৯৭-৯৮	—	হিসাব চলিতেছে।

এই সংস্থাটি বর্তমানে লাভজনক প্রতিষ্ঠান।

সংস্থার নাম	অর্থ বছর	লাভ	লোকসান
ঘ) ত্রিপুরা জুটমিলস্ লিমিটেড্ ঃ—	১৯৯৩-৯৪	—	টাঃ ৫,৯৯,০০,০০০
	৯৪-৯৫	—	টাঃ ৭,১১,০০,০০০
	৯৫-৯৬	—	টাঃ ৭,২১,০০,০০০
	৯৬-৯৭	—	টাঃ ৬,৯১,০০,০০০
	৯৭-৯৮	—	হিসাব চলিতেছে

চক্রবৃদ্ধি হারে ব্যাঙ্ক লোনের বকেয়া বাড়ার ফলে লোকসানের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে।

সংস্থার নাম	অর্থ বছর	লাভ	লোকসান
ঙ) ত্রিপুরা খাদি বোর্ড ঃ—	১৯৯৩-৯৪	—	টাঃ ৩৭,২০,০০০
	৯৪-৯৫	—	টাঃ ৩৪,২৭.০০০
	৯৫-৯৬	—	টাঃ ২৯,১৭,০০০
	৯৬-৯৭	—	টাঃ ৩৭,৩১,০০০
	৯৭-৯৮	—	টাঃ হিসাব অসম্পূর্ণ

৩। সংস্থাগুলির উন্নয়ণের জন্য নিরন্তণ প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। আর্থিক বছরের শুরুতে Mo.u স্বাক্ষরের মাধ্যমে উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা স্থির করে দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত সংস্থা উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা পূরণ করতে পারবে সেই সকল সংস্থাকে অধিক মূলধন বা Share Capital সহায়তা দিয়ে আরোও অধিক উৎপাদনমুখী করে তোলার জন্য উৎসাহিত করা হবে। অনুৎপাদক ব্যয় হ্রাস করার জন্য কঠোর অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা আরোপ করা হয়েছে। সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে বন্ধ হয়ে যাওয়া রাজ্যের একমাত্র জুটমিলটি পুণরায় উৎপাদনমুখী হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 59

Name of the Member :— Shri Kashiram Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিল থেকে আজ পর্যন্ত ত্রিপুরাতে কতটি লাইব্রেরী (রিডিং রুম) এর জন্য অনুদান পাওয়া গিয়াছে ?

২। লাইব্রেরীগুলির নাম এবং টাকার পরিমাণ (মহকুমা ভিত্তিক)

৩। লাইব্রেরীগুলি এখন চলিতেছে কি ? এবং

৪। যদি না চলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিল থেকে ১৯৯৪-৯৫ সালে ১টি এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে ২৮টি মোট ২৯টি লাইব্রেরীর অনুদান পাওয়া গিয়াছে।

২। মহকুমা ভিত্তিক লাইব্রেরীগুলির নাম ও টাকার পরিমাণ নিম্নরূপ :—

লাইব্রেরীর নাম	মহকুমার নাম	টাকার পরিমাণ
১। মোনার চাক লাইব্রেরী	সোনামুড়া	৫,০০০ টাকা (১৯৯৪-৯৫)
২। জনকল্যাণ সমিতি	”	৫,০০০ ” (১৯৯৫-৯৬)
৩। সোনামুড়া ওমর ফারুক ইসলামিক লাইব্রেরী	”	৫,০০০ ” ”

৪। ফৈজিয়া লাইব্রেরী	,,	৫,০০০	,,	,,
৫। কুলুবাড়ী ইসলামিক লাইব্রেরী	,,	১০,০০০	,,	,,
৬। ছলিমুদ্দিন মেমোরিয়াল লাইব্রেরী	,,	৫,০০০	,,	,,
৭। ছরিলাম ইসলামিক লাইব্রেরী	বিশালগড়	৫,০০০	,,	,,
৮। মা ফাতিমা লাইব্রেরী	সদর	৫,০০০	,,	,,
৯। আগরতলা ইসলামিক লাইব্রেরী	,,	৫,০০০	,,	,,
১০। নন্দননগর ফুরকানীয়া লাইব্রেরী	,,	৫,০০০	,,	,,
১১। ইসলামীয়া যুবা লাইব্রেরী	,,	৫,০০০	,,	,,
১২। ইন্দ্রনগর গাওছিয়া লাইব্রেরী	,,	৩,০০০	,,	,,
১৩। জয়পুর ইসলামিক একাডেমী	,,	৫,০০০	,,	,,
১৪। দক্ষিণ রামনগর মাদ্রাসা লাইব্রেরী	,,	৫,০০০	,,	,,
১৫। ভাতেরবান ফোরকানিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী	,,	৫,০০০	,,	,,
১৬। মুসলিম ওমেন লাইব্রেরী	,,	৭,০০০	,,	,,
১৭। চারিপাড়া ইসলামিক একাডেমি	,,	৫,০০০	,,	,,
১৮। নজরুল গ্রন্থাগার	কৈলাশহর	৩,০০০	,,	,,
১৯। ভিলেজ লাইব্রেরী	ধর্ম্মনগর	৫,০০০	,,	,,
২০। নজরুল পাঠাগার	উদয়পুর	৩,০০০	,,	,,
২১। বিবেকানন্দ লাইব্রেরী	,,	৫,০০০	,,	,,
২২। মওলানা আবুল কালাম আজাদ পাঠাগার এবং সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র	,,	৫,০০০	,,	,,
২৩। রবীন্দ্র পাঠাগার	,,	৫,০০০	,,	,,
২৪। আজাদ লাইব্রেরী	,,	৩,৫০০	,,	,,
২৫। নজরুল লাইব্রেরী	,,	২,৫০০	,,	,,
২৬। চন্দ্রপুর ইসলামিক লাইব্রেরী	,,	৩,০০০	,,	,,
২৭। নজরুল পাঠাগার	,,	৫,০০০	,,	,,
২৮। নজরুল লাইব্রেরী	,,	৩,০০০	,,	,,
২৯। ইসলামিক একাডেমী	,,	৭,০০০	,,	,,

৩। হ্যাঁ, চলিতেছে, কেবলমাত্র নজরুল লাইব্রেরী, গ্রাম- দুধ পুষ্করিনী, পোঃ মগ পুষ্করিনী, মহকুমা উদয়পুর অন্তর্ঘাতের কারণে পুড়ে যায়।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Unstarred Question No. 68

Name of the Member :— Sri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। গন্ডাছড়া মহকুমার সরমা ফিসারী ফার্ম হইতে প্রতি বছরে মাছের পনা (চারা) উৎপাদনের হার কত ?

২। গত ১৯৯০ সাল হইতে ১৯৯৮ ইং এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কত পরিমাণ মাছের চারা (পনা) উৎপাদন হয়েছে (বছর ভিত্তিক হিসাব)

৩। ইহা কি সত্য যে এই ফার্মে CRPF Camp থাকাতে উৎপাদনে কাজ ব্যাহত হচ্ছে ?

৪। যদি সত্য হয় তবে তার প্রতিকারের কি ব্যাবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। প্রতি বছরে সরমা ফার্মে মাছের পনা (চারা) উৎপাদনের হার ১০ ৮৮ লক্ষ।

২। ১৯৯০-৯১ ইং হইতে ১৯৯৭ ৯৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সরমা ফিসারী ফার্মে উৎপাদিত মাছের চারার (পনার) বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ

	বছর	পনার পরিমাণ
১।	১৯৯০ ৯১	৮'৫১৫ লক্ষ
২।	১৯৯১ ৯২	১২'২৪৪ ”
৩।	১৯৯২-৯৩	২২'৫০০
৪।	১৯৯৩-৯৪	১'৩৪০
৫।	১৯৯৪-৯৫	৫'৪২৯
৬।	১৯৯৫-৯৬	১৫'৬১০

৭।	১৯৯৬-৯৭	১৭ ৬৪৬
৮।	১৯৯৭-৯৮ (মার্চ ৯৮)	৩.৮০০
		মোট—৮৭.০৮৪ লক্ষ

৩। ইহা সত্য নহে।

৪। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 72

Name of the Member :— Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা কত ?
(SC, ST & General আলাদা হিসাব) এবং

২। ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার ব্যাপারে সরকারী নীতি নির্দেশিকা কি ?

উত্তর

১। ১৯৭৮ ইং সালের সমীক্ষা অনুসারে রাজ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ভূমিহীন	:	৩৩,২২৫ জন
গৃহহীন	:	১৬,৩১৩ ,,
ভূমিহীন ও গৃহহীন	:	৫৭,৯২৬ ,,
মোট		১,০৭,৪৬৪ জন

কোন তহশীলে উক্ত পরিসংখ্যানের নথি না থাকিলে সেখানে নূতন করে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পরিসংখ্যান করার জন্য সরকার আদেশ দিয়েছেন। SC, ST আলাদা হিসাব রাখা হয় নাই।

২। সরকারী কাজে প্রয়োজনীয় ভূমি ব্যতীত সমস্ত খাস ভূমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য সরকার এক জরুরী কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। উক্ত কাজে লিপ্ত সমস্ত

অফিসারদের মৌজা ভিত্তিক বন্দোবস্তের কাজ শেষ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভূমি বন্দোবস্তের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বি. ডি. ও-দেরও এতদ্‌বিষয়ে যুক্ত করা হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 94

Name of the Member :— Shri Billal Miha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। গত ১৭ই জুলাই ১৯৯৮ ইং রাত থেকে আগরতলা ও ত্রিপুরার অন্যান্য অংশে ভারী মৌসুমী বৃষ্টির ফলে কি কি ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে ? (বিভাগ ভিত্তিক বিবরণ)

২। বন্যার জল কত দিন স্থায়ী ছিল ?

৩। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকার মোট কত টাকা ব্যয় করছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৯৮ জুলাই এর বন্যার জন্য ক্ষয় ক্ষতির বিবরণ :—

	পশ্চিম ত্রিপুরা	দক্ষিণ ত্রিপুরা	উত্তর ত্রিপুরা	ধলাই	অন্যান্য
বাড়ীর সম্পূর্ণ ক্ষতি	২৫০৬ টি	১৫৩ টি	—	—	—
" আংশিক ক্ষতি	৮০৩৩ টি	৮২৪ টি	—	—	—
জীবন হানি	১ জন	৬ জন	—	—	—
শস্য	টাঃ ১৮৮'৫৯ লক্ষ	—	—	—	—
মৎস্য চাষ	টাঃ ২০২ ১৫ লক্ষ	২৭৯ ১৩ লক্ষ	৮৭'৭৫ লক্ষ	৩৫'০৩ লক্ষ	৩'৩৩ লক্ষ
					(I·F·DAS)
পূর্ত দপ্তর	টাঃ ২৩৬ "	২১৮ "	—	১১৮ "	—
পূর্ত দপ্তরের ক্ষুদ্র সেচ	টাঃ ৪০ "	১০০ "	—	২০ "	—
পূর্ত দপ্তরের বন্যানিয়ন্ত্রণ	টাঃ ২৬৬ "	১৭০ "	—	২৯০ "	৩১০
					(National Highway)

২ বন্যার জল তিন থেকে চার দিন স্থায়ী ছিল।

৩। এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য সরকারের ব্যয় করা এখনো শেষ হয়নি। জেলা ভিত্তিক ও বিভিন্ন দপ্তরকে Calamity Relief Fund থেকে যে টাকা দেওয়া হয়েছে নিম্নে তার হিসাব দেওয়া হল : –

পশ্চিম জেলা	--	৩১.০০ লক্ষ টাকা	
দক্ষিণ জেলা	---	২৫.০০	,,
উত্তর জেলা	--	২৫.০০	,,
ধলাই জেলা	—	২০.০০	,,
কৃষি দপ্তর	--	৭৫.০০	,,
পূর্ত দপ্তর	—	৭৫.০০	,,
W R. PHE	--	৭৫.০০	,,

বাজেটের পরে আরও টাকা বিভিন্ন দপ্তরকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আছে।

Admitted Unstarred Question No. 96

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে সারা রাজ্যে মোট কতজন উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পেয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। বর্তমানে কত সংখ্যক উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পাওয়ার বাকী রয়েছে, অর্থাৎ কত সংখ্যক দরখাস্ত বর্তমানে আছে ?

(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সারা রাজ্যে মোট ২,৭৭৭ জন উপজাতির ১,৮২৩.২১

একর জমি প্রত্যর্পণের আদেশ হয়েছে। আইনানুযায়ী পূর্ববর্ত্তী বৎসরের আদেশকৃত সম্পত্তিসহ মোট ৩.৪৭২ জন উপজাতির ২,৩২১'৪৫ একর বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পেয়েছেন। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	জমি ফেরৎ প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর হিসাবে)
১। সদর	১,০২৫ জন	৫৬৮'০৯ একর
২। বিশালগড়	৪০	১৭ ৯৩
৩। সোনামূড়া	১৮৪	১০০'০৭
৪ খোয়াই	৬৩২	২৮০'২২
৫। লংতরাই ভ্যালী	২০১	৩৭৪'৮১
৬। ৭। আমবাসা ও কমলপুর	৮৯	৭০'৯৫
৮। গন্ডাছড়া	—	—
৯। কৈলাশহর	১৪০	১১৩ ৩৭
১০ ধর্ম্মনগর	৩৮	১৭ ৭১
১১। কাঞ্চনপুর	৮৫	৯৬'২৫
১২। উদয়পুর	৩২৮	১৭৯'০২
১৩। অমরপুর	২১২	১৮৭'৭৭
১৪। বিলোনীয়া	২৬৯	১৭৬'৭৯
১৫। সাব্রুম	২২৯	১৩৮'৪৭
	৩,৪৭২ জন	২,৩২১ ৪৫ একর

২। এ যাবৎ মোট ১৩৮টি দরখাস্ত শুনানীর জন্য স্থগিত রয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

মহকুমার নাম	দরখাস্তের সংখ্যা	মহকুমার নাম	দরখাস্তের সংখ্যা
১। সদর	১১ টি	২। খোয়াই	১৪ টি
৩। সোনামূড়া	১ ,,	৪। বিশালগড়	—

৫।	উদয়পুর	—টি	৬।	অমরপুর	১৭ টি
৭।	বিলোনিয়া	—	৮।	সাব্রুম	৭ ,,
৯।	কৈলাশহর	১৩ ,,	১০।	ধর্মনগর	—
১১।	কাঞ্চনপুর	২৭ ,,	১২।	কমলপুর	৪৬ ,,
১৩।	লংতরাইভেলী	২ ,,	১৪।	গন্ডাছড়া	—
১৫।	আমবাসা	—			
				মোট =	১৩৮ টি

Admitted Unstarred Question No. 99

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। অধিগৃহিত সংস্থা সমূহসহ রাজ্য সরকারের কোন দপ্তরে কতগুলি করে সরকারী, বেসরকারী গাড়ী রয়েছে ?

২। গত অর্থ বছরে বেসরকারী গাড়ী ব্যবহারে কোন দপ্তরে কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

৩। রাজ্য সরকারের সরকারী গাড়ী চালকের সংখ্যা কোন দপ্তরে কত হবে ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 100

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। গত অর্থ বছরে রাজ্য সরকারের কোন দপ্তরে কত টাকা করে গাড়ীর জ্বালানী,

লুব্রিকেন্ট, মেইনটেনেন্স, গাড়ীর এসেসারিস ইত্যাদি বাবদ খরচা হয়েছে ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 101

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে বর্গাদারের সংখ্যা কত ? (বিভাগ বিত্তিক হিসাব)

২। ইহা কি সত্য বর্তমানে অনেক বর্গাদার উচ্ছেদ হয়ে আছেন ?

৩। সত্য হয়ে থাকলে ঐ বর্গাদারদের জমি ফেরৎ দেওয়ার জন্য এবং রেকর্ডের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে রেকর্ডকৃত বর্গাদারের সংখ্যা মোট ৪,৭১৭ জন। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

১।	সদর	৯৭২	জন	৯।	গন্ডাছড়া	—	জন
২।	খোয়াই	১৭৮	,,	১০।	আমবাসা	৮	
৩।	সোনামুড়া	৪১৬	,,	১১।	লংতরাইভ্যালী	—	
৪।	বিশালগড়	৪২৬	,,	১২।	উদয়পুর	৬৬৩	,,
৫।	কৈলাশহর	৩৩৭	,,	১৩।	অমরপুর	৬৭	,,
৬।	ধর্মনগর	৩৭৩	,,	১৪।	বিলোনিয়া	৩৪১	,,
৭।	কাঞ্চনপুর	৯০	,,	১৫।	সাব্রুম	৮৯	,,
৮।	কমলপুর	৭৫৭	,,		মোট	৪,৭১৭	জন

২। এমন কোন তথ্য সরকারের গোচরে আসেনি। তবে আদালতে বিচারাধীন এমন কিছু কেইস থাকতে পারে।

Admitted Unstarred Question No. 105

Name of the Member :— Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে (৫ বৎসরে) কত জন উপজাতি বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পেয়েছেন ? এবং

২। পেয়ে থাকলে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে (৫ বৎসরে) (১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৭-৯৮) মোট ২,৭৭৭ জন উপজাতির ১,৮২৩'২১ একর জমি প্রত্যাপনের আদেশ হয়েছে। আইনানুযায়ী পূর্ববর্তী বৎসরের আদেশকৃত সম্পত্তিসহ মোট ৩,৪৭২ জন উপজাতির ২,৩২১'৪৫ একর বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পেয়েছেন।

২। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	পরিবারের সংখ্যা	ভূমির পরিমাণ
১। সদর	১,০২৫ জন	৫৬৮'০৯
২। খোয়াই	৬৩২ ”	২৮০'২২
৩ সোনামুড়া	১৮৪	১০০'০৭
৪। বিশালগড়	৪০	১৭'৯৩
৫। লংতরাইভ্যালী	২০১	৩৭৪'৮১
৬। ও ৭। আমবাসা ও কমলপুর	৮৯	৭০'৯৫
৮। গণ্ডাছড়া	—	—
৯। কৈলাশহর	১৪০	১১৩ ৩৭
১০। কাঞ্চনপুর	৮৫	৯৬'২৫
১১। ধর্মনগর	৩৮	১৭'৭১
১২। উদয়পুর	৩২৮	১৭৯'০২

১৩। অমরপুর	২১২	১৮৭ ৭৭
১৪। বিলোনিয়া	২৬৯	১৭৬'৭৯
১৫। সাব্রুম	২২৯	১৩৮ ৪৭
	৩,৪৭২ জন	২,৩২১ ৪৫ একর

Admitted Unstarred Question No. 106

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। সময়মত টাকা খরচ করতে না পারায় রাজ্যের কোন দপ্তরে ৯৭-৯৮ ইং অর্থ বৎসরের শেষ দিন কয়েকের মধ্যে এ, সি বিল বা পি, এল একাউন্ট কত টাকা তুলে রাখা হয়েছে। (দপ্তর অনুযায়ী তার আলাদা আলাদা হিসাব)?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No· 107

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে ৯৭ ৯৮ ইং সালের বাজেটে কত টাকা ধার্য ছিল এবং ৩১-০৩-৯৮ ইং তারিখের মধ্যে কত টাকা খরচ হয়েছে। (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রাহাধীন।

Admitted Unstarred Question No. 108

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বছরে কোন কোন দপ্তর বাজেট বরাদ্দের চেয়ে বেশী ব্যয় করেছে ? (তার দপ্তর ওয়ারী আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। এ, জি, ত্রিপুরা থেকে এখন পর্যন্ত ১৯৯৭-৯৮ ইং সনের ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যায় নি। এই ব্যাপারে অর্থ দপ্তর থেকে সমস্ত দপ্তরগুলিতে স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে। কিছু কিছু দপ্তর থেকে উত্তর পাওয়া গেছে। বেশীরভাগ দপ্তর থেকে এখনো উত্তর পাওয়া যায়নি। সেই জন্য অর্থ দপ্তর থেকে সঠিক উত্তর দেওয়া এখনই সম্ভব হচ্ছে না। যে দপ্তরগুলির তথ্য আমাদের হাতে আছে তার মধ্যে বাজেট বরাদ্দের চেয়ে বেশী ব্যয় করেছে তাদের নাম এবং টাকার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল :—

দপ্তরের নাম	টাকার পরিমাণ
১। পূর্ত দপ্তর	১০,০৫,০০০ টাকা
২। এস, সি, ওয়েলফেয়ার	৩.১৪৬ ”
৩। মৎস্য দপ্তর	১ ২৫ ০০০ ”
৪। সমবায় দপ্তর	৩১,২৯,০০০ ”
৫। সমাজ কল্যাণ দপ্তর	৫০,২১,০০০ ”
৬। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর	২ ৯৭ ৯০০ ”
৭। টি. আর. পি এন্ড পি, জি, পি দপ্তর	৫০০ ”
৮। কর্ম বিনিয়োগ দপ্তর	৩৩,০০০ ”
৯। স্কুল শিক্ষা দপ্তর	৮০,৫৬৭ ”

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Admitted Unstarred Question No. 112

Name of the Member :-- Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কতগুলি খাস জলাশয় আংশিক বা পূর্ণ বেদখল অবস্থায় আছে ? (জলাশয়ের নাম সহ)

২। উক্ত জলাশয়গুলি বেদখল মুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা ?

৩ নেওয়া হয়ে থাকলে ২৭-৭-৯৮ ইং পর্যন্ত কতগুলি জলাশয় বেদখল মুক্ত করা হয়েছে ?

উত্তর

১। মৎস্য দপ্তরের আওতাধীন বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত পশুপালন দপ্তরের দেবীপুর গোটারী ফার্মে অবস্থিত দুইটি জলাশয় পূর্ণ বেদখল অবস্থায় আছে।

এখানে উল্লেখ্য যে জলাশয়গুলি পশুসম্পদ উন্নয়ণ দপ্তর মৎস্য দপ্তরকে মাছ চাষের জন্য হস্তান্তর করেছিলেন। জলাশয়গুলির নাম নিম্নে দেওয়া হল।

জলাশয়ের নাম	আয়তন
১। দেবীপুর গোটারী ফার্ম। লেক নং—১	০.৩২ হেক্টর
২। দেবীপুর গোটারী ফার্ম। লেক নং—২	০.৩২ „
মোট—	০.৬৪ হেক্টর

২। হ্যাঁ। উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩। উক্ত ২টি জলাশয় এখন পর্যন্ত বেদখলই আছে।

যেহেতু উক্ত জলাশয়গুলি পশু সম্পদ উন্নয়ণ দপ্তরের নামে নথিভুক্ত আছে এবং মৎস্য দপ্তরের নামে নথিভুক্ত হয় নাই সেই হেতু পশুসম্পদ উন্নয়ণ দপ্তরকে বেদখলকারীদিগকে উৎখাতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 113

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। সাম্প্রতিক বন্যায় দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে রাজ্য সরকার মোট কয়টি ত্রাণ শিবির তৈরী করেছিলেন এবং এতে কত পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। কত পরিবারের বাড়ী ঘর সম্পূর্ণ নষ্ট এবং কত পরিবারের আংশিক নষ্ট হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩। এ বন্যায় কত মানুষ এবং কত গবাদি পশু মারা গিয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৪। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারগুলিকে রাজ্য সরকার কি কি সাহায্য করেছেন ?

উত্তর

১। সর্বমোট ৭৮টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল এতে ১৭,৬২২টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল। নিম্নে মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা			দক্ষিণ ত্রিপুরা		
	ক্যাম্প খোলা হয়েছিল	পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল		ক্যাম্প খোলা হয়েছিল	পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল
সদর	২৩	১২.৫৩৮	উদয়পুর	২১	১১৬৮
বিশালগড	১৭	২,৬৩৪	বিলোনিয়া	৩	৮২৮
সোনামুড়া	১৭	৪৩৪	সাব্রুম	--	—
খোয়াই	—	—	অমরপুর	—	—

২। এ বন্যায় যাদের বাড়ীঘর সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে ও আংশিক নষ্ট হয়েছে তার হিসাব মহকুমা ভিত্তিক দেওয়া হল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা--	সম্পূর্ণ নষ্ট	আংশিক নষ্ট
সদর	১১৫৪	৪,২৩৩
বিশালগড়	১২২০	৩,২০০
সোনামুড়া	১৩২	৬০০

খোয়াই	—	—
পশ্চিম ত্রিপুরা মোট—	২৫০৬	৮,০৩৩
দক্ষিণ ত্রিপুরা		
উদয়পুর	৩১	৫৮০
বিলোনীয়া	৯৫	৪৪৫
সাব্রুম	—	—
অমরপুর	৯	—
মোট—	১৩৫	১০২৫
ত্রিপুরা সর্বমোট	২৬৪১	৯০৫৮

৩। বন্যায় গবাদি পশুর মৃত্যুর কোন খবর পাওয়া যায়নি। তবে এ বন্যায় যে পরিমাণ জীবন হানি হয়েছে তার হিসাব মহকুমা ভিত্তিক দেওয়া হল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা :—		দক্ষিণ ত্রিপুরা :—	
সদর	—	উদয়পুর	৪ জন
সোনামুড়া	১ জন	বিলোনিয়া	১ "
বিশালগড়	—	সাব্রুম	—
খোয়াই	—	অমরপুর	১ জন

৪। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সরকার Relief Manual অনুসারে সাহায্য করেছে।

Admitted Unstarred Question No. 117

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry & Commerce Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩-৯৪ ইং হইতে ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বছরে প্রধান মন্ত্রীর স্বনির্ভর প্রকল্পের জন্য কতগুলি আবেদন পত্র জমা পড়েছিল ? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

২। তার মধ্যে কতগুলি আবেদনপত্র বিবেচিত হয়েছিল ? (অর্থবছর ভিত্তিক হিসাব)

৩। কতজন আবেদনকারী উক্ত প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল ? অর্থবছর ভিত্তিক হিসাব।

৪। ৯৮-৯৯ আর্থিক বছরের জন্য কতজনকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে ?

উত্তর

১। প্রধান মন্ত্রীর স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৯৩-৯৪ ইং থেকে ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বছর পর্যন্ত যতগুলি আবেদনপত্র জমা পড়েছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হল :—

বৎসর	প্রাপ্ত আবেদ পত্রের সংখ্যা
১৯৯৩-৯৪ ইং	৫৫১
৯৪-৯৫ ইং	২৫৩৩
৯৫-৯৬ ইং	৩২৬১
৯৬ ৯৭ ইং	৪৪১৩
৯৭-৯৮ ইং	৩৩০৪ (১৯৯৮ ইং এর ৩০শে জুন পর্যন্ত)
মোট—	১৪,০৬২

২। ১৯৯৩-৯৪ ইং থেকে ১৯৯৭-৯৮ ইং পর্যন্ত যতগুলি আবেদনপত্র বিবেচিত হয়েছিল তার অর্থবছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

বৎসর	বিবেচিত আবেদন পত্রের সংখ্যা
১৯৯৩-৯৪ ইং	২৫৪
৯৪ ৯৫ ইং	১২৬৪
৯৫ ৯৬ ইং	১৮৯৩
৯৬-৯৭ ইং	২৪৬২
৯৭-৯৮ ইং	১৬৫৮
মোট—	৭৫৩১

৩। ১৯৯৩ ৯৪ ইং থেকে ১৯৯৭-৯৮ ইং পর্যন্ত যতজন আবেদনকারী উক্ত প্রকল্পে

আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল তার বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

বৎসর	আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত আবেদনকারীর সংখ্যা
১৯৯৩ ৯৪ ইং	১০৫
৯৪ ৯৫ ইং	৫৬৮
৯৫-৯৬ইং	৮৯৩
৯৬-৯৭ ইং	১০৮৮
৯৭ ৯৮ ইং	১২৬
মোট—	২৭৮০

৪। ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনায় মোট ১৩০০ জন শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদেরকে ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 119

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ৯৩-৯৪, ৯৪-৯৫, ৯৫-৯৬, ৯৬ ৯৭ এবং ৯৭-৯৮ ইং অর্থ বছরে রাজ্যের পরিকল্পনা বহির্ভূত ঋণ, অনুদানসহ বিভিন্ন ধরণের সাহায্য বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় সংস্থা ও উত্তর পূর্ব পর্ষদ এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় বিভিন্ন সংস্থা থেকে মোট কত টাকা পেয়েছে ? (দপ্তর ভিত্তিক তার আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। ৯৩-৯৪, ৯৪-৯৫, ৯৫ ৯৬, ৯৬-৯৭ এবং ৯৭-৯৮ ইং অর্থ বছরে রাজ্যের পরিকল্পনা বহির্ভূত ঋণ, অনুদানসহ বিভিন্ন ধরণের সাহায্য প্রাপ্তির বিবরণ নিম্নরূপ :—

ঋণ	পরিকল্পনা বহির্ভূত		
	অনুদান	ঋণ	মোট
১৯৯৩-৯৪	১৫১'৮৪	৪'২৬	১৫৬'১০

১৯৯৪-৯৫	১৭৬'১৮	৩'২৫	১৭৯'৪৩
১৯৯৫-৯৬	৩৩৭'৩৩	৫'০৪	৩৪২'৩৭
১৯৯৬-৯৭	২৮৮'৩৫	৯'৩৩	২৯৭'৬৮
১৯৯৭-৯৮	২২৯'৬৫	১৫'৭৮	২৪৫'৪৩

৯৭-৯৮ বছরের Revised Estimate অনুসারে দেওয়া হয়েছে কারণ ঐ বছরের Actual figure A. G অফিস থেকে ডিসেম্বর জানুয়ারী মাসে পাওয়া যাবে। সমস্ত অর্থই রাজ্যের Consolidated Fund এ জমা থাকে। আলাদা আলাদাভাবে দপ্তর ভিত্তিক জমা হয় না, এবং পরিকল্পনা বহির্ভুত ঋণ কোন সংস্থা থেকে নেওয়া হয় না।

Admitted Unstarred Question No. 122

Name of the Member :— Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the MIFC Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে জল সেচের জন্য নতুন ডিপ টিউব ওয়েল করার পরিকল্পনা আছে ?

২ যদি সত্য হয়, তবে কোন ব্লকে কয়টি করা হবে ? (নামের তালিকা সহ)

উত্তর

১ হ্যাঁ, সত্য।

২। সারা রাজ্যে বর্তমান বছরে (১৯৯৮-৯৯) মোট ৪০টি নতুন ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ব্লক	এলাকা
১। মোহনপুর	১। সাউথ নারায়ণপুর ২। সিমনা কলোনী ৩। লংকামুড়া বালোয়ারী কেন্দ্র ৪। বেলটীলা (দেবেন্দ্রনগর ৫। এম, সি, কলোনী

২। তেলিয়ামুড়া — ৬ বিরচন্দ্র ঠাকুরপাড়া

৩। তুলাসীখর — ৭। গোপালনগর

৪। মেলাঘর — ৮। পদ্মুঢেপা, ৯। লাচারীবাড়ি (নয়াবাড়ি)
১০। রহিমপুর, ১১। পুরানমাটি (বক্সনগর)
১২। আরালিয়া, ১৩। কুলুবাড়ি
১৪। পাহাড়পুর

৫। বিশালগড় — ১৫ পদ্মনগর, ১৬। বীরেন্দ্রনগর
১৭। পেকুয়ারজলা, ১৮। ধনিয়ামুড়া
১৯ বিবেকানন্দনগর কলোনী

৬। খোয়াই — ২০। ধলাবিল, ২১। দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট
২২। সিঙ্গিছড়া BSF, ২৩। তবলাবাড়ী
২৪। দক্ষিণ পদ্মবিল, ২৫। রতননগর
২৬। বগাবিল, ২৭। বেলছড়া

৭। মাত্রাবাড়ী — ২৮। গোলমুড়া (হদ্রা), ২৯। মসরুমবাড়ী

৮। — ৩০। বাসপদুয়া, ৩১ ঘোষখামার (রাধানগর)
৩২। উত্তর কলাবাড়ীয়া
৩৩। রাধানগর (ডম্বুরনগর আউসাটি)

৯। বগাফা — ৩৪। মুলারাইবাড়ী ঘাট, ৩৫। পতিছড়ি

১০। অমরপুর — ৩৬। মধ্য কৃষ্ণনগর

১১। সালেমা — ৩৭। কার্তিক গ্রাম, ৩৮। হারের খোলা

১২। পানিসাগর — ৩৯। দেওয়ান পাশা (পি, এইচ, সি)

১৩। কুমারঘাট — ৪০। সমরুর পাড়

মোট— ৪০টি

Admitted Unstarred Question No. 125

Name of the Member :— Sri Joygobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। সেল্ফ এম্প্লয়মেন্ট স্কীমে গত অর্থ বছরে কত জনকে পাম্পসেট দেওয়া হয়েছে। (ব্লকভিত্তিক হিসাব ও নামের তালিকা)

উত্তর

১। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর থেকে সেল্ফ এম্প্লয়মেন্ট (PMRY) স্কীমে গত অর্থ বছরে কোন শিল্পোদ্যোগীকে পাম্পসেট দেওয়া হয় নাই।

Admitted Unstarred Question No. 127

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Deptt. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট সরকারী এবং বে-সরকারী কয়টি শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে ? (আলাদা আলাদা সংখ্যা)

২। উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কোথায় কোনটি অবস্থিত ? (নামসহ পৃথক পৃথক হিসাব)

৩। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোনগুলি বর্তমানে সচল এবং কোনগুলি অচল অবস্থায় আছে ?

৪। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অচল হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। সরকারীস্তরে — ১২টি

বে-সরকারীস্তরে— ১৮২৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জেলা শিল্প কেন্দ্র থেকে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে।

২, ৩ এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 128

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ফ্যাক্টরীজ এ্যাক্ট অনুযায়ী রাজ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত শিল্পে কোন্ মহকুমায় কত সংখ্যক শ্রমিক ১৯৯৩ সনের এপ্রিল মাস হইতে কর্মে নিযুক্ত আছেন এবং স্থায়ী, অস্থায়ী ও সাময়িক শ্রমিক নিযুক্তির সংখ্যা কত ?

২। ১৯৯২ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন্ মহকুমাতে এই সকল কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। উক্ত প্রশ্নটির প্রয়োজনীয় তথ্য Chief Inspector of Factories & Boilers এবং শ্রম দপ্তরের কাছে চাওয়া হয়েছে। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 131

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি প্রশাসনিক শিবির হয়েছে ?

২। এই সব শিবিরের মধ্যে প্রত্যন্ত পার্বত্য এলাকায় কতটি এবং সমতল এলাকায় কতটি ?

৩। প্রশাসনিক শিবিরগুলি থেকে কতগুলি এস, টি,/এস, সি, নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে (পৃথক হিসাব) এবং

৪। অন্যান্য কোন্ কোন্ বিষয়ে জনসাধারণ প্রশাসনিক শিবিরগুলি যারা উপকৃত হয়েছেন ? (মোট উপকৃতের সংখ্যা)

উত্তর

১, ২, ৩ এবং ৪ নং প্রশ্নের — তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATVE ASSEMBLY ASSEMLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

WEDNESDAY, THE 26TH AUGUST, 1998

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A. M. on Wednesday, the 26th August, 1998.

P R E S E N T

Shri Jitendra Sarkar, Honourable Speaker, in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, ... 16 ... Ministers and ... 40 ... Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্যদিগের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য জওহরবাবু গত পরশু দিন একটা কলিং এটেনশান এনেছিলেন, মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞার উপর এটাকের ব্যাপারে। এটা এডমিটও হয়েছিল এবং রিপ্লাইও লে করা হয়েছিল, ঐ দিন টাইম হয়নি এটা নিয়ে ডিসকাশনের। আমি আপনার কাছে আবেদন করছি এই ব্যাপারে আমরাতো পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশন আনতে পারিনি। স্যার, এই হাউসে একটা নিদর্শন আছে আজকে থেকে তিন মাস আগে একজন বিধায়ক মাননীয় স্পীকারের কাছে প্রটেকশন চেয়েও তার জীবন রক্ষা করতে পারেননি। আবার আজকের এই ব্যাপারেও মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞার লাইফ অ্যাড্ভেঞ্চার, আমরা দুই চারটা পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশন আনতে চাই। তারপর যদি আপনি অধ্যক্ষ হিসাবে বোঝেন-যে, মাননীয় সদস্যের প্রটেশন দরকার তাহলে যে ব্যবস্থা নেওয়ার আপনি নেবেন, এটা আপনার কাছে আমি নিবেদন করছি। স্যার, ইউ আর দা সুপ্রীম অথরিটি অফ্ দা হাউস অ্যাণ্ড এজ ওয়েল এজ অফ্ দা অ্যাসেম্ব্লি সেক্রেটারীয়েট। ইউ হেভ রট দা ডিসক্রিয়েশান। স্যার, আপনার কাছে আপনার ডিস্ক্রিয়েশান, এটা আবেদন রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, এটা দেখে নেব।

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— উনি স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন।

মি: স্পীকার :— এটাকে আমি বাতিল করছি না, বলেছি এটা আমি দেখে নেব, প্রয়োজনে এটাকে কালকেও আলোচনা করতে পারবেন যদি এই রকম হয় তো কালকেও করতে পারবেন মানে যদি এটা পারমিট করে তা হলে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মি: স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার —১

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, এ ডি সিকে আরো ক্ষমতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন?

২। নিয়ে থাকলে, কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য। ২। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই এর বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ককবরক

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা এই অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে যথার্থ করার প্রশ্নকে সামনে রেখে সম্প্রতি কিছু দিন আগে রাজ্য মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সাত জনের একটা কমিটি করা হয়েছে। এই সাত জনের কমিটি সংবিধানের এখন পর্য্যন্ত যতটুকু ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে থেকেই আর কি কি ক্ষমতা এ, ডি সি র হাতে দেওয়া যায়, সেটা তারা খতিয়ে দেখবেন। পাশাপাশি সিক্স সিডিউল অ্যামেণ্ডমেন্ট করার যদি কোন ক্ষমতা থাকে বা প্রশ্ন থাকে তো কি ধরনের সুপারিশ করবেন অ্যামেণ্ডমেন্ট করার জন্য সেই ব্যবস্থাগুলি এই কমিটি খতিয়ে দেখবেন এবং তার জন্য এই কমিটি একটা রিপোর্ট তৈরী করবেন, করে গভর্ণমেন্টের কাছে প্লেইস করবেন। তারপর সেই অনুযায়ী দরকার মত ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— কমিটির সদস্যদের নাম কি জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— চীফ এগ্‌জিকিউটিভ মেম্বার টি, টি, এ, এ, ডি, সি, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার চেয়ারম্যান, অ্যাডভোকেট জেনারেল, সেক্রেটারী, চীফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার টি টি এ এ ডি সি, সেক্রেটারী ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এবং পঞ্চায়েত ডিরেক্টর।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এ, ডি, সি, কে ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সে ক্ষমতাকে ব্যবহার করার জন্য বা কার্যকরী করার জন্য তার যে প্রয়োজনীয় ইনফ্রাষ্ট্রাকচার গড়ে তোলা দরকার তার জন্য রাজ্য সরকার থেকে এ, ডি, সি, কে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পরিকাঠামো বলতে তো এ, ডি, সি,র তার নিজস্ব একটা কার্য্যসূচী আছে। সেই কার্য্যসূচীকে কার্য্যকরী করার জন্য তারা নিজেরাই ইনফ্রাষ্ট্রাকচার ঠিক হবে সেটা তারা ঠিক করে দেন। তারপরও যখন রাজ্য সরকারের সাহায্য চাওয়া হয় তখন রাজ্য সরকার থেকে এ, ডি, সিকে সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই এখানে রাজ্য সরকার এর তরফ থেকে আরো অ্যাফেক্‌টিভ্‌ কাজকর্ম করার জন্য সব সময়েই করে থাকেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পি) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যখন সপ্তম তপশিলি মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী বিরোধী দল থেকে দুইজন সদস্য নিয়েছিলেন শ্রীহরিনাথ দেববর্মা এবং আমি নিজেও ছিলাম। কাজেই এই ধরনের যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তাতে বিরোধী দলের প্রতিনিধি রাখা উচিৎ, তাদেরকে বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। যারা উপজাতিদের উন্নয়নের কথা চিন্তাভাবনা করেন তাদের বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। কাজেই, এটা একটু চিন্তা ভাবনা করে পুনর্বিবেচনা করা দরকার বলে আমি মনে করি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিষয়টি আমাদের রাজ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হচ্ছে যে কেন্দ্রিয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর কিছু অ্যামেণ্ডমেন্টের প্রস্তাব করে একটা প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠান। এটা সম্ভব্যত: শুধু ত্রিপুরার জন্যও নয়, যেখানে ৬ষ্ঠ তপশিলি মোতাবেক স্বাশাসিত জেলা পরিষদ রয়েছে বা কাজ করছে সে সব রাজ্যেই পাঠানো হয়েছে। এটা ঘটনা যে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং এখানকার যে সচেতন গণতান্ত্রিক আন্দোলন এর ফলে ৬ষ্ঠ তফশিলি মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাকে আরো শক্তিশালী করার, জন্য, আরো ক্ষমতা বাড়াবার জন্য ৬ষ্ঠ তফশিলকে অ্যামেণ্ডমেন্ট করার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ চাওয়া হয়েছে পার্লামেণ্টে সব দল না হলেও কোন কোন দলের পক্ষ থেকে বার বার দাবী জানানো হয়েয়ে এবং এটা যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন আসে তখন আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত। সে সময় এই বিষয়টি নিয়ে আরো আলোচনা করা হয়। যাইহোক এটা আসার পর আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এটা পাঠিয়ে দিয়ে দিয়েছি জেলা পরিষদের কাছে যে বর্তমানে আপনাদের এই সম্পর্কে নিজেদের কি মত সেটা আমাদের জানান এর ভিত্তিতে উনারা যেন উনাদের মতামত জানান। এবং যে অ্যামেণ্ডমেন্টটার কথা বলা হয়েছে এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমাদের রাজ্য সরকার এর পক্ষ থেকে এটার উপর কোম আপত্তি জানানোর কোন কারনই নেই। কিন্তু আমরা মন্ত্রীসভায় এটা আলোচনা করেছি যে জেলা পরিষদকে আমরা যেভাবে আরো শক্তিশালী করতে চাই এই অ্যামেণ্ডমেন্টটা সেটা পুরাপুরি সার্ভ করতে পারবে না। ফলে অ্যাপার্ট ফ্রম্‌ দ্যাট্‌ সেটা পাঠিয়েছেন ইণ্ডিয়ান গভার্ণমেণ্ট, এর বাইরে আরো কি কি বিষয় অ্যামেণ্ডমেন্ট হতে পারে এই সম্পর্কে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার জন্য আমরা সর্ব্বশেষ কেবিনেট মিটিং এ এই কমিটি আমরা তৈরী করেছি।

এবং এতে দেখেছেন যাদের যাদের রাখা হয়েছে তাদের নাম আমরা বলার চেষ্টা করেছি। এবং এই জায়গায় এটাও বলেছে যে, এই কমিটি আলাপআলোচনার পরে ৬ষ্ঠ তপশীল যে বিষয়টা তৈরী হয়েছে তাতে আমাদের দেশের সংবিধান সম্পর্কে যে সমস্ত প্রতিভামান ল ইয়াররা আছেন তাদের মধ্যে একজন আছেন সোমনাথ চাটার্জী বিলং টু দি সি, পি, আই, এম পার্টি উনি এই ব্যাপারটায় প্রথমদিকে সাহায্য করেছেন। আমরা বলেছি প্রয়োজনে তাঁর বা আরও এই ধরনের যারা লার্নড এডভোকেট আছেন কনসটিটিউশনাল এক্সপার্ট সাবমিট করুক। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু যেটা বলেছেন এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই আমি শুধু বলব এরা রিপোর্টটা সাবমিট করলে আমরা গ্রহণ করে ফেলছি না। এটা আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করব এবং সেখানে নিশ্চয় অন্যান্য দলের যারা আছেন তাদের কি ভাবে এই আলোচনায় এনে অংশ গ্রহণ করানো যায় তার ব্যবস্থা আমরা করব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর এটা জানা আছে কিনা ২৪৪ (১) উপধারা অনুসারে এটা যদিও ২ ধারায় এখানে সংবিধানে পরিষ্কার লেখা আছে যেখানে কমিটি হলে চার ভাগের তিন ভাগ অবশ্যই নির্বাচিত উপজাতি সদস্যদের দিয়ে গঠন করতে হবে। কাজেই নগেন্দ্রবাবু যে প্রস্তাব দিয়েছেন এটা সংবিধানের মধ্যেই আছে গ্রহণ করা বর্জন করা সেটা আপনাদের ব্যাপার। আমি এখন মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে উনি প্রথম থেকে সেভেন সিডিউল যখন এখানে চালু হয় তখন থেকেই তিনি এ, ডি, সির সি, ই, এম, ছিলেন তিনি খুব ভাল করে জানেন যে এ, ডি, সিটা সপ্তম সিডিউল চালু হওয়ার পরে ফিনান্সিয়াল যে রুল চালু করা হয়েছিল সেটা এখনও সেইভাবে চলছে। এখন ট্রামর্স অব্ রেফারেন্সে এই অ্যামেণ্ডমেন্ট অব্ ফিনান্সিয়াল রুল অব এ, ডি, সি আছে কিনা? সেখানে চেয়ারম্যান, সি, ই, এম, প্রাক্তন দুই জনেই এখানে বসে আছেন পাশাপাশি। উনারা আমাদের থেকে অনেই ভাল জানেন। রাজোই, ইট ইজ মোষ্ট নিডেড অব্ দি আওয়ার টু দি অ্যামেণ্ড দি ফিনান্সিয়াল রুল অব্ এ, ডি, সি, হয়েদার ইট উইল বি ইনক্লোডেড ইন দি টার্মস অব্ রেফারেন্স এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই আমার আবেদন যে সংবিধান অনুসারে করার কোন আপত্তি কারণ নেই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্য মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা আমি সেইভাবে জানি না। এটা আমার জানা না কিভাবে আমি দাবী করব। আমার মন্ত্রীসভা এটা করেছে। যে প্রসঙ্গটা এনেছেন সেটা আমি বলছি যে আমরা নিশ্চয় অভারঅল করে দেব না সবাইকে ইনভলব করার চেষ্টা আমরা নিশ্চয় করব, সবার মত আমরা নেব। এ, ডি, সি, পার্টিকুলার কোন দলের ব্যাপার না। কাজেই এ, ডি, সি, এলাকায় এবং এ, ডি, সিকে শক্তিশালী না করে ডেভালোপমেন্ট না করে ত্রিপুরার ডেভালাপ হতে পারে না এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই, এই জায়গায় সবার মতামত নিয়ে আমরা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করব। সেরেগুলেশ হচ্ছে,— ।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সিলেকটেড মেম্বার না। একমাত্র সি, ই, এম, হচ্ছে মেম্বার এটা হচ্ছে আমার পয়েন্ট। ইলেকটেড মেম্বার আইদার এ, ডি, সি, মেম্বার শুড বি ইণ্ডাকটেড ইনক্লুটেড ইন দি কমিটি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আমার মন্ত্রীসভা বসে আলোচনা করে ব্যাপারটা থ্রো ইনডেকস, ষ্টাডি করার জন্য আমরা কমিটি করেছি। কাজেই, এটা আমরা কোন জায়গাতে প্লেস করতে যাচ্ছি না। আগে রিপোর্ট প্লেস করুক সেই জায়গায় নিশ্চয় বাকি যাদের কথা বলেছেন মাননীয় সদস নগেন্দ্র জমাতিয়া বা আপনিও সেটা বলেছেন ইনভলব করতেতো আপত্তির কিছু নেই। আমরা নিশ্চয় এটা করব এই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল যে সমস্ত বিষয়গুলি বলেছেন তার জন্য আগের তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার একটি কমিটি করেছিলেন তাতে তিনজন চারজন অফিসার ছিলেন তারা একটা রিকমেণ্ডেশন করেছেন এটা আমাদের মন্ত্রীসভার কাছে কনসিডারেশন-এর জন্য এসছে। আমরা মাইণ্ড এপ্লাই করতে গিয়ে দেখেছি যে ফারদার ষ্টাডি করা দরকার। এটা নিয়ে আমরা এখুনিই চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** সেটা আমাদের মন্ত্রী সভার কাছে বিবেচনার জন্য এসেছে। আমরা মাইল এপ্লাই করতে গিয়ে দেখিছি আর ষ্টাডি করা দরকার। এবং এটা নিয়ে আমরা এখনি চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত যাচ্ছি না। এটা অনেক আগে হয়েছিল এই সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা সিমাবদ্ধতা ছিল। এই ব্যাপারে আমাদের আরও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। সেখানে আমরা যেটা আলোচনা করেছি আমরা একটা এডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফমর্স কমিটি গঠন করেছি ওয়ান ম্যান কমিটি। আমরা আশা করছি তারা হয়তো অগাষ্ট মাসের মধ্যে রিপোর্ট সাবমিট করবেন। এবং উনাকে আমরা অনুরোধ করেছি এ, ডি, সির সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করার জন্য। এ, ডি, সি তার যে কর্মধারা এটা এ ডি, সি ঠিক করবেন। রাজ্য সরকারের সঙ্গে এ, ডি, সি কিভাবে কোঅর্ডিনেসন রক্ষা করতে পারে সেই সমস্ত ব্যাপারে দেখতে হবে। এছাড়া ইন্টারনাল মেটার যেগুলি আছে সেগুলি আমরা পরে দেখব। যে রিপোর্ট সাবমিট করা হয়েছে সেগুলিকে আমরা এখনো গ্রহণ করেনি বা রিজেক্টও করেনি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালি) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী।

মিঃ স্পীকার :— না না আর না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— না, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

মিঃ স্পীকার :— না না আর না, এটা প্রসিডিউর না। যেটা প্রসিডিউর হচ্ছে প্রশ্ন কর্তা দুইটা সাপ্লিমেন্টারী করতে পারবে আর বাকীরা একটা বা এর বেশী দুটা করতে পারে এর

বেশী করা যাবে না। একটা প্রশ্নের উপরে সাতটা আটটা এটা হয় না। ঠিক আছে সেটি আপনাদের ব্যাপার।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় সদস্যের যে সাপ্লিমেণ্টারী বার বারেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এড়িয়ে যাচ্ছেন। কমিটিটা করা হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু রিপোর্ট তৈরী করার ক্ষেত্রে যে নিয়ম নীতি আছে সেটি এখানে উল্লেখ করেন নাই। আমার সাপ্লিমেণ্টারীর বিষয় হচ্ছে স্যার, এখানে লিখিত অনুসারে এ, ডি, সি আর বেশী ক্ষমতা পাওয়ার যোগ্য সেটি রাজ্য সরকার দিবে কিনা, ফরেষ্ট, রিভিনিউ তার পরে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন কি কারণে সেখানে নির্বাচন করে তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হচ্ছেনা এবং যে কমিটিটা করা হয়েছে সেখানে অনান্য দলের সদস্যদের নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এ ডি, সি কে আর কি কি ধরনের ক্ষমতা দেওয়া যায় এই ব্যাপারে দেখার জন্য কমিটি গঠন করার কথা এখানে বলা হয়েছে, সেখানে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ তপশীলের মধ্যে যে পাওয়ানা আছে সেগুলি তারা দেখবে এবং সেইভাবে তারা রিকমেণ্ড করবে। যেগুলি এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত ভাবে বলতে চেষ্টা করেছেন। আর ভিলেজ কমিটি সেটি আলাদা প্রশ্ন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে দেখা যাইতেছে বিভিন্ন ন্যচারের, একটা ট্যাবানিকেল আর একটা হচ্ছে আভারওয়াজ এসপেকট্ ক্ষমতা বারানো কমানো এইগুলিও যদি প্রতিনিধিরা দেখেন, এগুলো সম্ভব কিনা ক্ষমতা বারানো কমানো এটা তো বরোক্রেটরা দেখেন। আমার মনে হয় এটা দিয়ে সম্ভব হবে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) **:—** এটা তো আগেই বললাম। এটা তো আর অস্বীকার করছি না। তবে আমাদের ষ্টেটের জুড়িডিকশানে কি আছে সেই ব্যাপারটাও তো দেখতে হবে। তার পাশপোশি সেণ্ট্রাল সাইডটাও দেখতে হবে। সেই ব্যাপারে তো আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে যাইতেছিনা। আমার মনে আছে ষষ্ঠ তপশিল এমিডমেণ্টের জন্য আমরাও দিল্লী গিয়েছিলাম আপনারাও গিয়েছিলেন। সেখানে আপনারা আপনাদের বক্তব্য পেশ করেছেন আমরাও আমাদের বক্তব্য পেশ করেছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :- স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার প্রশ্ন বুঝতে পারেননি অথবা প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন, এই দুটার মধ্যে যে কোন একটা হচ্ছে। এখানে কমিটি সেটা রিকমেণ্ড করবে সেটা হচ্ছে পলিটিকাল। সেই কমিটিতে দেখা যাচ্ছে যে ব্যুরুকেটস্রা এসে গেছে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই কমিটিটা পলিটিকাল লোকদেরকে নিয়ে গঠন করা হবে কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) **:-** স্যার, আমি তো বলেছি যে কমিটি রিপোর্ট দেওয়ার পর ফাইনাল না। নিশ্চয় আমরা পলিটিকাল লেভেলে যদি আলোচনা করার থাকে করতে হবে। এর পরেও যদি মনে করেন যে কমিটির রিপোর্টটা ঠিক না, আলাপ আলোচনা করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস,

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (বামুটিয়া) স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ৮৮।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ৮৮।

প্রশ্ন

১—ইহা কি সত্য যে সদর উত্তরাঞ্চলে বামুটিয়ায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের জন্য বিগত জোট সরকারের আমলে নির্মাণ কার্য্য শুরু হয়েছিল।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য কত টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল এবং নির্মাণ কার্য্যে কত টাকা ব্যয় হয়েছে।

৩। কবে নাগাদ নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে।

৪। উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের চিকিৎসার্থে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী এবং সরকারী নীতি নির্দেশিকা অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স সহ অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা আছে কিনা?

উত্তর

১। ইহা সত্য যে ১৯৯০-৯১ ইং সনে ১০ শয্যা বিশিষ্ট বামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল।

২। উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘর, রান্নার ঘর, গ্যারেজ ও মর্গ ইত্যাদি নির্মাণ বাবদ ৩০ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার প্রসাশনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৬ইং সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত পূর্ত দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী মোট ২৬ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কাজ শেষ করার পর আরও ৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

৩। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ সম্পন্ন হয়।

৪। আছে।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস :— সাপলিমেন্টারী স্যার, এখানে বলা হয়েছে ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য স্টাফ রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্পষ্ট করে বলবেন কি, একটি ১০ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য নিয়ম অনুযায়ী কতজন ডাক্তার, কতজন নার্স এবং কতজন অন্যান্য কর্মচারী থাকে?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, নর্মস অনুযায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ৫ জন মেডিক্যাল অফিসার রাখার কথা। সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে নর্মস হচ্ছে মেডিক্যাল অফিসার যা থাকে নার্সের সংখ্যা, ১ : ৩ আমাদের এখানে সেটা চালু করা সম্ভব নয়। আমরা সাধ্যমত দিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। বিভিন্ন অসুবিধা রয়েছে। আমাদের এত নার্সও নেই। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে

মেডিক্যাল অফিসার ৩ জন আমরা দিচ্ছি এখানে আছে, ফার্মাসিষ্ট ১ জন, ষ্টাফ নার্স ৪ জন, লেবরোটারী টেকনোসিয়ান ১ জন, এম, পি, ডাব্লু (মেইল) ৫ জন, এম, সি ডাব্লু (ফিমেল) ২ জন, এম, পি, সি, (মেইল) ৩ জন, এম, পি, সি, (ফিমেই) ২ জন জি, ডি, ডি, এ ৮ জন, সুইপার ২, নাইট গার্ড ২ জন। এরা সকলেই কাজ করছে।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন, নমর্স ৫ জন থাকলেও এখানে মেডিক্যাল অফিসার আছেন ৩ জন। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছুটিতে গেলে দুই জন মেডিক্যাল অফিসারের পক্ষে আউট ডোর এবং ইনডোরে কাজ চালিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কিনা? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এম্বুলেন্স আছে কিনা? আর তৃতীয়তঃ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে কোয়ার্টার না থাকায় কাজ কর্ম ব্যাহত হচ্ছে এ খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা। কারণ, বাইরে থেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসেই আবার ঘরে ফেরার তারা থাকে বলে রোগীরা ঠিকমত পরিষেবা পাচ্ছে না। কাজেই, এ ব্যাপারে দপ্তর কি কি ব্যাবস্থা গ্রহণ করেছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিকই ৩ জন মেডিক্যাল অফিসার সব সময় থাকেন না। সরকারী কর্মচারী ওরা। ছুটির সুযোগ তারা নিয়ে থাকেন। সে ক্ষেত্রে আমরা বাধা দিতে পারিনা। ৩ জনের জায়গায় ২ জন থাকলে অসুবিধে একটু হয় এটা ঠিকই। কিন্তু আমর মেডিক্যাল অফিসারের সংখ্যাও বাড়াতে পারছিনা। এস, টি, মেডিক্যাল অফিসারের অনেক পোষ্ট আমাদের খালি পড়ে আছে। যদি পাওয়া যায় অবশ্যই বাড়াব। দ্বিতীয়তঃ ষ্টাফদের জন্য উপযুক্ত কোয়ার্টারের ব্যাবস্থা এখন পর্য্যন্ত করতে পারা যায়নি। তবে বামুটিয়া শহরের যেহেতু কাছাকাছি তার জন্য ষ্টাফরা বাড়ী থেকে গিয়েই কাজ করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করছি এইবার পি, ডাব্লু, ডি, যে হাউসিং স্কীম গ্রহণ করেছেন তা থেকে ১০৭ টি কোয়ার্টার করানোর। স্যার, তার মধ্যে বামুটিয়াও আছে। আশা করছি, আমরা এবার কিছু কোয়ার্টার করতে পারব। আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করব, যে সব অসুবিধা আছে সেগুলি দূর করতে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। আর এম্বুলেন্সের ব্যাপারে বলছি, এটা ঠিক, সব জায়গায় আমরা অ্যাম্বুলেন্স দিতে পারিনি। যত সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স আমাদের থাকা দরকার ছিল তত সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স আমাদের নেই। আমরা কিছু অ্যাম্বুলেন্স এবার কেনার চেষ্টা করছি। সেগুলি কেনা হলে কিছু প্রভাইড করতে পারব। তবে শহরের কাছাকাছি যারা আছেন, তারা গাড়ী যাতায়াতের সুযোগ নিতে পারেন। এই কারণে সে সব জায়গায় আমরা অ্যাম্বুলেন্স পরে দেব। যেখানে গাড়ীর সুযোগ নেই সেই সব জায়গায় আগে প্রভাইড করার চেষ্টা করব।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— স্যার, সারা রাজ্যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সরকারী গাড়ী চালাবার তেল দিয়ে থাকেন এস, ডি, ও ম্যাকানিক্যাল। আর শুধু মাত্র স্বাস্থ্য দপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স

চালাবার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে, ডাক্তারবাবুদের পকেট থেকে দেওয়ার পরে দিয়ে দেওয়া হবে। এতে দেখা গেছে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে এক এক ডাক্তারবাবুর ৪/৫ বছরের বকেয়া টাকা জমে গেছে। আর পকেট থেকে ডাক্তারবাবুদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

যেহেতু অনেক সময় ডাক্তারবাবুদের পকেট থেকে টাকাটা দিতে হয় তাই অনেক সময় মুমূর্ষু রোগীদেরকে আগরতলায় আনা সম্ভব হচ্ছে না তেলের অভাবে। এবং ডাক্তারবাবুরাও তেলের অভাবে এম্বুলেন্স রেফার করতে পারছেন না। এটা আমার এলাকা-কাতলামারা, মোহনপুর এবং এটা ব্যক্তিগতভাবে পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং-এ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কেও বলেছি। ডাক্তার-বাবুরাও সেখানে বলেছেন এবং অনেক জায়গাতেই তারা বলে থাকেন যে তাদের পকেট থেকে এম্বুলেন্সের জন্য তেলের টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। এমনিতেই তাদের ৪/৫ বছরের টাকা বকেয়া জমে আছে। স্যার, এস, ডি, ও ম্যাকানিক্যাল সব দপ্তরের গাড়ীর তেল দেয়, তাহলে হেল্থ-দপ্তরকে কেন দেওয়া হবে না, যেখানে মুমূর্ষু রোগীদের প্রশ্ন। আমি সদর উত্তরাঞ্চলে দেখেছি কয়েকটি হাসপাতালে এম্বুলেন্স বন্ধ। এই অবস্থাটা দূর করার জন্য কি একশানে নেওয়া যায়। আমি গত জুন মাসের মিটিং-এ এটা বলেছিলাম। এডমিনিষ্ট্রেটিভ গ্যাড়াকলে মুমূর্ষুদের জন্য এম্বুলেন্স রেফার করা যায় না। এম্বুলেন্স আছে অথচ তেলের অভাবের জন্য মুমূর্ষু রোগীদের ক্ষেত্রে এম্বুলেন্স রেফার করা যায় না। কাজেই যে এডমিনিষ্ট্রেটিভ গ্যাড়াকল সেটা দূর করার জন্য মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় কি ব্যবস্থা নেবেন?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় যেটা বলেছেন সেটা আংশিক সত্য। যেখানে যেখানে আমাদের এম্বুলেন্স আছে সেই সব জায়গাতে একটা নির্দিষ্ট পরিমান তেলের বিধানও করা আছে এবং তেল খরিদ করবার জন্য একটা কনটিজেন্সী ফাণ্ডও আমরা দিয়ে রাখি। পি, এইচ, সি গুলিতে শুধু মুমূর্ষু রোগীদের জন্যই নয় বিভিন্ন রকম কাজ কর্মের জন্য গাড়ীগুলি ব্যবহৃত হয়। এবং কখনও কখনও মেডিকাল অফিসাররাও যে এখানে সেখানে আসেন না সেটা অস্বীকার করার মত ব্যাপার না। তারফলে নির্দ্ধারিত যে তেল আছে সেটা কম পড়ে যায়। ফলে রোগীদের আনার ক্ষেত্রে তখন তেলের অভাব দেখা দেয়। সেই জন্য অনেক সময় বলা হয় যে আপনারা তেলের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে আমরা এম্বুলেন্স দেব। আপনারা জানেন যে আমাদের ফাণ্ডের অভাব আছে। সারা রাজ্যে এই ব্যাপারগুলি ছড়িয়ে আছে যার ফলে তেলের জন্য আমাদের প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়। ফলে সবটা আমরা মেনটেইন করতে পারিনা। তবে এই কথা আমি বলব যে, যে উদ্দেশ্যে এম্বুলেন্স দেওয়া হয়, সেই উদ্দেশ্যেই যেন এম্বুলেন্স ব্যবহৃত হয়। সেই দিকেই যেন এডমিনিষ্ট্রেশন লক্ষ্য রাখেন। আমাদের সমর্থের মধ্যে থেকে যতটা সম্ভব অসুবিধা-গুলি দূর করার জন্য আমরা চেষ্টা করব। আর মেডিক্যাল অফিসারদের পকেট থেকে টাকা দেওযার যে ব্যাপারটা আছে সেটা তাড়াতাড়ি খোজ খবর করে দূর করার জন্য আমি আমার দপ্তরকে বলেছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমিতাভ দত্ত।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর):— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০ স্যার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে ত্রিপুরা ষ্টেট ইলনাস্ এসিষ্টেন্ট ফাণ্ড নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে।

২। যদি সত্য হয় তবে এই তহবিল থেকে কতজন রোগীকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে এবং সর্ব্ব মোট সাহায্যের পরিমান কত ?

৩। কোন্ কোন্ রোগের জন্য এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীভুক্ত রোগীর জন্য এই তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য করা হয় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। আবেদনের ভিত্তিতে এই তহবিল থেকে এ পর্য্যন্ত ৮৩ জন রোগীকে রাজ্যের বাইরে চিকিৎসার জন্য নির্ব্বাচন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭৮ জন রোগী চিকিৎসার জন্য বাইরে গেছেন আর অন্য ৫ জন তারা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা করতে পারলে বাইরে যাবেন। এই ৭৮ জন রোগী ও তাদের এসকর্ট-এর আনুসাঙ্গিক ব্যয়, যাতায়াত ভাড়া ও রোগীদের চিকিৎসা বাবদ এখন পর্যন্ত মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৩৭ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৮১ টাকা।

৩। যে সমস্ত পরিবার দরিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাস করে সেই সব পরিবার চিহ্নিত করার জন্য যে পরিবারের বি, পি, এল কার্ড ছিল তাদের পরিবারের সদস্যরা নিম্নলিখিত রোগের চিকিৎসার জন্য এই তহবিল থেকে সাহায্য পাবেন।

i) Cancer

ii) Kidney transplantation

iii) Heart transplantation, Bypass Heart surgery, Pacemaker Implantation. Vulve replacement, Intervention of congenital disease.

iv) Brain and spinal cord diseases.

v) Complected Eye diseases.

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— আমার সাপ্লিমেণ্টারী হচ্ছে স্যার, এই ফাণ্ড গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন আর্থিক অনুদান আছে কিনা, যদি থাকে তার পরিমান কত। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে বরাদ্দ অর্থ দিয়ে রাজ্যের এবং বহিঃ রাজ্যের কোন কোন হাসপাতালে প্রয়োজন অনুসারে চিকিৎসার সুযোগ দিয়ে থাকে। আমার তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের রাজ্যের যেখানে ৭৪ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাস করে যারা এখন পর্য্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্ধেক দামে চাউল কেনার সুযোগ পাচ্ছেন। রেশন কার্ডে যাদের নাম ইস্যু করা হয়েছে অর্ধেক দামে চাউল কেনার জন্য যাদের বি, পি, এল কার্ড আছে এই সুযোগ কি একমাত্র তাদেরই দেওয়া হচ্ছে ? এর বাইরে একটা বিশাল সংখ্যক লোক যারা দারিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাস করে তাদের জন্য এই সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের কোন চিন্তা-ভাবনা আছে কি এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি এই ফাণ্ডটি আমাদের ওয়ান টাইম গ্রাণ্ট হিসাবে গঠিত। কেন্দ্রীয় সরকার ২ কোটি টাকা দিয়েছেন, আমরা ষ্টেইট ৪ কোটি টাকা দিয়েছি। মোট ৬ কোটি টাকাতে এই ইলনেস ফাণ্ড গঠিত হয়েছে। ফিক্সড ডিপোজিটে আমরা টাকাটা রেখেছি এবং এই টাকা থেকে যে ইণ্টারেষ্ট হয় সেই টাকা নিয়ে আমরা সাধারণতঃ রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কারণ, এটা ওয়ান টাইম গ্রাণ্ট। ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই টাকা পাওয়া যাবে না, যদি এই টাকাটা খরচ হয়ে যায়। এই হচ্ছে বিষয়। দ্বিতীয়তঃ বি, পি, এল ভুক্ত যারা আছেন আমরা তাদেরই এখন পর্য্যন্ত বেছে নিয়েছি। আমরা জানি এটা যে আমাদের রাজ্যে ৭৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছেন। সবাইকে এই ক্ষেত্রে এই ফাণ্ড থেকে সহায়তা করা সম্ভব না, সব ডিজিজের জন্যও সম্ভব না, কিছু কিছু এমন ডিজিজ আছে যেগুলির আমি নাম করলাম, যেগুলি গরীব মানুষের যদি হয়, তাদের চিকিৎসা করবার কোন সুযোগ থাকেনা, বাইরে যাওয়ারও কোন সুযোগ থাকেনা। এই হিসাবে আমরা টাকা খরচ করি। আমরা টাকা খরচ করি। আমরা ম্যাক্সিমাম দেড় লাখ টাকা পর্য্যন্ত দিয়ে থাকি এই ফাণ্ড থেকে। যাতে উনারা চিকিৎসা করে আসতে পারে। সব রোগ এবং সব রোগীকে এই ফাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করলে পরে আমরা বেশীদূর এগোতে পারবনা। সেই কারনেতে আমাদের নির্দিষ্ট নিয়ম আমাদের মেনে চলতে হচ্ছে। তৃতীয়তঃ হচ্ছে কোন্ কোন্ হাসপাতালে পাঠানো হয়, সেটা আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে নির্ধারন করা আছে ৩৬ টা হাসপাতাল। সেই নির্ধারিত হাসপাতালগুলিতে আমরা পাঠাই।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— আমার প্রশ্নটা ছিল, সব রোগের চিকিৎসার সুযোগ তাদেরকে দেওয়া হোক সেটা না। যারা বি, পি, এল ভুক্ত, যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারন করে দিয়েছেন কতজন অর্ধেক দামে চাল নিতে পারবে, সব পর্য্যায়ে এর বাইরেও যারা আছে তাদের কাছে সেই সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যাবে কিনা। আরও কিছু দুঃস্থ লোক আছে, তাদের এই সুযোগ নাই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, বিলো পোভারটি লাইন যারা বসবাস করেছেন, এদের সকলের জন্যই এই ব্যবস্থা। এখন পর্যন্ত সেজন্য ৮৩টি দরখাস্ত এসেছে। এই ৮৩টি দরখাস্ত এর মধ্যে আমরা কাউকেই বঞ্চিত এখনও করিনি। এই ৮৩ জনের মধ্যে ৭৮ জনকে টাকার সুযোগ পেয়ে চিকিৎসা করেছেন। আরও ৫ জনের স্যেংশান হয়েছে ওরা ইতি মধ্যে যাবেন। বি, পি, এল, এর নিদর্শন যারা নিয়ে আসেন তারা এস, ডি, ওর সার্টিফিকেট নিয়ে আসেন এস, ডি, ওর নির্ধারিত কিছু লোক আছে যারা বিলো পোভারটি লাইনে বসবাস করেন। এর একটা সার্টিফিকেটের দরকার হয়। এস, ডি ও সাহেব তার সার্টিফিকেট দেন। সেই সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে আমরা দিয়ে থাকি। নো প্রব্লেম। কিন্তু দরখাস্ত-ত দিতে হবে, দরখাস্ত না করলে, রোগ না হলে আমরা কেন দেব। কাজেই বি, পি, এল ভুক্ত যারা আছেন তাদেরকে আমরা দিয়ে থাকি।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ৩৯ শতাংশ যাদের বি, পি, এল কার্ড আছে, যারা রেশনটা পান, তাদেরকে শুধু এই সুযোগটা দিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার থেকে আমরা বার বার বলেছি যে আমাদের রাজ্য দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী লোকসংখ্যা হল ৭৪ শতাংশের কাছাকাছি। এখানে আমরা ৩৯ শতাংশের সঙ্গে একমত না। আমাদের সরকার থেকেও এটা সংশোধন করার জন্য বার বার দাবী জানানো হয়েছে। এখানে দেখা যায় বি, পি, এল কার্ড দেখানোর পরও তাকে আবার এস, ডি, ও বা ডি, সি থেকে ইনকাম সার্টিফিকেট আনতে হয়। তাই এখানে ইনকামটা হল একটা ক্রাইটেরিয়া। ইনকামটা যদি একটা ক্রাইটেরিরা হয়ে থাকে এস, ডি, ও এবং ডি, সির সার্টিফিকেট দেওয়ার পরেও কেন তিনি সেই সুযোগটা পাবেননা। এই ধরনের সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে ৭৪ শতাংশের নীচে যারা আছেন, খুবই গরীব অথচ বি, পি, এল কার্ড পাননি, বি, পি, এল কার্ড সবাইকে দেওয়া হয়না, এটা শুধু খাদ্যের ক্ষেত্রে ক্রাইটেরিয়া এবং সরকার থেকে এমন নির্দেশিকা থাকা ঠিক যে যাদের বি, পি, এলদের ক্ষেত্রেই এটা ক্রাইটেরিয়া হবে এটা-ত হয়না। গরীব অংশের মানুষ যারা আছে ৭৪ শতাংশ তাদেরকে যাতে এই সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন চিন্তা-ভাবনা করে সরকার থেকে এটাকে সংশোধন করার কোন সুযোগ আছে কি সেটা জানতে চাই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আগেই বলেছি ভি পি এল-এর সংখ্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের মধ্যে একটা ফারাকতো আছেই। আমাদের এখানে ভি পি এল ভুক্ত যারা আছেন তাদের সংখ্যা ঠিক হয়েছে ৭৩.৫৮ পারসেন্ট, কিন্তু এতেও একটা নিদর্শন লাগবে, নিদর্শন ছাড়া কোন কাজ হয়না। সেই জন্য ইনকাম সার্টিফিকেটটা এখানে একটা ক্রাইটেরিয়া হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে টাকার একটা লিমিটেশান আছে কাজেই এটাকে খরচ করার ক্ষেত্রে একটা ক্রাইটেরিয়া করতে হবে। এই টাকাটা শেষ হয়ে গেলে সেটা আবার পাওয়ার কোন সুযোগ নাই। এখানে আমরা যাদের কথা বলেছি তাদের থেকে আরও বেশী রাজ্যের সমস্ত গরীব অংশের

মানুষকে যদি এটা দিতে পারতাম তাহলে আরও ভাল হত। কিন্তু যেহেতু টাকার একটা লিমিটেশান আছে সেই হেতু আমাদেরকে কিছু এই ধরণের নিয়ম নির্দেশিকা ইত্যাদি করতে হয়। আমরা বলেছি যারা এই ধরণের বিলো পোবার্টিতে বসবাস করেন তারা এটা এস্টাব্লিষ্ট করতে পারলেই আমরা তাকে এই সুযোগটা করে দিই। অন্য বিষয়েও আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, টাকা পয়সা ইত্যাদি দিয়ে অন্য কোন সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া যায় কিনা এই রকম চিন্তা ভাবনা আমাদের আছে। তবে সেটা এখনও আলোচনার স্তরে আছে। সিদ্ধান্ত নিলে পরবর্তী সময়ে নিশ্চয়ই জানিয়ে দেওয়া যাবে।

শ্রীকাজলচন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, যারা ভি পি এল-এর আওতায় আছে তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হবে। স্যার, আমার এলাকায় এই রকম একজন লোক আছেন নাম ঊষারঞ্জন দেববর্মা, মাস দুয়েক আগে তাকে মারধর করে তার বুকের হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে। সে তার পি, পি, এল, কার্ড, ইনকাম সার্টিফিকেট ও এস, টি, সার্টিফিকেটের রিসিভ কপি দেওয়ার পরেও তাকে এই ডি পি এল-এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার একমাত্র কারণ তাকে বলা হয়েছিল শাসক দলের পক্ষের থেকে সার্টিফিকেট আনার জন্য, কিন্তু বিরোধী সদস্য হিসাবে আমি সেই সার্টিফিকেট দেওয়াতে তার অনুমানটা ক্যানসেল করে দেওয়া হয়েছে। এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কিছু জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা কোন কোন রোগের জন্য এই তহবিল থেকে সাহায্য করে থাকি সেটা যে আমি এখানে বলেছি সেটা মনে হয় মাননীয় সদস্য শুনেন নি। এখানে কোথাও আমি বলিনি যে, হাড় ভাঙ্গার জন্য এই ধরনের সাহায্য দিয়ে আমরা বাহিরে পাঠাই। এটা কখনও হয় না। কারণ, আমাদের হাসপাতালেই হাড় জোড়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। স্যার, এই ধরনের ব্যবস্থা জোট আমলে থাকলে থাকতে পারে, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এটা কোথায়ও নাই যে, কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীর সার্টিফিকেট দিয়ে হসপিটালাইজ করা বা কোন সরকারী সাহায্য দেওয়া. এই ধরনের কোন ব্যবস্থা আমাদের সরকারের আমলে নাই।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যা দুই ভাগে বিভক্ত, বাঙ্গালী পাহাড়ী না, এটা হচ্ছে সিলেটি জনগোষ্ঠি. আর একটা হচ্ছে খণ্ডইলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। স্যার, যারা এদিকের অংশের মানুষ তারা কলকাতাতে খুব সহজে যায়, সেখানে তাদের ভাষারও মিল আছে। কিন্তু উত্তর ত্রিপুরায় যারা আছেন তাদের আবার শিলচর এবং গৌহাটীর সঙ্গে মিলনটা বেশী। স্যার,. এখন শিলচর এবং গৌহাটীর চিকিৎসা ব্যবস্থা খুব ভাল এবং ওদিকের অধিকাংশ রুগীই প্রায় ৯০ পারসেন্ট রুগী সরকারী অনুদান পাক আর না পাক সে ট্রাইবেলই হোক আর নন-ট্রাইবেলই হোক

তারা হয় শিলচর যায় না হয় গৌহাটীতে যায়। কাজেই, রেফারিং-এর ক্ষেত্রে শুধু কলকাতা এস এস কে এম না করে দয়াকরে সরকার বাহাদুর এই রেফারটাকে শিলচর এবং গৌহাটীতে করার কথা বিবেচনা করবেন কিনা। এখানে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি স্যার, আমার গ্রামের একজনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে সে গৌহাটিতে চিকিৎসা করিয়ে পরে মনের সেটিসফেকশানের জন্য মাদ্রাজের এপেলো হসপিটেলে গেছেন, তখন দেখা গেছে যে, গৌহাটী এবং মাদ্রাজের এপেলো হসপিটেলের চিকিৎসা ব্যবস্থা একই রকম।

Now Guwahati is having most upto date medical facilities. So Considering all these aspect whether the people of North Tripura will be allowed kindly by the Health Minister to have this facility in their own areas, Thank you.

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে মেডিক্যাল্ রেফার আমরা সাধারণত কলকাতায় করে থাকি কারণ, সেখানে আমাদের এখান থেকে চিকিৎসা অনেক ভাল। আমাদের এখান থেকে যে কারণে চিকিৎসার ফেসিলিটি অনেক বেশী আমরা সাধারণত: সেখানেই রেফার করে পাঠাই। তবে গৌহাটিতেও আমরা রেফার করি কারণ সেখানে শংকর নেত্রালয় রয়েছে এবং তার চিকিৎসাব্যবস্থাও অনেক ভাল আর শিলচরে মেডিক্যাল কলেজ থাকলেও আমরা সেখানে রেফার করি না কারণ আমাদের এখান থেকে বেটার মেডিক্যাল ফেসিলিটি যেখানে সেখানেই আমরা রেফার করি। সেভাবে কলকাতা থেকে বোম্বাই রেফার করে, আবার দিল্লী থেকেও কলকাতায় পাঠাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা (মান্দাই) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড় স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩

শ্রীকেশব মজুদার (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩।

প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ইহা কি সত্য বুরাখায় একটি গ্রামীন হাসপাতাল গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল ?

২। প্রশ্ন যদি সত্য হয় তবে শীঘ্রই এই হাসপাতালটি চালু করা হবে কি না ?

উত্তর

১। উত্তর :— না ঠিক নয়। তবে বুরাখায় একটা গ্রামীন নয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র করা হয়েছে।

২। উত্তর :—গ্রামীন হাসপাতাল প্রসঙ্গে বলা যায় যে যেখানে এটা নাই সেখানে একজন মেডিক্যাল

অফিসার, এল, পি, ডাবলিউ, জি, ডি, চারজন এবং অন্যান্য স্টাফ রয়েছে। এখানে মেডিসিনও আমরা দিচ্ছি সেখানে আউটডোর ট্রীটমেন্টের সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে তবে ইনডোর ট্রীটমেন্টের ব্যবস্থা সেখানে এখনো করা হয়নি।

শ্রীসুদন দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এখানে গ্রামীণ হাসপাতাল করার কোন পরিকল্পনা নেই। কিন্তু বর্তমান আর্থিক বছরে কতটা গ্রামীন হাসপাতাল করার পরিকল্পনা রয়েছে কতটা পি, এইচ, সি করার পরিকল্পনা রয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া যেতে পারে।

বিজয় রাংখল (ফুসলাই) :— সাপ্লামেন্টারী স্যার, খেদাছড়াতে প্রায় দুই বছর আগে একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার মেকশান আছে বর্তমানে এটার কাজ কি কমপ্লিট হয়ে গেছে না চলছে ? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, আমবাসার গণ্ডাছড়াতে একটি গ্রামীন হাসপাতাল করার জন্য তার বিল্ডিং এর কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন সেটা কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, খেদাছড়াতে একটি হাসপাতাল করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। তারজন্য সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর বিজয়বাবু গ্রামে একটা হাসপাতাল রয়েছে যেখানে বর্তমানে ডি এম এবং এস. পি.র অফিস রয়েছে। তাদের অফিস অন্যত্র শিফট, করার পর আমরা সেখানে হাসপাতাল করার জন্য ব্যবস্থা এর উদ্যোগ নেব।

আমরা ডিস্ট্রিকট হেড কোয়ার্টার করার জন্য ওখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেটার কনস্ট্রাকশন হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা নিয়ে যাব। এটার কনষ্ট্রাকশন এন, পি, সি. সির মাধ্যমে হবে। আর বিজয়বাবু গ্রামে যে ডি. এম, এস, পি, অফিস সেটা শিফট করলে আমরা চালু করতে পারব।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১০০।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১০০।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংখ্যা কত ?

২। এ সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে কতজন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিকট থেকে সম্মানিত ভাতা পেয়ে থাকেন ?

৩। রাজ্য সরকার কত টাকা করে এ সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভাতা দিচ্ছেন ?

উত্তর

১। রাজ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংখ্যা ৬৭১ জন।

২। বর্তমানে রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ৬৭১ জন সাম্মানিক ভাতা পান এবং তাদের মধ্যে ৪৬৬ জন রাজ্য সরকার থেকেও ভাতা পেয়ে থাকেন।

৩। রাজ্য সরকার বর্তমানে ৪৬৬ জনকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে উক্ত ভাতা দিচ্ছেন।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যাদের আত্মত্যাগের ফলে আমরা আজকে এখানে আমাদের ক্ষমতা ভোগ করছি, সেখানে এই রাজ্যের সংখ্যাটা মাত্র ৬৭১ জন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন সেখানে রাজ্য সরকার থেকে তারা একশ টাকা মাত্র যেটা ভারতবর্ষের মধ্যে কোথায়ও কোন নিয়ম নেই, সেখানে তারা একশ করে পাচ্ছেন। মাত্র ৪৬৬ জন কি কারণে অবশিষ্টদের রাজ্য সরকারের সম্মানিত ভাতা দেওয়া হচ্ছে না। আর একশ টাকা করে যে সম্মানিত ভাতা দেওয়া হচ্ছে সেটাও ত্রিপুরা ছাড়া ভারতবর্ষের কোথায়ও নেই। এটা আসলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসম্মান করা। ঐ গ্রামে যারা আটিখুড়িজ্ঞান নিয়ে যারা চর্চা করেন তাদের অনারিয়ামটা এখন একশ টাকা থেকে বেড়ে দুইশ টাকা হয়েছে। এই টাকাটা বাড়ানোর ব্যাপারেও রাজ্য সরকার-এর কোন পরিকল্পনা আছে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বলছি। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন এখানে তোলেছেন আমরা সমস্ত বিষয়টি পরীক্ষা করব এবং আমাদের তরফ থেকে যদি কোন কিছু করার থাকে দ্রুত আমরা ব্যবস্থা নেব।

শ্রীজহওর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ৬৭১ জন মোট স্বাধীনতা সংগ্রামী এই রাজ্যে আছেন। এর মধ্যে ৪৬৬ জনকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সম্মানিত ভাতা পাচ্ছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে অবশিষ্ট যারা আছেন তারা কি কারণে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং তাদের এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দেওয়ার ব্যাপারে কি চিন্তাভাবনা করেছেন এবং পাশাপাশি সেটা কবে নাগাদ আমরা আশা করতে পারি এবং বকেয়া সেগুলো তারা পাবেন কিনা যারা বাদ পড়েছিলেন সেটা এরিয়া সহ তাদের বিবেচনা করা হবে কিনা ?

মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্যাপারটা এটা একিবার এর প্রশ্ন নয় এটা জীবন দানের প্রশ্ন। কাজেই এখানে যে প্রশ্ন যেটা হচ্ছে আমি বলেছি বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখব এটা কেন এক পক্ষ পেল আর একপক্ষ পেলেন না এটা তো উচিৎ না। তবে এটা ঘটনা। এখানে যে কমিটি আছে সেই কমিটির পক্ষ থেকে যে ভাতা বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছেন সরকার এর কাছে এবং সেই ভাতা বাড়ভার প্রস্তাব কেন্দ্র সরকার গ্রহণ করেছেন। আমি এখানে বলছি সমস্তগুলি আমি এখানেই বলতে পারছি না। হয়তো আমরা এই সম্পর্কে বসে আলোচনা করে দেখব ডিসক্রিপেন্সি যাহাতে না থাকে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— অন্যান্য রাজ্যগুলিতে এই স্বাধিনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ সেখানে তাদের এডিশন্যাল তিন হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও ৫০০ টাকা করে সাম্মানিক ভাতা দেওয়া হয়েছে আমাদের রাজ্যেক্ষনে হয় ১০০ টাকা করে দেওয়া হয় এটা একটু বাড়ানোর অনুরোধ থাকল। দ্বিতীয়ত: রিয়াং স্বাধীনতা সংগ্রামী আমার জানা মতে এখনো অনেক টাকা বা পেনশন রয়ে গেছে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— সমস্ত বিষয়টাই আমাদের এখানে এডভাইজারী কমিটি আছে তাদের দৃষ্টিতে আমরা আনব। এবং তারা কি ভাবছেন. এখানে যুক্তিপূর্ন মানুষরা আছেন। আমি তো স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি। তারপরে আলোচনা করে দেখব যাহাতে কোন রকম ডিসক্রিপ্লেন্সি না থাকে।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নপর্ব শেষ। যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মৌখিক দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হাউসের টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে অনুরোধ করছি।

OBITUARY REFERENCE.

মিঃ স্পীকার :— এখানে স্মৃতিচারণ। আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে আসামের প্রাক্তন মন্ত্রী জগন্নাথ সিংহ গত ৯ই জুলাই দুপুর দুটা ৪০ মিঃ শিলচর মেডিক্যাল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। প্রয়াত জগনাথ সিংহের জন্ম উত্তর প্রদেশে। পরবর্তী সময়ে তিনি পিতার সঙ্গে শিলচরে আসেন এবং সেখানে লেখা পড়া করে স্নাতক হন। তিনি বুম্বাইতে লেভার ট্রেনিং এ উত্তীর্ণ হন। প্রয়াত সিংহ হিতেশ্বরসৈকিয়া এবং গোলাপ বরবরা এবং পরে আবার হিতেশ্বর সৈকিয়া মন্ত্রীসভার সদস্য হন। তার বিধানসভার কেন্দ্র ছিল কাছাড় জেলার উদারবন। উনার জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল

তিনি ১৯৭২ সালে উদারবন কেন্দ্র থেকে বিনা প্রতিদন্দ্বিতায় জয়ী হন। আসামের চা শ্রমিক সহ ও অনান্য শ্রমিক আন্দোলন তিনি ছিলেন অন্যতম পোরধা ছিলেন। ৬০ এর দশকের গোড়া থেকে তিনি কাছাড় জেলার চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ এবং মৃত্যুর আগে পর্যান্ত তিনি ঐ পদে আসিন ছিলেন। ২৬ বছর যাবৎ তিনি আসাম বিধানসভার আসন অলংকৃত করে গিয়েছিলেন। এই বিশিষ্ট নেতার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং আত্মীয় পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি এখন অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য ও সদস্যদের (দুই মিনিট মোন পালন করার পর)

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মি: স্পীকার স্যার, আপনি যে আপনার প্রশাসনে মনোযোগ দিচ্ছেন না এটাই প্রমাণ যে, আন্-ষ্টারড কোয়েশ্চনে চার জনের প্রশ্ন একই রকম। ১৩ নং, সর্বশ্রী জহর সাহা, ৩৩ নং, খগেন্দ্র জমাতিয়া, অনান্যরা হচ্ছেন সর্বশ্রী রতিমোহন জমাতিয়া এবং রতনলাল নাথ প্রশ্নটি হচ্ছে সর্বমোট সাব-সেণ্টার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত? ঠিক এই ভাবে আর একটা এসেছে, এ, ডি, সি, এলাকার অন্তর্ভূক্ত গ্রাম হস্তাতর করা হয়েছে কিনা? এটা- ১২৮ নং মাননীয় সদস্যগণ রতনলাল নাথের প্রশ্ন, ২২৭ নং আমার প্রশ্ন। এটা আনলে এলাউ করে দেওয়া যায়। এটা কাইণ্ডলী দেখবেন।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ নিম্নে উল্লেখিত মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে একটি নোটিশ পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি। উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। সদস্যদের নাম হচ্ছে--

শ্রীরতনলাল নাথ
শ্রীসমীর দেব সরকার,
শ্রীমানিক দে,
শ্রীসুধন দাস, এবং
শ্রীরতীমোহন জমাতিয়া

এখন আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দেরকে অনুরোধ করছি বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য।

শ্রীসুধন দাস :— স্যার, আমাদের রেফারেন্সের বিষয় বস্তুটি হল—"রাজ্যের পত্রিকা প্রতিষ্ঠান গুলিতে বাচোয়াতে কমিশনের রিপোর্ট অবিলম্বে কার্য্যকর করা সম্পর্কে"।

মি: স্পীকার :— এখন আমি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষুনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারিবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগামী ১৮.৮.৯৮ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :— আমি আজ আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উল্লিখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশের বিষয়বস্তুটি উল্লেখ করার জন্য।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার, নোটিশে বিষয়বস্তুট হলো "শিক্ষা দপ্তরে আর্থিক সংকট, দু'বছর ধরে ৬%হাজার ছাত্র-ছাত্রী স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না"-এই শিরোনামে গত ১৯শে আগষ্ট ১৯৯৮ ইং "স্যন্দন" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

মি: স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুতি না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উ নার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী কালকে (২৭.৮.৯৮ ইং) বক্তব্য রাখব।

মি: স্পীকার :— আমি আজকে আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। আমি সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে উনার নোটিশের বিষয়বস্তুটি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার নোটিশের বিষয়বস্তুটি হলো গত ১৯শে আগষ্ট ৯৮ইং "ত্রিপুরা দর্পণে" প্রকাশিত ১১টি সরকারী দপ্তরে কাজের অগ্রগতি জানিয়ে নামহীন ইংরেজি ম্যাগাজিনে ২ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে' ডায়নামিক' মুখ্যসচিবের সিদ্ধান্ত শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা কাল পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই সম্পর্কে এখনি বিবৃতি দেব। স্যার, ভারতবর্ষের কিছু লিডিং নিউজ ম্যাগাজিন পর্য্যায়ক্রমে ত্রিপুরা সরকারের কাছে, I.C.A.T. দপ্তরের কাছে, ত্রিপুরার যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রস্‌পেক্টস. টুরিজম প্রসপেক্ট অর্থাৎ ডেভেলাপমেন্টের প্রসপেক্টাস এবং বিভিন্ন এক্টিভিটিজ তা ফোকাস করে তাদের পত্রিকাতে দেওয়ার জন্য চেয়েছিল। এইগুলি পরীক্ষা করার জন্য অর্থাৎ কিভাবে আমরা দিতে পারি তার একটা চেষ্টা হয়েছিল এবং সেইভাবে সেক্রেটারী, আই, সি, টি ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন দপ্তরের কাছে চিঠি দিয়েছিল তাদের সুযোগ সুবিধা কি আছে এবং তাদের ফাণ্ড পজিশান আছে কিনা। জানার জন্য এটা. এমন না যে এদেরকে বিজ্ঞাপন দিতেই হবে। এবং সেই রকম কোন অর্ডারও হয়নি। বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য কোন অর্ডার যেওয়া হয়নি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এখানে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে পরিস্কার লেখা আছে যে যদি কস্ট অব ওয়ান পেজ মেগাজিন উইল বি এক্সাক্টও ২ লাখ ৮০ থাউজেন অনলি। হুইচ ইজ নট টু, হাই কনসিডারিং দি পপোলারিটি এণ্ড সার্কুলেশান অফ্ দি মেগাজিন। এখানে কোন মেগাজিনের নাম উল্লেখ করা হল না, কোন পত্রিকায় বা মেগাজিনে দেওয়া হবে। কি করে ক্লারিফিকেশান করবে যে সারকুলেশান হাই এবং পপোলেশান হাইয়েস্ট। সুতরাং, ২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা বেশী নয় লোকসংখ্যার তুলনায় এটা কি করে সম্ভব। আমার কাছে লিস্ট আছে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার মত কোন দপ্তরের কাছে পয়সা নেই এই আর্থিক বৎসরে। এটা করলেনা আমি বলছি, It clarify why the circulation is high and the population is highest . ? So, the cost lakhs 80 thousands is not higher thenthe popurarity and the circulation. How is it possible ? আমার কাছে লিষ্ট আছে, ত্রিপুরার কোন ডিমাণ্ডেই ধরা নেই এই বছরের বাজেটে। স্যার, হ্যাণ্ডলুম-হ্যাণ্ডিক্রাপ্টে ধরা আছে, ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ারে ধরা আছে, ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। হার্টিকালচারে নেই টি. টি. এ. ডি. সি.তে কত আছে জানি না। ফরেষ্টে অবশ্য একটায় আছে ২০ হাজার এবং আর একটায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার। অ্যানিমেল হাজবেণ্ড্রিতে ২৪ হাজার রুরাল ডেভলাপমেন্ট এই

ধরনের কোন মেনশন নেই। তাহলে, তারা কোথা থেকে টাকা বের করবে। যেখানে বলা হচ্ছে, টাকা নেই। স্মল স্টেট আমাদের। তাহলে কোথা থেকে পত্রিকায় টাকা দেবে। এর আগে মানিকবাবু বলেছেন. বি. পি. এল. কে আমরা সুযোগ দিতে পারছি না। স্যার, বি. পি. এলের সংখ্যাটা নিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। কাজে কাজেই, আমি বলছি এই টাকাটা দেওয়া কি বিলাসিতা নয়? এই টাকাটা যদি জুমিয়াদের মধ্যেও দেওয়া যেত, তাহলে একটাকা চালও তারা পেত। এটা কি বর্তমান সিচুয়েশানে প্রেকটিক্যাল হয়েছে?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, সদস্যদের জানা থাকা ভাল, আমরা একটা সিস্টেম চালু করেছি। সমস্ত রাজ্যেই ডিপার্টমেন্টের অ্যাডভাইজমেন্ট দিয়ে থাকেন আই. সি. এ. টি. এর মাধ্যমে। আমার নাম বলেছিলাম কোন পত্রিকাটার কথা হয়ত ভুলে নাম উঠেনি। পত্রিকার নাম ইণ্ডিয়া টুডে। তাদের ছিউজ পাবলিকেশান। বাই দিস টাইম. আই সি. এ. টি. সমস্ত ডিপার্টমেন্টর সঙ্গে কথা বলেছে। তারা বলেছে, আমাদের কাজ নেই। প্রচার করার ব্যাপারটা ঠিকই আছে। এখানে বিলাসিতার কোন সুযোগ নেই।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার. যেহেতু বিষয়টি বিজ্ঞাপন নিয়ে, কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ডেইলি দেশের কথা কোন সরকারী অফিসে রাখা হয়নি এবং কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি এই সংবাদ সত্য কিনা?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, এটা ঘটনা। এই সভার এর আগে বহু বার আলোচনা হয়েছে "ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকা রাখা হয়নি, বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি এমন কি, "ডেইলি দেশের কথায়" পত্রিকার সাংবাদিকদের সচিবালয়ে প্রবেশকেও আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই ঘটনাও হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার. আমার প্রশ্ন ছিল, ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ ইং এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের কোন্ পত্রিকা কত টাকার অ্যাডভ্যাটাইজমেন্ট পেয়েছে সরকারী ভাবে তার পৃথক পৃথক হিসাব দিতে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, এখানে পৃথক পৃথক ভাবে না দিয়ে এক সাথে বিরাট অ্যামাউন্ট দেওয়া হল। আসল কথা হচ্ছে, "ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকায় রাজ্যের তথ্য দপ্তর থেকে সিংহ ভাগ অ্যাডভ্যাটাইজমেন্ট দিয়েছেন যার ফলে স্বাভাবিক কারনেই তথ্য চাপিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। আমি এখানে এ ব্যাপারে বিস্তৃত তথ্য চাইছি কোন্ পত্রিকায় কত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে?

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিভিন্ন পত্রিকাগুলিকে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়নি। সে ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তথ্য এই সভায় পেশ করবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য আলাদা প্রশ্ন করলে আমি ডিটেইলস জানাব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকার কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী সাংবাদিক নেই, কোন শ্রমিকও নেই। সেই জন্যই দীর্ঘদিন ধরে তাদের এডভারটাইজমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সরকার এই হাউসে রিপ্লাই দিয়েছেন যে "ডেইলী দেশের কথা", পত্রিকার কোন সাংবাদিক নেই। গতকাল এই হাউসে বলা হয়েছে যে, লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে আনিয়ে দেওয়া হয়েছে "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকাতে কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী কোন সাংবাদিক নেই, কোন শ্রমিকও নেই। যেহেতু এই পত্রিকাটিতে কোন সাংবাদিক নেই তাই এই পত্রিকাটিকে এডভারটাইজমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গতকালের ৫১৬ নং কোয়েশ্চানের রিপ্লাইয়ে এই কথা বলা হয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নজরে আছে কিনা?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, লেবার ডিপার্টমেন্ট এটা কি ভাবে দিয়েছেন আমি জানিনা। তবে গত পাঁচ বছরের অপরাধকে যাষ্টিফাই করার জন্য এখানে এই সব কথা বলা হচ্ছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি রেকর্ড দিয়ে বলেছি লেবার ডিপার্টমেন্ট উত্তর দিয়েছে যে, ডেইলী দেশের কথা পত্রিকাতে কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী সাংবাদিক নেই এবং শ্রমিকও নেই।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মুখ্যসচিবের ইচ্ছায় সেক্রেটারী এ. কে. দেব এডভারটাইজমেন্ট করার জন্য একটা পত্রিকাকে, এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের রিপ্লাইয়ে জানতে পারলাম যে—ইণ্ডিয়া টুডে, ইট ইজ এ গুড পেপার নো ডাউট, বাট ইট গুড হ্যাণ্ড বীন মেনশানড ইন দ্য প্রপোজাল। দিস ইজ রুলস্ অব এ্যাক্জিকিউটিভ বিজনেস। যখন কোন মন্ত্রী বা সেক্রেটারী ইনিশিয়েট করেন তখন ইট শুড বী মেনশানড ফাষ্ট যেহেতু এখানে এটা করা হয় নি এই কারণে এটা মনে হয়েছে যে টাকাটা মেরে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা এবং এটা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যাই হোক মূল উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে যে, ত্রিপুরাকে ফরেন ট্যুরিষ্ট বা আদার টুরিষ্টদের নিকট এট্রাকশান করা সেই ক্ষেত্রে Tourisam Department should take responsibility alone not with other departments. Because Tourisam- it is an Industry, it has been declared. It is the responsibility of the department to advertise all other things. As other department has no role why they should suffer. The idea behind the circular, behind the advertising policy is really unfortunate. আমি মনে করি আমাদের আর্থিক ক্ষ . .

সীমাবদ্ধ কাজেই, এই ধরনের মানসিকতা থেকে বিরত থাকবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি ওয়ান উইনডো সিস্টেম হ্যাজবীন ইনট্রোডিউস। ইচ এ্যাণ্ড এভি এডভারটাইজমেন্ট শ্যাল বী চ্যানেলাইজ থ্রু দি আই. সি. এ. টি। সেইজন্য ১৮টা ডিপার্টমেন্টকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে তাদের সে রকম দেওয়ার মত সামর্থ্য আছে কিনা। স্যার ইট উইলবী প্রসেসড বাই দি আই. সি. এ. টি ডিপার্টমেন্ট এ্যাণ্ড গিভেন টু ইণ্ডিয়া টুডে বাই দিস টাইম অনেকগুলি ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে যে তাদের সেই সামর্থ নেই। ইচ্ছা আছে কিন্তু তাদের যে বাজেট প্রভিশান, তাতে এতটুকু খরচ করার ক্ষমতা নেই। কাজেই, সেই ভাবে প্রসেসড হয়নি এবং আমরাও দেইনি। কাজেই উনি যেটা বলেছেন যে আই, সি, এ, টি গুড টেইক ইনিশিয়েট ত্রিপুরাকে ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে প্রমোট করার জন্য। স্যার তার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছি কাজেই এটাতে অন্য কোন ইনটেনশান আমাদের নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অনেকগুলি হয়েছে। আপনি বসুন।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটা প্রশ্ন। মাননীয় মন্ত্রী মহাদয় জানাবেন কি যদি সেটা গভর্ণমেন্টের অগোচরে কোন অফিসার করে থাকেন তাহলে সেই অফিসারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন নীতি আছে কিনা, যদি থাকে সেটা মানা হচ্ছে কিনা এবং সেই নীতিটা কি নীতি?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী 'মন্ত্রী' :— গভর্ণমেন্টের গোচরেই করা হচ্ছে, অগোচরে কোন প্রশ্ন উঠে না। গভর্ণমেন্টের এডভারটাইজমেন্টের পলিসি আছে সেই পলিসি ষ্ট্রীকট্‌লি মেইনটেইন করা হচ্ছে।

শ্রীজওহর সাহা :- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, অনেক হয়েছে এবার বসুন।

শ্রীজওহর সাহা :— না স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বিজ্ঞাপন নীতি কি সেটা বলেননি। এই বিজ্ঞাপন নীতি কি সেটা আমি জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বিজ্ঞাপন নীতি জানতে চাইছেন।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী):— না স্যার, আমি তো বলেছি গভর্ণমেন্টের পলিসি আছে। স্যার, যে প্রশ্ন এসেছে তার জন্য আমি রেডি হয়ে এসেছি এবং তার জন্য বলতে পেরেছি। কিন্তু মাননীয়

সদস্য এখন যে পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান করেছেন সেটার ফিগার তো আমার কাছে নেই। কাজেই, সেই ভাবে দেওয়া হলে নিশ্চয়ই সমস্ত কিছু বলা যাবে।

মি: স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য বিষয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় কর্ত্তৃক গত ২৫-৮,৯৮ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনা'র বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হল :— পাবলিক এনালিষ্টের রিপোর্ট ছাড়াই-গুণমান পরীক্ষা না করে রেশনে লবন পাঠাল খাদ্য দপ্তরে"—এই শিরোনামে গত ২৩শে আগষ্ট দৈনিক সংবাদ, পত্রিকায় "প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়ের আনীত গণবণ্টন ব্যবস্থায় লবন পরীক্ষা না করে বণ্টন সম্পর্কে "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় ১৩,৮,৯৮ইং তারিখে সংবাদটির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

প্রকৃত তথ্য এই যে, রাজ্য সরকার জাতীয় স্তরে খোলা দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে রাজ্যে লবন আনার জন্য সর্ব নিম্ন দর দাতাকে রাজ্যের ঠিকাদার হিসাবে নিযুক্ত করেন। উক্ত নিযুক্ত ঠিকাদার ভারত সরকারের সল্ট কমিশনারের রাজ্যের জন্য বরাদ্দকৃত লবন ভারতের পশ্চিম উপকূলের গুজরাট রাজ্যের বিভিন্ন লবন উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে লবন আমদানী করিয়ে রেল যোগে রাজ্যে আনয়ণ করেন। উৎস মূলে লবন আমদানীর সময় সল্ট কমিশনারের নিজস্ব পরীক্ষাগারে প্রাথমিক স্তরে লবনের গুণ-মান পরীক্ষা করিয়ে রেলের ওয়াগনে তোলা হয়।

বর্ত্তমান রেকের ক্ষেত্রে রেল বোঝাই করার পূর্বে নমুনা পরীক্ষায় লবনে আয়োডিনের পরিমাণ সর্ব নিম্ন ৫৩'৮ পি' পি, এস, পাওয়া যায়, যাহা গত জুন মাসের ৩ তারিখে গুজরাটের হালভাদ্ থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। উক্ত লবন আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজ্যে আসিয়া পৌছানোর পর ধর্মনগর ও আগরতলার কেন্দ্রীয় খাদ্য গুদাম হইতে লবনের নমুনা নিয়ম অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়।

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে ঐ লবনের নমুনাগুলি কলিকাতাস্থিত এ, এস্ সল্ট কমিশনারের কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরীতে লবণের গুনমান (আয়োডিনের পরিমাণসহ) পরীক্ষা করার জন্য গত ১৩,৮,৯৮ইং তারিখে পাঠানো হয়। কলিকাতাস্থিত এ, এস্ সল্ট কমিশনার লবণের গুনমান ও আয়োডিনের পরিমাণ পরীক্ষা করেন এবং ১৮,০৮, ৯৮ইং তারিখে রিপোর্ট পাঠান। উক্ত রিপোর্টে সর্বনিম্ন ৩০,৪৯ পি, পি, এম আয়োডিন লবণ এবং উভয় নমুনার ক্ষেত্রেই ভারত সরকারের অনুমোদিত হারে আয়োডিন যুক্ত লবণ গণবন্টন ব্যবস্থায় সরবরাহ উপযোগী বলিয়া অভিমত পোষণ করেন। রিপোর্ট পাওয়ার পর রাজ্য সরকার ১৮,০৮,৯৮ইং তারিখে গণবন্টন ব্যবস্থায় লবণ সরবরাহের নির্দেশ দেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, পি, এফ, এ রোল্স, ১৯৫৫ অনুযায়ী সরবরাহ স্থলে আয়োডিনের পরিমাণ সর্বনিম্ন ১৫ পি, পি, এম থাকার কথা। সেই ক্ষেত্রে বর্তমান আমদানীকৃত লবণের আয়োডিনের পরিমাণ যথাযথভাবেই ৩০,৪৯ পি পি, এম আছে।

অতএব "দৈনিক সংবাদ", পত্রিকায় ২৩,০৮,৯৮ইং তারিখ উক্ত শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কল্পনাপ্রসূত, উদ্দেশ্যপ্রনোদিত। এই সংবাদ জনগণকে বিভ্রান্ত করে রাজ্য সরকারকে জনমনে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ২৩ তারিখ যে খবর বেরিয়েছে এই খবর পাওয়ার পর সারা রাজ্যের যারা রেশনের ভোক্তা তারা আতঙ্কগ্রস্ত। কারণ, এই লবণ যদি গুণমাণ পরীক্ষা করে ব্যবহার করা হয়, তাহলে গলগণ্ড, স্কিল-বাড, মিস-ক্যারেজ এই ধরণের রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ত্রিপুরা সরকারের লবণ আমদানী করার পর আয়োডাইজ সল্ট, ত্রিপুরা রাজ্যে চারটি গো-ডাউন আছে। ধর্মনগরে তিনটি আর এখানে সেন্ট্রাল গো-ডাউন। আনার পরে রিপ্রেজেনটেটিভ স্যাম্পল নিয়ে এটা পরীক্ষা করা হয় ল্যাবরেটরীতে। ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ল্যাবরেটরী আছে এবং সেখানে পাবলিক অ্যানালাইষ্ট আছে। সাধারণতঃ এটা রুল যে যারা পাবলিক অ্যানালাইষ্ট ত্রিপুরা সরকারের একটা সংস্থা গভর্ণমেন্ট অরগেনাইজেশান। সেখানে পাবলিক অ্যানালাইষ্টের রিপোর্ট দেখে তারপর পরীক্ষা নীরিক্ষা করার পর সেটা বলেছেন ১৫ পি, পি, এম থাকতে হয় এবং আরও ৯টা জিনিস থাকতে হয়। ময়শ্চারাইজ ঠিক আছে কিনা, সয়েলেবল কিনা, বালু মেশানো আছে কিনা, এই রকম দেখতে হয়। দেখার পরে থ্রো পি, ডি, এস -ইগুলি ডিস্ট্রিবিউশানের জন্য দেওয়া হয়। এখানে কি কারণে, একটা ল্যাবরেটরী থাকার পরেও পাবলিক অ্যানালাইষ্ট থাকার পরেও এবং অতীতে যেতগুলি এসেছে এখানে এইসমস্ত হয়েছে। সেখানে কি কারণ ঘটল যে সরকারী কোষাগার থেকে টাকা খরচ করে, প্লেইন ফেয়ার দিয়ে, অফিসারকে পাঠিয়ে হোটেলে রেখে আরও অন্যান্য টাকা খরচ করে কি লাভ। কারণ ঘটল বাইরে পরীক্ষা করানোর কি ইন্টারেস্ট ছিল? ত্রিপুরার পাবলিক অ্যানালাইস্টকে ডিঙ্গিয়ে কেন ওখানে নেওয়া হল এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকারস্যার, যে প্রশ্নটা উনি এখানে করেছেন যে, ত্রিপুরায় কেন এটা পরীক্ষা করা হল না? এখানে গত মার্চ মাসে যখন এই লবন সরবরাহের সংস্থা ত্রিপুরা সরকারকে লবন সরবরাহ করে এটা থার্ড এবং ফোর্থ রেইটে ধর্মনগরের সেন্ট্রাল গো-ডাউনে সেই ত্রিপুরার পাবলিক অ্যানালাইজের যে রিপোর্ট তাতে একটা অ্যাবনরমেলিটি ধরা পড়ে।

তাতে দেখা যায় যে, একটা ক্ষেত্রে ৩৮৮টি ডি এম এবং অন্যটির ক্ষেত্রে ৫৭৩.৪৬ টি ডি এম এই রকম গ্রেডেশন হচ্ছে। সুতরাং, এই যে অ্যাবনরম্যালিটি হাই, এই যে ব্যাপারটা তখন এটা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের যে সংস্থা আছে অ্যাসিষ্টান্ট সল্ট কমিশনার ক্যালকাটা তখন থেকে এই সিদ্ধান্তক্রমে কলকাতাতেই এইজ পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কাজেই. এই অ্যাসিষ্ট্যান্ট সল্ট কমিশনার ক্যালকাটা এটা একটা কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা, কাজেই সেখান থেকে যে রিপোর্ট আসে তাতে দেখা যায় রাজ্য সরকারকে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেটার সঙ্গে এটার মিলনেই এবং নরম্যালী যেটা থাকার কথা আগের রিপোর্টটার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সেটাই অ্যাসিষ্ট্যান্ট সল্ট কমিশনার ক্যালকাটার রিপোর্ট থেকে এসেছে। কাজেই, জনমনে যাতে কোন সন্দেহ না থাকে সেই জন্য এই পরীক্ষাগুলির ব্যবস্থার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে যে পাবলিক এনালাইজটা যেটা রাজ্য সরকারের একটা সংস্থা, সেখানে অফিসাররাও রয়েছেন এবং অতীতে যতগুলি পরীক্ষা হয়েছে সবগুলি এখানেই হয়েছে এবং নর্থ-ইষ্টার্ণের কিছু কিছু ষ্টের দায়িত্বও এই আগরতলার পাবলিক এনালাইজ যিনি আছেন মানে এই সংস্থার উপর দায়িত্ব দেওয়া আছে। কাজেই, এদের উপর সন্দেহ করার প্রশ্ন উঠে না এবং এখানে এমন একটা রেসপন্সিবল অর্গনাইজেশন এবং পাবলিক এনালাইজ আছে। এখন প্রশ্ন হল তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তরে বোঝা যায় তারা অযোগ্য, এটা আমার মনে হচ্ছে এবং তাদের উপর রাজ্য সরকারের কনফিডেন্স নেই, এই হল এক নম্বর প্রশ্ন। দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কি ঠিক যে ১৯৯৮-৯৯ সালের লবন কেরিং ও সাপ্লাই দেওয়ার জন্য একটা টেণ্ডার হয়েছে এবং সেই টেণ্ডারে বিভিন্ন দর দাতা তাদের দর দিয়েছে। যেমন, আর এস দেববর্মা, বুদ্ধনগর। ত্রিপুরেশ্বরী সল্ট সোসাইটি, ধর্মনগর। কৈলাস ট্রেডেলস, আরও অনেক সংস্থা নিয়েছে, তার মধ্য থেকে এই তিন জনকে ঠিক করা হয়েছে এই তিন জনের মধ্যে সব চেয়ে লোয়েষ্ট ছিল আর এস, দেববর্মার। সেকেণ্ড লোয়েষ্ট ছিল ত্রিপুরেশ্বরী সল্ট সোসাইটি, আর থার্ড লোয়েষ্ট ছিল কৈলাস ট্রেডেলস। এখন প্রশ্ন হল, সর্ব্বনিম্ন লোয়েষ্ট যে দর দাতা টেণ্ডারটা তাকে না দিয়ে থার্ড লোয়েষ্টকে কেন দেওয়া হয়েছে. যার নাকি টাকার পার্থক্য ছিল অন্যদের সঙ্গে ২২ লক্ষ টাকায়। তারপর আবার পরবর্তী সময়ে কি হয়েছে,

এই ২২ লক্ষ টাকার ফারাক যাকে এই টেণ্ডারটা দেওয়া হয়েছে সে একটা অসত্য রিপোর্ট দিয়ে এই রেইটটাকে আরও বাড়িয়ে নিতে চেয়েছিল। সে বলেছে আমি যেখান থেকে লবণ সাপ্লাই দেই গুজরাট থেকে সেখানে ফ্লাড হয়েছে সেজন্য আমাকে আরও ৫০ পারসেন্ট বাড়িয়ে দিতে হবে। এটা যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে গিয়ে তার টাকার অংকটা দাঁড়াবে ৯২ লক্ষ টাকা। অবশেষে সবাই মিলি অবজেকশন্ দেওয়াতে এটা আর করতে পারেন নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার প্রশ্নটা বলুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এখানে কি কারণ ঘটল যে ফার্ষ্ট লোয়েষ্টকে টেণ্ডারটা না দিয়ে থার্ড লোয়েষ্টকে দেওয়া হল। কি কারণে এত লক্ষ টাকার কারচুপি। স্যার, এখানে ২২ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগার থেকে চলে যাচ্ছে। এই প্রশ্নটা কেন এলো? এই ২২ লক্ষ টাকা থার্ড লোয়েষ্টকে দেওয়ার কারণেই। এই ত্রিপুরার পাবলিক এনালিষ্টকে ডিঙ্গিয়ে কোলকাতার অ্যাসিস্‌টেন্ট সল্ট কমিশনারকে দিয়ে এটা পরীক্ষা করানো হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি-এই অ্যাসিষ্টেন্ট সল্ট কমিশনার মিঃ আর, এস, কাশ্যপ্, হী হ্যাজ্ রীচড্ হীয়ার, আজকে সকালে এসেছেন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে বলছি, যে বিমানবন্দরে লোক রাখার জন্য। কার ণ,আমি ডাইরেকটর অব্ ফুড্ উনাকে সেখানে যেতে দেখেছি। এখন রিপোর্ট আদৌ ঠিক কি না? এখানে ত্রিপুরা সরকারের পাব্‌লিক এনালাইষ্ট একটা সংস্থা আছে সেটা থাকতে আমি কলকাতা কেন যাব? এবং এই আর, এস, কাশ্যপ্ কেন আগরতলায় আসবেন? আর, এস, কাশ্যপ্ এখনো স্যার আগরতলায় আছেন। কোন বদ উদ্দেশ্যে তিনি এখানে এসেছেন বুঝতে পারছি না। এর উপর নজর রাখার জন্য অনুরোধ করছি যাতে উনি আজকে বা কালকে আগরতলা ছেড়ে চলে যেতে না পারে। হোয়েদার ইউ আর টু ভেরিফাই ইট-যে ফার্ষ্ট লোয়েষ্টকে না দিয়ে থার্ড লোয়েষ্টকে কেন দেওয়া হলো? কোন গুঢ় অর্থ আছে এর পেছনে আছে কি না, তা' মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে বিষয়টা জানতে চেয়েছেন, টেণ্ডার সম্পর্কে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, সরকারের পক্ষ থেকে এখানে কোন দুর্নীতির প্রশ্ন নেই। এখানে যার কথা মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন যে আর, এস, দেববর্মা উনি ত্রিপুরা স্টেট কন্‌জিউমার্স ডিস্‌পুট রিড্রেসেল কমিশনের একজন মেম্বার। গভার্ণমেণ্ট রুলসে আছে যে যদি এই রকম কোন মেম্বার সেখানে থাকেন বিফোর অ্যাপয়েন্‌মেন্ট-প্রেসিডেন্ট অ্যাণ্ড মেম্বার অব্ দ্যা ষ্টেট কমিশন শ্যাল হ্যাভ টু টেক আণ্ডারটেকিংস দ্যাট হী ডাজনট অ্যাণ্ড উইল নট হ্যাভ্ অ্যানী ফিনান্‌শিয়েল অ্যাণ্ড আদার ইণ্টারেষ্ট অর অ্যালস্ লাইক্‌লি টু এফেকট্ হিজ ফাংকশন অ্যাজ

মেম্বারস। কারণ, এই মেম্বারস্‌রা সেখানে যে কন্‌সলিডেটেড্‌ ফাণ্ড সেখানে থেকে অনারিয়াম বা অ্যালাউন্সেস্‌ পেয়ে থাকেন। কাজেই, এই কারণে মিঃ দেববর্মা ইজ্‌ ডিজ্‌কোয়ালিফাইড্‌ ফর হিজ্‌ ষ্ট্যাণ্ডার্ড।

দ্বিতীয়ত: উনি যে ত্রিপুরেশ্বরী সল্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এর কথা বলেছেন এবং আরেকটা সাবিত্রী সল্ট কো-অপারেটিভের কথা উল্লেখ করেছেন-তারা টেণ্ডার বিড করেছিলেন কিন্তু আর্নেষ্ট মানি জমা দেয়নি। সেখানে একটা বিষয় আছে যে, ১৯৯৫ইং সনে ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীজ ইনসেনটিভ স্কীম বলে একটা স্কীম সেখানে আছে। সেই স্কীমের মধ্যে আছে যে-গণবন্টন ব্যবস্থায় যে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল প্রোডাকশন থাকবে নিগেটিভ্‌লি ইউনিট মেনুফেকচারিং এসেন্‌শিয়েল কমোডিটিজ বিং সোণ্ড থ্রু পাব্‌লিক ডিষ্ট্রিবিউশান সিস্টেম। হ্যান্স সাস্‌ ইউনিট ইজ্‌ নট এনটাইটেল্‌ড্‌ টু অ্যানী বেনিফিট আণ্ডার দিস্‌ স্কীম লাইক এগ্‌জেম্পশন ফ্রম আর্নেস্ট মানি।

কাজেই, তারা আরনেস্ট মানি জমা না দিয়ে সাবিত্রী সল্ট এবং এই যে ত্রিপুরা সল্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড তারা সেখানে কমপিট করেছিলেন এবং তারমধ্যে যখন টেণ্ডার খোলা হল তখন তারা অফার করেছিলেন। যে তারা আরনেস্ট মানি জমা দেবে। কিন্তু তখন এটা দেওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। কাজেই, এই সমস্ত কারণে এই টেণ্ডার একসেপ্ট করা সম্ভব হয়নি। এস, এ, বি, অনুমোদন করার পর এখানে যে তৃতীয় যে লয়েস্ট হয়েছে কৈলাশ টেড্রাস তার সমস্ত কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর এস, এ, বি, অনুমোদন করার পর এটা গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই, এখানে কোন দুই নম্বর ব্যবস্থা নেই। সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যেটা এপ্রভ হয়েছে সেটা যথাযথভাবে হয়েছে। কাজেই, এই ব্যাপারে রতনবাবুদের সন্দেহের কোন কারণ নেই।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব্‌ ক্লেরিফিকেশান স্যার,।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আর নয় কলিং এটেনশান আছে, উত্তর আছে।

কাজেই এই সময়ের মধ্যে এর মধ্যে ৭৫ মিঃ চলে গেছে, কাজেই, সম্ভব নয়। আমি নিম্নলিখিত সদস্যের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্যর নাম হচ্ছে শ্রীজহর সাহা।

শ্রীরতনলাল নাথ — স্যার, আমার—।

মিঃ স্পীকার :— না- না, আর চান্স নেই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি ২২ লক্ষ টাকার অভিযোগ আনলাম। পাবলিক ইনটারেষ্টে কথা বলতে পারব না ?

মিঃ স্পীকার :— না, না, অনেক হয়েছে, মিনিষ্টার উত্তর দিয়েছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— কথা বলবেন, সময় সবটা নিয়ে নেবেন কথা বলার জন্য। নির্দিষ্ট সময়তো আছে। রেফারেন্সের সময় এক ঘন্টা আছে এবং এরজন্য অলরেডি ৪৫ মিঃ চলে গেছে। আরও আছে কলিং এটেনশন, ১৫ মিঃ আপনারা কি পারবেন ? এটার তো সুনির্দিষ্ট সময় আছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— না, না আমি কি করব ? এই সময়ের মধ্যেতো হতে হবে বক্তৃতা দিলে হবে না ? আপনারা দশ মিনিট নিয়ে গেছেন · আপনার ক্লেরিফিকেশান চাওয়ার জন্য এটা ··।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এটা সম্পর্কে···।

মিঃ স্পীকার :— না না, এটা হয় না মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু বলুন, সাহায্য করুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার বলার আছে, তাহলে বলুন ওরা বলছে উত্তর পায়নি, আপনি ক্লিয়ার করে দিন।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, কোন বিষয়টা ক্লিয়ার হয়নি আমি কি করে জানব ? উনি যা জানতে চাইছেন উনি দশ মিনিট ধরে একটা ক্লেরিফিকেশান চাইছেন, কোন পয়েন্টে বলুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (বিশালগড়) :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, কোন্ পয়েন্ট সেটার উত্তর দিতে রাজী আছেন। পয়েন্টটা বলুক এই সুযোগটাতো দেবেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বলুন কি বলবেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আমারটা হচ্ছে ত্রিপুরা পাবলিক এনালাইস্ট যদি এই রকম ভুল করে থাকে তাহলে তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কেন নেওয়া হবে না · কেন আর একটা নতুন করে সেটআপ করা হবে না ? আমাদের কেন গোহাটী, কলকাতা, দিল্লী বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে। কারন, ইট ইজ অলসো এডিবস অব্ ন্যাশানাল স্টেটাস্ এত টাকা খরচ করবে এখানে অফিসার বসিয়ে রাখবে আবার সেখানে পাঠাবে এটা হতে পারে না ডাবল

স্টেণ্ডার্ড মেনটিন করা। তৃতীয়ত: এই কৈলাশ টেড্রার্স সে ব্লেক লিস্টেড। এর আগেও ১৯৯২ তে অনেকগুলো কোয়ালিটি মেইনটিন না করার অপরাধে এবং এই সমস্ত ঐ বিলো স্টেণ্ডার্ড মাল গুদামজাত করার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সে ৫১ দিন জেলে ছিল এবং ইহা এখনও চলছে। এই রকম একটা লোক সম্পর্কে আপনারা ছাফাই গাইছেন এটা এই ভাবে হতে পারে না কিছু একটা কারণ আছে এবং এইযে লবন পাঠানো হয়েছে এটা অথেনটিক কিনা নাকি বাজারের লবণ কিনে এটা পাঠিয়ে দিয়েছে এটাওতো একটা সন্দেহের কারণ দেখা দিয়েছে। আর আপনার সংগঠনের প্রতি/আপনার যদি আস্থা না থাকে।

মি. স্পীকার :— ঠিক আছে, বসুন,।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পাবলিক এনালাইস্ট এটা আপনার সংস্থা এটার উপর আপনি যদি আস্থা হারান আপনি তাহলে নিজে পদত্যাগ করতে পারেন। এটাইতো এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, লবণের প্রশ্নে এখানে কোন কম্প্রমাইজ করার প্রশ্ন নেই। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষকে এই লবণ খাওয়ানো হয়। সেখানে আয়োডিন কন্টেন্ট সেখানে সঠিক পরিমান আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করার পরেই সরবরাহ করা হয়। কাজেই, সেখানে কোন প্রশ্ন আসতে পারে না। দুই নাম্বার হচ্ছে—এটাকে এখানে যেটা বলা হয়েছে ব্ল্যাক লিস্টেড কিনা এটা আমার জানা নেই। এটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর এটা তো শুধু একটা ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার নয় যেখানে হাইস্ট বডি অব দ্য ষ্ট্যাট পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যেগুলি দেখা গেছে সেই ভিত্তিতে সেখানে এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্ন উল্লেখ সদস্যের নিকট থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি, মাননীয় সদস্যের নাম শ্রীজওহর সাহা নোটিশটির বিষয় বস্তু হল " গত ১৮ই আগষ্ট "স্যন্দন পত্রিকায়, প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কাঞ্চনপুর পুলিশের বারবের শিকার "স্যন্দন" সংবাদ প্রতিনিধি,"—এই সম্পর্কে আমি মাননীয় শ্রীসাহার প্রস্তাব উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি এখন যদি না পারেন তাহলে সময় ও তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগামী ৩১ তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্তের কাছ থেকে। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল 'রাজ্যে সরকারের চাহিদা অনুযায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী প্রেরণ সম্পর্কে"—'আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুনিই প্রস্তুত না থাকেন তাহলে সময় ও তারিখ চেয়ে নিতে পারেন

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই সম্পর্কে আগামী ২৭ তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট থেকে! নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো "খাদ্ধি পোকার আক্রমণে রাজ্যে জুম ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে"। আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি এক্ষুনই বিবৃতি দিতে অসমর্থ হন তাহলে সময় ও তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই ব্যাপারে আগামী ৩১শে আগষ্ট ১৯৮৯-ইং তারিখ বিবৃতি দেব

মিঃ স্পীকার :— আজ একটা নোটীশের উপর মাননীয় কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বিকৃত হয়েছিলেন। আমি কৃষিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য নোটিশের বিষয় বস্তু হল-ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে "খাজানা কোম্পানীর বিরোদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ" এই শিরোনামে গত ১২ই এপ্রিল ১৯৯৮ ইং তারিখে' "স্যন্দন পত্রিকায়" ২য় পৃষ্টায় ৩য় কলমে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীঅঘোর দেববর্মা মন্ত্রী) :— স্যার, নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে খাজনা কোম্পানীর বিরোদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ' শিরোনামে গত ১২ই এপ্রিল ১৯৯৮ইং তারিখে 'স্যন্দন পত্রিকায়' ২য় পৃষ্টার ৩য় কলামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে। ' প্রকাশিত সংবাদ এইরূপ- ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে খাজনা কোম্পানীর বিরোদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ। উল্লেখ্য ১১ এপ্রিল স্বনির্ভর প্রকল্পের অধীন পাওয়ার টীলা ক্রয়ের ক্ষেত্রে খাজানা নামে কোম্পানী বেকার যুবকদের সঙ্গে প্রতারনা করেছেন। এই অভিযোগ এনে জনৈক শিক্ষিত বেকার যুবক দক্ষিণ জেলার ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে ক্ষতি পূরণের দাবী করে মামলা দায়ের করেছেন পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরোদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে পত্র

পাঠানো হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে পি. এম আর. ওয়াই এই প্রকল্পে দক্ষিণ জেলার কয়েক জন বেকার যুবকের নামে পাওয়ারটিলার ক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়। বেকার যুবকরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে আবেদন জানান এবং তারা 'কামকো' নামে এক কোম্পানীর পাওয়ার টীলার ক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু জনৈক কর্মকর্তা তাদের খাজনার নামে তাদের জন্য একটী কোম্পানীর পাওয়ার টীলার ক্রয় করতে বাধ্য করে।

দক্ষিণ জেলায় মোট ত্রিশ জন বেকার খাজানা কোম্পানীর মাল ক্রয় করেছে এবং একই রকম বিপাকে পড়েছে। যুবক দল বেঁধে গিয়ে ডিলারের কাছে প্রতিবাদ জানালে কোম্পানীর লোক এসে মেরামত করে দিয়ে যায়। কদিন না যেতেই আবার অচল হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে ডিলার, কোম্পানীর প্রতিনিধি ও ইউ, বি, আই, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা হলেও সমাধান সূত্র মিলেনি। ফলে দীপংকর সরকার নামে এক যুবক জেলা ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করে মামলা করে। জানা গেছে আরও কয়েক জন মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই সম্পর্কে ইউ, বি, আই, সূত্রে জানা গেছে বিষয়টি তাদের নজরেও এসেছে এবং তারাও ঘটনাটিকে প্রতারণা বলেই মনে করছেন। ক্রেতা আদালতে মামলার ব্যাপারে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ব্যাঙ্ক কর্মীরা খুশীর ভাব প্রকাশ করেছেন।

উপরোক্ত প্রকাশিত সংবাদেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে "প্রাইম মিনিস্টার রোজগার যোজনা" (পি, এম, আর, ওয়াই) প্রকল্পে পাওয়ার টিলার বন্টনে কৃষি বিভাগের কোন ভূমিকা ছিল না। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে পাওয়ার টিলার বন্টন করেন শিল্প দপ্তরের অনুমোদন ক্রমে ইউ, বি, আই।

তবে কৃষি বিভাগ ভর্তুকীতে কৃষকদের মধ্যে পাওয়ার টিলার বন্টন করে থাকেন। কৃষক তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী কৃষি দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত পাওয়ার টিলার নির্দিষ্ট ডিলারের কাছ থেকে তা ক্রয় করতে পারে। কোন্ কোম্পানী থেকে কৃষক পাওয়ার টিলার ক্রয় করবে তা তাঁর স্বাধীন মতামত।

শুধুমাত্র নির্ধারিত কোম্পানীর পাওয়ার টিলার সমূহ বিভাগীয় উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে পাওয়ার টিলারের কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করে নিয়েই কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

খাজনা কোম্পানীর পাওয়ার টিলার দক্ষিণ জেলার যুবকদের নিকট কৃষি বিভাগে বা তার তত্ত্বাবধানে বিলি করা হয় নাই

শ্রীরাধামোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত ১১ তারিখের পত্রিকাতে যা উঠেছিল সেটার হুবহু উনি এখানে ভাষণে বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে উনি বলেছেন যে, খাজানা কোম্পানী নাকি সেখানে বিক্রি করেনা। কিন্তু উনার আরো বেশী জানার

কথা কৃষি দপ্তর কিল্লা ব্লকে বিজয়কুমার জমাতিয়া সুরগোবিন্দ জমাতিয়া সমেত আরো ১০ জনকে ঐ খাজানা কোম্পানী বিক্রি করেছে গত মে মাসে সাবসিডি দিয়ে। মাত্র চার মাস হয়েছে সেটা বিকল হয়ে গেছে। চাষাবাদ করতে পারছেনা। এই ব্যাপারটা আপনি দেখবেন কিনা? শুধু দীপঙ্কর সরকার নয়, প্রহ্লাদ ঘোষ সেও কিনেছে ১৯-৮-৯৬ তে, তাদের প্রত্যেকের একই অবস্থা। তারা তা কিনে নিয়ে ৬ মাসও চালাতে পারেনি। যার ফলে বর্তমানে এই যুবকেরা বিপাকে পড়ে গেছে। এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা যায় এবং এই বেকার যুবকদের সম্পর্কে সরকার কি করবেন। তাদের চাকুরীর বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আমার গ্রামেও আছে মোট ১০ জন উপজাতি কৃষক তারা চাষাবাদ করার জন্য কেউ গরু বিক্রি করে, ও অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে তারা আজকে চাষাবাদ করতে পারেনাই। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কিনা?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যেহেতু বিষয়টি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেজন্য আমি বলছি, বিষয়টি আমরা ধরা নিয়ে দেখব এবং কি করে প্রতিকার করা যায় সেটাও দেখব। কিন্তু বিষয়টি ইণ্ডাস্ট্রী ডিপার্টমেন্টের। তথাপি আমরা দেখব ঠিক আছে কিনা।

শ্রীমানিক দে:— মাননীয় সদস্য যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই সমস্যা সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই হচ্ছে। জিরানীয়া ব্লকেও এই খাজানা কোম্পানী থেকে পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়েছে তা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। তাদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ এসেছে। কাজেই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, বিষয়টি তদন্ত করে দেখে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী):— হ্যাঁ, এই রকম বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে অভিযোগ এসেছে। আমরা বিষয়টি দেখব।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ:— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলছেন, এটা অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের বিষয় নয়। ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট খাজানা ব্রাণ্ড পাওয়ার টিলার দেয়নি। স্যার, এখানে পরিষ্কার চীপ সেক্রেটারীর একটি সার্কুলার আছে। আমি আগেও বলেছি। সার্কুলারটি হচ্ছে. "The Engineering wing of Agriculture Department has cleard Chinese power tiller for use in Tripura The Present names of these power tillers are SHRACHI and KHAZANA. These power tillers had not been cleared by the Baudhi Institute (Central Farm Machinery

Training & Testing Institute). It is not known how rhe Agriculture Department of the State Government could clear the power tillers which have not been cleared by the authorised Central Government Institution. This matter needs to be looked into by Secretary, Agriculture immediately. আর এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এটা অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার নয়। আমি সি. এম. এর চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এটা পরিষ্কার হতে চাই। আর একটা আছে, "Government of Tripura, Department of Agriculture সেখানে মেমোরেণ্ডামে আছে, 'KHAZANA" Brand Power Tiller haveing 14. 5 to 16. 4 H. P which is against the norms of the circulated by the Indian Agricultural Department. আর এখানে দেওয়া হচ্ছে, জিরো টু থারটিন হর্স পাওয়ার। এরকমতো হবেই। তাছাড়া গ্যারান্টি কার্ডের ব্যাপারে পরিষ্কার লেখা আছে, কোন অবস্থায় এক বৎসরের নীচে হতে পারবে না সে ক্ষেত্রে এখানে গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া হচ্ছে ছয় মাসের এর কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— ব্যাপারটা হচ্ছে, একজনকে খাজনা পাওয়ার টিলার দেওয়া হল। সেটা অচল। এখন এটা যদি আমাদের নজরে আনা হয়, অবশ্যই দেখা হবে। খাজনা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট দেয়। ওখানে আমাদের কোন লোক থাকে না। যদি কেহ আমাদের কাছে এসে বলে পরীক্ষা করে দেওয়ার জন্য, তখন এগ্রিকালচার থেকে লোক দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখান হয়। এটুকু আমি বলতে পারি।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— এই খাজানা পাওয়ার টিলার কোম্পানীর হেড অফিস কলকাতার চৌ ড মাানশান. ফিফথ ফ্লোর, সি-ফিফটিন, ইণ্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ প্লেস ক্যাটেনশন ক্যালকাটা ৭০০০৭০। হাওড়ায় বানান হয় এই তথ্য আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, এখানে মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী তাঁর দপ্তরের 'ক্রিয়াবের মধ্যে থেকে যতটুকু বলার সবটাই বলেছেন। এই খাজানা পাওয়ার টিলারের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এসেছে এটা ঠিক। বলেছেন, খাজানা পাওয়ার টিলার ঠিক ক ভাবে কাজ করছে না। অকেজো হয়ে পড়ছে। শ্রী সুদীপ রায়বর্মন, মাননীয় সদস্য অনেক তথ্য দিয়েছেন। এগুলির ভিত্তিতে যদি এটাই প্রমানিত হয়, এরা দোষী তবে তাদের বিরুদ্ধে একশন নেওয়া হবে। এতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। তারা কোন্ দলের সেটা দেখা আমাদের বিষয় নয়।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা দুই (২) ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

After Recess At, 200 P. M.

Second Report of The Business Advisory Committee-Adopted

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস্ এ্যাড্‌ভাইসারী কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদন পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা।"

বর্তমান অধিবেশনের ২৭ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার ১৯৯৮ ইং তারিখ হইতে ১লা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯৯৮ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য "বিজনেস্ এ্যাড্‌ভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ২৭শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার ১৯৯৮ ইং তারিখ হইতে ১লা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯৯৮ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্যাসূচী আলোচনার জন্য "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে," বিজনেস্ এ্যাড্‌ভাইসারী কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।"

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।)

Discussion on The Demands For Grants For the year—1998—99

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দর দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ১৭ টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) পেয়েছেন আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর ভার ছাঁটাই প্রস্তাব (কাটমোশানস) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশানস) উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) ভোটে

দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চিফ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশগ্রহণ করবেন, তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, টাইমটা বলে দিলে ভাল হয়।

মি: স্পীকার :— তিন ঘন্টা সময় আছে। আলোচনার জন্য আপনারা পাবেন ২ ঘন্টা এবং ভোটিং এর জন্য ১ ঘন্টা। এখন এই দুই ঘন্টার মধ্যে আপনারা কে কত নেবেন আপনারাই বলুন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, ফিফটি ফিফটি ভাগ করে দিন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় দুইটা কাট মোশান এনেছিলেন সেগুলি তো লিষ্টে উঠেনি।

মিঃ স্পীকারঃ— সেগুলি ডিলিট হয়ে গেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— কি কারণে ডিলিট করা হলো ?

মিঃ স্পীকার : — এগুলিতে কোন টাকাই নেই। এই ব্যাপারে আপনাদের করিজেণ্ডাম দেওয়া হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দল থেকে কে প্রথম আরম্ভ করবেন আপনাদের সময় এক ঘন্টা।

মাননীয় সদস্য কাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মাতাবাড়ী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার কাট মোশান এবং আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা যে সব কাট মোশান এনেছেন সেই সব কাট মোশানের উপর সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার ডিমাণ্ড নাম্বার ১০ এবং মেজর হেড ২০৫৫। এখানে স্যার, রাজ্যের মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার স্বার্থে ফাস গঠন করা হয়েছে টি. এস. আর। প্রথম একট ব্যাটেলিয়ান ছিল তারপর এই ব্যাটেলিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। টি. এস. আরের কার্য্যকলাপ আপনারা দেখছেন এবং উগ্রপন্থীরা যে সেনাবাহিনীর পর এম্বুশ করছে সেটাও আপনারা দেখছেন কিন্তু তারজন্য টি, স আর পাবলিকের উপর আক্রমণ চালায় কিন্তু সাধারন মানুষ তো বলে দেয় না যে টি এস. আর ঐখানে আছে তোমরা আক্রমন কর, ওখানে ক্যাম্প আছে তাদের আক্রমন কর! আমরা দেখেছি বড়কাঠালীর কুটনা বাড়ীতে এবং সেটা আপনারাও দেখেছেন টি, এস. আরের উপর এম্বুশ করা হয়েছে এটা দুঃখজনক কিন্তু বড়কাঠালীর এই কুটনা বাড়ীতে সাধারন পাবলিকের উপর টি, এস, আর আক্রমন করল অনেক মানুষকে গুলি করে মারা হল, অগ্নিসংযোগ

করা হল, এমনকি বাড়ী বাড়ী ঢুকে মেয়েদেরও মেরেছে এবং চাউল পর্য্যন্ত নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে এই ব্যাটেলিয়ান খোলা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে যদি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নের কারণ হয়ে দাড়ায় তাহলে যারা এই সব কাজ করছে তাদের উপর শাস্তির বিধান করা হোক কারণ তারা ডিসিপ্লিন রক্ষা না করে ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করছেন। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে উপস্থিত নেই আমি উনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একটা ঘটনা আমপুরার ঘটনা এটা মাননীয় ট্রেজারী বঞ্চের সদস্যরাও জানেন কারণ এই বিধানসভা থেকে একটা টিম সেখানে গিয়েছিল এবং সেখানেও টি, এস আরের উপর এম্বুস করা হয়েছিল কিন্তু এম্বুশের পর দেখা গেল সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করা হল এবং সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষ নষ্ট করা হল। কাজেই, তাদের এই সমস্ত কাজের জন্য শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হোক, এটা হওয়া উচিত স্যার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এখানে উপস্থিত নেই আমি উনার কাছ থেকে সুস্পষ্ট জবাব চাই। এই টি, এস, আর বাহিনী বগাফার শান্তিরবাজারে গিয়ে ট্রাইবেলদের হোষ্টেলে ঢুকে বলছে এখানে উগ্রপন্থী আছে কিনা। কাজেই, যাদের উপর আমাদের রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া আছে তারা যদি আমাদের নিরাপত্তা রক্ষা না করে সেখানে নিরাপত্তা ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তো তাদের জন্য শাস্তির বিধানই করতে হবে।

তারা যদি আমাদের নিরাপত্তা বিধান না করে, সেখানে নিরাপত্তা বিঘ্নের কারণ হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করতে পারি? তাদের এইসব কার্যকলাপের জন্য শাস্তি বিধান করা হোক। কাজেই, এটা সুস্পষ্ট উত্তর চাই। আর একটা হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ১০-/১ এই ডিমাণ্ডে ফেলিআর টু কনট্রোল অ্যাণ্ড এলিমিনেট্ দি ওয়াষ্টফুল অ্যাক্সপেনডিচার ইনভেষ্টিগেট অ্যাণ্ড ভিজলেন্স। স্যার, এটা আমি এনেছি। কারণ আমরা উগ্রপন্থীর কার্যকলাপ আমরা পুরোপুরি নির্মূল করতে পারবনা, আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কথায়। কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাটাক হতে পারে, বা অমুক জায়গায় অ্যাটাক হতে পারে এটা ভিজিলেন্স খবর দিতে পারে এবং এখানে যদি সাধারণ পাবলিকদের বলা হয় যে, তোমরা একটু সাবধানে থাকবে, এখানে এইরকম হতে, পারে, তাহলে সাধারণ মানুষ সাবধানে থাকতে পারে। কিন্তু সেটা হয়না। ইন্টেলেজেন্সির কোন কাজই আমরা দেখিনা তাদের কোন অ্যাক্যাটিভিটিস আমরা দেখিনা। কাজেই, এই হেডে টাকা খরচ করে সাধারণ পাবলিকের লাভ কি? আমি কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারি। আমাদের তরফ থেকে কয়েকটা বাঙালী ছেলে এবং রিয়াং ছেলে এসে খবর দিল যে জীয়াতি রিয়াং এর পাড়ায় উগ্রপন্থীরা আছে, তারা কয়েকদিন থাকবে। আমি নিজে থানাতে এবং এস, পি সাহেবকে জানালাম। উনারা বললেন ঠিক আছে। কিন্তু যায়নি। আমাকে বললেন ঘটনাটা ঠিক নাকি। আমি বললাম, "আপনি গিয়ে দেখুন না, দাতারাম ত বেশী দূরে না।" সাতদিন পরে গেছেন।

গিয়ে জীয়াস্তি রিয়াং-এর ছেলেকে এবং ঐ বাঙালী ছেলেটাকে অ্যারেষ্ট করে নিয়ে এসেছে। ইন্টেলেজেন্সি দপ্তরের কোন কাজ নাই। কেউ ইনফরমেশান দেবেনা জনজীবনের রক্ষার স্বার্থে যদি কেউ খবর দেয়, তাতে যদি তারাও অ্যারেষ্ট হয়, তাহলে কেউ ইনফরমেশান দিতে আসবে না। কাজেই, আমরা কি করে বাঁচব ? কাজেই, এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সুস্পষ্ট জবাব চাই। আর একটা প্রশ্ন ১৯ নং ডিমাণ্ড, মেজর হেড ২২২৫-নিড্ টু প্রোভাইড হোষ্টেল ফ্যাসিলিটিস্ ফার দি এস, টি ষ্টুডেন্ট অফ ক্লাস-১১ এ্যাণ্ড ১২। টেনের আছে, কিন্তু এলিভেন, টুয়েলভের কোন হোষ্টেল ফেসিলিটি নাই। অনেক স্কুলে হোষ্টেল ফেসিলিটি থাকলেও হেডমাষ্টার বা হোষ্টেল সুপারইনটেডণ্টের দয়ায় যদি ক্লাস টেন পর্য্যন্ত কোন ছাত্রের এখানে ভেকেন্সি থাকে তারপর এলিভেন, টুয়েলভের ছাত্রের থাকার সুযোগ আছে। এলিভেন, টুয়েল্ভ ইমপরটেন্ট ক্লাস। তাদের হোষ্টেল ফেসিলিটি থাকবেনা কেন? কাজেই, আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আশা করব যাতে এই ফেসিলিটিটা এই ব'সরেই ঘোষণা করা হয়।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— আর একটা ডিমাণ্ড নং ৩২, মেজর হেড ২৪০৬। পি, জি, পি প্রোগ্রামে অনেক কিছুই হয়। কিন্তু একটা প্রোগ্রামে আপনার জয়েন্ট ফরেষ্ট ডেভালাপমেন্ট স্কীমে এটা মাননীয় মন্ত্রী ভাল করেই জানেন। তবে পি, জি, পি, ডিপার্টমেন্ট থেকে যেটা সার্ভে করে, সমস্ত পি, জি, পি কোন কোন ফরেষ্টার সেটো সমস্ত আপনার সার্ভে করা হয়ে গেছে। এখন ফরেস্টের সঙ্গে জয়েন্টলি তারা ফরেষ্টের এটা পারে কিনা, শুধু পি, জি, পি পারে কিনা সেটা ডিক্লেরেশান করে যাতে স্পেশিফাই করা হয়। স্পেশিফাই না করার ফলে, এই স্কীমে ৯০ পারসেট বেনিফিশারী এবং ১৩ পারসেন্ট হবে ফরেষ্টের বা গভর্ণমেন্টের। এটা হল লো :নীয় জিনিস, কাজেই যত্ন করে রাখবে। এখানে যার ফলে কোনরকম তাদের বেনিফিট না থাকে শুধু শুধু সেগুন গাছগুলি কেটে বিক্রী করে ফেলছে। লাকড়ী হিসাবে বিক্রী করে ফেলেছে। কাজেই, এটার দিকে লক্ষ্য করার জন্য আমি মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে অনুরোধ রাখছি, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে যাতে এই স্কীমের প্রপার ইমপ্লিমেনটেশানের ক্ষেত্রে টেক-আপ করা হয়।

কাজেই আমাদের মাননীয় সদস্যদের যতগুলি কাট মোশান আছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এবং আমারটাকেও সমর্থন জানিয়ে এবং কাট মোশান সহ সমস্ত ডিমাণ্ডগুলিকে গ্রহন করার জন্য ট্রেজারী ব্যান্সের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, আপনার সময় ৭ মিনিট।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অপি) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে আমার দুইটা কাট মোশান আছে, আমি আমার দুইটা কাট মোশানের সমর্থনে বক্তব্য রাখব এবং সেই সঙ্গে আমাদের বিরোধী দলের তরফ থেকে যে কাট মোশানগুলি আনা হয়েছে সেগুলিকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রথম কাট মোশানটা হচ্ছে হ্যাণ্ডলুম, এখানে ৬০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এই হ্যাণ্ড লুমের প্রভিশানটা এ বছর কমানো হয়েছে, জানি না আগামী বছর এটা থাকবে কিনা, কারণ এই রকম আরও দুইটা উদাহরণ আছে এখানে এই হাউসে মাননীয় স্পীকারকে বলতে হয়েছে যে, ভেজিটেবল কালটিভেশন গত বছর ৪২ লক্ষ টাকা ছিল, জোটের আমলে ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ছিল, এখন সেটা জিরো হয়েছে। স্যার, কমলা বাগানের পরিকল্পনা জোটের আমলে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার কাছাকাছি ছিল, তারপর এই সরকার আসার পরও কিছু কিছু ছিল, এবার নীল হয়ে গেছে। কাজেই, হ্যাণ্ডলুমও যে আগামী বছর নীল হয়ে যাবে না তার কোন বিশ্বাস নেই, এটা কমের দিকে চলেছে। স্যার, এই হ্যাণ্ডলুম ত্রিপুরা রাজ্যের একটা উন্নত ঐতিহ্য ছিল, এখন সেটা ধীরে ধীরে কমে গেছে। তার কারণ মূলত আগে যে কোমর তাঁতটা ছিল সেটার রাজ পরিবারে বেশী প্রচলিত ছিল। এখন রাজ আমল নেই গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা চলছে এবং এই শাসন ব্যবস্থায় তার যে বাজেট তাতে এর গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে এবং এই কারণেই এর উন্নয়নও ব্যাহত হয়েছে। আমি কর্নেল মাহিম ঠাকুরের একটা বই পড়েছি দেশীয় রাজ্য বলে, সেখানে উনি উল্লেখ করেছেন যে, বহু বৎসর আগে ইংরেজরা যখন এখানে এসেছিলেন তখন আমাদের এই কোমড় তাঁতের তৈরী রিয়া দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেটাকে নিয়ে গিয়ে লণ্ডন মিউজিয়ামে তারা এখনও সংরক্ষণ করে রেখেছে। সোমেন ঠাকুর যখন এই রিয়া কোমড়ে বেঁধে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন তখন নাকি ইউরোপের সেই সমস্ত ছাত্ররা সবাই জরো হত সেই রিয়া দেখার জন্য। এখানে তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, বহু পরিবারে রেশম সুতো দিয়ে যে কোমড় তাঁত রিয়া তৈরী হত এটা হাতির দাঁতের ছোট ছোট জিনিষ তৈরী হত এবং এটা দিয়ে শুধু কোমড় তাঁতই বোনা যায়। তবে আমাদের গ্রাম দেশে তো একস্‌পেন্‌সিভ জিনিস কেউ পাবেন না। সে কারণে আমাদের গ্রামে যে রিয়া ও পাশরা তৈরী হয় এটা কম নয়। এর একটা ঐতিহ্য আছে এবং খুবই উন্নত বলা যায়। তো মহারাজাদের আমলে রাজবাড়ীতে যে নৃত্য হতো হোরী নৃত্য হতো, তখন নৃত্যশিল্পিরা কোমরে রিয়া বেঁধে তারা নৃত্য করতেন সেটা আমি শুনেছি এবং দেখেছিও। যে সমস্ত ইন্‌ডিজেনাস প্রাক্‌টিস্‌ রাজ পরিবারে করেছেন সেগুলি অনেক উপরে উঠে গেছে-এবং এই রিয়া হচ্ছে তার একটি। আর যেটা রাজপরিবারে অনাদরে ছিল সেটা হচ্ছে কক্‌বরক ভাষা।

আমাদের সময়েও আমরা যখন জোট সরকারে এলাম তখন আমরা ভাবলাম যে এখন তো রিয়াংরা জুম চাষ করতে পারছেন না, আগে জুম চাষে কার্পাস ফলতো। এই মহারাজাদের আমলে আয়ব্যায়ের যে হিসাব তাতে দেখেছি কখনো ২৩,০০০ মেট্রিকটন কখনো ৫০,০০০ মেট্রিকটন কার্পাস উৎপাদন হতো। এখনতো জুম চাষ বেশী হয় না, ত্রিপুরার ট্রাইবেল এলাকায়, সদরের ট্রাইবেল এলাকায়, উদয়পুরের ট্রাইবেল এলাকায় কিল্লার ট্রাইবেল এলাকায় আর জুম চাষ হয় না। কিন্তু কোমর তাঁত-তো এখনো রয়ে গেছে। তারা কোথা থেকে সুতা পাবে, কি দিয়ে তারা সুতা তৈরী করবে এবং এই প্রশ্নে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে বিনামূল্যে তাদের সুতা দেওয়া হবে। ৭০ লক্ষ টাকার সুতা আমরা তাদের দিলাম। আর এখন দেখা গেছে বাজেটই হচ্ছে মাত্র ৭ লক্ষ টাকার। আর শুধু সুতাই দিলাম ৭০ লক্ষ টাকার। কাজেই, এটা চিন্তা করে দেখুন। এই যে ট্রাইবেলদের যে ইনডিজেনাস্ ঐতিহ্য এটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে অন্ধকারে, মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে-ট্রাইবেলদের ঐতিহ্যকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে-এটা যদি বলি তাহলে কি অসত্য বলা হবে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে মিস্ কাল্টিভেশন-ভেজিটেবল পোকেট। আজকে যদি ট্রাইবেলদের জিজ্ঞেস করা হয় যে-তোমাদের দুঃখটা কি-তারা বলবে সেটা হচ্ছে ভেজিটেবল পকেট। চীনের দুঃখ যেমন হোয়াং হু-ঠিক তেমনি ট্রাইবেলদের দুঃখ হলো-'ভেজিটেবল পকেট'।

ট্রাইবেলদের দুঃখ হলো-'ভেজিটেবল পকেট। এটাকে একদম ধ্বংস করে দিয়েছে। আমরা যখন এটা শুরু করলাম ১,৩৯ কোটি টাকা দিয়ে তখন কেন্দ্রিয় সরকার থেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তারা আমাকে বললেন যে-'এটাতো আপনারা করতে পারবেন না, বরং এটা আই, আর ডি, পি, দিয়ে শুরু করুন। বামফ্রন্ট সরকার তো এটা করতে পারেনি। আমি তখন বললাম আমরা এটা করতে পারব। বামফ্রন্ট সরকার না পারলেও আমরা পারব। আপনারা টাকা দিন। ১,৩৯ কোটি টাকা আমাদের দুই বছরে দেওয়া হল। প্রথম বছরে আমরা যখন শুরু করলাম তখন সবাই বললো যে এইগুলি গরু খেয়ে ফেলবে বা ট্রাইবেলরা নিজেরাই তোলে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু কিছুই হলো না। ফসল ভাল হল। তারপর সেন্ট্রাল থেকে একটা টীম এলেন। তারা দেখে খুশী হয়ে বললেন যে আপনারা এক বছরেই এই ১,৩৯ কোটি টাকা খরচ করে ফেলুন। ফলে তড়িঘড়ি করে ২০ টা পকেটের জন্য ২টো করে ৪০ টা পাওয়ার টিলার কিনতে হলো কারণ, এই টাকা কোথায় খরচ করব। এইসবে আমরা ভেজিটেবল পকেট শুরু করেছিলাম এবং শুধুমাত্র সাউথ ত্রিপুরা থেকেই ২৫০০ মেট্রিক টন গভার্ণমেন্ট কালেক্টর নিয়েছিলেন। সেই ক্ষেত্রে এইটা এখন জিরো হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি টাকা খরচ করব না ইন্‌ভেষ্ট করব-আমাদের ফ্রণ্ট সরকারের আমলে পলিসি ছিল কৃষিতে যাই খরচ করা হবে সেটা হচ্ছে ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট নট্‌ এক্সপেণ্ডিচার। আমরা এটাকে এক্সপেণ্ডিচার বলি না। আমরা ইন্‌টার্মস অব্‌ ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট হিসেবে খরচ করি। একটাকা দিয়ে যদি আমরা আলুর বীজ কিনে লাগাই এবং ফলন হয় তাহলে সেটা পাঁচ টাকা ফেরত দেয়। এটাই হচ্ছে ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট। এই কারণে আমরা এটা হাতে নিয়েছি। শেষ পর্য্যন্ত এটা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে ট্রাইবেলদের অনেক জমি জঙ্গলে পড়ে রয়েছে। আমরা প্রথমে এইগুলি সাফ করলাম, জমিটা ডেভেলাপ করলাম। তারপর মডার্ন কাল্টিভেশন শুরু করি। টেক্‌নোলোজিটা ট্রেন্সফার করতে হয়।

তারপরে মর্ডান কাল্টিভেশন নিলাম। টেকনোলজিটা ট্রেন্সফার করতে হয়। মর্ডানাইজেশন, সায়েন্টিফিক কোন পদ্ধতি ছাড়া কোন এলাকার উন্নতি হবে না। আজকে সায়েন্সের যুগ। সেই মান্ধাতা আমলের কৃষি পদ্ধতি সেই ১৫০ বছর আগে এটা শুরু করেছিল সেখানকার ট্রাইবেলরা। এই সমতলের চাষ এখনও ধরে রাখছে। এটা দিয়ে কি কখনও ফসলের উৎপাদন বাড়বে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বার বার বলেছেন আমরা খাদ্যে স্বয়ংবরতা চাই। মান্ধাতা আমলের পদ্ধতি দিয়ে এটা সম্ভব এটা কখনও হবে না। আর এই যে ইউটিলাইজেশন, প্রপার ইউটিলাইজেশন অব্‌-ল্যাণ্ড এটা কি করে আসবে। শীতের সময় পড়ে থাকবে কারণ সেচ নেই। তারপরে সে জানবে না কিভাবে শাকসবজী গ্রোথ হবে। তাই টেকনোলজি জানা না থাকলে প্রপার ইউজটা কোনটা দিয়ে হবে?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আগেতো ছিল ইন্দ্রভূষণ প্রজেক্ট খুব সুন্দর আমি নিজে গিয়েও দেখেছি। ঐ দোদাছড়া এলাকাতে সমস্ত জুমিয়া এলাকায় যে সমস্ত জমি পড়েছিল এগুলি সুন্দর করে সমতলে চাষে আনা হয়েছে, জমিগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। বহু নতুন জমি বের করা হয়েছিল। জল সেচের জন্য নালা কেটে তৈরী করা হয়েছিল আমি গিয়ে দেখেছি। এবার দেখলাম ইন্দ্রভূষণ প্রজেক্ট নেই এটা নিল হয়ে গেছে। কাজেই, কোনটা দিয়ে কি করবেন আমি কিছুই বুঝিনা। এখানে একটা নতুন দেখা যাচ্ছে ওয়াটার সেড ইন শিফটিং কালটিভেশন এটা কি, এই জিনিষটা কি? হঠাৎ করে নতুন করে ওয়াটার সেড ইন শিফটিং কালটিভেশন, শিফটিং কালটিভেশন এ কি ওয়াটার সেড হবে? শিফটীং কালটিভেশনে একটাই আছে রিহেবিলিটেশন। এখানে বলা হয়েছে ওয়াটার সেড সেখানে হবে। ওয়াটার সেডতো হবে সমতল জায়গায়। সমতলের শুধু যে টীলাগুলি আছে সেগুলিতে হবে। ঐ টীলাতে যেখানে জুম

চাষ হবে সেখানে আবার ওয়াটার শেড নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন? এটা সবটাই হচ্ছে ওয়েস্টেজ। মিঃ স্পীকার স্যার, আর একটা হচ্ছে ফিসারী দপ্তর।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শেষ করুন প্লিস। সময় বেশী নিয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ তোলে আমি শেষ করব। সেটা হচ্ছে ডম্বুরের উচ্ছেদকৃতদের কথা আমরা বলি শুনি। কিন্তু সেখানে যে চোখের জল জমা আছে এটার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তারজন্য আমাদের সময় জোট সরকারের আমলে যারা চোখের জল যারা ফেলেছে আমরা তাদের রক্ষা করার জন্য এই চোখের জল মুছে ফেলার জন্য আমরা চেষ্টা নিয়েছিলাম। পাঁচশ পরিবার উচ্ছেদকৃত তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য আড়াই কোটি টাকা তখন আমরা সাবমিট করেছি। কৃষিমন্ত্রী বলরাম জাখর প্রথমে আপত্তি করলেন। কিন্তু আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শাইকিয়া উনি আমার পেছনে দাঁড়ালেন, উনি জোড়ালো দাবী জানালেন পরে উনি রাজী হলেন। তারপরে আড়াই কোটি টাকা আসল। দেখা গেল সেখানে শুকর চাষ হওয়ার কথা, সেখানে ডাকলিং চাষ হওয়ার কথা সেখান থেকে প্রতিদিন এক লক্ষ ডিম আসার কথা। তারপর সেখানে নৌকা যাবে জাল যাবে, বাড়ী উঠবে, সেখানে নারিকেল বাগান উঠবে, আনারস বাগান উঠবে, লেচুর বাগান গড়ে উঠবে। সেই দ্বীপের মধ্যে যে জায়গাগুলি আছে সেখানে পটারী হবে এই সমস্ত দিয়ে। কিন্তু সেগুলি সব বাদ দিয়ে সেখানকার কাজের টাকা দিয়ে উনি ঐ রুদ্র সাগরে নিয়ে ফিসারীর কাজ করলেন। উনি সেখানে নৌকা বানাল, রেষ্ট হাউস খুলল ঐ ট্যুরিজমের কি সব দেখাইয়া পয়সা আমদানির একটা ব্যবস্থা করলেন। তারপরে আমি প্রথমে বুঝতে পারি নাই তিনি আমার কাছে লোক পাঠালেন সে আমাকে গিয়ে বলল স্যার, আপনি একটু ভিজিট করলে ভাল হত আমি মনে করেছি, তাতে কোন উদ্দেশ্য নেই—আচ্ছা যাই, গিয়ে দেখি আসলে আমাকে দেখালো যে আপনার সময়তো ঐ ডুম্বুরের উচ্ছেদকারীদের জন্য বরাদ্দ পয়সা আপনি খরচ করেন নাই এখন এটা খরচ করেছি তখন—।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শেষ করুন—।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— তারপরে বলল আপনি হাওয়া খাবেন। যাই হউব, শেষে আমি বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলাম যে সত্যি সত্যি কি এখানে টাকা পয়সাগুলি খরচ হয়েছে। আমি মেলাঘর বাজারে আসার পরে সবাই অন্য রকম বলে যে, টাকা পয়সা নিয়ে নানা রাত্র গোলমাল, মারামারি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনি যে একেবারে সৎ এটাও স্থানীয় জনগণ বলেন না।

যাই হউক এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার হোমের আর কি বলব। আগে তো বলতাম যে দুই মাইল দূর থেকে পুলিশ আসতে তিন ঘন্টা সময় নিল। এখন এই যে শান্তিরবাজার বগাফাতে

কিডনেপ হল একজন বাঙ্গালী। পরে উপজাতিদের বাড়ী পোড়ানো হয়। সেখান থেকে পুলিশ ফাঁড়ি মাত্র ৫০, ৬০ গজ দুর। তুইদুতে যেখানে তিন জনকে হত্যা করল একদিকে ৫০ গজ দুরে আসাম রাইফেল অন্য দিকে আর এক দিকে ৫০ গজ দুরে টি, এস, আর, এর ক্যাম্প আর সি আর পি, এফ, ক্যাম্প সেখানে কি করে এই সব ঘটনা হচ্ছে। যেহেতু ডেপুটী স্পীকার স্যার আমাকে বার বার সময় সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন তাই আর বিলম্ব করছি না। এই বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাট মোশানের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
ধন্যবাদ ॥

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, দাবীর উপর ছাটাই প্রস্তাব আনার মধ্য দিয়ে একটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। এখানে যখন রাজ্যের বামফ্রন্টের সারা রাজ্যটাকে ডেলে সাজাবার উদ্যোগ নিয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাজেট প্রস্তাব উৎথাপন করেছে সেখানে যদি বিরোধী সদস্যরা শুধু মাত্র বিরোধিতার দৃষ্টিভঙ্গি না নিয়ে একে সম্রিদ্ধ করার জন্য তারা যদি এগিয়ে আসতেন নিশ্চিত ভাবে সারা রাজ্যের মানুষের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যেত। সেদিক থেকে এই ছাটাই প্রস্তাবের পাশাপাশি তাদের কাছে আহ্বান রাজ্যটাকে সাজানোর জন্য বাজেট প্রস্তাবের স্বপক্ষে আপনারা এগিয়ে আসুন। এখানে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা কাশিরাম রিয়াং, রতিমোহন জমাতিয়া, ডিমাণ্ড নম্বার চার, মেজর হেড ২০১৫ যে কাট মোশন এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। এখানে ডিমাণ্ড নম্বার চার এ পাওয়া গেছে তিন কোটি ২৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা।

স্যার, এরা নির্বাচন আতঙ্গে ভুগে। নির্বাচনী হেড থাকলে তার উপর একটা ছটাই প্রস্তাব আনা তাদের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমরা তা দেখেছি, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দেখছে। বিগত দিনগুলির কথা বাদই দিলাম। এবারের নির্বাচনে মানুষের ব্যাপকহারে অংশগ্রহন, তা বিরোধীরাও অস্বীকার করেননি। নির্বাচনের পরে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে তারা অভিনন্দন জানিয়েছেন সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন হওয়ার জন্য। শুধু তাই নয় শুষ্ঠ নির্বাচনের ফলে তাদের মধ্যে চেয়ার লড়াইয়ের দখলও শুরু হয়েছিল কে কোন দপ্তর নেবেন। সেই প্রতিযোগিতাও শুরু হয়েছিল। এখানে যে ডিমাণ্ডটা রাখা হয়েছে সেটা কাঁট ছাঁটের মধ্যে দিয়ে তাদের স্বরূপটা প্রকাশ করেছেন। কাজেই, ই কাট মৃশানটাকে কোন অবস্থাতেই মানা যায়না। ডিমাণ্ড নাম্বার ১০ মেজর হেড ২০৫৫, পুলিশের মনোবলকে বৃথা করার একটা প্রচেষ্টা এই কাট মোশানের মধ্য দিয়ে। টি, এস, আর বাহিনী যেখানে জীবনের ঝুকি নিয়ে তাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সারা রাজ্যের উগ্রপন্থী

মোকাবেলা করার জন্য সচেষ্ট, সেই জায়গায় ম্যাল এবং বরাপশানের প্রেকটিস তাদের বিরুদ্ধে এনে কাবে উৎসাহিত করছেন? এখানে আমরা মনে করি, যারা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন চায়। যারা জাতি উপজাতির মৈত্রী চায়, যারা শৃঙ্খলা চায় তারা এই ধরণের মনোবল ভাঙ্গার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারেনা। এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন আমাদের অত্যন্ত অপ্রতুলতার মধ্য দিয়ে কাটাতে হচ্ছে। আমরা এখনো প্রতিটি থানাকে সেই রকম পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারিনি। আমরা প্রয়োজনীয় গাড়ী সেখানে দিতে পারিনি। যেখানে দেশ বিরোধী এবং বিদেশী শক্তির সাহায্যে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উগ্রপন্থীরা মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে সেখানে আমরা আমাদের পুলিশ বাহিনীর হাতে সেই ধরণের অস্ত্র তুলে দিতে পারছি না। এখানে যে ১১৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে আমি মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নে ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলার প্রশ্নে ত্রিপুরা রাজ্যের উগ্রপন্থী দমনে তা সহয়তা করবে। আমাদের রাজ্য শিল্প বিহীন। আমাদের রাজ্য ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তের পূর্ব আকাশের নীচে একটি ছোট জায়গা নিয়ে আছে। সেখানে অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা। সেখানে অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা। সেখানে আসামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আমাদেরকে গভীর সংকটের মধ্যে পড়তে হয়। এমন একটি রাজ্যে চাই সভার সার্ভিক সাহায্য এবং সহযোগিতা। সেই দিক দেখে বিরোধী বন্ধুরা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে এগিয়ে আসুন। কিন্তু তা না করে কাট মোশন এনে ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্রগতির বিরোধিতা করছেন। মানুষের মধ্যে যে দায়বদ্ধতা আছে জনপ্রতিনিধি হিসাবে সেটা জেনে নিয়ে অন্তত মানুষের যাতে উপকার হয় সে জন্য এগিয়ে আসুন। আমি মাননীয় বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এখানে আনা হয়েছে তা প্রত্যাহার করে নেবার আবেদন জানিয়ে ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিল্লাল মিঞা। মাননীয় সদস্য, আপনার ৮ (আট) মিনিট সময়।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (বক্সনগর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই সভায় কিছু বলার সুযোগ পাই না। কাজেই, এই দিকটি বিবেচনা করে আমাকে আরো ৫ মিনিট অধিক সময় দেবার জন্য আবেদন রেখে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯, মেজর হেড ৫০৫৪, ডিমাণ্ড নং ২২, মেজর হেড ২২১০ এবং ডিমাণ্ড নং ২২, মেজর হেড ২২৫৫, ডিমাণ্ড নং ২৭, মেজর হেড ২৪০১, ডিমাণ্ড নং ৩১ মেজর হেড ২৫০১ এগুলির উপর আমার কাট মোশান আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে তা সঠিক ভাবে রূপায়িত হবে না। বাজেট স্পীচে অনেক আলোচনা হয়েছে। আলোচনা হলেও সববিছু পূর্ণাঙ্গ ভাবে বলা সম্ভব হয়নি।

আমারা দেখেছি, অম্পিবৈশ্যমনি রোডে ব্রীজের জন্য কোন টাকা ধরা হয়নি। এখানে ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য কত কথা বলা হয়। রুখিয়াতে পাওয়ার উৎপাদন হচ্ছে। সব সময়ই এখানে গাড়ী চলাচল করছে। কিন্তু দুর্গানগরের ব্রীজটি কখন ভেঙ্গে পড়বে ঠিক নেই। আমি এ ব্যাপারে বার বার পি, ডাব্লু ডি, এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু কিছুই হয়নি। এই বাজেট ও এ ব্যাপারে সুনির্দ্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন প্রতিনিধি মাত্র ৬০ জন। আর এই ৬০ জনের মধ্যে মাত্র দু' জন আছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তারমধ্যে একজনকে আবার মন্ত্রী করে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটা আমাদের দুভাগ্য যে, আমাদের হয়ে বলার কেহ নেই। স্যার, আমি এর আগে একটি প্রশ্ন করেছিলাম, আমাদের এখানে ১৯৯৫ সালের সেণ্ট্রাল ওয়াকফ অ্যাকট ইমপ্লিমেণ্টেশান হয় কিনা? আপনারা আমাকে উত্তরে জানিয়েছেন, হয় না। ১৯৯৩ সালের সেণ্টাল ওয়াকফ অ্যাকট আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য। নতুন করে আর হবেনা স্যার, ১৯৯৭ সালে সেণ্ট্রাল কমিটি হয়েছে। কিন্তু কোন একশন হয়নি। সেখানে সেই কমিটিতে কোন জন প্রতিনিধি নেই। তাহলে ওয়াকফ বোর্ডের কি করে অস্তিত্ব থাকবে?

স্যার, দুর্ভাগ্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাইনরিটি সম্প্রদায়ের যে তাদের উন্নয়নের জন্য এখানে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। স্যার, এখানে তাদের জন্য চিকিৎসা খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। ১৯৭৭ ইং সালে সেপ্টেম্বর মাসে সোনামুড়া সাবডিভিশানের জন্য ওয়াকফ্ বোর্ড থেকে সাহায্য ইস্যু করা হয় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এই ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার মধ্যে ৭০ টাকা হাজার মশারী ক্রয় করা হয়েছিল। সেখানে দুস্থঃ মুসলিম পরিবারদেরকে কোন অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়নি। এখানে এস. এম. মেডিক্যাল এসিষ্ট্যান্স নং বিহু মধ্যে রয়েছে এম, এল, এর রিকমণ্ডেশানে ২০০২ মশারী দেওয়া হয়েছে। স্যার, আমার রিকমণ্ডেশানে একজনও পায়নি। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে কথা বলে দিলেন। আপনাকে যে ভাবে করে রেখে দিয়েছে এটা কলংক ত্রিপুরা রাজ্যের মুসলিমদের। মুসলিম সমাজের সম্পর্কে কথা বলার অধিকার আপনাকে দেওয়া হয়নি। এখানে মাইনরিটি কমিশন করা হয়েছে একজনও স্টাফ দেওয়া হয়নি। সেই মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারম্যানের গাড়ী নিয়ে এম, এল, একে খুন করা ষড়যন্ত্র হয়। তারপর স্যার, আমি কিছু প্রশ্ন এনেছিলাম স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর। দুর্ভাগ্য সেখানে পি, ডাবলিউ, ডি সেটা উত্তর দিতে পারলেন না। আমার প্রশ্নগুলিকে লাস্টদিকে নিয়ে কেটে দিলেন। বক্সনগরে ৩০ বেডের একটা হাসপাতাল করার প্রস্তাব ছিল। যে রুখিয়া থেকে সারা রাজ্যের জন্য বিদ্যুৎ আসে, যারা ওখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র করার জন্য জায়গা জমি দিয়েছিলেন আজকে তাদের ওখানে বিদ্যুতের খুঁটি নেই, কেরোসিন দিয়ে আলো জ্বালায়। স্যার, আমি এখানে তথ্য দিয়ে বলছি যে ১৯৮৯ ইং সালে পি, ডাবলিউ, ডি এটাকে সার্ভে করার জন্য আর্কিটেকট্‌কে দেওয়া হয়েছিল।

আর্কিটেক্ট্‌ সেটা করলেন। তারপর ১৯৯২ ইং সালে সেখানে কাজ শুরু করার জন্য ২ লক্ষ ইট নেওয়া হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য বক্‌সনগর মানুষে এবং রুখিয়া প্রজেক্টে যদি একটা এ্যাকসিডেন্ট হয় আগরতলা আনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়বে। প্রাথমিক চিকিৎসা পর্যন্ত রোগী পাবে না। তারজন্য পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট এবং ও, এন, জি, সি থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেখানে একটি হাসপাতাল করার জন্য তৎকালীন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মা এই রকম নগরে একটা হাসপাতাল করার জন্য প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন, অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন। সেখানে কনট্রাকটরকে সীজ করা হয়েছিল। ঐ কনট্রাকটর ছিলেন বিপ্লব ঘোষ। আর্নেষ্ট মানি নেওয়া হয়েছিল ২০ হাজার টাকা আমার প্রশ্ন হচ্ছে এর পরেও স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ৪৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল এই কাজটা করার জন্য। কিন্তু সেখানে কাজটা হয়নি। কাজেই এই হাসপাতালের কাজ হবে কি হবে না আমি জানতে চাই। ৯২ ইং সালে এটার শিলন্যাস করা হয়েছিল ১৯৯৫ ইং সালে এই শিলন্যাস ভেঙ্গে দেওয়া হল। কারণ, এটাতে তৎকালীন পশুপালন মন্ত্রীর নাম রয়েছে।

স্যার, সেই কারণেই আমি বলছি যে, বক্সনগরে হাসপাতাল হবে কিনা সেই প্রশ্ন আজকে এসে দাঁড়িয়েছে—কারণ এই ডিপার্টমেন্টের তথ্য পর্যন্ত দিতে পারেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কনক্লুড করুন।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— স্যার, আমি কমপ্লিট করেই বলছি। আই, আর, ডি, পিতে পরিসংখ্যান কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই আই আর, ডি, পিতে আগে ছিল ১১, ৬৬৮ আর এখন করা হয়েছে ১০ হাজার যার কারণে এখানে কাট মোশান আনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য অর্থনীতিতে এখনও সাবলম্বী হয়নি, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এখন পর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি কিন্তু সেই জায়গাতে আই, আর, ডি, পি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্যার, এখানে কৃষির কথা বলা হয়েছে সার বণ্টন বাড়ানো হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন জমিকে কাজে লাগান হবে। আমিও কৃষকের ছেলে এবং কৃষির উপরই আমাকে নির্ভর করতে হয়। স্যার, এক সঙ্গে বেশী সার পাওয়া যায় না এবং যা পাওয়া যায় তা সময় মত দেওয়া হয় না। যাদের ৪০।৫৫ কানি জমি আছে, যারা এই কৃষি কাজের সহিত জড়িত তারাই যদি সার না পায় তাহলে কি ভাবে কাজ করা হবে। স্যার, সেই কারণেই এখানে আমাকে কাট মোশান আনতে হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লুড্‌ করুন। আপনি অনেক সময় নিয়েছেন।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— স্যার, আমি আর এক মিনিটের মধ্যেই শেষ করছি। স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে যেখানে মুখ্যমন্ত্রী আছেন সেখানে সাধারণ দরিদ্র মানুষ দুরারোগ্য ব্যধি হলে সাহায্যের জন্য যায় কিন্তু সেই রিলিফ ফাণ্ড থেকে তারা কিছু সাহায্য আশা করতে পারে না, দুঃখের বিষয় চিঠি

দেওয়ার পরও চিঠির উত্তর পাওয়া যায়না। স্যার, এখানে নির্বাচন দপ্তরে বাজেট কমে গেছে, পরিসংখ্যান দপ্তরে বাজেট কমে গেছে, ফায়ার সার্ভিসে বাজেট কমে গেছে, সমবায় দপ্তরে বাজেট কমে গেছে, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে বাজেট কমে গেছে, খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরে বাজেট কমে গেছে, পুনর্ব্বাসন দপ্তরে বাজেট কমে গেছে, প্রাণী সম্পদ দপ্তরে বাজেট কমে গেছে, বিজ্ঞান প্রযুক্তি দপ্তরে বাজেট কমে গেছে এবং নগর উন্নয়ন দপ্তরে বাজেট কমে গেছে।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এবার দয়া করে বন্ধ করুন।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— এগ্রিকালচারের ইঞ্জিনীয়ারস্ সেলে জিরো (0) রাখা হয়েছে এই সমস্ত কারণেই আজকে কাট মোশান আনতে হয়েছে। আমি অনুরোধ করব ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদের এবং মাননীয় মন্ত্রীদের কাছে এই সমস্ত দপ্তরে যে বাজেট কার্টেল করা হয়েছে তার সমর্থন না করে আমাদের কাট মোশানগুলি সমর্থন করবেন। এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা।

শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা (রামচন্দ্রঘাট) : - মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, অপোজিশন বেনচ থেকে মাননীয় সদস্যরা যে কাট মোশান উপস্থাপন করেছেন তা আমি ব্যক্তিগতভাবে বিরোধীতা করি। সমস্ত অংশের জনগনের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই আমাদের অর্থমন্ত্রী এই বাজেট উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন দপ্তরের জন্য যেভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ করে পঞ্চায়েত এর ব্যাপারে আমাদের বিরোধী সদস্য বিল্লাল মিঞা মহোদয় যা বলেছেন তা আমি মেনে নিতে পারিনা এবং রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষের স্বার্থে, গরীব অংশের মানুষের স্বার্থে এই বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে। যে যে বিষয়ে এখানে কাট মোশান আনার চেষ্টা করেছেন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা তা সম্পূর্ণ জনস্বার্থের পরিপন্থী। তার জন্য আমরা হাউস থেকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করব বিরোধী সদস্য মহোদয়গণকে উনাদের ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি তুলে নেওয়ার জন্য। আমরা যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে এখানে যে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, তাকে সহযোগীতা করে, সাধারণ মানুষের জন্য, সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাজ্যের অগ্রগতির দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন এবং এই বাজেটকে সমর্থন করবেন এই আশা রাখছি। আমরা পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে যেভাবে সকল অংশের মানুষের কাছে কাজ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, তা ওরা বিভিন্নভাবে খণ্ডন করার চেষ্টা করছে। এটা কি শুধু উনারা বিরোধী বেনচে

আছেন বলেই বিরোধীতা করছেন নাকি সেটা রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কল্যানের স্বার্থে সেটা করেছেন তাই আমি মাননীয় সদস্যরা যে কাটমোশানগুলি এনেছেন আমরা এগুলি মেনে নিতে পারি না এবং রাজ্যের স্বার্থে, সর্বস্তরের গরীব মানুষের স্বার্থে এই বাজেটকে সমর্থন করছি। আমরা আমাদের রাজ্যের প্রত্যেকটা দপ্তরের আমাদের যে অর্থ ধরা হয়েছে সেই টাকাগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষের জন্য নতুন ত্রিপুরা গড়ার চিন্তা করার লক্ষ্য রেখেই আমরা কাজ করে যাব। এই আশা আকাংখা রেখে আমি বিরোধীদের আনীত কাটমোশানকে বিরোধীতা করে, আমাদের অর্থমন্ত্রী যে এখানে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবীরজিৎ সিন্হা। সময় ৭ মিনিট।

শ্রীবীরজিৎ সিন্হা (কৈলাশহর) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটের উপর ডিমাণ্ড নং-১০, মেজর হেড ২০৫৩তে আমি কাট মোশান এনেছি। উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধানের জন্য এখানে সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব নাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে অত্যন্ত উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরাতে যে হারে উগ্রপন্থী বৃদ্ধি পেয়েছে এটা একটা মহামারী আকার ধারণ করেছে।

সরকার যদি কঠোর মনোভাব নিয়ে পদক্ষেপ না নেন তাহলে অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরায় কি অবস্থা দাঁড়াবে সেটা এখানে বলা মুশকিল। স্যার, আজ পর্য্যন্ত যতগুলি উগ্রপন্থীর জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে তাদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি সুনির্দিষ্ট ভাবে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেননি, পুনর্বাসনের নামে এখানে ছেলে খেলা হয়েছে স্যার, আগরতলাতে আত্ম সমর্পনকারী যারা রয়েছে তাদেরকে টিন দেওয়া হয়, পরে দেখা যায় সেগুলি তারা কম রেইটে বিক্রী করে। এইভাবেতো পুনর্বাসন হয়না। উগ্রপন্থীদের ব্যাপারে আজকে এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকলেই বলেছেন যে দীর্ঘ দিন ধরে উপজাতিদের প্রতি বঞ্চনার ফলশ্রুতি এই উগ্রপন্থা। কিন্তু এই বঞ্চনা দূর করার জন্য তো সঠিক একটা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার! আমরা দেখেছি ত্রিপুরার শচীন বাবুর আমল থেকে ৪০ হাজার উপজাতি জুমিয়া আর এখনও মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেখা যায় সেই ৪০ হাজার উপজাতি জুমিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে আছে। অথচ তাদের জন্য প্রতি বছর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে এবং কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে কিন্তু ৪০ হাজার উপজাতি জুমিয়ার সংখ্যাটা আর কমছে না। এটার কারণ কি? এটার কারণ আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। আজকে ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাইবেল পুনর্বাসনের জন্য চা বাগান করে দেবে, এটা অত্যান্ত সুন্দর ও সঠিক পদক্ষেপ আমি মনে করি। কিন্তু এটার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে অসুন্দর। আমি দুইটা প্রশ্ন এনেছিলাম কৈলাশহর সাবডিভিশনে

দুইটা চা বাগান আছে এবং একশত একশত পরিবার করে সেই চা বাগানগুলিতে আছে এবং প্রতি পরিবারের জন্য কম করে এক হেক্টর করে চা বাগান করে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি সেখানে নিজে গিয়ে দেখেছি এবং বেনিফিসারীদের সঙ্গে কথা বলেছি। দেখলাম সেই চা বাগানগুলির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু চা বাগান সঠিক ভাবে করা হয়নি। তাছাড়া যেখানে এক হেক্টর করে জায়গা দেওয়ার কথা সেখানে এক কানি বা দেড় কানি করে জায়গা দেওয়া হয়েছে। মোট কথা পরিকল্পনা সঠিক ভাবে রূপায়িত হচ্ছে না এবং আমাদের সন্দেহ এখনও এই জুমিয়া পুনর্বাসন ঐ রকমই হবে। কাজেই এই জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে তার কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করছে পেটুয়া কর্মচারীরা। এখানে আমি প্রশ্ন এনেছিলাম যে, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারে যারা কাজ করে বিশেষ করে ট্রাইবেল সুপারভাইজাররা তাদের কাছে ইমপ্লিমেন্টিং অথরিটি তার লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করছে। এইতো কৈলাশহরে এক জন আছে মতি দাস নামে, সে ট্রাইবেল সুপারভাইজার, তার নামে ৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা জালিয়াতির জন্য তদন্ত চলছে এবং তাকে খাতুন চা বাগানে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এখন আবার বসানো হয়েছে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের কৈলাশহর বিভাগে এবং তার আণ্ডারে এই সব কাজ হচ্ছে। কাজেই যারা দোষী তাদেরকে যদি সঠিক ভাবে শাস্তির ব্যবস্থা না করা হয় হয় তো কোটি কোটি টাকা খরচ করেও ট্রাইবেলদের কোন পুনর্বাসন হবে না। স্যার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষাধিক ট্রাইবেল ও নন-ট্রাইবেল আছে এবং তার বেশীর ভাগ ট্রাইবেল প্রটেক্‌টেড ফরেষ্ট এরিয়াতে বাস করছে এবং তারা যেখানে বাস করছে সেই জায়গার মালিকানা তারা এখন ও পায়নি। জোট সরকারের সময় আমরা ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং অনেক লেখালেখি করার পর ভারত সরকার তখন এই ব্যাপারে অনেকটা অগ্রসর হয়েছিলেন, নীতিগত ভাবে ঠিক করেছিলেন যে, লক্ষাধিক ট্রাইবেল যারা ফরেষ্টে বাস করে যেখানে ফরেষ্টের কোন চিহ্ন নাই সেই জায়গাগুলি খাস ডিক্লেয়ার করে সেখানে তাদেরকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে।

জোট সরকারের সময়ে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনেক লেখালেখির পরে সেখানে ভারত সরকার থেকে অনেক অফিসারস্‌ এসেছিলেন। তারপর আমরা ঠিক করেছিলাম যে, এলাকাতে ট্রাইবেলরা-যারা প্রোটেকটেড ফরেষ্টে বাস করেন অথচ সেখানে ফরেষ্টের কোন চিহ্নই নাই-যে জায়গাগুলিকে খাস ডিক্লেয়ার করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করব। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এটা আপনাদের সময়ে যদি খতিয়ে দেখেন তাহলে এটা ভাল হবে। আদিম জাতি পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারে আমরা বিধানসভার বিধায়করা একটা টীম গিয়েছিলাম কয়েকটা কলোনী ভিজিট করতে। সেখানে আমরা কি দেখেছি-যাদের সেগুন বাগান করে দেওয়া হয়েছে তাদের বাগান এখন প্রায় মেচিউরড্‌ হয়ে গেছে। কিন্তু রিজার্ভ ফরেষ্ট থাকার

তারা সেগুন গাছ কেটে বিক্রি করতে পারছে না। ফলে বাধ্য হয়ে তারা চুরাই পথে গাছ কেটে বিক্রি করছে এবং যেখানে সেগুনের দাম ৪৫০ টাকা সেখানে ১৫০ টাকায় তারা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন বন ধ্বংস হচ্ছে-অন্য দিকে পি. জি. পি. র কোন ইনকাম হচ্ছে না। আমরা জোট সরকারের আমলে ঠিক করেছিলাম যে জয়েন্ট পার্টিসিপিশন অব্ ফরেষ্ট করার জন্য। এর দ্বারা যে সব রিয়াংদের রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদের গাছ কেটে বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া হত-এবং এতে অনেক ভাল হত। এই ব্যাপারে ফরেষ্টের যে সব অফিসার আছেন-ডি, এফ, ও, রেগুলার বা অন্যান্য অফিসার আছে তাদের যদি একটা টাইম বাউণ্ড কাজ দেওয়া হয় যে, এত দিনের মধ্যে তোমাকে এই কাজ করতে হবে-তাহলে আমার মনে হয় যে এতে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হত।

আজকে অনেকেই বলছেন যে-রাজ্যে উগ্রপন্থী সমস্যা রয়েছে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধানের জন্য যদি আমরা শাসক দল হোক বা বিরোধী দল হোক সবাই মিলে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চেষ্টা না করি তাহালে এটা মহামারীর আকার ধারন করবে। গত ৩০ জুন, ৯৮ ইং তারিখে চীফ্ সেক্রেটারীর একটি গোপন সার্কুলার "স্যন্দন" পত্রিকায় দেখেছি-সেই সার্কুলার প্রত্যেক সচিব এবং কমিশনারদের দেওয়া হয়েছে যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ৫০০ জন শিক্ষক কর্মচারী রয়েছে তারা রাজ্যের উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছে। এর থেকে কি বুঝা যাচ্ছে, এইটা একটা মহামারী আকার ধারণ করছে। স্যার, আজকে মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী এবং চীফ্ সেক্রেটারী যেখানে বসে রাজ্য চালান সেখানেও উগ্রপন্থী সহযোগী রয়েছে। এইটার একটা প্রাদুর্ভাব-ইমেডিয়েটলি এর একটা ব্যাবস্থা আপনাদের নিতে হবে।

এই যে কাঞ্চনপুরে রিয়াং শরনার্থী এসেছে তারাতো আর পাকিস্তানী নয় তারা ভারতেরই নাগরিক-পার্শ্ববর্তী রাজ্যে বাস করতে। আজকে কোন এক বিশেষ পরিস্থিতি তারা বাধ্য হয়ে এই রাজ্যে এসেছে। তারা মিজোরাম থেকে জাতীদ্বন্দ্বের জন্য এখানে চলে এসেছে। আজকে যদি এই প্রায় ১৩-১৪ হাজার রিয়াংদের মধ্যে ৫ হাজার রিয়াং যুবক হাতে বন্দুক তোলে নেয় তাহলে এর জন্য দারী কে হবে? কাজেই, এখানে যে উগ্রপন্থী সমস্যা রয়েছে তার জন্য দায়ী কে?

আমি মাননীয় মূখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি-এই কাঞ্চনপুরের মত জায়গাতে যেখানে মাত্র পাঁচ জন এম, বি, এস, ডাক্তার আছে। সারা ত্রিপুরায় ডাক্তারের সংখ্যা ৭০০ এর উপরে। একটা নীতি আছে যে প্রত্যেক ডাক্তারকে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাতে অন্ততঃ এক বছর কাজ করতে হবে। কিন্তু দেখা গেলো প্রত্যন্ত এরিয়াতে কোন ডাক্তারকে ট্রেন্সফার করার পর তার কথা সরকার ভুলে যান। ফলে অনেক সময় পাঁচ ছয় বছর পর্যন্ত তাকে সেই প্রত্যান্ত এলাকাতে কাজ করতে হয়। এতে তার কাজের উদ্যোগ এবং আন্তরিকতা কমে যায়। এই অবস্থাই ওখানে চলছে। সুতরাং, আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি অত্যন্ত :

গুরুত্ব সহকারে এবং স্পর্শকাতর ইস্যুটি আজকে আমাদের সমাধান করা দরকার সবাই বলছে যে এটা দীর্ঘদিনের বঞ্চনা। কিন্তু এই দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কথা বলে যদি আমরা তাদের প্রশ্রয় দিই তাহলে একদিন দেখবেন এটা একটা ভয়াবহ রূপ ধারন করেছে। আজকে এটা অস্বীকার করার মত নয় যে প্রত্যন্ত এরিয়াতে থানার ও, সি, র নেতৃত্বে উগ্রপন্থীকে দশ হাজার, বিশ হাজার করে মাশুলি দিতে হচ্ছে। তাহলে এখানে আপনারা কিভাবে সরকার চালাবেন। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কঠোর মনোভাব নেওয়া দরকার।

আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি কঠোর মনোভাব নেন তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাবটা ও, সি, পর্য্যন্ত প্রতিফলিত হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি নরম থাকেন তাহলে ও, সিও নরম থাকবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি বলেন যে তোমার থানা এলাকার মধ্যে আইন শৃংখলা ঠিক রাখতে হবে নাহলে ডিসিপ্লেনারি অ্যাশান নেওয়া হবে তাহলে ও, সির কান খাড়া হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন আমরা অনেক আশা করি উনি অন্ততঃ পক্ষে এই যে একটা উগ্রপন্থী সমস্যার ব্যাপারে সবদিক থেকে বিবেচনা করে আলোচনা করে এবং এই ব্যাপারে যদি সঠিকভাবে পদক্ষেপ নেন, তাহলে খুবই ভাল হবে। তাই এই বাজেটের উপর যে কাট মোশান আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি সন্ধ্যা দেববর্মা।

ককবরক

শ্রীমতি সন্ধ্যারাণী দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২১ তারিখ মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৯৮-৯৯ সনৃনি বাজেট পেশ খীলাইমানি অ বাজেটন আং সমর্থন খীলাইঅই বাজেটনি উপরক্ষ আং সংক্ষিপ্ত আলোচনা খীলাইনানি নাইঅ। কারন এই বাজেট, সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি জনগনানি সামগ্রিক উন্নয়ননি বাজেট, গঠনমূলক বাজেট, এবং সময়োপযোগী বাজেট। এই কারনেন এই বাজেট অজাগা পেশ খীলাইজাগঅ এবং খুব নাইথক বাজেট। কাজেই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার কাইমানি ফলে চাং সারা ত্রিপুরা রাজ্যঅ বিভিন্ন এলাকাঅ ইস্কুলনি ছাত্র ছাত্রীরগনি বুক্‌গ্র্যান্ট এবং স্টাইপেণ্ড রীজাগমানি এই বাজেটনি উপরগন অ খরচরগ খীলাইজাগঅ। তবুফান তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা কাইমানি ফলে ক্লাস ওয়ান হইতে টেন পর্য্যন্তসে চাং বই পাইনানি খরচপএরগ সংকীর্ণভাবে রিঅই মানখা। কাজেই এই বাজেট তাইব জরুরী এবং গুরুত্তর অংনানি- দরকার তংমানি। অর' যারা বিরোধী সদস্যরগ তংঅ বরগনি কাইসিং কিছা সানানি থাংঅ। এই বাজেটনত আপনিসং বিরোধিতা খাইনানি মতয়া। আপনিসং সমর্থন খাইনানি কক্ তংমানি। যেহেতু গত ৫ (পাঁচ) বৎসরঅ আপনেসংনি আমলঅ ইস্কুল কলেজ সমস্ত কিছু

ভাংচুর খাইবাইখা। তৃতীয় বাফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা ফাইমানি ফলেন চৌং ছাত্র-ছাত্রীরগনি ইস্কুল কলেজ তাই স্টাইপেণ্ড বন্ধ তংমানি আবরগন রৌনানি চেষ্টা খৌলাইখা এবং অনগ্রসর জাতিরগনি বাগৗই উকলগ কৗলাইথাংগ তপশিলী জাতি-উপজাতিরগনি বাগাই চৗং ট্রাইবেল বেনিফিট স্কীমনি মাধ্যমে পুনর্বাসন রৗনানি চেষ্টা খৗলাইখা এবং কিছুটা রিরৗজাগখা। কাজেই আপনেংস অজাগাঅ বিরোধী অংগৗই বিরোধিতা খাইনা প্রশ্ন ফাইয়া অর'। কাজেই আপনেসং সাহায্য খৗলাইদি অর'। আগামী দিনঅ অ বাজেটন বাস্তবঅ বাস্তবায়ন খাইনানি বাগৗই চৗং শান্তি শৃংখলা ভাবে তংঅৗই অ বাজেটন বাস্তবায়ন খাইনানি আংথৗং। তাই আং বেশী কক্ সানানি থাংয়া। অর বাজে নি উপরঅ যে কাট মোশান তুবু জাগমানি আবন বিরোধিত খৗলাইঅৗই এবং বাজেটন পূর্ণ সমর্থন জানগৗই আনি কক্ অরন পাইরৗখা-ধন্যবাদ।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীমতি সন্ধ্যারাণী দেববর্মা (আশারামবাড়ী):— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার গত ২১ তারিখ মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৯৮-৯৯ ইং সনের বাজেট পেশ করেছেন। আমি এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে তার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। কারণ, এই বাজেট হচ্ছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নের বাজেট, গঠনমূলক এবং সময়োপযোগী। তাই এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা দেখছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বুক্ গ্র্যান্টের এবং ষ্টাইপেণ্ডের টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত টাকা বাজেটের মাধ্যমেই দেওয়া হচ্ছে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সীমিতভাবে মাত্র ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত বুক্ গ্র্যান্টের টাকা দিতে পেরেছে। কাজেই এই বাজেট অনেক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলছি। কারণ বলতে গেলে বিরোধিতা করার মত না এই বাজেট। সকলের সমর্থন যোগ্য বলেই আমার মনে হয়। গত পাঁচ বৎসর আপনাদের আমলে ইস্কুল কলেজ সমস্ত কিছু ভাঙচুর হয়ে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। পিছিয়েপড়া তফসিলী জাতি উপজাতিদের "টাইবেল বেনিফিট" স্কীমের মাধ্যমে পুণর্বাসন দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এর মধ্যে কিছু কিছু দেওয়াও হয়েছে কাজেই শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করাতো হতে পারে না। কাজেই আপনারা সাহায্য করুন আগামীদিনে যাতে শান্তি শৃংখলাভাবে এই বাজেটকে বাস্তবায়ন করা যায়। বাজেটের উপর যেসমস্ত কাটমোশান আনা হয়েছে এগুলিকে বিরোধিতা করে বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বিজয়কুমার রাংখল।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল (কুলাই) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বাই মোশানে আমার ডিমাণ্ডের মেজর হেড হল ৩১.২২.১৫ ডিমাণ্ড নম্বার হল- ২। এখানে কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে আমাদের ধলাই ডিস্ট্রিক্ এ আর, ডি বিভিন্ন কাজ আছে। তারমধ্যে প্রথম হচ্ছে, ফিল্টার তৈরী করার জন্য যে ট্রেনিং। সেখানে আমরা দেখলাম সেখানে অনেক পুরুষ-নারী সেখানে ট্রেনিং দেয়। ট্রেনিং দেওয়ার পর তারা ফিল্টার তৈরী করে। সেগুলির আর শেষ নাই। সেগুলি এখন পাহাড়ের আকার ধারণ করেছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে সেই ফিল্টারের ভিতরে কোন কার্বন নাই। তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার সময় কার্বন কিভাবে তৈরী করতে হবে সেইগুলি তাদের শিখানো হয় নাই। সেই কারণে নেকেট ফিল্টার তৈরী করে সেগুলি পরে আগরতলা থেকে কার্বন ক্রয় করে নিয়ে যায়। তারপরে দেখা যায় সেগুলি আমবাসায় গিয়ে পৌছতে পৌছতে ২৫ শতাংশ ভেঙ্গে যায় আমাদের পাহাড়ীরা সেগুলিকে বহন করে নিয়ে যায় এবং তার সঙ্গে অসংযুক্ত কার্বনটাও নিয়ে যায়। কিন্তু তারা জানে না। কার্বনটা কিভাবে ফিটি করতে হবে। কাজেই এই সব ট্রেনিংএর কোন মানে হয় না। এখানেই আমার আপত্তি কেন এই ভাবে টাকাগুলি শুধু শুধু অপচয় করা হবে। বাজেট বৃদ্ধি হউক এটাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তাতে বরং খুশিই হব। কিন্তু এই ভাবে টাকা নয়-ছয় হচ্ছে তার জন্য কে দায়ী সেখানে দেখা যায় পরে অনেকে চাল রেখে দেয়। সেগুলি আজকে যদি সরকার বানির্জিক মনোভাব নিয়ে করা হত তাহলে আজকে তাদের সেই প্রশিক্ষণটির অবস্থা এই ধরনের হতে পারে না! আর একটা হচ্ছে আমাদের ধলাই ডিস্ট্রিকের মধ্যে আছে যেমন মার্ক-২, যেমন চার ফিট থেকে পাঁচ ফিট তারা গর্ত করে সেখানো মাঝখানে ১০ ইঞ্চি ব ২৫ ইঞ্চি ডায়ামিটারের একটা গাছ লাগিয়ে দিবে তারা লাগিয়ে সেখানে সেই মাক-১ বা মাক-৩ বড়িতে এইগুলি বেধে দেয় তারপরে বাঁশের বেড়া দিয়ে চলে আসে। সেখানে কি কোন সময় আর জল আসবে যেখানে পাইপও নেই ভিতরে। এইসবগুলি আমার নিজস্ব চোখে দেখা।

আমার মনে হয় মার্কটু এটার চেয়ে যদি সেনেটারী ওয়েল যদি সরকার থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এটা মনে হয় আরো উপকার হবে। তার পরে আর ডি. আণ্ডারে ব্লক থেকে যে লিচুর চারা দেওয়া হয় তাতো দেখা গেল যে পলিবেগের মধ্যে লিচুর ডালা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সেই পলিব্যাগ থেকে। চারা তুলে দেখাগেল তার যে শিখর থাকার কথা সেটা নেই। তারা যে ভাবে ডাল কেটে পলিব্যাগে ঢুকিয়ে দেয় তার পাতা এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সবুজ থাকে। এই ভাবে ব্লক থেকে হাজার হাজার চারা সাপ্লাই দেয়। তা নিয়ে গিয়ে যখন আমাদের পাহাড়ীরা লাগায় সেটা এক মাস পরে মরে যায়। কারন, সেটাতো তো কোন সিকর নেই। তখন তারা যখন ব্লকের সঙ্গে যোগাযোগ করে

তখন তাদেরকে বলা হয় যে তোমরা সার দিতে জাননা, লাগাতে জাননা এবং যত্ন করতে পারনি। এই সব কথা বলা হয়। সেখানে কমপক্ষে ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ চারাতে কোন শিকর থাকেনা আর বাকী ২০ থেকে ২৫ চারাতে শিকর থাকে, যেগুলি আসল চারা, সেইগুলি কিন্তু বেঁচে যায়। কাজেই আর. ডি. ডিপাটমেন্ট যদি এইগুলির উপর বিশেষ ভাবে নজর দেয় সেটা আমার অনুরোধ। এখানে মাননীয় বীরজিৎবাবু ল এণ্ড অর্ডারের ব্যাপারে বলেছেন। আমারও সেই ব্যাপারে বক্তব্য আছে। আমার একটা নিজস্ব চিন্তা আছে, যদি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে না পারেন তা হলে আপনারা একটা স্টেট্টরী কমিটি গঠন করেন এটা রিভিও করার জন্য। তা না হলে সরকারে যে বিভিন্ন পরিকল্পনা আছে তা বাস্তবায়িত হবে না। এখানে বাজেট তো পাশ হবে কিন্তু এটার যাতে সুপারভিশান হয় কিন্তু তার কোন ফলো-আপ এ্যাকশান নাই। আমি দেখলাম যে ভি, এল, ডাব্লিও, যারা আছেন তারা তো এখন ভিলেজে যায় না। আমি নিজেও ভি, এল, ডাব্লিও.র কাছে অনেক বার গিয়েছি এবং তার ঘরে গিয়েছি, সে আমাকে বলে যে আমাকে তো এই ভাবে বলা হয়েছে, সেই ভাবে বলা হয়েছে কিন্তু তাদেরকে আমরা গ্রামে পাইনা। যাহাতে ঠিক ভাবে সরকারের মেশিনারীটা চলে এটার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা। সময় ৭ মিনিট।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে বিরোধীরা যে সমস্ত কাটমোশানগুলি এনেছেন সেইগুলিকে পূর্ণ সমর্থন করে এবং মূল যে বরাদ্দ সেটাকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এই বাজেটা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে হত তা হলে সেটাকে বিরোধীতা করার কোন প্রশ্নই থাকেনা। দেখাগেছে বাজেট যেটা করা হয় কোন খাতে কত টাকা খরচ করা হবে সেভাবে করা হয়।

এখানে ডিমাণ্ড নং- ৭, ডিমাণ্ড নং- ২৩, ডিমাণ্ড নং- ২৮, ডিমাণ্ড নং. ১৯ ও মেজর হেড-২০১৫, মেজর হেড-২৫১১, মেজর হেড-২৪০২ ও মেজর হেড-১১২৫ এগুলির উপর আমাকে কাট মোশান আনতে হয়েছে। স্যার, ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে অমিতাভ দত্ত মহোদয় অনেক কায়দা কানুন করে আমাদের আক্রমন করার জন্য যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করেছেন সিনেমার সুপার ষ্টার অমিতাভের কায়দায় হিরোর মত আক্রমন করার চেষ্টা করেছেন। স্যার, অনেক নূতন মন্ত্রী, নূতন বিধায়ক এই বিধানসভায় এসেছেন। কিন্তু এইবার বিধানসভায় প্রশ্ন পত্রের মান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে খুবই নিম্ন মানের প্রশ্ন এসেছে। নিম্নমান প্রশ্ন আমি বলছি এই কারনে, যে সমস্যা ব্লক লেভেলে আলোচনায় বসে করা যেত তা না করে এই বিধানভায় আনা হয়েছে। আবার ডিষ্ট্রিকট

লেভেলে আলোচনায় বসে যে সমস্যার সমাধান করা যেত তা এই বিধানসভায় টেনে আনা হয়েছে। রাজ্যের সার্বিক সার্থে সেটা আনা হচ্ছে না। আমরা আনলেও সেটা পেঁছনে ফেলে দেওয়া হয়, তুলতেই পারছি না। যেমন প্রশ্ন থাকছে, অমুক গ্রামে কালভার্ট হবে কিনা? হলে কবে হবে? কালভার্টতো। ব্লকে লেভেল থেকেই করা যায়। অবশ্য আমি একজন প্রতিনিধিদের দোষ দিচ্ছি না। তাঁরা জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন। গ্রামাঞ্চলে কাজ হচ্ছে না বলেই এতে প্রমান হয়। আর এ জন্যই আজকে একটা প্রশ্নের উত্তরের পর ১৫ থেকে ২০ টি সাপ্লিমেন্টারী করেও আমাদের অফশোষ থেকে যাচ্ছে। কাজ হলে ৩টির বেশী সাপ্লিমেন্টারী করবার প্রয়োজন হত না। স্যার, এখানে সবাই উগ্রপন্থী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। এখানে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে প্রায়ই বলতে শুনা যাচ্ছে, ট্রাইবেলরা বঞ্চিত হয়েছেন বলে এই পথ বেছে নিয়েছেন। তাদের বঞ্চনা দূর করতে হবে। তাদের বুঝিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের জন্য কর্মের ব্যবস্থা করতে হবে, খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বাজেটে আমরা কি দেখি। সেখানে পুলিশ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হল। স্যার, ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ারে বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র তিন শতাংশ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঠোঁটে সব সময় লেগেই আছে, ওরা পিঁছিয়ে পড়া জাতি, ওদের উন্নতি করতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি কথা। কিন্তু কার জন্য পয়সা রাখা হল? উপজাতি অংশের মানুষ বা গরীব অংশের মানুষের জন্য কত টাকা রাখা হল?

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :- ভয় পেয়েছেন কি?)

না, ভয় পাওয়ার কিছু নয়। আমাকে মেরে ফেলতে পারেন। আপনারা ১০ তারিখে শপৎ নেওয়ার পর কতগুলি ঘটনা ঘটল। রাজ চৌধুরীকে মারল। টি. এস, আর, ৮৭টি বাড়ী পুড়াল। চম্পকনগরে পুড়াল, আমপুরায় পুড়াল, কোয়াইফাবাড়ীতে পুড়াল, কানাবাড়ীতে পুড়াল। উগ্রপন্থী মানুষ খুন করলে তার বিচার হয়। এমন কি ফাঁসী পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এইত কিছুদিন আগে দুইজন নিরীহ গ্রামবাসী খ্রীচান হওয়াতে হাত পা বেধে হত্যা করা হয়েছে। যীশু খ্রীষ্টকে যে ভাবে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল এই রকম ভাবে তাদেরকে খুন করা হল। আর একটা হলো টি, এস ইউ, সি, পি আই (এম) ট্রাইবেল ছাত্র সংগঠন। তার কেন্দ্রের সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা তাকে দৌড়িয়ে স্কুলের মাঠের মধ্যে গুলি করে খুন করা হলো প্রকাশ্য দিবালোকে, তার জন্য আমরা পয়সা দেব? স্যার, টি, এস, আর এডিশন্যাল এস, পি, গাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে। সামান্য একটা বিড়ির ব্যাপার নিয়ে। তারা একটা দোকান থেকে বিড়ি কিনছিল। দোকানদার পয়সা চাইতেই তারা কি সব হিন্দী বলে আমি সব বুঝিও না, বলল-কিও সাব, পয়সা কিও মাংগতা হ্যায়।, এই নিয়ে ঝগড়া হলো। তানিয়ে লাঠি

চার্জ, গুলাগুলি বাজার বন্ধ ইত্যাদি সব কিছু হলো। সেখানে এস, পি, গেলেন, এডিশ্যানাল এস. পি গেলেন, তার গাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে। টি, এস. আর এডিশ্যানাল এস. পি, র গাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে, অন্য কেউ পুড়ায়নি। কিন্তু তার বিচার হলো না। এটাতো আমার বানানো কথা না। তারপর স্যার, ইলেকশান কি করতে হয় সেটা তাঁরা ভাল করেই জানেন। এম, এস, গিল ত্রিপুরাতে ফটো আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে ভোট দেওয়া এখনও চালু করেননি বলে রক্ষা। আইডেনটিটি কার্ডের ফটো চেয়ারা যে কি সেটা দেখে বুঝার উপায় নাই। এটা চালু হলে আমরা এখানে যারা বিরোধী সদস্য আছি তার অর্দ্ধেক ও আসতে পারতাম না। আমাকে যে আইডেনটিটি কার্ড দেওয়া হয়েছে তাতে আমার যে ফটো আছে সেটা দেখলে বুঝা যায় যে আমার বয়স ৮০ বছর। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথবাবুই ফটোতে নিজের চেহারা চিনতে পারেননি। স্যার, গণ্ডাছড়া, ধলাবিল-এ শ্রীমতী কালাবির চাক্মা। তার জায়গায় ফটো আসলে কানাইলাল সাহা, বিরাট গোছওয়ালা। শ্রীমতী কালাবির চাক্মার নাম ঠিক আছে, তার বাবার নাম ঠিক আছে সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু তার জায়গায় ফটো এসেছে এক মুছওয়ালা পুরুষ মানুষের। এখন আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে যদিও কে ভোট দিতে হয় তাহলে তাকে মুছ লাগিয়ে ভোট দিতে যেতে হবে। এই হচ্ছে অবস্থা। স্যার, অনেক কিছু বলার ছিল। এই বাজেট ত্রিপুরাবাসীকে কিছু দেবে না। স্যার, উনারা কোথা একটা নাম পেয়েছেন আনটাইড। আর এটাকে দড়ি দিয়ে বাঁধলেইতো টাইট হয়ে যায়। এই আন টাইড ফাণ্ডের একটা সাইড আছে যে সি, পি, আই (এম) এর বাড়ী চিনে চিনে যায়। পকেট ভারী হয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের। একজন লোকও, যিনি মেম্বার হওয়ার আগে, সি, পি, আই (এম) চেয়ারম্যান হওয়ার আগের অবস্থায় নেই। নৃপেনবাবু আগে গাড়ীতে তোয়ালে ব্যবহার করতেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাঝে মাঝে আসাম, নাগাল্যাণ্ড ঘুরেন। তিনি সারা পৃথিবীময় ঘুরেন। সেদিন বাজেট বক্তৃতার ৪৫ মিনিটের মধ্যে তিনি বেশীর ভাগ সময় রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আসাম, নাগাল্যাণ্ড ঘুরে ত্রিপুরায় ছিলেন মাত্র তিন মিনিট। সেদিন ৪৫ মিনিটের মধ্যে মাত্র তিন মিনিট ত্রিপুরার কথা বলে শেষ করে দিলেন।

ত্রিপুরারাজ্যে উনাকে থাকার জন্য অনুরোধ করেছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব চিত্র উপলব্ধি করার জন্য উনাকে অনুরোধ করছি। আমরা বিরোধী দল হিসাবে বিরোধীতা করছি না। আমারা আপনাদের সহায়তা করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনাদের এই ভাবে লুটেপুটে খাওয়ার জন্য এটার সহযোগিতা আমরা কখনই করতে পারব না। এইটুক্ বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ দাস। ঠিক সময়ের মধ্যে বক্তব্য শেষ করবেন। আপনার সময় ৭ মিনিট। আপনাকে দু মিনিট সময় বাড়িয়ে দেওয়া হলো।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (বামুটিয়া) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মেশোন আজকে এই হাউসে আনা হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটির পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য এখন হাউসে উপস্থিত নেই আমার বন্ধুবর ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত বক্তব্য রাখার সময় বলেছেন যে, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বিরোধিতা করার জন্য কাট মোশান এনেছেন এবং এটা তাদের অভ্যাসে পরিনত হয়েছে। এটা আমি বুঝতে পারিনি উনি কি এই বক্তব্য মাননীয় স্পীকার যে অনুমোদন দিয়েছেন এবং বিধানসভার যে প্রেসিডিউর কাট মোশান আনার জন্য যে আবেদন করেছেন সেটা কি গণতন্ত্রের উপর তিনি কটাক্ষ করেছেন, না যিনি এই পবিত্র বিধানসভায় বসে বিধানসভা পরিচালনা করেছেন সেই বিধানসভার আত্ম মর্য্যাদার উপর তিনি আঘাত এনেছেন, সেটা আমার প্রশ্ন ? এই কাট মোশান আনার অধিকার এটা গণতান্ত্রিক অধিকার, পার্লামেন্টারী অধিকার সেটা আছে বলেই মাননীয় স্পীকার সেখানে অনুমতি দিয়েছেন তাই আমরা কাট মোশান এনেছি। এটার উদ্দেশ্য কি আমরা জানি যে সমস্ত কাট মোশান আমরা এনেছি একটু পরে ধ্বনি ভোটে সেগুলি বাতিল হয়ে যাবে। এই কাট মোশান আনার আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান সরকার বাজেটের নামে মারিং করার যে একটা কৌশল সৃষ্টি করেছেন সেটার প্রতি তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া, জনগণের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে সেটা থেকে তারা সরে যাচ্ছেন এবং যে উদ্দেশ্যে বাজেট সেই উদ্দেশ্যে বাজেটকে ব্যবহার না করে সি পি এম কেডারদের পোষণ এবং তাদের পার্টির লোকদের পকেট ভারী করার জন্য যে বাজেট সেটাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাঁরা যাতে বিবেচনার মধ্যে আসেন, তাদের যাতে চিন্তার মধ্যে আসে আমরা যে পথে পরিচালিত হচ্ছি সেটা সত্যিকারের মানুষের উন্নতির জন্য নয়, সত্যিকারের গরীব মানুষ, তপশীলি জাতি, উপজাতি বা মাইনরিটির উন্নতির জন্য নয়, তাদের সর্বনাশের জন্য করেছি। কাজেই, সর্বনাশের হাত থেকে রাজ্যবাসীকে মুক্ত করার জন্য তাদের বিবেকের যে ধ্বংসন হচ্ছে সেই ধ্বংসনের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য আমাদের এই আলোচনা চেষ্টা করছি। কাজেই, সেটা অগণতান্ত্রিক নয় বিরোধী দল থেকে যে কাট মোশান আনা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে মাননীয় সদস্যরা পঞ্চায়েত সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন। এই যে পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েতরাজ আইন সেটা আমাদের মহাত্মা গান্ধীর চিন্তা ছিল এবং উনার স্বপ্ন ছিল সেটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য। আমাদের প্রয়াতা নেত্রী ইন্দীরা গান্ধীর এটা ভাবনা করেছিলেন। রাজীব গান্ধী এই বিল এনেছিলেন। সেই সময়ে পার্ল্যামেণ্টের যখন এই বিল এসেছিল তখনকার কথা কি আপনারা ভুলে গেছেন ? সেই দিন আপনারা সি, পি, এম, বি, জে, পি, জনতা ছিলে পার্ল্যামেণ্টে বিরোধিতা করেছিলেন এবং তখন

বলেছিলেন এই বিল যদি ভারতবর্ষে পার্লামেন্টে পাশ হয় তাহলে ভারতবর্ষের জনগণের সর্ব্বনাশ হবে। সেই সমস্ত কথা কি আপনারা ভুলে গেছেন। সে দিন আপনারা এক সঙ্গে পদত্যাগ করেছিলেন পার্লামেন্টে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সেই বিল পাশ করতে পারেননি। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে আমাদের কংগ্রেসের নেতৃত্বে নরসীমা রাওয়ের নেতৃত্বে সেই বিল পাশ হয়েছে। সেই বিল গ্রহণ না করে আপনাদের উপায় নেই। তখন তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল। আপনাদের উপায় নেই বলেই আপনার এটা গ্রহণ করেছেন। আজকে এই বাজেট জনগণের জন্য কি ভাবে ব্যবহৃত হবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। বিলের যে সমস্ত ধারা রয়েছে, যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত আইনে সেগুলির সুযোগ কি জনগণ পাচ্ছে? আপনাদের ক্ষমতাবলে, মন্ত্রীসভার ক্ষমতাবলে সেগুলিকে কুক্ষিগত করে রেখেছেন এবং কিছু কিছু যা করেছেন যেটা রবীন্দ্রবাবু বলেছেন আনটাইডের নামে সি, পি, এমের ফাণ্ড হয়ে যাচ্ছে। সেটা আজকে করছেন। আর পঞ্চায়েত নির্বাচনের নামে কি করেছেন সেটা আপনারাই জানেন। এই পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে এখানে ইন্দিরা আবাসন যোজনা একটা প্রকল্প আছে। সেটা মাননীয় সদস্য রতন নাথ ডিমাণ্ড নং-১৯ মেজর হেড ৪২১৬ সেটাতে কাট মোশান এনেছেন। ইন্দিরা আবাসন যোজনা যে সিলেক্‌শান হয়েছে, এর আগে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী অঘোরবাবু যখন বক্তব্য রেখেছিলেন তখন আমি বলেছিলাম যে সেটা কিসের ভিত্তিতে এবং কিভাবে দেওয়া হয়। যারা সি, পি, এমের মিছিল করবে, সি, পি এমের লাল কার্ড থাকবে এবং রাজ্যে খুন করবে তারাই কি ইন্দিরা আবসন যোজনা পাওয়ার অধিকারী না কারা? সেদিন বলেছিলেন যেনা, সেটা হয়না, নিরপেক্ষভাবে হয়। মোহনপুর ব্লকে গিয়ে দেখুন, কাদের কাদের সেই ইন্দিরা আবাসন যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। যাদের ঘর নেই, যাদের গৃহ নেই, তাদের দেওয়া হবে, সেটা ভাল কথা। সেখানে দেখা গেছে যাদের রেশন কার্ডে নাম নেই, রেশন কার্ড নেই, পঞ্চায়েত রেজিষ্ট্রিকৃত নয় এমন ব্যাক্তিকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে বা অন্যান্য জায়গা থেকে এসেছে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। সেটা দেখা গেছে আমাদের মোহনপুর ব্লকে। তারপর যে ঘর দেওয়া হয়েছে. সেই ঘরে দরজা, জানালা দেওয়া হয় নাই। এখনও পর্য্যন্ত সেটা হয়নি এবং যে ঘর দেওয়া হয়েছে, কাঠ ব্যবহার করা যাবেনা সেটা সুপ্রীম কোর্টের আইন আছে। সেখানে আইরন ষ্ট্রাক্‌চার দেওয়া হবে। টিন সাপ্লাই দেওয়া হবে ব্লক থেকে যে টিন সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে, সেটা গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখুন সেটা নির্দেশ অনুসারে বা নিয়ম অনুসারে দেওয়া হয়েছে কিনা? আর যে সমস্ত ষ্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছে, সেটা দুঃখের ব্যপার যে, যখন নাকি মিস্ত্রী উপরে কাজ করতে উঠলেন, এই ষ্ট্রাক্‌চার ভেঙ্গে নীচে পড়েছেন, আহত হয়েছেন, এবং

হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়েছেন। কেন? যত বাতিল করা জে, সি, আর এর পাইপ আছে, জং ধরা পাইপ সেগুলিতে প্রাইমার দিয়ে দিয়ে সেখানে সাপ্লাই করা হয়েছে। সেখানে থেকেও ম্রাব্লিং করা হয়েছে। এখানে কমিটি করেছেন ভাইস চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কয়েকজনকে নিয়ে, তারাই সমস্ত কিছু ক্রয় করবে, তারাই বিলি বণ্টন করবে। এইভাবে এগুলি হচ্ছে। কাজেই, ইন্দিরা আবসন যোজনার নামে এইভাবে দুর্নীতি হচ্ছে। তারপর আই, আর. ডি. পিতে একই অবস্থা বলা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস :— সেখানে বলা হয়েছে মোহনপুর ব্লকে ২০টা গাঁওসভায় এই বৎসর আই, আর, ডি, পি দেওয়া হবে না। আর এখানে বলেছেন বাজেটে যে অনেক কিছু করা হবে। এখানে গ্রাম সংসদের কথা বলা হয়েছে। গতকাল মাননীয় সদস্য সমীর বাবু আমাদের রতন বাবুকে আহ্বান করেছেন। আমরা দেখেছি গ্রাম সংসদ কখন ঠিক হল, কেন ঠিক হল, যখন সি, পি, এম এর লোকেরা, প্রধানরা, মেম্বাররা মিলে টাকা পয়সা লুট পাট আরম্ভ করল, যখন সব দিক থেকে চাপ আসতে শুরু করল, তখন নতুন কায়দায় একটা সার্কুলার বের করল যে সবাইকে নিয়ে বসতে হবে, সবাইকে নিয়ে আলোচনা করে আমরা সমস্ত কাজ করব। অর্থৎ যা কিছু হয়েছে সেটা ধামাচাপা দিয়ে, আপনাদের দেওয়া হবে, আপনাদের লিস্ট নেওয়া হবে, সেই বলে লোকজন করা। কিন্তু এত কে দেখেন? কয়জন লোক সেখানে হয়েছে? ১০-১২ জনের বেশী হবেনা। এমন কি সরকারী দপ্তরের বি, ডি, ও থেকে আরম্ভ করে যে সমস্ত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, যাদের যাওয়ার কথা কেউই মিটিং-এ উপস্থিত থাকেন নি। এটা দায়িত্ব এড়ানো। এটা তারানগরে হয়েছে, গান্ধী গ্রামে হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস :— স্যার, এখানে আইন শৃঙ্খলার কথা অনেক কিছু বলা হয়েছে। গত কয়েক দিন আগে ২১ তারিখে যে একটী প্রশ্ন ছিল, তাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি ছিল আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং বিভিন্ন অপরাধ মূলক কাজ বৃদ্ধির ফলে বামুটিয়া এলাকায় তালতলাতে একটি পুলিশ ফাঁড়ি হবে কিনা? লিখিত উত্তর দিয়েছেন যেহেতু সুযোগ পাইনি, উৎথাপন হয়নি। উনি বলেছেন তুলনা মূলক অপরাধের সংখ্যা কম, তাই এখানে করা হবে না। সেটা আমি বুঝলাম না। সেটাতে যদি সাপ্লিমেন্টারী আনতে পারতাম তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম যে কত পরিমান আইন শৃংখলার অবনতি হলে পরে, কত পরিমান খুন হলে, কত পরিমান

খুন্মর্ম হলে সেখানে পুলিশ ফাঁড়ি হবে ? তার একটা গাইড লাইন নিশ্চয়ই করা দরকার। বাজেট ভাষণে, সেই রকম কোন নীতি নির্দেশিকা এখানে রাখা হয়নি। আইনশৃংখলার ব্যাপারে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমার আদরিনী চা বাগানের ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে, মালিক অপহৃত হয়েছে। এই ব্যাপারে মাননীয় স্পীকার সাহেব বলেছেন আইন শৃঙ্খলার অনেক বিষয় আছে, আরও আসবে, কাজেই এটা আর উত্থাপন করা যাবে না। দুই দিন দিয়েছি। কাজেই, সেখানে পেলামনা। সারা রাজ্যের অবস্থার কথা মাননীয় সদস্যরা বলেছেন। স্যার, এখন কৃষির ব্যাপার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্লিজ কনক্লোড করুন। অনেক সময় আপনারা নিয়েছেন। এক ঘন্টা এক ঘন্টা করে সময় দেওয়া হয়েছে। তার চেয়েও অনেক বেশী সময় আপনারা নিয়েছেন। এইভাবে হাউস চলবে কি করে ?

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার একটা কথা, আপনি মন্ত্রীসভার সদস্য হতে পারেননি, আমি দুঃখিত। কিন্তু রাজ্য সরকারের আইন রয়েছে তপশিলী জাতি, উপজাতির জন্য সংরক্ষণ। কাজেই, আমাকে পাঁচ মিনিট সময় বেশী দিলে মনে হয়না এটা আইনের বাইরে হবে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— প্রকাশ বাবু আপনি অনেক সময় নিয়েছেন এক ঘন্টা এক ঘন্টা সমান করে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তারপরও সময় বেশী নিয়েছেন।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস :— সার আজকে কি করছে, বীজ সময় মত পাচ্ছেনা। যদিও কিছু সার পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে কাকে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে সি. পি. এম ক্যাডারকে দেখে দেখে সার দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের কাজ বিভিন্ন ব্লক গুলিতে চলছে, ফলে রাজ্যের কৃষি কাজের ক্ষতি হচ্ছে, তারপর মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী এখানে আছেন তিনি বলেন রাজ্যের মাছ প্রচুর আছে, রাজ্যের মাছের চাষ হচ্ছে,। কিন্তু দেখা যায় কোন বড় বড় অনুষ্ঠান করতে হলে আমাদেরকে রাজ্যের বাহিরের মাছ দিয়ে অনুষ্ঠানে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। রাজ্যের মধ্যে যে মাছের উৎপাদন হচ্ছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম এবং রাজ্যের মাছ আমরা পাইনা। কাজেই, এই বাজেট জনগনের স্বার্থ বিরোধী। কাজেই, এই বাজেটের উপর আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যগণ আমি সহ এই সবগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জামাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জামাতিয়া (বাগমা) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২১শে আগষ্ট ১৯৯৮ ইং তারিখ মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট উপহার দিয়েছেন রাজ্যবাসীর কাছ সেটাকে ভাল করে লক্ষ্য করলে পরে দেখা যায় যে, এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষের উপকারে

আসবে না। কারণ গত কাল তাতে ভুল ধরে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই ভুলকে আবার সংশোধন করাও হয়েছিল। স্যার, এখানে ৫ এর সঙ্গে ১৮ কে যোগ করলে ৩৮ হয় এখানে এই রকম ভাব দেখানো হয়েছে। প্ল্যান এবং নন-প্ল্যানের টাকাকে এক সঙ্গে যোগ করলে কি হয় সেটা দেখানো হয়েছে কতর সঙ্গে কত যোগ করলে কি হয় সেটা কি স্যার আমরা জানি না, এখানে আমাদেরকে ভুল হিসাব দেখানো হয়েছে। তারা আমাদেরকে বলবে যে দেখ ৫ এর সঙ্গে ১৮ যোগ করলে ৩৮ হয় আর আমাদেরকেও কি সেটা মানতে হবে, এটা হয় না. স্যার। যেখানে স্যার যোগ আর বিয়োগের ভুল আছে সেখানে যে আরও কত কিছু আছে সেটাই আমাদের প্রশ্ন কাজেই, আমাদের মতে এই রকম বাস্তব বর্জিত এই বাজেটকে গ্রহন করা যায় না।

এই অবাস্তব, অপরিকল্পিত যে বাজেট এটাকে কোন ভাবেই গ্রহন করা যায় না। এটা অবাস্তব এবং গোজামিল বাজেট আপনারা এনেছেন। মঃ স্পীকার, কেন বলেছেন, তা আমি জানি না তার মাথা খারাপ হয়ে গেলো কি না বুঝতে পারছি না। এখানে দও সাহেব আছেন-প্রথম দিন থেকেই দেখছি রবীন্দ্রবাবুর কাশীরাম বাবুর নাম শুনলেই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। সর্বনাশ, আমরা তো টাকা পয়সা পাইনা, আমাদের তো টাকা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে- এই ধারনা করে শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ে লেগে গেলেন ইলেকশনের উপর। স্যার, এখানে ডিজ্-অ্যাপ্রুভল অব্ পলিসি সম্পর্কে অনেক কাট মোশান এসেছে। এখানে কাশীবাবু ইলেকশনে যে অব্জারভার ছিলেন তাদের সম্পর্কে বলেছেন। বিশেষ করে কাশীবাবুর এরিয়া এবং আমার এরিয়াতে মাতারবাড়ী এবং কাকড়াবন-এইগুলি ইন্টিরিওর এরিয়া একদিনও তারা সেখানে যাননি। এমন কি ইলেকশনের দিনও না। ফলে আমার বিধানসভার কাছে যে ভোট কেন্দ্র সেখানে রিগিং হয়েছে। সেখানে এক নম্বর পুলিং অফিসারকে প্রিসাইডিং অফিসার বুঝিয়ে সুজিয়ে ৫ নম্বর সীটে বসিয়ে কি করেছেন? অভিযোগ করবার পরও কিছুই হলো না। এমনকি অব্জারভারদের কাছেও নালিশ করা হলো, কিছুই হলো না। কাজেই, এইভাবে যে খরচ করাটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি না।

এখানে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু উল্লেখ করেছেন-আমিও উল্লেখ করতে চাই, একজন সিনিওর বেসিক স্কুলের শিক্ষিকা, তার এবং তার স্বামীর নামে যে আইডেন্টিটি কার্ড ইস্যু করা হয়েছে দেখা যায় যে স্বামীর আইডেনটিটি কার্ডে ঐ শিক্ষিকার ফটো আর শিক্ষিকার আইডেনটিটি কার্ডে তার স্বামীর ফটো রয়েছে। এটা কি করে সম্ভব হলো? অথচ এইজন্য লক্ষ লক্ষ টাকার মত খরচ করা হয়েছে। প্রায় তিন লক্ষ টাকার মত খরচ হয়েছে। এখন এখানে এই আইডেনটিটি কার্ডের জন্য রাখা হয়েছে ১৬ লক্ষ টাকা। কাজেই, সমস্ত ডিমাণ্ডের উপর আমরা কাট মোশান আনিনি-শুধু যে যে বিষয়ের ক্ষেত্রে লুটপাট করা হচ্ছে সে সব ক্ষেত্রে আনা হয়েছে।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় রতিবাবু, আপনার বক্তব্য কনক্লোড করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— শুরু করলাম মাত্র, আর আপনি বলছেন শেষ করতে হবে। সময় সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। এটা ঠিক না স্যার।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— বলুন, আমি আপনাকে শেষ করতে বলছি। এটা ঠিক না স্যার।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— এটা ঠিক না স্যার, আপনি যদি মুখ্যমন্ত্রী হতেন তাহলে একটা কথা। আপনি একজন বিচারক। আপনি কি ভাবেন আপনি একজন মন্ত্রী।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— আপনি কাট মোশানের উপর আলোচনা করছেন, আপনি বলুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :-- আপনি বলতে পারেন শেষ করতে। কিন্তু এইভাবে চেয়ারকে অপমান করা ঠিক না। আমাকে এইভাবে বলা মানে আপনি নিজেকে অপমান করা। কাজেই, আরও একটি কথা আছে, আমি একটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করতে চাই।

এখানে আর. ডি. দপ্তরের কথাতো অনেকে অনেক কিছু বলেছেন। একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি। কিল্লা ব্লক থেকে মার্ক-টু নাকি মার্ক-থ্রি আমি জানি না দেওয়া হয়েছে বেশী দিন হয়নি। এই মন্ত্রী মহোদয় মন্ত্রী হিসাবে এসেছেন। সেখানে জলের পরিবর্তে আলবাতরা পাওয়া যায়। লোহার পাইপ সেখান থেকে চুরি হয়ে গেছে, পাইপ ডাবানোও খুব বেশী হয় নাই। সেখানকার জনসাধারণ আপত্তি করেছিল যে এখানে জল পাওয়া যাবে না। এখানে পাথর আছে জায়গাটি পরিবর্তন করা হোক। না করা হল না। সেখানে করা হয়েছে। হুকুম করতে হবে করা হয়েছে। এখন জল এমনভাবে আসে কালো জল খাওয়ার উপযুক্ত না আয়রন বেশী। আয়রন তবু লাল এটা একদম কালো। এই রকম যদি জল পাওয়া যায় তাহলে কিভাবে হবে। সেখানে টাকা খরচ করা হয়েছে এটাকেও আমাদের সমর্থন করতে হবে ? বলুন আপনি বলুন ? তারজন্য আমি টাকা কাটব না।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে শেষ করুন। আপনার সময় শেষ।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— কাজেই, এই সমস্ত ঘটনা অতি বাস্তব খোঁজ করে দেখুন, পরিদর্শন করুন। তারজন্য পলিসি দেখানো তো আমাদের অপরাধ হয়ে গেল। আমাদের অপরাধ কেন তাদের দোষগুলি বলা হল বলে কাজেই আরও বলার ছিল কিন্তু আপনি যভাবে আরম্ভ করেছেন আর বলে লাভ নেই। এখানে রিগিপিং আছে, এখানে রিপ্লেসমেন্ট আছে কিন্তু মজার ব্যাপার, আমাদের সরকার যাওয়ার পর ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম কুপিলং, আমার

গাঁও পঞ্চায়েতের পরবর্তী গাঁও পঞ্চায়েতে ডিপ-টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল পানীয় জলের জন্য। কিন্তু বিগত পাঁচটি বছর এবং এই যে এখন চলে গেল পাঁচ ছয় মাস এর মধ্যে মাত্র এক বছরের মত ঐটি চলছে। আমার এই সাইডে জল দেওয়া হবে না। সেখানে দেওয়া হল মার্ক-টু স্যানেটারী ওয়েল। সবকিছু করা হল কিন্তু জল নেই। তাদের নাকি হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে উনি নিজেও তো জোট সরকারের আমলে ডেপুটি স্পীকার ছিলেন শেষ দিকে মন্ত্রী হয়ে গেছেন, তার এখানে জল দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এই যদি দপ্তরের মনোভাব হয়ে থাকে, যদি সেখানে গাঁও পঞ্চায়েতের মনোবৃত্তি হয়ে থাকে তাহলে সেখানে আমি কি কিছু বলার অধিকারও পাব না? তাহলে কি অন্যায় হবে? গতবার ও আমি বলেছিলাম মাননীয় মন্ত্রীর কাছে কিন্তু তিনি ও কোন কিছু করলেন না। কাজেই,প্রতি জায়গায় এই মনোভাব নিয়ে চালাচ্ছে। সেখানে টাকা নয়-ছয় করছে। সেই কারণে এই ব্যাপারে যে বরাদ্দ আছে সেই ব্যাপারে আমি কাট মোশান এনেছি। এবং এটাকে আপনারা মেনে নেওয়া উচিৎ। সেখানে ২০/৩০টার কথা বললে হবে না। সেগুলিকে সংশোধন আকারে আনতে হবে। আমাদের সঙ্গে বসে সেইগুলি ঠিক করেন তাহলে সেগুলি না মানার কোন যুক্তি আমাদের থাকবে না। এখানে আমরা কাট মোশন এনেছি ৪৪টা। সব ক্ষেত্রেই আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে করেন তাহলে আজকে এই কাট মোশানটি আনার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেখানে যদি নতুন করে আবার আনা হয় তখন আমরা দেখব এই বাজেটকে সেখানে আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করা যায় কিনা, এর আগে নয়। কাজেই, আমি অনুরোধ করব আপনারা সংশোধন করেন। সেই সংশোধন করার ক্ষমতা এবং পলিসি এপ্লাই করার অধিকার আপনাদের রয়েছে। কাজেই, আমার বন্ধুরা যে কাট মোশান এখানে এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন রেখে এবং সম্পূর্ণ সমর্থ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনন্ত পাল মহোদয়।

শ্রীঅনন্ত পাল (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এই বাজেট অধিবেশনে আমার একটি ধারনা ছিল কিছু নূতন কথা শুনব। এটাও স্বাভাবিক যে আমি ও নূতন এসেছি। এই ভারতবর্ষে স্বাধীনতার সময়ে আমরা দেখিছি এখানে সমস্ত দল মতের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে বিদেশিদের এই দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য দেশকে মুক্ত করার জন্য কাজ করেছিলেন। একথাটা অবশ্যই মনে আছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই দেশটিকে স্বাধীন করার পর দেশকে টুকরো টুকরো করলে, দেশের চেয়ার নিয়ে মারামারি করল। আজকে যেটা আমরা লক্ষ্য করছি যে এই ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তরপূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি ছোট রাজ্য, যে রাজ্যে একটি নূতন কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

যারা দেশকে পথ দেখাচ্ছে, সেই সরকার যে কর্মসূচী গ্রহন করেছেন সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে সেই কর্মসূচীগুলি প্রয়োজনের তুলনায় কম বাজেট আলোচনার মধ্যে যারাই আলোচনা করেছেন

খুব সংক্ষেপে বলায় সবাই এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করেছেন। শুধু মাত্র বিরোধী বন্ধুরা বলবার চেষ্টা করেছেন যে, পুলিশ বাজেটে কিছু অতিরিক্ত টাকা ধরা হয়েছে। তা না হলে অন্য সমস্ত দপ্তরে প্রয়োজনের তুলনায় কম টাকা ধরা হয়েছে। আমি যদি জিজ্ঞাসা করি কাট্ মোশান কি শুধু কট্ মোশানের জন্য। আপনারা এই রাজ্যে একটানা ৩০ বৎসর তার পরে ৫ বৎসর কাজ করেছেন এবং এই সারা রাজ্যের মধ্যে কি করেছিলেন সেই দিন? আজকে যখন সারা রাজ্যব্যপি একটা কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে আমরা দেখছি সব দিক থেকে আপনারা বিরোধিতা করছেন। বিরোধিতা করার অর্থটা কি। এই দেশের মানুষ জল পবেন, জল্ দেওয়া উচিৎ। এই দেশের মানুষ বেকার, গ্রামের মানুষ বেকার দিন মজুর বেকার তাকে কাজ দিতে পারেন এটাই কি বিরোধিতা! এই রাজ্যের মানুষ চায় নিজে পরিশ্রম করে বেঁচে থাকতে নিজের পায়ে সে নিজে দাড়াতে চায়। শুধু আই আর, ডি, পি, লোন দিয়ে সমস্ত চাহিদা মেটানো যায়না। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমরা রাজ্যটাকে আরো কয়েক বৎসরের মধ্যে খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে পারি কিনা তারজন্য পরিকল্পনা গ্রহন করেছি এবং চেষ্টা করছি। এটার বিরোধিতা করবেন? আমরা পানীয় জল দিতে চাইছি, কাজ করলে কাজের মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে আমি অন্তত ব্যক্তিগত ভাবে খুশি যে আপনারা দুই একটা উদাহরণ তুলে ধরেছেন। নিশ্চই আমরা আমাদের সেই ত্রুটিগুলি দুর করার চেষ্টা করব। আরো সঠিক ভাবে যদি আসে তার সঠিক মোকাবেলা করব। এখানে মাননীয় সদস্য বীরজিৎ বাবু উল্লেখ করেছেস হাতুম বাগানে ঘরের জন্য প্রকল্প ধরা হয়েছিল যে কর্মচারী দুষ্টামি করেছে, তার বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমি অন্তত খুশি যে এই টুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করার জন্য। আমরা আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছি যে, অন্যায় করলে শাস্তি পেতে হবেই। আজকে রাজ্যে আমাদের হিসাব মত ৭৩.৫৮ শতাংশ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে। এই সমগ্র আলোচনাটার মধ্যে আমি অন্তত খুশি হতাম, কেন্দ্রীয় সরকার যখন রাজ্যের জন্য টাকা বরাদ্দ করে, কেন্দ্রীয় সরকার আমার আর, ডি, ডিপার্টমেন্টের জন্য যখন টাকা বরাদ্দ করে তখন এই পারসেন্টের কথাটা মাথায় রেখে আমরা কি দেখলাম এবার যে, কখন কে ঐ গৌহাটিতে বসে লিখে গিয়েছিল যে এখানে দারিদ্রসীমার নীচে মানুষ আছেন মাত্র ৭'৭ জন। এই রাজ্যের মানুষ এটা বিশ্বাস করেন না। মেনে নেবেন না। যা সঠিক সেটা বলুন। তার জন্য অর্থ বরাদ্ধ করুন। কিন্তু একজন সদস্যও সেটা বললেন না। আপনারা এখানে তো বলে গেছেন, অনেক কম হয়েছে, আরো বাড়ান উচিত ছিল। আমরাই এখানে একমাত্র যারা মানুষকে দারিদ্রসীমার নীচের থেকে উপরে আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর আজকে সেই জায়গায় কাট মোশান এনেছেন। এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারা না। এই চেহারা সারা ভারতবর্ষের। সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য কোন পরিকল্পনার কথা আজ পর্য্যন্ত আপনারা ঘোষণা করেছেন?

কিংবা আমরা একযোগে ভারতবর্ষের মৌলিক অধিকার কায়েম করার কথা বলতে পেরেছি। এই সব বিষয় দেখা দরকার। স্বাধীনতার ৫০ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, আজকেও এই কথা কি আমাদের বলতে হবে। আর কেহ ফীল করেন না? এই দেশের যুবক যুবতীরা লেখা পড়া শিখেছে। তাদেরকে কাজের ব্যবস্থা আমরা করে দেব। আসুন না, এই বিধানসভা থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করি, সমস্ত মানুষের কাজের অধিকার দিতে হবে। দায়িত্ব নিয়েই বলছি, এই সরকারের পক্ষ থেকেই বলছি, আসুন, আমরা এইখান থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করি। কেন্দ্রীয় সরকারকে বলি। স্বাধীনতার পর থেকে পরিকল্পনা মাফিক কাজ না হবার পরিণতিই হচ্ছে, এই অবস্থার জন্য। আমি মাননীয় বিজয় বাবুর উপর খুব খুশী। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে এক পরিস্থিতি থেকে আর এক পরিস্থিতির মধ্যে এসেছেন। জীবনের ভুল পথ থেকে সরে আসতে পেরেছেন। আজকে গণতান্ত্রিক পথে ফিরে এসেছেন।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :— আণ্ডার গ্রাউণ্ড এজেন্ট খগেন্দ্রবাবুর কথা বলুন। শুধু তো বিজয়বাবু ফিরে আসেননি, খগেন্দ্রবাবু এসেছেন। সিধাই থানা আপনারাই এটাক করেছিলেন।)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে উনার ভাষণ রাখতে দিন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি কনক্লোড করুন।

শ্রীঅনন্ত পাল (মন্ত্রী) :— দেশের সমস্ত অংশের মানুষের জন্য যদি চিন্তা ভাবনা না করেন, তাহলে জনমত বিরুদ্ধে যাবে। এটাই ইতিহাস। সারা পৃথিবীর ইতিহাস এই। কাজে কাজেই, এখানে বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে সবগুলির বিরোধিতা আমি করছি।

আমি অনুরোধ রাখব বিরোধী সদস্য মহোদয়দের কাছে যে ঐ একই তালে স্বাধীনতার পর থেকে যে শ্রোত চলে আসছে সেই শ্রোতে আপনারা গা ভাসাবেন না। তাহলে পার পাবেন না। কারণ, এই পথ অন্ধকারের পথ। দেশের মানুষকে কি করছেন সেটা দেশের মানুষ ভাল ভাবেই জানেন। দেশের অধিকাংশ মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না, যুগ যুগ ধরে অন্ধকারে রাখা যায় না। মানুষ আজকে তার নিজের প্রয়োজনেই মুক্তির পথ দেখবে। আজকে মানুষকে কি ভাবে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়া যায়, স্থায়ী শান্তির পথে নিয়ে যাওয়া যায় সেই পথে অগ্রসর হবার জন্য আপনাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক এই আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার — শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় পঞ্চায়েত দপ্তরে ডিমাণ্ড নং ২৩, মেজর হেড ২৫১৫ এর উপর একটা কাট মোশান এনেছেন। এটা সম্পর্কে আমি আগে বলব। স্যার, উনি কেন এই কাট মোশানটা এনেছেন আমি বুঝতে পারছি না। রবীন্দ্রবাবু তাঁর আলোচনায় বলেছেন যে, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে কোন কাজ হচ্ছে না। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন ত্রিপুরা রাজ্যে ৯৬২টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটি এলাকায় গত বছর প্রায় ৭০ কোটি টাকা একমাত্র পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে ব্যয় হয়েছে এবং এর মধ্যে দিয়ে ধান চাষ, সব্জী মৎস্য চাষ, সেরিকাল্চার ইত্যাদি ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। তারপর পানীয় জলের উৎসগুলি সংস্কার, বিদ্যালয়, বালোয়াড়ী, অঙ্গনোয়াড়ী সংস্কার, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পঞ্চায়েত ঘর নির্মাণ, চা বাগান ইত্যাদি করার জন্য এক ব্যাপক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। আজকে সব্জী চাষে ত্রিপুরা রাজ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে উল্লেখ যোগ্যস্থান গ্রহন করেছে। বেনিফিসারী প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গ্রাম সংসদীয় মিটিং হচ্ছে। মাননীয় সদস্য মহোদয়রা গ্রামে অভিযোগ করেছেন যে কোথাও কোথাও কম হচ্ছে। এটা হতে পারে এবং বিষয়টার গুরুত্ব সম্পর্কে না জানার ফলেই কম হচ্ছে। যেহেতু মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানেন তাই আমি তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি বেনিফিসারী সিলেকশান করার সময় সকল অংশের মানুষ এবং সেই ওয়ার্ডের প্রার্থীরা যাতে সেখানে উপস্থিত থাকেন সেটা যেন তারা অবহিত করেন। মোহনপুর এলাকায়তো বিরোধী দল পরিচালিত বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েত আছে। আমি অনুরোধ করব, ওখান থেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। তাহলে অন্যদেরও সেটা দেখানো যাবে। এখানে কোন দলমতের প্রশ্ন নয়। একটা পদ্ধতি থাকা দরকার। স্যার, এখানে জে, আর, ওয়াই, এ তে ঘর নির্মাণের ব্যাপারে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে

এটা ঠিক কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়নি এই ধরনের কোন ক্ষেত্রেই বলার কোন সুযোগ নেই। ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যই আছে কিন্তু তার জন্য কিছু সমস্যাও আছে বিভিন্ন দিক থেকে এটা বলেছেন আপনারা সেখানে গত বছর কাঠের সমস্যা হয়েছিল, আইনগত দিক থেকে কাঠের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তার জন্য হয়েছে। যদিও এটা আর, ডি, স্কীন এটা কার্য্যকরী করার জন্য বেনিফিসিয়ারী সিলেকশান আছে পঞ্চায়েত করেছে। তার জন্য এটা দেখভাল করার গুরু দায়িত্ব পঞ্চায়েতের তবে ভিলেজ কমিটিগুলির ও দায়িত্ব রয়েছে। এখানে এমন বলা যাবে না যে, কেউ কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি করেননি। ব্যক্তিগত ভাবে কিছু কিছু কর্মচারী ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ধরা পড়েছে এবং তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অনেকেই এই ব্যাপারে কিছু বিধান দেওয়া হয়েছে। যে সব ক্ষেত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে সেগুলির তদন্ত চলছে। কোন রাজনৈতিক দলের লোক যদি সরকারী এবং বিরোধী পক্ষেরও থেকে থাকেন তাহলে এটা ক্ষমার চোখে

দেখা হচ্ছে না। আপনারা এর মধ্যেই দেখেছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে পদাদিধকারিকের পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। এখানে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা অনেকগুলি কাট মোশান এনেছেন কিন্তু সবগুলি কাট-মোশান সম্পর্কে আমি বলতে যাব না। ট্রাইবেল এরিয়াতে কাজকর্মের সমস্যার কথা, বিভিন্ন অনিয়মের কথা মাননীয় সদস্যরা বলেছেন সে সম্পর্কে আমি বলছি কিছু বেনিফিসারী সিলেকশান বা বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে ক্রুটি-বিচ্যুতি আছে, এখানে সুবিধা হচ্ছে, কারন দুর্গম এলাকা সেই সব এলাকার মধ্যে উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে যদি কেউ মনে করেন খারাপ কাজ করবেন তাহলে যথেষ্ট সুযোগ আছে কারণ সেখানে প্রশাসনের সর্বস্তর থেকে বা পলিটিকেল স্তর থেকেও সেখানে সমস্ত কিছু নজর রাখা সম্ভব নয় যেগুলি প্রপার এরিয়াতে করা সম্ভব। দর্গম এলাকাতে এইগুলি করা দুঃভার্গ্যজনক কারণ সেই সব এলাকায় সবচেয়ে অনগ্রসর মানুষ বাস করেন তাই সেখানে আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই অনিয়মগুলি দূর করা যায় এবং তার জন্য শাস্তি বিধান করা যায় কিনা সেটাও আমরা দেখছি। আমি আমার দপ্তরের কথা বলছি যদি আপনারা তথ্য নেন বা চান আমি পরে বলতে পারব যে বেশ কয়েকজন কর্মচারী এবং যদি কোন পার্টির লোকও হয় তাদের সম্পর্কে আমরা কি ভূমিকা নেব। এই ক্ষেত্রে আমার বলার কিছুই নেই শুধু একটা কথা বলব এখানে মাননীয় কংগ্রেস সদস্যরা যে ভাবে বলছেন তাতে আমার মনে হয় শেষ পর্য্যন্ত তারা হতাশ হবেন কারণ আমরা আছি ত্রিপুরায়, দিল্লীতে তো খবর পাচ্ছেন অনেক উঁচু স্তরের ঘন ঘন আনা-গোনা এবং মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কাজেই এখানে আমাদের মধ্যে এটা তো তৃণমূল স্তরের রাজ্যে আমরা আছি এখানে যদি আমাদের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করে সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট হবে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এটা আমাদের দেশের জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্য গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশ একটা গভীর সংকটের মধ্যে চলছে।

আমি সেইসব রাজনৈতিক দৃষ্টিতে আমি সেইসব কোন ধরনের অসাধারন যে তাত্বিক লোক তাও নই এবং এইসব ব্যাখ্যা আমি দিতে যাবনা। এটা সকলেই জানেন আমাদের দেশে বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। সেখানে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে, আমাদের জাতীয় স্তরের নেতৃত্বকে কি লোকসভার ভিতরে, কি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সেই কথা মনে রেখে আমি বলব মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের এই যে আমাদের বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশান এনেছেন, টাকা কম বলে আপনারা আগে অনেক কথা বলেছেন, এখন কেটে দিতে বলছেন কেন? টাকা-ত আরও বাড়ানোর কথা বললে ভাল হত। কিন্তু সঠিকভাবে কাজ হোক এইসব দাবী যে করেছেন, যদি আন্তরিক হয় তাহলে

আপনাদের এই দাবীকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাব। এখানে আমি একটা বিষয় সম্পর্কে বলছি, যদিও এখানে আলোচ্য বিষয় না, তবুও আমি এখানে রাংখল মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে আমাদের পঞ্চায়েত দপ্তরে যে রিজার্ভেশান এর কথা বলছেন উনি যদি পরবর্ত্তী সময়ে চান আমি দিতে পারব। আমাদের যে রিজার্ভেশান, আমাদের ধর্মনগর ব্লকের কথা বলেছেন, সেখানে সংখ্যার চেয়ে বেশি ট্রাইবেল অংশের প্রতিনিধিত্ব আমরা দিয়েছি। তা আপনাকে হিসাব দিতে পারব এবং অগ্নিপাশা গ্রাম পঞ্চায়েতে সেখানে টাইবেল মহিলাদের রিজার্ভেশান, সেখানে মহিলা রিজার্ভ না এখানে মহিলাকে প্রধান করা হয়েছে। আমাদের ব্লক এলাকায় কম পাননি, বরঞ্চ একজন বেশি আছে। আমি এইকথা বলে এখানে যেসব কাট মোশান এনেছেন বিরোধী বন্ধুরা, আমি তাদের অনুরোধ রাখব এইসব কাট মোশান ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে আপনারা তুলে নিন এবং সবগুলি ডিমাণ্ড সমর্থন করে জনকল্যাণে আপনারা এগিয়ে আসুন, আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত গরীব মানুষের জন্য কাজ করি। এই বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই সরকারী তরফ থেকে যেসমস্ত ডিমাণ্ড গ্রান্টের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে তার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি। পাশাপাশি যারা ডিমাণ্ডের, বিরুদ্ধে বিরোধী বেঞ্চ থেকে বিরোধিতা করে কাট মোশান এনেছেন সেই কাট মোশানের বিরোধিতা করে এই কাট মোশানের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে চাই। এখানে অনেকগুলি ডিমাণ্ড এর উপর বিরোধিরা কাট মোশান এনেছেন। এখানে আমার দপ্তরের যে ডিমাণ্ড র উপরে যে কয়টা কাট মোশান এসেছে সেগুলির উপর আমি আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। এই ডিমাণ্ডগুলির উপর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তর সম্পর্কে বিশেষ করে স্টাইপেণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে এখানে যুক্তি দেখিয়ে, সেটা কমাতে বলেছেন।

গত বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে উপজাতিদের শিক্ষায় দীক্ষায় অগ্রসর করার জন্য স্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, স্কুল সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয় এটা আমার একটা অভিজ্ঞতা। কিন্তু দেখা গেল ১৯৯৩ সালে যখন আমি মন্ত্রী হয়েছি তখন অনেক স্কুলের ছাত্রদের কাছ থেকে আমার কাছে অভিযোগ এসেছে, তবে তখন আমি মন্ত্রী হয়েছি ছাত্ররা আমাকে চেপে ধরেছে আমরা স্টাইপেণ্ড পাই না কেন বলে। খবর নিয়ে দেখা হল, ট্রাইবেল ছাত্র ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড কোন কোন স্কুলে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আপনাদের আমলে এই হয়েছিল। আর আজকে আমরা অন্তত এটাকে রেগুলার করতে পেরেছি। তারপর আমরা আরও অনেক কিছুই করেছি সেটা আপনারাও

জানেন, কারণ, যে কাজ গুলি আমরা করব বলে সরকারী ভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সেই কাজ গুলির সব গুলিই আমরা করেছি সেটা আপনারাও জানেন। যে প্রশ্নটা মাননীয় সদস্য করেছেন যে, যেহেতু ক্লাস ইলেভ্‌ন্‌ অ্যাণ্ড টুয়েল্‌ভ্‌ ক্লাসের ছাত্রদের বোর্ডিং দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না যেহেতু টাকাটা আরও কমিয়ে দেওয়া হোক। আপনারা জানেন সেন্ট্রাল একটা স্কীম আছে, এবং তাতে সিক্স টু টেন পর্য্যন্ত এটা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এটা ঠিক যে সব ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে তার জন্য মেচিং গ্রাণ্ট যদি আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে না পাই তাহলে আমাদের পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব হয় না। আমরা টাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখব এবং কেন্দ্রীয় সরকার যদি সেটা দেন তবেই সেটা করা সম্ভব হবে। বোর্ডিং-এ যারা যায় তারা বোর্ডিং-এ থাকার জন্য একটা টাকা পায়, কিন্তু বোর্ডিং-এর বাহিরে যারা থাকে তারা সেটা পায় না। আমরা যদিও বোর্ডিং-এর বাহিরে যারা থাকে তাদেরকেও এই টাকাটা দেওয়ার জন্য চিন্তা করছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলে আমরা সেটা করতে পারছি না। আর এখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য কম টাকা ধরা হয়েছে বলে বলেছেন, মোট বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে তার থ্রি পারসেন্ট টাকা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য ধরা হয়েছে। তা এই ডিপার্টমেন্টের জন্য থ্রি পারসেন্ট ধরা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এটাতো শুধু এই সেকটরে ধরা হয়েছে, বাজেটে আরও অনেকগুলি সেকটর আছে এখানে যে গুলিতে ট্রাইবেলদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার জন্য টাকা ধরা হয়েছে। এখানে এই সেক্টর ছাড়াও অন্যান্য সেক্টর আছে। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর রয়েছে, তারপর এ, ডি, সি, রয়েছে, আন-টাইড ফাণ্ডের টাকা। এইগুলি সবই আছে। কাজেই একেবারে কম যে আছে তা নয়, তবে প্রয়োজনের তুলনায় কম। কিন্তু এইটা নয়, যে উন্নয়ন-মূলক কাজ একেবারেই করা যাবে না। এইটা ঘটনা না। এই জায়গাতে উপজাতি উন্নয়নের জন্য কোন ত্রুটি নাই। যেমন তাদের চা বাগান করে পুনবাসন দেওয়া হচ্ছে, রাবার বাগানের মাধ্যমেও পুনরবাসন দেওয়া হচ্ছে, জুমিয়া পুনরবাসন দেওয়া হয়েছে। কাজেই, এই কাজগুলি খুব বেশী আটকাবে না।

এখানে আমাদের যে সমস্ত অসুবিধা রয়েছে যেগুলি আপনারাও আলোচনা করেছেন, আমরাও করেছি। সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের কাছে আমরা প্রোজেক্ট করে পাঠাই এবং সেগুলির জন্য আলাদা-ভাবে টাকা আসে। কাজেই, ট্রাইবেলদের উন্নয়ন করা যাবে না-টাকা ধরে কোন লাভ নেই-এইটার নিগেটিভ আছে, এই সব আমরা সঠিক বলে মনে করি না।

তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা বলার চেষ্টা করেছেন যে জয়েন্ট ফরেষ্ট পার্টিসিপেশন করা টা বাস্তব ঘটনা যে এই ব্যাপারে জয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট করা হচ্ছে। এইটাতেও কিছু অসুবিধা আছে তবু এটা বন্ধ করা হবে না, এইটার কাজ চলছে এই জয়েন্ট সার্ভের কাজ চলছে যে কোনটা পি, জি, পি, বাগান কোনটা ফরেষ্টর বাগান।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা — পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মনুতে ডি, এফ, ও, আছেন, কিন্তু কোন রেঞ্জ অফিস নেই। ডি, এফ, ও, আছেন পাঁচ বছর ধরে তার সিকিউরিটি নিয়ে। কিন্তু রেঞ্জ অফিসটা উঠে গেছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা চেষ্টা করছি কোথাও কোন অফিসার বা কর্মচারীর অভাব থেকে থাকলে সেগুলি পূরন করার এই ব্যাপারে আমরা উদ্যোগ নেব

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল:— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ইনভলভমেন্ট অব ভিলেজ কমিউনিটিস এইটা আমার কাছেও কিছুটা তথ্য আছে যেটা আমরা ১৯৯২-৯৩ সনে বিভিন্ন স্থানে ষ্টার্ট করেছিলাম আণ্ডার ফরেষ্ট ডিপারমেন্ট। কিন্তু মেক্সিমাম্ বেনিফিসিয়ারিজ হচ্ছে এস, টি, কমিউনিটিস। এইটা আমবাসাতে চারটা গ্রুপ গণ্ডাছড়াতে চারটা গ্রুপ ৫০ পরিবার ৫০ পরিবার করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের এখানে কোন গ্রেডড কোন প্ল্যান্টেশন নাই। যেখানে করা হয়েছে যেখানে ট্রিজ লাগানে হলো-লাগানোর পর এই ম্যানেজমেন্ট থেকে তাদের ইন্টারেষ্ট দেয় না। তারপর বেনিফিসিয়ারিজ দেখলো তাদের কোন ইন্টারেষ্ট নাই। পরে তাদের আমরা বুঝালাম যে এ-প্ল্যান্টেশন করা হয়েছে এখন এইটা ডি-প্ল্যান্টেশন করা হয়েছে। যেহেতু ফরেষ্ট কে তাদের রেজিষ্ট্রেশন অব ফর্মেলিটিজ রয়েছে-সেগুলি করা হয়নি। তখনকার ডি, এফ, ও, বলেছিলেন যে তাদেরকে রেজিষ্টার করা হবে। কিন্তু সেটা করা হয়নি-যারজন্য এখন ফরেষ্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৯-৯০ ইং সনে যখন এম, এস, জ্যাকর এসেছিলেন, ডি, জি, ফরেষ্ট দিল্লি থেকে এসেছিলেন, তখনই এইগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই, এইটা এই হাউসে আরো ক্লীয়ার করা হোক যে ট্রাইবেলরা তাদের যে শেয়ার তারা পাবে কি না-না শুধু অফিশিয়েন্সী পেপার্সেই থাকবে। দিল্লির ইন্‌সট্রাকশন আছে এবং ষ্টেট গভার্ণমেন্টের ডিভিশন আছে টু ইম্পার্ট ৯০ পার্সেন্ট ইস্যু, সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট মাইট হ্যাভ এগ্রিড ফর ৫০ পার্সেন্ট ইস্যু। অ্যাণ্ড ষ্টেট গভার্ণমেন্ট হ্যাজ টেকেন সেপারেট ডিবিশন টু ইম্পার্ট ৯০ পার্সেন্ট ইস্যু অব দ্যা প্লেন্টেশন। থ্যাংক ইউ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয়বাবু এবং কাশীরামবাবু যে প্রশ্ন তোলেছেন সেটা আমরা দেখব।

স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বলার চেষ্টা করেছেন, আগে মন্ত্রী থাকাকালীন অনেক কাজ করেছেন, ভাল কথা। কিন্তু আমাদের তো কোন এই ধরনের চমক লাগাবার মত কাজ যদি উনারা করে থাকেন তাহলে এখন এই লোকগুলির জন্য নগেনবাবু হতাশ হয়ে তাদের কথা বলছেন। আজকে এটাও আমাদের দেখবার দরকার। এই লোকগুলোর জন্য কেন হতাশা হয়ে নগেন্দ্র বাবু বলবার চেষ্টা করছেন। কারণ, এর টাকা ইনভেষ্ট করে যদি পাঁচ টাকা আয় হয় যে ভেজিটেবিল পকেটগুলিতে ট্রাইবেলদের দিয়ে করেছেন, বলেছেন উনি। তাহলেতো গত পাঁচ বছরের সময়ে উনিই করেছেন। তাহলে পাঁচ বছরে যত টাকা ইনভেষ্টমেন্ট করেছেন তার যদি এক টাকা পাঁচ টাকা হয় তাহলেতো অনেক বেশী থাকার কথা। এই লোকগুলো নিজের পায়ে দাঁড়াবার কথা। কিন্তু কোনটাই হয় নাই। তাহলে তিনি আবার বলেছেন যে এখন সব শেষ হয়ে গেল। আমার কাছে এই বিষয়টাই প্রশ্ন জাগছে যে কেন এটা হল? কিন্তু এটা ঘটনা যে আসলে যে ভাবে করবার মত উদ্যোগ নিয়েছিল এটাকে বাস্তবে রূপায়ন করার ক্ষেত্রে সব জায়গায় সফল হয়ে উঠেনি। প্রশ্ন হচ্ছে, এই জায়গাতে। কিন্তু পরিকল্পনা বন্ধ হয়ে যায়নি। আমরা পরিকল্পনা নিয়ে এই কাজগুলি করবার চেষ্টা করছি। ট্রাইবেল এলাকায় মোর ভেজিটেবিলস প্রডাকশন, মোর এগ্রিকালচার প্রোডাকশন যেমন কি জুমিয়াদের জন্য আরও উন্নত ধরণের ফসল আরও বেশী করে, সেই ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে এগোবার চেষ্টা আমরা করছি। কিন্তু এই খাতে টাকা কমিয়ে দিতে হবে, টাকা বরাদ্দ করা ঠিক হয়নি এটা বলাটা বোধয় ঠিক হয়নি। আমার এই কথাগুলি বলবার দরকার হয়েছে বলে বলতে হয়েছে। কাজেই এখানে সব ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে কাট মোশান আনা। এটা হচ্ছে, একটা মোখরোচক এই রকম বিষয় বিরোধী দলে থাকলে কাট মোশান আনতে হবে। আনতেই পারে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু আমরা মনে করি আমরা যে ভাবে আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা আমাদের সোর্স সমস্ত কিছু আবার গ্রামের উন্নতির কথাটা মাথায় রেখে যাতে কোন ক্ষতি না হয় সমস্ত দিক চিন্তা করে এইগুলি করা হয়েছে। আরও পরিকল্পনা আছে, আরও ব্যাপক কর্ম সংস্থান তৈরী করার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এই বাজেটটা সেই ভাবে আমরা তৈরী করার চেষ্টা করেছি। কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকে সকলের সমর্থন নিয়ে আমাদের এই ডিমাণ্ডগুলি এই হাউসে স্বীকৃতি পাবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি ঘোষণা করেদিচ্ছি। আমাদের সিডিউলড টাইম ছিল ৫টা। কাজেই, আপনার বক্তব্যের পরে আমার ভটিং আছে। কাজেই, আমি হাউসকে অনুরোধ করব এইটুকু পর্যন্ত যাতে সময়টা বাড়ানো হয়

শ্রামানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ড হচ্ছে, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৮, ২২, ৩৪ একস্‌ক্লোডিং দি চার্জ একসপেণ্ডিচার। আমি আমার এই দশটা ডিমাণ্ডের এগেনস্টে ১৬২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকার যে স্যাংশান নিয়ে এবং এই ডিমাণ্ডগুলোর মধ্যে কোন কোন ডিমাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশেষ করে ৪, ১০ এবং ২১ এর বিরুদ্ধে যে কাট মোশান আনা হয়েছে এর বিরোধীতা করে এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য বাকি যারা আরও অন্যান্য বিষয়ে কাট মোশান এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করে আমি দু-একটি কথা এখানে বলছি। এটা ঠিক যে বাজেট এর পর কাট মোশানের মাধ্যমে মেম্বাররা তাদের অভিযোগ ভেণ্টিলেট করতে পারে। কিন্তু ভেণ্টিলেশনটা নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হওয়া ঠিক না। এটার মধ্যে একটা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করা যায়। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম এক দুইজন সদস্য তাদের আলোচনার মধ্যে কিছু পজেটিভ প্রস্তাব রাখার চেষ্টা করেছেন। আর বাদবাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গোটা বাজেটটাকে সেখানে বলা যায় নেতিবাচক দৃষ্টিতে শুধু করার চেষ্টা করেছেন যাই হউক, আমি এখানে ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে যে চারটা ব্যাপার বিশেষ করে এখানে বিরোধিতা এসেছে আমি সেগুলি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলব যেহেতু সময় কম। প্রথমত এখানে চারনং যেটা আছে নিবাচন সহ এখানে আই কার্ড নিয়ে বলা হয়েছে। আই কার্ডের ব্যাপারটাতে নির্বাচন কমিশন তাঁর সিদ্ধান্ত তার ভিত্তিতে আমাদের রাজ্যসরকার এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

প্রথমত এখানে চার নাম্বারে যেটা আছে ইলেকশন দপ্তর, এখানে আই কার্ড নিয়ে বলা হয়েছে। আই কার্ড ইলেকশন কমিশন তার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমাদের রাজ্য আই কার্ড গ্রহণ করেছেন। এবং এই সময়ের মধ্যে ৭২ ভাগ ভোটার তাদের মধ্যে আই কার্ড দেওয়া হয়ে গেছে। তার খরচাটা কেন্দ্র সরকার পঞ্চাশ শতাংশ বহন করেন এবং রাজ্য সরকার বহন করেন পঞ্চাশ শতাংশ। এখানে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে এখানে যে কার্ডের ছবি ছাপানো হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক ছাপা হয়ে আসেনি। এগুলি ঠিক, এগুলিকে অস্বীকার করা যায় না। এইগুলিকে কিভাবে দূর করা যায় এবং বাকী যেগুলি ছবি নেওয়া হবে সেই ক্ষেত্রে যাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সংশ্লিষ্ট দপ্তর যেহেতু আমার হাতে আছে সেই ব্যবস্থা করব। এবং এই সমালোচনা আংশিক সত্য। শুধু গ্রামের ক্ষেত্রেই ছবি তুলার ক্ষেত্রে এইগুলি হয়েছে তা না

আগরতলা শহরের মধ্যেও হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এখানে অবজারবারদের জন্য যে অত্যধিক খরচ হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। ইলেকসন কমিশন নির্ধারন করে দিয়েছেন তার মডেলিটিশ কি হবে গাড়ি দিতে হবে, বাড়ীতে থাকতে দিতে হবে, টি ভি দিতে হবে, সিকিউরিটি দিতে হবে এটা আমাদের কিছু করার নেই এইগুলি ঠিক ঠিকভাবে মেনে আমাদের করতে হয়েছে। অবজারবার তারা তো নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে চলবেন। সেটি সম্পূর্ণ তাদের ব্যাপার কোথায় যাবে কোথায় যাবে না সেটি কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে চলবে। আর আমি নিজেও তো একটা কেন্দ্রের প্রার্থী ছিলাম আমি ও তো আমার কোন অবজারবারের সঙ্গে একবারও দেখা হয় নাই। যাহাই হউক এখানে যে যে অভিযোগ এসেছে সেই ব্যাপারে আগামী দিনে যখনেই নির্বাচন হবে তাদের দৃষ্টিতে নেওয়ার চেষ্টা থাকবে। খরচের ব্যাপারে যেটা সেটি তারা নির্ধারণ করে দেন তারপর আমরা দেই। এখানে ২১ নম্বারে বিশেষ করে বিবাং শরণার্থীদের ব্যাপারে সবাই বলার চেষ্টা করেছেন। এটা এখানে ইউসে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এরজন্য আমরা কেউ প্রস্তুত না। আপনারা জানেন এই ব্যাপারে আমি গত বিধান সভাতেও বিস্তারিতভাবে বিবৃতি দিয়েছি। এবং কেন্দ্র সরকারের দৃষ্টিতে নিয়েছি যাহাতে এই সমস্যা থেকে আমরা ফিরে আসতে পারি। এই ব্যাপার নিয়ে দুই রাজ্যের হোম ডিপার্টমেন্টের সচিব পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। আসলে এখন ব্যাপারটা রাজনৈতিক দাবী হয়ে দাড়িয়েছে। এটা রাজনৈতিক দাবী হলেও গনতান্ত্রিক দাবী এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দাবী। মিজোরাম সরকার তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেভাবে নিচ্ছেন এই সম্পর্কে আমি বিধানসভাতে দাড়িয়ে কিছু বলতে চাইছি না। মিজোরাম আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য। আমরা চাইব মিজোরাম থেকে যারা রাজনৈতিক কারণেই হউক বা অন্য কিছু কারণেই হউক এখানে যারা চলে এসেছে তারা যাহাতে তাদের দাবী পূরণ করে এখানে থেকে ফিরে যেতে পারে সেই দিকে লক্ষ রেখে আমরা মিজোরামের সরকারের সঙ্গে যে যে আলাপ আলোচনা করা দরকার সেটি আমরা করব। এই ব্যাপারে যে খরচ হচ্ছে এই ব্যাপারে কেন্দ্র সরকার থেকে ৩০ লক্ষ টাকা বাদে আর কোন টাকা পায়নি আমরা। দিল্লীতে হোম মিনিস্টারের সঙ্গে যখন আলোচনা হয় তখন তিনি বলেছিলেন যে তোমরা খরচকরে যাও বাকী খরচটা আমরা দিয়ে দেব। এটা এখনো কোন টাকা আমরা পায়নি। চাকমা রিফিজিরা যে ছিলেন তার জন্য কেন্দ্র সরকারের যে টাকাটা এখানে ধরা আছে সেখানে চাকমারা

ফিরে যাবার পর সেখানে আনস্পেণ্ড কিছু টাকা থেকে যায়, এক কোটি কয়েক লক্ষ টাকা। আমরা দেখছি কেন্দ্র যখন টাকা দিচ্ছে না আমরা তখন অনুরোধ করলাম অন্তত পক্ষে আমাদেরকে এই টাকাটা খরচ করার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দেন এবং তার জন্য ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেন- তারপরে তারা বললেন ঠিক আছে তোমরা খরচ কর পরে আমরা এ গ্রান্ট করে নেব। কিছু দিন আগে কেন্দ্রের হোম ডিপার্টমেন্টের সচিব আমাদের অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তারা স্পটে গেছেন এবং রিফিউজিদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং সেখানে রিলিফ এর ব্যাপারে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তারা রেখেছেন। আমরা যেগুলি ব্যবস্থা নিয়েছি সেইগুলি ব্যাপারে তারা বলেছেন ঠিকই আছে কিন্তু তারা সেখানে আর কিছু কিছু নূতন বিষয়গুলি যুক্ত করেছেন এখানে যেটা এসেছে এতকিছু করা পরেও সেখানে শিবিরবাসী লোক কিছু সংখ্যক জীবন হারিয়েছেন এটা খুবই বেদনা দায়ক। এটা নিশ্চই আমাদের রাজ্যের মধ্যে এখানে আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। এটা ঠিক আছে ওখানে ডাক্তার কম। যে জায়গাতে ক্যাম্প আছে সেখানে জনবসতি কম সেখানে মাত্র ১০ থেকে ১২ হাজার লোক সংখ্যা হবে। সেখানে ৩৫ হাজার লোক চলে এসেছে সেই জন্য সেখানে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

আমরা প্রায় এক মাস যাবৎ ২২ জন ডাক্তার বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলে নিয়ে সেখানে আমরা দিবা-রাত্র থাকছি করি। সারা ত্রিপুরা থেকে কালেক্‌শান করে সেখানে আমাদের পাঠাতে হয়েছে যারফলে হাসপাতালে জরুরী রোগীদের জন্য ডাক্তার-এর অভাব হয়ে গেছে। তার পর আমাদেরকে কলিকাতা থেকে আনতে হয়েছে। এবং পরবর্ত্তী সময়ে শেষের দিকে আসাম রাইফেল্‌স থেকেও একটা মেডিক্যাল টিম সেখানে যায়। পরবর্ত্তী সময়ে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে যারা, তারাও সেখানে সেবা-শুশ্রূষার জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। তারা আমাদেরকে বলেন যে আমরা সেখানে যেতে চাই। আমরা বলেছি যে কোন অসুবিধা নেই যেতে পারেন। আমরাও তাদের সাহায্য করেছি। তারা সেখানে গিয়ে সেবার কাজ চালাচ্ছেন। এটা ঠিক যে ক্যাম্প লাইফতো ক্যাম্প লাইফ। আমরা এখানে যাই বলি সেখানে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় না এবং সেখানে যারা থাকেন তারা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারেন ঘটনা তা না। কাজেই সেইদিক থেকে আমরা বার বার মিজোরাম সরকারের কাছে অনুরোধ করছি তারা যাতে বিষয়টা টেইকাপ করেন। এবং তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নেন কি ভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি তারা যদি বলেন নিশ্চিই আমরা তাদেরকে সেইভাবে সাহায্য করব। তার পর এখানে যে বিষয়টা এসেছে তা

হলো-হোম-১০ নাম্বার সেটা নিয়েই এখানে বেশিরভাগ কথাবার্তা হয়েছে, স্বাভাবিক। আমি এই জায়গাটার মধ্যে যেটা বলতে চাইছি হোম ডিপার্টমেন্টের জন্য এটা ঠিক যে গত বারের চাইতে এবারে বেশী টাকা ধরতে হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছিনা সরকারের তরফ থেকে বলছি, এই হোম ডিপার্টমেন্টের জন্য যদি আমরা অতিরিক্ত টাকা না ধরতে পারতাম তা হলে আমরা সবচেয়ে বেশী খুশি হতাম। কেন বলছি আমরা এই কথা-আমরা যখন ছাত্র আন্দোলন করছি, আমরা যখন ছাত্র-আন্দোলন থেকে ধীরে ধীরে গনতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে আসে সেই দিন একটা স্লোগান আমরা দিতাম, আমি অন্তত দিয়েছি যে-পুলিশ তুমি যতই মার তোমার বেতন ১১২। এই পুলিশ বাজেট কি কেন্দ্রী সরকার, কি রাজ্য সরকার যখন বাজেট বাড়ত তখন আমরাই সবচেয়ে বেশী বিরোধীতা করতাম। দুরভাগ্যের বিষয় এটাই হচ্ছে যে আমি আজকে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং হোম ডিপার্টমেন্টটা দায়িত্বে আজকে আমাকে এখানেই টাকা বাড়াতে হচ্ছে। তাছাড়া কোন বিকল্প রাস্তা নেই। পরিস্থিতি আমাদের বাধ্য করেছে পরিস্থিতিটা কি আমরা সবাই মিলে তা আলোচনা করছি। আমি বলেছি যদি আমরা না বাড়াতে পারতাম তা হলে সবচেয়ে বেশী খুশি হতাম। এই টাকা রাস্তার জন্য, স্কুলের জন্য, হাসপাতালের জন্য, পানীয় জলের জন্য, গ্রাম-উন্নয়নের জন্য খরচ করতে পারতাম। কিন্তু এই কাজগুলি করতে গিয়ে সবচেয়ে বাধা আসছে উগ্রবাদীদের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী। জেনারেল ল এণ্ড অর্ডারের বাইরে। কাজেই তাদেরকে যদি প্রোটেক্ট করা না যায় মোকাবেলা করা না যায় মোকাবেলা গ্রহণ করার জন্য যদি আমরা ব্যবস্থা গ্রহন করতে না পারি তা হলে উন্নয়ন মূল কাজ করা যাবে না। এটা এখন, একটা আরেকটার সঙ্গে লিংআপ হয়ে গেছে। এই জায়গায় এখানে আমাদের প্রায়রিটি দিতেই হচ্ছে। এবং গত ৪ দিন ধরে এখানে আমরা যেই আলোচনা করছি তার মধ্যে সেই বিষয়টাই কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। এখানে মাননীয় সদস্য অমাবুল ইসলামের উপর আলোচনা করেছেন। একটা মানুষ নাটি এটার উপর আলোচনা করেছেন। এই জায়গায় দাড়িয়ে আজকে আমাদের এটা করতে হচ্ছে। আমরা কেন এখানে টাকা খরচের জন্য বলছি, যে টাকা নেই টাকা কিন্তু খরচ না এটাও বলছি। এখন প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের যে সিকিউরিটি ফোর্সেস, আছে আমরা বাইরে থেকে আনছি তাদের বেতন ভাতা আমরা দেইনা, তা কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন। কিন্তু অন্যান্য যে খরচ, যেমন গাড়ী, ফুয়েল, তাদের ঘর তৈরী করা

দেওয়া, পাওয়ার লাইন ইত্যাদি মিলিয়ে যে টাকা খরচ হচ্ছে এই টাকাটা আমাদের বহন করতে হচ্ছে। আমরা এখনো বলে যাচ্ছি যে, এই টাকা তোমরা রিয়ার কর। একাশমির পুরুটা রিয়ার করছে। পাঞ্জাব পুরুটা বহন করছে, আসামে পুরু টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্য কথা বলেছেন। আমরা বলছি যে আমরা কিন্তু সবচেয়ে কম টাকা ধরেছি। এবং আমি হোম ডিপার্টমেন্টে জিজ্ঞাসা করেছি কেউ বলছে ৫০০ কোটি, কেউ বলছে দেড় হাজার কোটি, কেউ বলছে ২৫০ কোটি, কি ব্যাপার আমাদের এখানে ২৮ কোটি টাকা বলুছেন। এবং এখানেও আমরা বলছি যে তাহলে আমাদের হিসাবের মধ্যে যদি কোন ঘাটতি থাকে, এবং কোন্ কোন্ আইটেম ধরা উচিত সেটা জানবার চেষ্টা করুন। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম থেকে জানবার চেষ্টা করুন, তারা কোন্ কোন আইটেম ইনক্লুড করার চেষ্টা করুন সে হিসাব আমরা দিয়ে দিয়েছে, আমরা তো নূতন করে বলতে পারবনা, আমরা সংশোধন করে দিচ্ছি। বলাটা ঠিক হবে না। এমনিতেই সেসপন্স পাচ্ছি না। এখনকার পর থেকে যা খরচা হয়েছে তা যোগ করে ২৮ কোটি টাকার হিসাব [illegible] করেছি। আর নির্দিষ্ট সময়ের পর থেকে যা খরচা হয়েছে তা সেক্ষেত্রে ৩৩ থেকে ৩৫ কোটি টাকা হবে। আমরা তাঁদেরকে বলেছি, এই টাকা দিয়ে আমাদের সাহায্য করুন। আমাদের খরচা হয়েছে। আমাদেই এত টাকা দিতেও অসুবিধে হচ্ছে। যখন ঘটনা ঘটে যায় তখন কয়টা গাড়ী কি নেই তা প্রশ্ন নয়। এই যেমন সেদিন, সাধুটিলায় যখন ঘটনা ঘটল তখনতো কোন গাড়ী আছে পাওয়া যাচ্ছে না। এই সময় কে ট্রাক গাড়ী দেবে? যা হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাকেই নিতে হয়। ২০০ টাকার জায়গায় ৫০০ টাকা চাইলেও দিতে হয়। তখন আর চিন্তা ভাবনার উপর নির্ভর করে হয় না। এই রকম সিকিউরিটি খাতে এবং ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের খাতে আমাদের বিরাট অংকের টাকা জমে আছে। সেখানে পরিবহন মালি করা চিঠি দিয়ে বলেছে, আমরা দেখা করতে চাই। সে জায়গায় তথ্য নিয়ে দেখলাম, সব টাকা দিতে গেলে বিরাট টাকা চলে যাবে। ফিন্যান্স মিনিষ্টারের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করে আমি গাড়ী মালিকদের আলোচনায় ডাকি। তারা বছরের পর বছর গাড়ী দিয়ে রাখবেন কিন্তু টাকা দেওয়া যাবে না তা তো হয় না। এখানে কেহ তো ৫০ | ৬০ টি গাড়ীর মালিক নন। সবই ছোট মালিক। ৫ | ৬টা গাড়ীর মালিক। আমি ফিন্যান্স মিনিটারকে বলি ১৯৯৬ এর ডিসেম্বর পর্যান্ত যা বকেয়া হয়েছে তা ক্লিয়ার করুন। বাকীটা কেইজ ম্যানারে যেমন যেমন টাকার

ব্যবস্থা হয় তখন আস্তে আস্তে দিয়ে দেব। আমার এই অনুরোধ মালিক বন্ধুরা এগ্রি হয়েছে। তারা বলেছে, আমরা বুঝি ত্রিপুরার ফিনান্সিয়াল অবস্থা। এই টাকা আমরা দিচ্ছি। মনে হয় পেয়ে গেছেন টাকাটা। নাহলে আবার বসতে হবে আমি তাদেরকে বলেছি, যখনই দরকার মনে করবে, তখনই আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট টেলিফোনে কথা বলতে। এতে আমার কোন আপত্তি নেই। স্যার, এই টাকা পয়সা নিয়ে হোম এক রকম বলছে। আবার তারা অন্য রকম বলছে। একটু প্রবলেম দেখা দিয়েছে। ৫ তারিখে হোম সেক্রেটারীর উপস্থিতিতে একটি মিটিং হয়েছে। সেখানে তারা বলেছেন, এই টাকাটা দিয়ে দেবেন। এর জন্য তাঁরা একটা ক্রাইটেরিয়া ঠিক করেছেন কোন্ কোন্ বিষয়ের খরচা ধরবেন। আমরা বলেছি যা দেবেন ঠিক করুন। আমরা যদি ১০টা আইটেম দিয়ে থাকি আর আপনারা যদি মনে করেন, ৫টা আইটেমে দেবেন তা দিয়ে দিন। বাকী ৫টা আইটেমের ক্ষেত্রে আলোচনায় বসে ঠিক করা যাবে। আপনারা আপনাদের বক্তব্য রাখবেন, আমরা আমাদের বক্তব্য সেখানে রাখব। আমরা চাচ্ছি ইমিডেয়েটলি দিন। কিন্তু পাচ্ছি না। বারবার বলছি, কেন্দ্রীয় বাহিনী চাই তবে এটা ঠিক, কাশ্মীর আমাদের ন্যাশনেল প্রায়রিটি এবং কাশ্মীরে প্রচুর ফোর্স রয়েছে। নর্থ ইস্টার্ণ রিজিয়নে ১ লক্ষের মত আর্মি আছে। এটা ঠিক সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে। এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা দাবী করছি, আরো ৭ ব্যাটেলিয়ন পাঠাতে। তবে কাশ্মীর বা অন্যান্য জায়গা থেকে তুলে না এনে কেন্দ্রের উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমাবার জন্য আমরা নিজেরা বাহিনী রেইজ করছি। বাহিনী রেইজ করা খুব একটা আনন্দের বিষয় নয়। আমি ডি, জি, কে. জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাহিনী তৈরীর বেসিসটা কি? ডি, জি, আমাকে বলেছেন জনসংখ্যার অনুপাতে হয়। আমাদের রাজ্যে জনসংখ্যা অনুপাতে যে বাহিনী আছে তা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অনেক বেশী। উপায় নেই কমাবার। সিচুয়েশনের জন্য রাখতে হচ্ছে। আমাদের ৫ বছরের মধ্যে ৪টি নতুন বাহিনী তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এটা সত্যি আনন্দের ব্যাপার নয়। আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই বলেই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৩ ব্যাটেলিয়ন কাজ করছে। আরো ২টি ব্যাটেলিয়ন অকটোবর নভেম্বরে বেরুবে। তাহলে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীলতা অনেক কমে যাবে। ২টা আই, আর, বাহিনী করা হচ্ছে। এক একটা ব্যাটেলিয়ন করার জন্য ৯ কোটি টাকা দিচ্ছে --কিন্তু রেইজিং করতে আমাদের একটি ব্যাটেলিয়নেই লাগছে ১৮ কোটি টাকা। আমরা সেপ্টেম্বরের ফার্ষ্ট উইকে হোম সেক্রেটারী, ডিফেন্স সেক্রেটারী এবং আমাদের স্টেটের সেক্রেটারীরা বসবেন। সেখানে আলোচনায় বসে তাঁরা আমাদের জন্য কতটুকু কি করতে পারেন সটা দেখবেন।

এখানে শুধু ফোর্স করলেই হবে না, আর্মস লাগে. থ্রি নট থ্রি দিয়ে হবে না, সফিসটিকেটেড আর্মস লাগে। তার জন্য পয়সা লাগে। এই পয়সা আমাদের দিতে হবে। কোন উপায় নেই। এতদিন তো আমরা চাওয়ার পর আর্মস পাইনি। এখন আর্মস এর জন্য আমরা ইনডেন দিয়েছিলাম। তারা বলছে "এগুলি তোমরা পাবে।" আমরা হিসাব করে দেখেছি বিরাট অংকের টাকা লাগবে। সে টাকা আমাদের দিতে হবে। সে টাকা না দিলে তো আর্মস পাওয়া যাবে না। আমরা যখন আমাদের তরফ থেকে ক্লীয়ারেন্স দিলাম যে আমরা এটা নেব, এটা পেতেও তো এক দেড় বছর সময় লাগবে। কতগুলি সিস্টেম আছে। একটা জায়গায় পাওয়া যায় না, ৩/৪টা জায়গায় ঘুরে ঘুরে আনতে হয়। ফলে টাইম লাগে টাকাতো আমাদের দিতে হবে, সুতরাং এই টাকা আমাদের ধরে রাখতে হবে। এছাড়া থানাগুলি আছে, থানাগুলিতে গাড়ীর প্রশ্ন আছে, ওয়্যারলেস সেটের প্রশ্ন আছে। এগুলি তো মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট। তার জন্য একজন ও. সি থাকবে তার নীচে ইনসপেক্টর থাকবে. তার নীচে হাবিলদার থেকে আরম্ভ করে কনস্টেবল পর্যন্ত হিসাব ধরা আছে। আমি যখন বিভিন্ন সাবডিভিশানগুলি ঘুরছিলাম তখন থানাগুলিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনাদের কি প্যাটার্ণ আছে কত জন আছে। তখন দেখলাম যে অনেক জায়গাতে শর্টেজ আছে। সে জায়গাতে আমরা ডিসিশান নিয়েছি এই ফাঁকগুলিকে পূরণ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। এইগুলি পূরণ করতে গেলে তাদের বেতন দিতে হবে। তার জন্য পয়সা ধরতে হবে থানাগুলি আছে, কিন্তু লোক নেই, এটা তো হতে পারে না। তারপর গাড়ীর ব্যবস্থা করতে হবে। এখন চলে আসছে বুলেট প্রুফ গাড়ী। এমনি গাড়ী দিলে হবে না। বুলেটপ্রুফ গাড়ী দিতে হবে। এখন আমরা পরীক্ষামূলকভাবে যেটা করছি তাতে আমরা সন্তুষ্ট না। এর জন্য সেইল থেকে স্টিল আনতে হবে। এর জন্য আমরা অর্ডার দিয়ে রেখেছি। এটা আনতে হবে। তার জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট আমাদের সাহায্য করছে, কিন্তু সবটা সাহায্য করছে না আমাদেরও টাকা দিতে হচ্ছে। এই মর্ডানাইজ করার জন্য আমাদের পয়সা খরচ করতে হচ্ছে। ফলে এই যে বিষয়গুলি আছে সমস্ত বিষয়গুলি মিলে করতে হচ্ছে। এখানে আপনারা কেউ কেউ কনসার্ন এ্যাকসপ্রেস করছেন, হোল হাউসও কনসার্ন এ্যাকসপ্রেস করেছে যাতে নিরাপত্তা বিষয়টা নিশ্চিত করা হয়। যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে আপনারাও বলেছেন, আমরাও বলছি তাদের মধ্যে একটা অংশ যারা ফিরে আসতে চাইবে না, এগুলিকে কর্নটিনুাউ করবে তাদেরকে মোকাবিলা করতে হবে, তাদেরকে তো ছেড়ে দেওয়া যাবে না। এটা করতে গেলে এই মেজারগুলি আমাদের নিতে হবে। এগুলি অনেক জায়গাতেই করা যাচ্ছে না। এখানে মাননীয় সদস্য কাশীরাম বাবু এবং আরও দুই জন সদস্য বলেছেন যে

এই সমস্ত জায়গাগুলিতে প্রটেকটিভ ক্যাম্পের দরকার আছে। আমরা বলেছি সেখানে দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এগুলি করতে হলে তো টাকা লাগবে। এই বাজেট দিয়ে দিলেই যে এক বছরের মধ্যে আমরা সব জিনিষ করে ফেলতে পারব তা না। এগুলি করতে গেলে সময় লাগবে। একদিকে এগুলি আপনারা আমাদের করতে বলেছেন এবং এগুলি করার জন্য আমরা যখন উদ্যোগ নেব তখন আপনারা কাটমোশান এনে যদি বিরোধিতা করেন তাহলে কি করে হবে এগুলি কি সেলফ কনট্রাডিকটরি হয়ে যাচ্ছে না? কাটমোশানগুলি আপনারা আপনাদের গ্রিভেন্সকে ভেন্টিলেটর করার জন্য এনেছেন। যে জায়গায় আপনারা গ্রিভেন্স বলেছেন আই ডু এগ্রি। পুলিশের তরফ থেকে ভিজিলেন্স যেটা এটা কারেকট। তথ্য অনুসন্ধান করে দুস্কৃতকারীদের সঙ্গে যারা যুক্ত, শুধু এ্যাকসট্রিমিজমই নয়, অসামাজিক কার্য্যকলাপের সাথে যারা যুক্ত এই তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি আছে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এগুলি ইম্প্রভ করার চেষ্টা করছি। হানড্রেড পারসেন্ট পারফেকট হচ্ছে এটা না আই ক্যান নট ক্লেইম দিস। এগুলি ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করছি। পুলিশের মধ্যে যে দুর্বলতা নেই তা নয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা **:**—পয়েন্ট অর্ডার স্যার, কাট মোশান বলতে সবটাই নয়। যেখানে যেখানে পলিসী দরকার সেখানে পলিসী টোকেন কাট আছে, ইকনমিক কাট মোশান আছে। সবটাই আমরা কাট চাইছি না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:**—ও, কে। পুলিশের ক্ষেত্রে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত আমরা যে রকম চাইছি, সে রকম আছে বা সবটাই আমরা কার্য্যকরী করতে পেরেছি তা না। তাদের মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি দুর্বলতা আছে। এগুলিতো এক দিনে তৈরী হয়নি। লিগেন্সী অব পাস্ট। ব্রিটিশ আমল থেকেই এ ধারা চলে আসছে। আজকে স্বাধীনতার ৫০ বছরেও এগুলি সংশোধন করা যায়নি। এটা শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, সারা দেশের মধ্যে এই ঘটনা যেখানে এই ধরনের দুর্বলতাগুলি, ত্রুটিগুলি আছে প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে আছে এইগুলি থেকে বেরুবার চেষ্টা হচ্ছে তার জন্য সময় সময় সংশোধন হচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা এখানে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমরা এই সম্পর্কে সচেতন থেকে আগামী দিনে যাতে এই ধরণের ঘটনা না ঘটে সে দিকে কতটা পদক্ষেপ নেওয়া যায় আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে কোন রকমের অবহেলা থাকবে না। এখানে আমার বক্তব্য শেষ করার আগে যে কথাটা বলতে চাই উগ্রপন্থী রিলেটেড যে বিষয় নিয়ে গতকালকে

অশোকবাবু বক্তব্য রাখার সময় একটা কথা বলেছেন আমার মনে হয় এটা সঠিক। মাননীয় সদস্য সদস্যারা অনেকেই বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের কথা আমি বস বলছি তার জন্য ক্ষেপে গেছেন সারা পৃথিবী নাকি ঘুরছি। পৃথিবী বাদ দিয়ে ভারত হয় না, ভারত বাদ দিয়ে তো পৃথিবী হয় না, উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাদ দিয়ে তো ভারত হয় না, ভারত বাদ দিয়ে তো উত্তর পূর্বাঞ্চল হয় না। যদি সব দিকে দৃষ্টিভঙ্গি না দিয়ে দেখি তাহলে আমাদে "কুপমন্ডুক বলবে। রিলেটেড ব্যাপার সমস্ত জিনিষগুলি এটাকে খুজে বের করতে হবে কোনটার সঙ্গে কোনটার লিংক। যাইহোক আমি সে জন্য বিতর্কে যাচ্ছি না তুলেছেন বলে বলছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির হয়তো পার্থক্য থাকতে পারে। কারণ কেউ কূয়োর দিকে তাকিয়ে সমস্যা সমাধান চেষ্টা করেন, কেউ আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে সারা অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেন। এটা দৃষ্টি ভঙ্গির উপর নির্ভর করে।

শ্রীজওহর সাহা ঃ—স্যার, গতকালকে আমরা চেয়েছিলাম এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে বলা হয়েছিল কারণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়টা হচ্ছে উগ্রপন্থীর ব্যাপারে এবং এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাবের কথা হয়েছে কিনা সেটার ক্লিয়ার কোন কিছু এখন পর্যন্ত আমরা পাইনি। আপনার কাছ থেকে এদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে কি এই সরকারের তরফ থেকে এবং কিভাবে আপনারা সমাধান করতে চাই?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ

এখানে আমি যে প্রশ্নটা বলেছিলাম উনি একটা কথা বলেছেন এটা তো ঠিক প্রথমেই আই, এস, আই, এবং সি, আই, এ চলে আসে। গ্রাউন্ড একটা তৈরী হয়েছে, এটা তো কারেক্ট এবং এই জায়গায় যেটা মাননীয় সদস্য অশোকবাবু বলার চেষ্টা করেছেন যে, পলিটিক্যাল পার্টি, যে কোন পার্টিই হোক যদি কেউ এটা সাপোর্ট করেন তাহলে সমাধান করা কঠিন। আমরা ১০০ ভাগ উনার এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত। কাজেই এর জন্য আমরা পরিষ্কারভাবে বলছি অভার গ্রাউন্ড হোক, আন্ডার গ্রাউন্ড হোক যারা এদেরকে এই ধ্বংসাত্মক কাজে সাহায্য করবেন তারা দলেরই হোক সমাজ-সভ্যতা তাদের ক্ষমা করবে না এবং সরকার তাদেরকে ক্ষমা করবে না। তারা চিহ্নিত হলে পর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে যে কোন দলেরই হোক তাদের ক্ষমা করা হবে না। আপনারা তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্যোগ নেবেন তাদেরকে সাধুবাদ জানাব। এই জায়গায় আমি মাননীয় সদস্য অশোকবাবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলব এই ধরণের কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকবেন বা যুক্ত আছেন বা যুক্ত থেকে থাকেন তাদের কাছে আবেদন করব এই সর্ব্বনাশা পথ থেকে নিজেদের ফিরিয়ে আনার চেষ্ট করুন না হলে ক্ষতি হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে আজকের সত্য কোন না কোন দিক থেকে রাজনৈতিক

মদত এরা পাচ্ছেন, দেশের বাইরে যেমন দেশের ভিতরেও তেমন। কাজেই কি স্বার্থে তারা এটা করছেন সেটা তারাই জানেন এই রকম জায়গায় যদি পিতা পুত্রকে ভুল পথে পরিচালিত করেন এবং পুত্রের চেতন হয় যখন বাড়বে তখন বুঝবে পিতা তার নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আমাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছেন তখন পুত্রও কিন্তু পিতাকে ক্ষমা করবে না। পিতাকে ঘৃণা করবে এটাই ঘটনা। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলছি কোন রাজনৈতিক দল যদি সত্যি সত্যিই দায়িত্বশীল বলে দাবী করেন এবং সমাজের জন্য তাদের কিছু দায়বদ্ধতা আছে আমি তাদের অনুরোধ করব নিজের দলসহ যে, এই পথে যদি কেউ যুক্ত থাকেন, কোন ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ যদি থাকেন এই দলের যদি ক্ষমতা থাকে তাদের ঐ পথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব। আমি সর্বশেষে যে কথা বলব সেটা হচ্ছে, পলিসির কথা। আমরা পরিষ্কার ভাবে বলেছি, কে বলেছে পলিছি নেই? পলিসিতে বলাই আছে যে অনোন্নয়ন বা পশ্চাৎপদ তাদের যে ডিপ্রাইভেশ্যান তার থেকে কিছু ক্ষোভ তৈরী হয়েছে, ক্ষোভগুলি সঙ্গত কারণ আছে এবং এর থেকে তারা যে দাবীগুলি করছে সবগুলি আমরা সমর্থন করি না। স্বাধীন ত্রিপুরার দাবী কেউ সমর্থন করেনি এবং এই হাউসের কেউ সমর্থন করেনি।

এটা কেউ সমর্থন করিনা আমরা। কিন্তু উপজাতি উন্নয়ণ, এলাকার উন্নয়ণ, এই সমস্ত বিষয়গুলি বলবার ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ব্যাপার এইগুলির মধ্যে কিছু যথার্থতা আছে। আমরা বলেছি, এইগুলির জন্য জঙ্গলে যেতে হবে কেন? আসুন আমাদের প্রধানমন্ত্রী আবেদন করেছে। আমরা রাজ্য থেকে বলছি, সমস্ত দল আমরা যারা ৯টি পার্টি বসেছিলাম, তারা আবেদন করেছে, আসুন আপনারা, টেবিলে বসুন, কথা বলব আমরা। কথা বলে আমরা যা যা পদক্ষেপ নিচ্ছি, আমরা নিচ্ছিনা, তা ঘটনা না, তাতে যদি আপনাদের আপত্তি থাকে, কি নিতে হবে আপনাদের বলুন না। বসুন না, অস্ত্র ফেলে দিন, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন। সরকারের তরফ থেকে খোলা হাত নিয়ে সমস্ত দল, যারা শান্তিকামী এবং রাজ্যের শান্তি চান, তারা সবাই মিলে আবেদন করছে, আসুন না, কথা বলি আমরা এবং সেখানে শুধু সরকারের পক্ষ না, আমরা বিরোধী দলের যারা আছেন, অন্য শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন যারা আছেন, দরকার হলে সবাই মিলে আমরা কমিটি করে, দেব। বসুন কথা বলুন। তারা যে সেখানে প্রস্তাব করবেন, আমরা আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা আলোচনা করে দেখব। যদি আমরা না পারি, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিয়ে যাব। কাজেই সেখানেতে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। এর বাইরে আমরা যেটা বলছি, যারা এর বাইরে শুধু আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে যাবেন তাদেরও শক্ত হাতে মোকাবিলা করা হবে। তার জন্য এই বিষয়গুলি নিতে হচ্ছে, তার জন্য বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চাইছি। কে বলেছে পলিসি নাই? পলিসি

বসাতে হবে। এর বাইরে যদি কোন পলিসি থাকে তাহলে আপনারা বলুন। আমরা বিবেচনা করে দেখব, যদি এর বাইরে কোন পলিসি থাকে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার এই বক্তব্য রেখে সমস্ত ডিমান্ডগুলিকে সমর্থন করে, এবং বিরোধীদের কাটমোশানগুলিকে সমর্থন করতে পারলাম না, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিপ্লব মিত্র ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি এখানে একটা বিষয়ে জানতে চাইছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, আপনার বাজেট পাশ হয়ে যাবে। আমার জানার বিষয় হল ১৯৯৭ ইং এর বোর্ড এইটা কার্যকরী হবে কিনা এবং দুই নম্বর হল সার বন্টন, বীজ বন্টনের বেলায় কোন পলিসি, যাদের যা জমি আছে সেই অনুসারে সার বিলি হবে কিনা, এই সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সময় বেশী নিচ্ছিনা, এখানে যেটা বলেছেন ওয়াকফ বোর্ড তৈরী করার ক্ষেত্রে সেন্ট্রালের যে আইন সেই আইন মোতাবেক ওয়াকফ বোর্ড তৈরী হবে। যদি এই আইন মোতাবেক এখন যে বোর্ড আছে যদি তা যতবার না করে, আমরা এই আইন মোতাবেক বোর্ড তৈরী করব আমি এই প্রতিশ্রুতি এই হাউসকে দিচ্ছি এই আইন মানা হবে। অন্য বাদ বাকী যেটা বলেছেন, অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রী বন্ধুরা বলেছেন। সব ব্যাপারে আমার বলা ঠিক হবে না।

শ্রীবিপ্লব মিত্র ঃ - আমরা স্যার হাউসের লিডারের কাছে আশা করি, আমি নিজেও কৃষকের ছেলে আমার নিজের জমি করার ব্যাপারে সার পাইনি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ সারের সমস্যা-ত আছেই এটা ঠিক। সারা দেশে সারের সাবসিডি বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের রাজ্য সরকার থেকে তারপরও সাবসিডি দেওয়ার চেষ্টা করছেন সার পেতেও আমাদের সমস্যা হচ্ছে। সার পাওয়া গেলে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। সার দেওয়ার ক্ষেত্রে ডিসক্রিমিনেশন হবে এটা মনে হয়না। কোথাও যদি থাকে সুনির্দিষ্ট ভাবে অভিযোগ আনলে দপ্তরের মন্ত্রী দেখবেন। আমাদের রাজ্যেই-ত সারের কারখানা করতে চাই সারের কারখানা আমাদের রাজ্যে করতে পারলে আমাদের রাজ্যের চাহিদা মিটে আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলেও দিতে পারতাম। আমরা বাংলাদেশেও দিতে পারি। যাহোক আপনি যেটা বলেছেন আমরা ব্যাপারটা দেখব।

মিঃ স্পিকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্গত ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস্) ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

Now, I am putting the Demand No. 3 to vote. The question before the House is the Demand No. 3 moved by the Ho'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 9,24,01,000/- be granted towars defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 3 under the following Major Heads :—

2013 — Council of Ministers	Rs. 29,31,000/-
2052 — Secretariat General Services	Rs, 7,67,75,000/-
2070 — Other Administrative Services	Rs, 1,21,00,000/-
3451 — Secretariat Economic Services	Rs, 5,95,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker — Now, I am putting the Demand No. 3 to vote. The question before the House is the Demand No. 3 moved by the Hon'ble Chief Minister, that a sum not exceeding Rs. 944,01,000 be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. — 3 under the following Major Heads :—

2013 — Council of Ministers	Rs. 29,31,000/-
2052—Secretari at General Services.	Rs 7,67,75,000/-

2070—Other Administrative Services. Rs. 1,21,00,000/-

3451—Secretariat Economic Rs. 5,95,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and Passed)

Mr Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion (s) on the Demand No. 4 moved by :—

1. Shri Rabindra Deb Barma 4—2015 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effcted on the particular matter Viz:— "Failure to Control and eliminate wasteful expenditure on Conduct of Assembly Election."

2. Shri Kashiram Reang 4—2015 That the amount of the damand be reduced by Re. 1/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. :—

"Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on vehicle hiring of election depart-ment for observer etc. in the election time."

3. Shri Rati Mohan Jamatia 4—2015 That the amount of the Demand be reduced to Re 1 -to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz. :—

"Disapproval of Govt. policy on Photo Identity Cards to Voters."

(The Motions was put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker :— Now, I am puttiug the Demand No.4 to vote. The question before the Houes is the Demand No.4 moved by the Hon'ble Chief Minister, that a sum not exceeding Rs. 3,25,95,000/- be

granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 4 under the following Major Heads :—

2015—Election Rs. 3,25,95,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 5 to vote. The question before the Houes is the Demand No. 5 moved by the Hon'ble Chief Minister. That a sum not exceeding Rs. 6,34,41,000/- excluding the charged Expenditure Rs. 1,07,0[illegible],000 - be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No.5 under the following Major Heads :—

2014—Adiministration of Justice Rs. 5,69,96000/-

2070—Other Administrative Services Rs. 4,45,000 -

4070—Capitalutloay on other Administrative Services Rs. 60,00,0001/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 7 to vote. The question before the House is the Demand No. 7 to moved by the Hon'ble Chief Minister, That a sum not exceeding Rs. 37,02,000/- be granted towards defraying the charges which

will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 7 under the following Major Heads :—

2070—Other Administrative Services Rs. 37,02,(C0/-

(The Demand was put to Voice Vote and Passed.)

Mr, Speaker :— Now, I am puting the Demand No. 8 to vote. The question before the House is the Demand No. 8 moved by the Hon'ble Chief Minister That a sum not exceeding Rs. 31,56,000/- (excluding the charged Expenditure Rs. 63,35,000/- be granted towords defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No.8 under the following Major Heads :—

2070—Other Administrative Services Rs. 31,56,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr, Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 9 to vote. The question before the Houes is the Demand No 9 moved by the Hon'ble Chief Minister That a sum not exceeding Rs 1,63,48,000/- be granted towords defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March in respect of Demand No.9 under the following Major Heads :—

3454—Census Survey and Statistics Rs. 1,68,48,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motions on Demand No. 10 moved by—

1. Shri Shyama Charan Tripura :— That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivence that :—"Need to enhance the activities of Mobile Task Force."
   10—2055

2. Shri Birajit Sinha:— That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivence that :—"উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের জন্য এখানে সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব নেই।"
   10—2053

3. Shri Kashiram Reang :— That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivence that :—"Failure to stop the mal and corrupt practices of T. S R."
   10—2055

4. Shri Krshiram Reang :— That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on investigation and vigilence".
   10—2055

5. Shri Shyama Charan Tripura :— That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on criminal investigation".
   10—2055

(All the five cut motions were put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, I am puttiong the Demand No. 10 to vote. The question before the Houes is the Demaed No. 10 moved by the Hon. Chief Minister that a sum not exceeding Rs 1,35,38,57,000/- (excluding the charged expenditure Rs. 22,83,0C0/-) be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 99 in respect of Demand No. 10 under the following Major Heads :—

2053—District Admiaistration	Rs.	4,00,000/-
2055—Police	Rs.	115,98,30,000/-
2070—Other Administration	Rs.	11,80,89,000/-
3275—Other Communication Services	Rs	4,55,48,000/-
4059—Capital outlay on Public Works	Rs.	15,00,000/-
4070—Capital outlay on other Administrative Services	Rs.	25,79,000/-
4216—Capital outlay on Housing	Rs.	2,59,11,000/-

(The Demand was passed by voice vote)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 18 to vote. The qnestion before the House is the Demand No. 18 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs 31,22,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 18 under the following Major Heads :—

2070—Other Administrative Services	Rs.	5,000/-
2232—Social Security and Welfare	Rs.	17,52,000/-
0252—Other Social Services	Rs.	13,65,000/-

(The Demand was passed by voice vote)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion

on the Demand No. 22 moved by Shri Billal Mian on 22—2235. That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that, — "Need to provide assistance for construction of sheds & incrense the quantity of rice."

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 22 to vote. The question before the House is the Demand No. 22 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 5,16,04,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the your ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 22 under the following Major Heads :—

2235 — Social Security and welfare Rs. 5,16,03,000/-

6235 — Loans for social Security and welfare Rs. 1,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 34 to vote. The question before the House is the Demand No. 34 moved by the Hon'ble Chief Minister of that a sum not exceeding Rs. 87,73,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 34 under the following Mojor Head :—

3451—Secretariat Economic Services Rs. 87,73,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before is the House is the Cut Motion on the Demand No. 19 moved by :—

1. Shri Prakash Ch. Das :— 19-5015 that the amount of the Demand

be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particulars matter, viz :—
"Failure to control eliminate westeful expenditure on allotment of Untied Fund to Panchayats."

2. Shri Billal Miha :— 19-5054 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—
"Need to complete the Ampi-Baishyamani Road with valley bridge over Sangan gcherra."

3. Shri Shyama Charan Tripura :— 19-5054 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—
"Need to provide more funds to A B C for Roads & Bridges"

4. Shir Kashiram Reang :— 19-2225 That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand, viz :—
"Need to provide hostel facilities for the S.T. student of Class—XI and XII."

5. Shri Ratimohan Jamatia :— 19-2225 That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand, viz :—
"Disapproval of Govt. policy on surrendered extremists."

6. Shri Shyama Charan Tripura :— 19-2401 That the amount of the demand be reduced to represent disapproval of the policy underlying the demand, viz :—
"Disapproval Govt policy on Orange cultivation in Jampui & Shakhan areas."

7. Shri Shyama Charan Tripura :— 19-2435 That the amount of the

demand be,reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to develop the markets of Manikpur, Sesua, Kaabook, Killa, Attarabla"

8. Shri Shyma Charan Tripura :—19-2225 That the amount of the demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particulars matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on condification of Tribal Customary Law."

9. Shri Prakash Ch. Das :—19-2401 That the amount of the demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Oil seed production"

10. Shri Shyama Charan Tripura, 19-2401 That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievaence that :—

"Need to develop the Local Maize varieties."

11. Shri Prakash Ch. Das 19-2405 That the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on Inland fisheries."

12. Shri Prakash Ch. Das, :— 19-2401 That the amount of the demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control wasteful expenditure on fertilisers.

13. Shri Shyma Charan Tripura :— 19-2401 That the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand, viz —
"Disapproval of Govt. policy on vegetable cultivation in the Tribal areas."

14. Shri Shyama Charan Tripura :— 19-2236 That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter, viz —
"Failure to control eliminate wasteful expenditure on special Nutrition Programmes in A. D. C. areas & rural areas.

15. Shri Shyama Charan Tripura :— 19-4215 That the amount of the demand be represent disapproval of the policy underlying the demand viz—
"Disapproval of Govt. policy on distribution of domestic filters.'

16. Shri Ratan Lal Nath : — 19-4216 That the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand, viz —
"Disapproval of Govt. policy on Indira Awash Yozana."

17. Shri Nagendra Jamatia :— 19-2851 That the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to representa disapproval of the policy underlying the demand, viz —
"Disapproval of Govt. policy on Handloom Industries.'

18. Shri Shyama Charan Tripura :— 19-2225 That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivence that —
"Need to hole village Committee Election by this year to stop the large scale corrupt practices."

19. Shri Rabindra Deb Barma, 19-2225 That the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—
"Disapproval of Govt. policy on Assistance on Land Restoration."

20 Shri Shyama Charan Tripura, 19-2210 That the amount of the demand be reduced by Rs, 100/- to ventilate the specific grivence that :—
"Need to set up on Leprocy Hospital in A. D. C. areas."

21. Shri Shyama Charan Tripura, 19-2210 That the amount of the demand be reduced by Rs. 100 - to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—
"Failure to check the deathes on Maleria in Chawmanu & Gandha-cherra areas."

22. Shri Prakash Ch. Das, 19-2210 That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—
"Failure to control & wasteful expenditure on Medicine supply to the P. H. C's in Tribal areas."

23. Shri Nagendra Jamatia, 19-2210 That the amount of the demand be reduced by Rs, 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—
"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on P. H. C's in the Tribal areas."

(All cut motions were put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House that a sum not exceeding Rs. 161,16,66,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :—

2029 — Land Revenue	Rs.	4,54,000/-
2202 — General Education	Rs.	19,44,89,000/-
2204 — Sports & Youth Services	Rs.	1,73,000/-
2205 — Arts & Culture	Rs.	42,000/-
2210 — Medical & Public Health	Rs.	3,74,16,000/-
2220 — Information & Publicity	Rs.	3,13,000/-
2225 — Welfare of ST / SC / OBC	Rs.	46,33,19,000/-
2230 — Labour & Employment	Rs.	50,000/-
2235 — Social Security & Welfare	Rs.	47,00,000/-
2236 — Nurition	Rs.	4,28,08 000/-
2401 — Crop Husbandry	Rs.	4,13,31,000/-
2402 — Social & Water Conservation	Rs.	1,13,42,000/-
2403 — Animal Husbandry	Rs.	1,17,57,000/-
2404 — Dairy Development	Rs.	1,85,000/-
2405 — Fisheries	Rs.	77,50,000/-
2406 — Forest & Wildlife	Rs.	1,09,58,000/-
2407 — Plantation	Rs.	6,00,000/-
2425 — Co-operation	Rs.	24,94,000/-
2435 — Other Agriculture programe	Rs.	1,83,60,000/-
2501 — Social programme for Rural Development	Rs.	1,59,48,000/-
2505 — Rural Employment	Rs.	17,12,40,000/-

2515 — Other Rural Development programme	Rs.	17,91,00,000/-
2702 — Minor Irrigation	Rs.	2,68,00,000/-
2851 — Village & Small Industries	Rs.	72,40,000/-
3425 — Other Scientific Services	Rs.	76,000/-
3452 — Tourism	Rs.	4,17,000/-
3604 — Compensation and Assignment to Local Bodies & Panchayat Institution	Rs.	5,00,50,000/-
4210 —Capital Outlay on Medical & Public Health	Rs.	70,00,000/-
4215 — Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	Rs.	6,64,33,000/-
4216 — Capital Outlay on Housing	Rs.	8,92,50,000/-
4425 — Capital Outlay on Co-operation	Rs.	14,45,000/-
4515 — Capital Out lay on Other Rural Development Programnes	Rs.	2,37,35,000/-
4711 — Capital Outlay on Flood Control	Rs.	62,00,000 -
4801 — Capital Outlay on Power	Rs.	3,64,00,000/-
4810 — Capital outlay on Non-Conventional Sources of Energy	Rs.	12,81,000/-
4860 — Capital outlay on Consumer Industries	Rs.	7,00,000/-
5054 — Capital outlay on Roads & Bridges	Rs.	6,76,60,000/-
5465 — Investment on General Financial and Trading Institution	Rs.	4,90,000/-
6216 — Loans for Housing	Rs.	1,16,00,000/-

(The Demand put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Demand No. 27. There is one Cut Motion. Now the question before the House that a Cut Motion raised by Shri Billal Miha in respect of Demand No. 27, Major Head — 2401 "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying that demand viz— Disapproval of Govt. policy on crop Insurance

(It was put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 27 to vote The question before the House is the Demand No. 27 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department that a sum not exceeding Rs. 41,30,38,000 - be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 27 under the following Major Heads :—

2401 — Crop Husbandry	Rs.	23,17,97,000/-
2408 -- Food Storage & Warehousing	Rs.	1000/-
2415 — Agricultural Research & Education	Rs.	5,00,000/-
2435 — Other Agricultural Programme	Rs.	2,96,40,000/-
2552 — North Eastern Areas	Rs.	11,00,000/-
4401 — Capital outlay on Crop Husbandry	Rs.	15,00,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Next, Demand for Grant No. 28 There are 2 (two) cut motions on this demand, So, I am putting the cut motions to vote one by one :—

i) The question before the House is the cut motion moved by the Hon'ble member Shri Nagendra Jamatia that the amount of the demand

under Major Head— 2402 be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on watershed develop project in shifting cultivation",

(The Motion was put to voice vote and lost)

ii) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rabindra Deb Barma that the amount of the demand under Major Head— 2402 be reduced to Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on N W D P R A"

(The Motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture etc. Department that a sum not exceeding Rs. 9,96,28,000/- (excluding the Charged Expenditure Rs. 4,33,000/-) be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No 28 under the following Major Heads :—

2401 — Crop Husbandry	Rs	4,39,34,000/-
2402 — Soil and Water Conservation.	Rs	5,56,94,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Next, Demand for Grant No. 32. There is one cut motion on this demand. So, I am putting the cut motion to vote first, and then the main motion.

i) The question before the House is the cut motion moved by the Hon'ble member Shri Kashiram Reang that the amount of the demand

under Major Head— 2406 be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Need to properly implement the joint forest development scheme in primintive group programme,'

(The Motion was put to Voice Vote and Lost)

Now, the question before the house is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of Panchayat etc, Department that a sum not exceeding Rs, 1,13,77,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No, 32 under the following Major Head :—

2406 — Forestry and wildlife Rs. 1,13,77,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Next, Demand for Grants No. 23, There is one cut motion on this demand, I am putting the cut motion to vote, first, and then the main motion,

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rabindra Deb Barma that the amount of the demaud under Major Head—2515 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on Panchayat Raj."

(The Motion was put to Voice Vote and Lost)

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of Panchayat etc. Department that a sum not exceeding Rs. 49,93,83,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 23 under the following Major Heads :—

2515 — Other Rural Development Programme. Rs. 32,88,65,000/-
3604 — Compensation and Assignment to local bodies and Panchayat Raj Institution Rs 13,56,18,000/-
4515 — Capital outlay on Other Rural Development Programmes Rs. 3,49,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 31 to vote. But there are 7 Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motions to vote.

Now, the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia on the Demand No. 31, Major Head—4215
That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular mater viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on sinking, Resinking, of R. C. C Wells Renovation of wells etc."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 31, Major Head—4515
That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wastefull expenditure on village communication."

(The Cut motions was put to voice vote and Lost)

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the

Hon'ble Member Shri Bijoy Kr. Hrangkhwal on Demand No. 31 Major Head — 2215

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Failure to control the wasteful expenditure on Rural Development."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Ratan Lal Nath on Demand No. 31 Major Head — 2505

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Rural Employment."

The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Billal Miha on Demand No. 31. Major Head—2501

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on I R D P."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Prakash Ch. Das on Demand No. 31 major Head — 4215

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on construction of Sanitary Latrine."

(The Cut Motion was put to voice vote lost)

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Prakash Ch. Das on Demand No. 31 Major Head — 6216

That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz :—

"Disapproval of Govt. Policy on Lower Income Group Housing."

(The Cut Motion was put to voice and lost.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 31 to vote.

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 57,24,09,000/- (Excluding the charged Expenditure Rs. 26,00,000/-) be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 31 under the following Major Head :—

2215 — Water Supply and Sanitation	Rs.	32,93,69,000/-
2501 — Special Programme for Rural Development	Rs.	3,73,30,000/-
2505 — Rural Employment	Rs.	9,79,64,000/-
2515 — Other Rural Development Programme	Rs.	1,36,80,000/-
4215 — Capital Outlay on Water Supply & Sanitation	Rs.	2,97,94,000/-
4216 -- Capital Outlay on Housing	Rs.	4,67,50,000/-
4515 — Capital Outlay on Other Rural Development Programme	Rs.	90,22,000

6216 — Loans for Housing Rs. 95,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed

Now, I am putting the Demand No. 36 to vote.

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 3,37,13,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 35 under the following Major Head :—

2056 — Jails Rs. 3,29,82,000/-

4059 — Capital Outlay on Public works Rs. 7,31,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

এই সভা আগামী ২৭শে আগষ্ট, ১৯৯৮ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতুবী রইল ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

প্রশ্ন

১) রাজ্যের দুর্গম এলাকায় অবস্থিত পঞ্চায়েতগুলিতে ভৌগোলিক অবস্থান জনিত কারণে আরো ছোট করে সাজানোর কোন পরিকল্পনা আমাদের আছে কি না ?

উত্তর

১) না।

প্রশ্ন

২) থাকলে তা কোন কোন ব্লকে এই পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে

উত্তর

২) প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED QUESTION NO - 69

NAME OF M.L.A. Sri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

১) ইহা কি সত্য রাজ্যে নতুন P.H.C. করা হচ্ছে,

২) যদি সত্য হয় তবে ১৯৯৭--৯৮ ইং সনে কয়টি করা হয়েছে এবং ১৯৯৮-৯৯ এ কয়টি করা হবে ?

ANSWER

১) হ্যাঁ ইহা সত্য।

২) ১৯৯৭-৯৮ ইং সনে ৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র করা হয়েছে এবং ১৯৯৮-৯৯ ইং সনে ৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার লক্ষ্যে পূর্ত দপ্তরকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 79

Name of Member : Shri Basudeb Majumder.

Name of Minister : Minister-in-charge of Urban Development Department.

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া মহকুমার শান্তিরবাজার গাঁও পঞ্চায়েতকে নগর পঞ্চায়েতে উন্নীত করা হবে কি না,

২) হলে কবে থেকে এর উদ্যোগ শুরু করা হবে এবং

৩) না হলে তার কারন কি ?

উত্তর

১) বিলোনীয়া মহকুমার শান্তিরবাজার গাঁও পঞ্চায়েতকে নগর পঞ্চায়েতে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নেই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

NO. OF ADMITTED QUESTION -99

NAME OF M.L.A. Sri Jawhar Shaha.

Will the Hon'ble Ministar-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state -

১) চেলাগাং বাজারে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পাকা গৃহ কবে নির্মান করা হয়েছিল,

২) রামপুরের (অমরপুর) ডিসপেনসারীর গৃহটি কবে নির্মান করা হয়েছিল.

৩) বর্তমানে উক্ত দুইটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গৃহ কোন অবস্থায় আছে, এবং

(৪ এগুলি কবে নাগাদ চালু করা হবে ?

ANSWER

১) ১৯৯৩ সালে চেলাগাং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য পাকা গৃহ নির্মান করা হয়েছিল।

২) ১৯৮৮ সালে রামপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘর নির্মান করা হয়েছিল।

৩) উপরোক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র দুইটির গৃহ ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আছে।

৪) স্বাস্থ্য কেন্দ্র দুইটি চালু আছে।

NO. OF ADMITTED QUESTION -106

NAME OF M.L.A. Sri Amitaba Datta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state

১) বহিঃরাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে ত্রিপুরার ছাত্রদের জন্য মেডিকেল পড়ার আসন সংখ্যা কত,

২) রাজ্যে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহন করেছেন কি.

৩) যদি গ্রহন করে থাকেন তবে উদ্যোগগুলো কি কি

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers) ANNEXURE—A

Admitted Starred Question No. 6.

Name of Member : Shri Amitava Datta.

Name of Minister : Minister-in-charge of Urban Development Department.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ধর্মনগর বাজারে স্থায়ী স্টল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে,

২) যদি সত্য হয়, তাহলে সেই উদ্যোগের অগ্রগতি কি কি, এবং

৩) আগামী কতদিনের মধ্যে উক্ত বাজারে স্টল নির্মাণের কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ধর্মনগর বাজারে স্থায়ী স্টল নির্মাণের জন্য প্রাথমিক হিসাব তৈরী করা হয়েছে এবং নগর উন্নয়ন দপ্তর এই কাজের জন্য প্রসাশনিক অনুমোদন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী শহর নিবিড় উন্নয়ন পরিকল্পনায় আর্থিক অনুদান ও প্রদান করেছে।

৩) বর্তমান আর্থিক বছরে এই কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO - 38

NAME OF M.L.A. Sri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :-

১) মাছমারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মাণ কার্য্য কবে নাগাদ শেষ হবে, এবং

২) লালছড়ি অথবা জয়শ্রীতে নতুন স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

ANSWER

১) বর্তমান আর্থিক বর্ষে মাছমারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ করার লক্ষ্যে কাজ চলছে।

২) লালছড়ি অথবা জয়শ্রীতে নতুন কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা বর্তমানে নাই

Admitted Starred Question No. 42.

Name of member :- Shri Sudhan Das,

Wil the Hon'able Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) বর্তমান অর্থ বৎসরে এস. টি. ছাত্রছাত্রীদের জন্য নূতন বোর্ডিং হাউস নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে কোথায় কোথায় করা হবে ?

৩) ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, আছে ।

২) পশ্চিম জেলায় মোহনপুর ব্লকে অন্তর্ভুক্ত চাম্পু বাজারে চাম্পু হাই স্কুলে ।
২য়টি পশ্চিম জেলায় স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ খোমলুং হেড কোয়ার্টারে ।
অপরটি এখনও নির্দিষ্ট কোন স্থান নিরূপণ করা হয়নি ।

৩) হ্যাঁ, আছে ।

ADMITED STARRED QUESTION :- 54

NAME OF M. L. A. Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Ministe-in charge of the Heal h and Family Welfare Department be be pleased to state :-

১) ইহা কি সত্য যে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে কোন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই;

২) ইহা কি সত্য যে এই হাসপাতালের এক্সরে মেশিনটি দীর্ঘদিন যাবৎ অকেজো হয়ে পড়ে আছে; এবং

৩) ইহা ও কি সত্য যে, এই হাসপাতালের গৃহটি বহু পুরানো হওয়ায় গৃহ নির্মাণ আবশ্যক হয়ে পড়েছে ?

ANSWER

১) হ্যাঁ ইহা সত্য ।

২) ইহা সত্য নয় ।

৩) ইহা সত্য ।

Admitted Starred Question :- 63

Name of Member -- Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Healt and Family Welfare Department be pleased to state ;-

PAPERS LAID ONTHE TABLE (Question and Answers)

ANSWER

১) বহিঃরাজ্যে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের এম বি, বি, এস, এবং বি ডি এস, কোর্সে পড়ার জন্য আসনের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই। কারন এই সংখ্যা কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দের উপর নির্ভর করে থাকে। তবে ইমফলের আঞ্চলিক চিকিৎসা বিজ্ঞান কেন্দ্রে এম বি, বি, এস, কোর্সের জন্য তিনটি আসন বরাদ্দ আছে। দেশের অন্যান্য মেডিকেল কলেজে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের এম বি বি এস ও বি ডি এস কোর্সে পড়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বৎসর আসন বরাদ্দ করে থাকেন যার সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে না।

২) হঁ্যা

৩) কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ে রাজ্যে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে এবং এ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্যও অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয় থেকে জানানো হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য বরাদ্দের কোন স্কীম নেই। পরিবর্তে পরিকল্পনা কমিশনার নিকট রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে উক্ত কাজের জন্য টাকা বরাদ্দের অনুরোধ জানাতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন

Amditted Starred Question No. 107

Name of Member-Shri Prasanta Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state:-

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার ধলাই জেলার গন্ডাছড়াতে উপজাতি ছাত্রাবাস তৈরীর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ?

২) যদি সত্য হয় তবে কবে নাগাদ উক্ত ছাত্রাবাস তৈরীর কাজ শুরু ও শেষ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) হঁ্যা, ইহা সত্য।

২) যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য চেষ্টা চলছে।

ADMITTED QUESTION NO-112 NAME OF M. L. A. Sri Samir Deb Sarkar. will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be plesed to state.

১) রাজ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সার্টিফিকেট দেওয়ার স্বার্থে প্রতিটি জেলাতে Special Medical Board আছে কিনা,

ANSWER

২) প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে সহজে ও শীঘ্র সার্টিফিকেট পাওয়ার স্বার্থে Special Medical Board প্রতিটি মহকুমায় গিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা ?

১) আছে।

২) ইচ্ছা থাকা সত্বেও ট্যাকনিকেল সমস্যা থাকায় প্রতি মহকুমায় গিয়ে প্রতিবন্ধীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

Admitted Starred Question No. 116

Name of Member—Shri Birajit Singha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the T. R. P. & P. G. P. Department be pleased to state:-

প্রশ্ন নং ১) কৈলাশহরের অন্তর্গত শিববাড়ী পি, জি. পি, ভিলেজের রিয়াং অধ্যুষিত এলাকায় রাস্তা মেরামত, পানীয় জল, পশু পালন, বাগান পরিচর্যা ইত্যাদি কাজের জন্য গত আর্থিক বৎসরে কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর :- গত আর্থিক বৎসরে কৈলাসহর মহকুমার অন্তর্গত শিবব.ড়ী পি, জি, পি, ভিলেজে বাগান পরিচর্যা বাবদ মোট ৩৪১৬০ টাকা খরচ করা হয়েছে।

প্রশ্ন নং ২) যদি কোন টাকা খরচ না করা হয় তার কারণ কি ?

উত্তর :- ১ নং প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই উঠে না।

প্রশ্ন নং ৩) পি, জি, দপ্তরের ঐ এলাকার জন্য কোন উপদেষ্টা কমিটি আছে কিনা ?

উত্তর :- উক্ত এলাকায় কোন উপদেষ্টা কমিটি নেই।

প্রশ্ন নং থাকিলে ঐ কমিটির সদস্যদের নাম ও ঠিকানা কি ?

উত্তর :- প্রশ্নই উঠে না।

NO OF ADMITTED QUESTION-117

NAME OF M. L. A. Sri Birajit Singha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state

১) চণ্ডিপুর বিধানসভার অন্তর্গত ডলুগাঁও অঞ্চলে জনগণের চিকিৎসার সুবিধার্থে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে ?

৩) না থাকিলে তার কারণ কি ?

ANSWER

১) নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) ডলুগাঁও অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী ধনবিলাস- সিজিবিল এলাকাতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যেহেতু ধনবিলাস-সিজিবিল এলাকাটি ডলুগাঁও এর খুব নিকটবর্ত্তী তাই ডলুগাঁয়ে আরও একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার যৌক্তিকতা নাই।

NO. OF ADMITTED QUESTION-119

NAME OF M. L. A. Sri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state.

১) রাজ্যের জেলা হাসপাতালগুলিকে আধুনিকীকরণ করার পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে,

৩) গ্রামীণ ও প্রাথমিক হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারীগুলিতে কর্মরত ডাক্তার নার্স এবং অন্যান্য-কর্মীদের থাকার জন্য সরকারী ব্যবস্থা না থাকার ফলে চিকিৎসা কার্য্য ব্যহত হচ্ছে কি না

৪) এ সকল সমস্যা দূর করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

ANSWER

১) রাজ্যের জেলা হাসপাতালগুলির আরও আধুনিকীকরণের কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) রাজ্যের গ্রামীণ হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে চাহিদা অনুযায়ী কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা না থাকার দরুন চিকিৎসা কার্য ব্যাহত হচ্ছে বলে কোন তথ্য দপ্তরে নেই।

৪) পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দের স্বল্পতার দরুন ষ্টাফ কোয়ার্টার এর কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই পূর্ত দপ্তরকে তাদের " হাউজিং স্কিম " এ-ষ্টাফ কে য়ার্টার নির্মান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 128

Name of Member . Shri Samir Deb Sarkar.

Name of Minister-in-charge of Urban Development Department.

প্রশ্ন

PAPERS LAID ON THE TABLE (Questions and Answers)

১। ইহা কি সত্য যে (গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর নতুন করে TTAADC অন্তর্ভুক্ত হওয়া) বেশ কিছু গ্রামে গত ADC নির্বাচন হয়ে যাবার পরও এখনও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত আইন মোতাবেক নির্বাচিত সংস্থা কার্য্যকরী আছে ?

উত্তর

১) বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের (১৯৯৪ ইং পূর্বে এ, ডি, সি, এলাকা সমেত সারা রাজ্যের গ্রামগুলির এলাকা পুনঃ নির্ধারন করে ১৯৯৩ ইং সনে বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। এই অনুসারে তৎকালীন পঞ্চায়েত এলাকায় অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়!

পরবর্তীকালে এ ডি সি এলাকা পুনর্নির্ধারিত হয়। ফলে কিছু এলাকা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এ ডি সিতে এবং এ ডি সি থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হয়। এই অনুসারে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত ও এ ডি সি অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলির সীমানা পুনঃনির্ধারন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করার প্রয়োজনীয়তা দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে, প্রাথমিক কাজ পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে সম্পূর্ণ করা হয়। কিন্তু কিছু আইনগত প্রতিবন্ধকতার জন্য জন্য উক্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা সম্ভব হয় নি।

প্রশ্ন

১) সত্য হলে এমন গ্রাম বা পাড়ার সংখ্যা কত ?

উত্তর

২) আইনগত প্রতিবন্ধকতা সমাপ্ত হলে গ্রাম ও পাড়ার সঠিক হিসাব পাওবা যাবে ?

প্রশ্ন

৩। ইহাও কি সত্য যে TTAADC থেকে বাদ যাওয়া বেশ কিছু গ্রাম বা পাড়া দীর্ঘদিন যাবৎ পঞ্চায়েত আইনের আওতায় আনা হয়নি ?

উত্তর

১) আইনগত প্রতিবন্ধকতা সমাপ্ত হলে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ, ডি সি, থেকে বহির্ভূত গ্রামীণ এলাকাগুলিকে পঞ্চায়েত আইনের আওতায় আনা হবে।

প্রশ্ন

২) সত্য হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

৩) যেহেতু ২ সদস্য বিশিষ্ট কমিশনের সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত এ, ডি, সি এলাকা হিসাবে কিছু বিতর্কিত এবং এ ব্যাপারে উদ্ভূত সমস্যাটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য মাননীয় রাজ্যপালের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান সেইহেতু সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির এলাকা পুনঃ নির্ধারন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে এখনও কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে। বিষয়টি সম্পর্কে মাননীয় রাজ্যপালের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর এলাকা পুনঃ নির্ধারনের জন্য আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

ADMITED STARRED QUESTION NO. 148
NAME OF M. L. A. Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

১) ত্রিপুরায় Fixed pay ভিত্তিতে কর্মরত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সংখ্যা কত ?

২) সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন কতদিন ধরে এই সমস্ত ডাক্তাররা সরকারী হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন:

৩) হাসপাতালগুলিতে এই সমস্ত অনিয়মিত ডাক্তারদের সঙ্গে নিয়মিত ডাক্তারদের রোগীর কাজের মধ্যে কি কোন ধরণের পার্থক্য রয়েছে; এবং

৪) Fixed pay ভিত্তিতে কর্মরত ডাক্তারদের অবিলম্বে নিয়মিত করার ব্যাপারে সরকার আগ্রহী কি না ?

ANSWER

১) Fixed pay ভিত্তিতে স্বাস্থ্য দপ্তরে কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়নি। তবে ৪১ জন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে মাসিক ২০০০ টাকা যাগ্মাসিকের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে।

২) এরমধ্যে ১৬ জন সাড়ে দশ বৎসর, ৮ জন সাড়ে পাঁচ বৎসর এবং ১৭ জন দুই মাস ধরে কাজ করছেন।

৩) সেবার ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই।

৪) নিযুক্তির শর্ত অনুযায়ী যাগ্মাসিকের ভিত্তিতে নিযুক্ত ডাক্তারদের নিয়মিত করার কোন প্রশ্নই আসে না।

Admitted Starred Question No. 151
Name of Member : Shri Ratan Lal Nath
Name of Minister : Minister-in-charge of the Administrative Reforms Department be pleased to state:-

Question

১) ইহা কি সত্য যে ইতিপূর্বে রাজ্য সরকারের প্রতিটি দপ্তরে "পাবলিক গ্রিভেন্স-কাম গ্রিভেনস্ সেল খোলা এবং সেখানে জনসাধারণের গ্রিভেনস্ গ্রহণ করে উত্তর দেওয়া এবং নির্দিষ্ট তারিখ জানানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ?

২) সত্য হলে এই ব্যাপারে জনস্বার্থে রাজ্য সরকারের প্রতিটি দপ্তরে উক্ত সেলের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে কিনা। এবং পূর্ত ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উল্লিখিত সেলগুলি বর্তমানে কোন ঠিকানায় রয়েছে?

Answer

১) হ্যাঁ, সত্য।

২) রাজ্য সরকারের অধিকাংশ দপ্তরে ইতিমধ্যেই উক্ত সেলের কাজ শুরু হয়ে গেছে। পূর্ত দপ্তরের এই সেল খোলার উদ্যোগ চলছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উক্ত সেল বর্তমানে সদরের ডি. জি পি. অফিস, আগরতলায় খোলা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 155

Name of member :- Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'able Minister in-charge of Urban Development Department.

প্রশ্ন

১) বিধানসভায় গত ১৯৯৬ সালের আগষ্ট মাসে প্রদত্ত সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুসারে আগরতলা পৌর এলাকার মেডিকেল গ্রাউণ্ডে কতজন আবেদনকারীকে ওয়াটার সাপ্লাই কানেকস্‌ন দেওয়া হয়েছে,

২) দেওয়া না হলে প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে ব্যর্থতার কারণ কি?

৩) আগরতলা পৌর এলাকার মেডিকেল গ্রাউণ্ডে যে সকল আবেদনকারীকে এখনও ওয়াটার সাপ্লাই কানেকস্‌ন দেওয়া হয় নাই তাদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কবে নাগাদ কানেকস্‌ন দেওয়া হবে?

উত্তর

১) মেডিকেল গ্রাউ.ণ্ডে এখনও কোন কানেকস্‌ন দেওয়া হয় নাই তবে ২৪টি আবেদন জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরে এসটিমেট করার জন্য পাঠানো হয়েছে।

২) পানীয় জলের যোগান সাপেক্ষে এসটিমেট এর ভিত্তিতে এই কানেকস্‌নের বিষয় সিদ্ধান্ত হবে।

৩) জলের যোগান বাড়ার পরই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Admited Starred Question NO. 159

Name of Member :- Shri MadhuSudan Saha

Minister-in-charge of Urban Development Department

প্রশ্ন

১) গত বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে আগরতলা পৌরসভা আন্দোলনরত ছাঁটাইকৃত কর্মচারীদের চাকুরীতে পুনর্বহাল এর ব্যাপারে তৎকালীন নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে অবিলম্বে ছাঁটাইকৃত কর্মীদের নিয়োগ কার্য্য সম্পন্ন করা হবে কিনা

২) না হলে এর কারণ কি?

উত্তর

১) এবং ২

তৎকালীন নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে কিছু সংখ্যক পুর ছাঁটাই কর্মচারীদের যোগ্যতা অনুসারে এবং রাজ্য সরকারের নিয়োগ নীতি অনুসারে বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট পুর ছাঁটাই কর্মচারীদের চাকুরীর বিষয়টি প্রার্থীর যোগ্যতা ও বিভিন্ন দপ্তরের শূণ্য পদের উপর নির্ভরশীল।

Admitted Starred Question No.160

Name of Member -- Shri MadhuSudan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state ;-

প্রশ্ন ১) ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বছর থেকে ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বছর পর্যন্ত এ. ডি. সি.র জন্য অনুমোদিত বাজেট অনুসারে রাজ্য সরকারের বৎসর ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ কত?

উঃ ১) ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বছর থেকে ১৯৯৭-৯৮ ইং পর্যন্ত রাজ্য সরকার কর্তৃক এ. ডি. সি.কে মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ হল :

১৯৯৩-৯৪ সালে এ ডি সি র গ্রান্টে ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল, শেয়ার অব ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল,

ট্রান্সফার খাতে ১৩ কোটি ২৮ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল,

মোট :- ৩৬ কোটি ৮৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল।

১৯৯৪ — ৯৫ সালে এডিসি গ্র্যাণ্টে ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল,

শেয়ার অফ টেক্সেস ৫ কোটি ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল,

ট্রান্সফার ফাণ্ডে ১১ কোটি ১০ লক্ষ ২২ হাজার৫ শত টাকা দেওয়া হয়েছিল।

মোট :-৩৫ কোটি ৯২ লক্ষ ২২ হাজার ৫ শত টাকা দেওয়া হয়েছিল,

১৯৯৫ — ৯৬ সালে এডিসি গ্র্যাণ্টে ২১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল,

শেয়ার অফ টেক্সেস ৫ কোটি ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল,

ট্রান্সফার ফাণ্ডে ১৬ কোটি ৪৫ — ৫৮ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল,

মোট : ৪২ কোটি ৮১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল,

১৯৯৬ — ৯৭ সালে এডিসি গ্র্যাণ্টে ২১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল,

শেয়ার অফ টেক্সেস ৫ কোটি ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল,

ট্রান্সফার ফাণ্ডে ২১ কোটি ৩৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল

মোট : ৪৭ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল

১৯৯৭ — ৯৮ সালে এডিসি গ্র্যাণ্টে ২০ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল,

শেয়ার অফ টেক্সেস ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল,

ট্রান্সফার ফাণ্ডে ২১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল,

মোট : ৫০ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল।

ADMITTED QUESTION NO.-174

NAME OF M.L.A. Sri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state -

১) বিগত জোট আমলে রাজ্যে কতগুলি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল,

২) তৃতীয় বামফ্রন্ট আমলে রাজ্যে কতগুলি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল এবং কোথায় কোথায় ?

ANSWER

১) ১২৫টি।

২) অষ্টম পরিকল্পনাকালে (১৯৯২/৯৩ ইং সন হইতে ১৯৯৭/৯৮ ইং) নতুন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No. 205

Name of member :- Shri Shyma Charan Tripura

Will the Hon'able Minister-in-charge of Tribal Welfare Department. be pleased to state :

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩ সালে এটিটিএফ এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তার অন্যতম শর্ত হিসাবে নদীনালা, জনপদ, ককবরকের পূর্বনাম ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েছে কিনা,

উত্তর

১) রাজ্য সরকার এবং এটিটিএফ এর মধ্যে চুক্তির ক্রমিক সংখ্যা ২ (কে) এর শর্ত হিসাবে নদীনালা, জনপদ ইত্যাদি বিষয়ে ককবরকে পূর্বনাম ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে।

প্রশ্ন

২) হলে বিবরণ.

উত্তর

২ ইহাকে বাস্তবায়ন করার জন্য টি ডাঃ আই এর তত্ত্বাবধানে একটি সাব-কমিটি গঠন করা

প্রশ্ন

৩) না হলে কারণ ?

উত্তর

৩) প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred/Un Starred Question No-223

Name of Member Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state.

১ নং প্রশ্ন রাজ্যে সমবায় ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার জন্য বিশেষ কোন গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

১ নং প্রশ্নের উত্তর : হ্যাঁ।

২ নং প্রশ্ন : গ্রহণ করা হলে কি ধরণের উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে ?

২ নং প্রশ্নের উত্তর : রাজ্যে সমবায় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলির নেতৃত্বে ও সাধারণ সভ্যদের সমবায় শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমবায় আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে চেতনার মান বৃদ্ধি করার প্রয়াস অব্যাহত থাকছে।

যথাসময়ে যাতে সমবায় সমিতিগুলি নির্ব্বাচন সুসম্পন্ন করা হয় তার প্রতি যথাযথ নজর দেওয়া হচ্ছে। সমবায় সমিতিগুলির আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার এন. সি. ডি. সি. (NCDC) এবং নাবার্ড (NABARD) এর অধীন অংশীধারী মূলধন, কার্যকরী মূলধন এবং পরিচালন অনুদান ইত্যাদি প্রকল্পে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা হবে। ইতিমধ্যে এন. সি. ডি. সি. (NCDC) অনুমোদিত প্রকল্প সুসংহত সমবায় উন্নয়ন প্রকল্প যথাক্রমে উত্তর দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলাতে স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সমবায় সমিতিগুলোর দৈনন্দিন কাজকর্মে তদারকি করা inspection Audit, inquiry প্রভৃতি নিয়মিত করার জন্য ইতিমধ্যেই দপ্তর বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে।

ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক স্বল্প মেয়াদী ও মধ্য মেয়াদী ঋণ প্রদানের ও রাজ্যভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছে।

Admitted Starred Question No,-227

Name of Member - Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) এ.ডি.সি. অন্তর্গত গাঁও পঞ্চায়েত সমূহ এ ডি সি. এর হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে কি ?

উত্তর

এ.ডি সি অন্তর্গত গ্রাম সমূহ ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা (ভিলেজ কমিটি গঠন) আইন, ১৯৯৪ মোতাবেক গঠিত হয়েছে বলে বিবেচিত হয়েছে। হস্তান্তরের কোন প্রশ্ন আসে না।

PAPDR LAID ON TABLE
[Question & Answers [

উপর কেন্দ্রীয় সরকার বিধিনিষেধ আরোপ করার ফলে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের কার্য্যকালে নতুন কোন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা যায় নি।

Admitted Starred QuestionNo.184

Name of Member -- Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state ;-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজ্য সরকার প্রতি পঞ্চায়েতে দুইজন পঞ্চায়েত সচিব দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

ADMITTED QUESTION NO·-185

NAME OF M.L.A. Sri Prasanta Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state -

১) সালেমায় পি. এইচ. সি. নির্মাণের কোন পরিকল্পনা আছে কি,

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১) আছে।

২) ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বৎসরে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ৩০ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন ও ব্যয় মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। আর্থিক সংগতির অভাবে নির্মাণ কাজ শুরু করা যায় নাই।

Admitted Starred Question No. 187

Name of Member : Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state;-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজনগর ব্লক কে একটি এবং বিলোনীয়া শহরে একটি ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস ছিল।

২) যদি সত্য হয়ে থাকে এখন কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২) বর্তমানে উক্ত দুইটি রেষ্ট হাউস নষ্ট হয়ে গেছে।

Admited Starred Question NO. 188

Name of Member :-Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Tribal Rehabilitation in Plantation and P.G.P. Development Department be pleased to state :

Date of reply 26-8-98.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, টি. আর. পি ও পি. জি পি. এর মাধ্যমে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে বিভিন্ন প্রকারের পূনর্বাসন দেওয়া হয়ে থাকে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, আংশিক সত্য।

প্রশ্ন

২) যদি সত্য হয় তবে ১৯৯৮ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কতগুলি উপজাতি পরিবারকে উক্ত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে পূনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

২) ১৯৯৮ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত মোট ১২৫টি পরিবারকে উক্ত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

২) সত্য হলে, জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ঔষধ রোগীদেরকে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

ANSWER

১) ইহা সত্য নয়।

২) প্রশ্ন আসে না।

ADMITED STARRED QUESTION NO. 269

NAME OF M. L. A. Sri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Ministe-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

Question

১) বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত গান্ধীগ্রাম বাজার সংলগ্ন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিসপেনসারীতে বর্তমানে কোন চিকিৎসক কর্মরত আছেন কি না;

২) না থাকিলে তার কারণ কি:

৩) এলাকার জনগণের সুবিধার্থে উক্ত ডিসপেনসারীটিকে আরও আধুনিকরণ সহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারী অবিলম্বে নিযুক্ত করার পরিকল্পনা দপ্তরের রয়েছে কি না এবং না থাকলে এর কারণ কি ?

ANSWER

১) গান্ধীগ্রাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন ডাক্তার নেই।

২) উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন ডাক্তার দেওয়ার সংস্থান নাই। শুধু ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী দিয়ে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালিত হয়ে থাকে। তবে কোন কোন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনা করে ডাক্তার দেওয়া হয়ে থাকে।

৩ আধুনিকরণের কোন পরিকল্পনা নাই। প্রয়োজনীয় সুবিধা নিকটবর্তী বামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপলব্ধ আছে।

Admitted Starred Question No.273

Name of Member -- Shri Billal Mia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state ;-

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মধ্য বক্সনগর গাঁওসভার পঞ্চায়েত সচিব শ্রী চিত্ত সরকার কত

বৎসর যাবৎ উক্ত পঞ্চায়েতে কর্মরত আছেন,

উত্তর

১) সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মধ্য বক্সনগর গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব শ্রী চিত্ত সরকার তিন বৎসরের কিছু অধিক সময় কর্মরত আছেন।

প্রশ্ন

২) উক্ত পঞ্চায়েতে গত ৩ (তিন) বৎসরে কতজন শিশুর নাম পঞ্চায়েত রেজিষ্টারে নথীভুক্ত করা হয়েছে এবং কতজন শিশুকে বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে,

উত্তর

২) সাম্প্রতিককালে ৬২ জন শিশুকে বার্থ সার্টিফিকেট প্রদান ব্যতীত মধ্য বক্সনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে গত ৩ (তিন) বৎসরে কোন শিশুকে বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়া হয় নাই এবং পঞ্চায়েত রেজিষ্টারে নাম নথীভুক্ত করা হয় নাই।

প্রশ্ন

৩) ইহা কি সত্য যে উক্ত পঞ্চায়েত সচিব পঞ্চায়েত রেজিষ্টারে সঠিকভাবে নাম নথীভুক্ত করছেন না

উত্তর

৩। এব্যাপারে উক্ত পঞ্চায়েত সচিবের কর্তব্য অবহেলার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

প্রশ্ন

৪) যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত সচিবের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

উত্তর

৪। ন্যস্ত কর্তব্যে অবহেলার জন্য উক্ত পঞ্চায়েত সচিব শ্রী চিত্ত সরকারকে চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No.-282

Name of Member - Shri Gita Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যের উপজাতিদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও পোশাকাদি রক্ষার্থে কোন উদ্যোগ করেছেন কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ গ্রহণ করা হয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

প্রশ্ন

২) হয়ে থাকলে কত তারিখে হয়েছে,

উত্তর

২) ২৫·৪·১৯৯৪ ইং তারিখে ত্রিপুরা উপজাতি স্ব শাসিত জেলা (ভিলেজ কমিটি গঠন) আইন চালু হয়েছে। অতএব সেই তারিখ থেকে এ.ডি.সি. অন্তর্গত গ্রাম সমূহ উক্ত আইন মোতাবেক গঠিত হয়েছে বলে বিবেচিত।

প্রশ্ন

৩। না হলে তার কারণ ?

উত্তর

৩) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 234

Name of Member :- Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of Tribal Welfare Department. be pleased to state :

প্রশ্ন

১) ছামনু ব্লকের অন্তর্গত থালছড়া বাজারে ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস তৈরীর কোন প্রস্তাব জেলা প্রশাসনের হাতে এসেছে কিনা,

উত্তর

১) ছামনু ব্লকের অন্তরগত থালছড়ার বাজারে ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস তৈরী করার জন্য জেলা শাসকের নিকট থেকে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে।

প্রশ্ন

২) এলে কার্য্যকরীর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

২) এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি।

প্রশ্ন

৩) থাকলে কবে পর্য্যন্ত ট্রাইবেল রেষ্ট তৈরী করা হবে এবং,

উত্তর

৪) প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন

৪) না থাকলে তার কারণ,

উত্তর

৪) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 252

Name of Minister : Shri Madhusudhan Saha

Will the Hon'bleMinister-in-charge of Urban Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বদমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত চন্দ্রপুর বাঁধের দক্ষিণ পূর্ব পার্শ্বে মুসলিম পাড়ায় তীব্র জলের সংকট চলছে,

২) সত্য না হলে মুসলীম পাড়ায় পানীয় জলের কি কি ব্যবস্থা রয়েছে,

৩) উক্ত এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের পানীয় জলের অভাব সম্পর্কিত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পানীয় জলের সংকট দূরীকরনে কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং কবে নাগাদ উক্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হবে,

৪) কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া না হয়ে থাকলে তার কারণ কি?

উত্তর

১) চন্দ্রপুর বাঁধের দক্ষিণ পূর্ব পার্শ্বে মুসলিম পাড়ায় পানীয় জল সংকট সংক্রান্ত ঘটনা সত্য

২) উক্ত মুসলিম পাড়ায় বর্তমানে ৯টি Shallow Tube Well সক্রিয় রয়েছে।

৩) দীর্ঘদিন যাবত পানীয় জলের অভাব সম্পর্কিত রিপোর্ট সত্য নহে। মুসলিম পাড়ায় আরও বেশী পানীয় জল সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে অতি শীঘ্রই আরও ২টি মার্কটু টিউব ওয়েল বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৫) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.-266

NAME OF M.L.A. Sri Dilip Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state -

১) এটা কি সত্য যে হাপানিয়াস্থিত বি. আর. আম্বেদকর হাসপাতালে জীবনদায়ী প্রতিটি অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ রোগীদেরকে বাইরে থেকে ক্রয় করতে হয়;

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

৩) কয়টি এখন চালু আছে ?

ANSWER

১) রাজ্যে বর্তমানে মোট ৫৩৬ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

২) তারমধ্যে ৩৫৩টি নিজস্ব বাড়ীতে চলছে।

৩) রাজ্যে বর্তমানে ৫০২টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু আছে।

NO. OF ADMITTED QUESTION : 322

NAME OF M.L.A. Sri Kashiram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Health and Family welfare Department pleased to state :

১) উদয়পুরের চন্দ্রপুরে প্রস্তাবিত দক্ষিণ জেলা হাসপাতালটির (ত্রিপুরেশ্বরী) কবে নাগাদ নির্মাণ কার্য্য শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১) চন্দ্রপুরে প্রস্তাবিত ত্রিপুরাসুন্দরী হাসপাতালের নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়ার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

NO. OF. ADMITTED STARRED QUESTION : 361

NAME OF M.L.A. Sri Nagendra Jematia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :

১) এ বছরের জানুয়ারী থেকে এখন অবধি সারা রাজ্যে কতজনের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে;

২) এই রোগে এই সময়ের মধ্যে কতজনের মৃত্যু হয়েছে ?

ANSWER

১) ৫১০০ জনের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে।

২) এই সময়ের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

NO. OF ADMITTED QUESTION : 362

NAME OF M.L.A. Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :-

১) অমরপুর মহকুমার ছেচুয়া এবং কাচকো বাজারের ডিসপেনসারীতে ডাক্তার আছেন কি না ?

ANSWER

১) নাই। সাধারণত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার দেওয়া হয় না।

ASSEMBLY PROCEEDINGS (26th August, 1998)

ADMITTED STARRED QUESTION NO.-369

NAME OF M.L.A Sri Bijoy Laksmi Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state -

১) রাজ্যে বর্তমানে কয়টি পি. এইচ সি. আছে এবং কোথায় কোথায়;

২) আরো পি. এইচ. সি, করার পরিকল্পনা আছে কি; এবং

৩) যদি থাকে কমলপুরের জাওথুয়ে পি. এইচ. সি. করবেন কি না ?

ANSWER

১) রাজ্যে বর্তমানে ৫৮টি পি. এইচ. সি. আছে । নাম নিচে দেওয়া হল ।

১) বোরাখা	১৬) মুঙ্গিয়াবাড়ী	৩১) বুংনাং	৪৬) নিহারনগর
২) মোহনপুর	১৭) কুলাই	৩২) ব্রজেন্দ্রনগর	৪৭) বড়পাথারি
৩) বাসিংগড়	১৮) মরাছড়া	৩৩) জলেবাসা	৪৮) শান্তিরবাজার
৪) কাতলামারা	১৯) নাকাশিপাড়া	৩৪) উল্টাখালি	৪৯) জোলাইবাড়ী
৫) চাচুবাজার	২০) কুলাইহাওর	৩৫) পেঁচারথল	৫০) মুহুরীপুর
৬) বামুটিয়া	২১) আমবাসা	৩৬) জম্পুই	৫১) কলসী
৭) আনন্দনগর	২২) কাকনবাড়ী	৩৭) আনন্দবাজার	৫২) শিলাছড়ি
৮) মধুপুর	২৩) কটকরায়	৩৮) দামছড়া	৫৩) শ্রীনগর
৯) বিশ্রামগঞ্জ	২৪) ইন্দ্রানী	৩৯) দশদা	৫৪) মনুবনকুল
১০) যক্ষনগর	২৫) ছামনু	৪০) মহারানী	৫৫) কালাছড়া
১১) কাঠালিয়া	২৬) মনু (উত্তর)	৪১) কাকড়াবন	৫৬) তীর্থমুখ
১২) মতিনগর	২৭) ৮২ মাইল	৪২) গর্জী	৫৭) করবুক
১৩) কমলনগর	২৮) জিলবৈ	৪৩) আঠারবোলা	৫৮) রইস্যাবাড়ী
১৪) বাইজালবাড়ী	২৯) পানিসাগর	৪৪) কিল্লা	
১৫) রাজনগর	৩০) কদমতলা	৪৫) খাস্যমুখ	

২) আছে ।

৩) কমলপুর মহকুমার চানকাপ-জাওথুম এলাকায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে ।

PAPER LAID ON THE TABLE
[Questions & Answers]

প্রশ্ন

২) যদি করে থাকে তবে তাহা কি ধরণের ?

উত্তর

২) উপজাতি কল্যাণ দপ্তর ত্রিপুরা বিধানসভা সংলগ্ন পুরাতন এডিসি কাউন্সিল হলে ত্রিপুরার উপজাতিদের জীবন ও সংস্কৃতির সার্বিক সংরক্ষণের জন্য উপজাতি গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেছে। উক্ত সংগ্রহালয়ে উপজাতিদের সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন সামগ্রী লোক জীবনের বিভিন্ন জিনিষ, বিশেষ করে পোশাক পরিচ্ছদ অলংকারাদি বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অধুনা লুপ্তপ্রায় গৃহস্থালি কৃষি কাজে ব্যবহৃত জিনিষপত্র পশুপাখী, শিকারের বিভিন্ন ফাঁদ ত্রিপুরার রাজন্য ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়, ধর্মীয় বিষয়ের উপর বিভিন্ন মডেল সংরক্ষণ করা ছাড়াও উপজাতি বিষয়ক প্রাচীন তথ্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO-266

NAME OF M.L.A. Sri Gita Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state -

১) জোলাইবাড়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি সংস্কারের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি না ?

ANSWER

১) জোলাইবাড়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নয়। এটা একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। প্রয়োজনে এই কেন্দ্রটির সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO - 289

NAME OF M.L.A. Sri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

১) কল্যানপুর হাসপাতাল বর্তমান বর্ষে আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা আছে কি না,
২) থাকলে কবে নাগাদ আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নেওয়া হবে; এবং
৩) না থাকলে কবে নাগাদ এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১) কল্যাণপুর গ্রামীণ হাসপাতালকে বর্তমান বর্ষে আধুনিকীকরণের কোন পরিকল্পনা নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) এবিষয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব হবে না।

Admited Starred Question NO 291

Name of Member :-Shri Khagendra Jamatia

Name of Member : Minister-in-Charge of Urban Development Department.

প্রশ্ন

১) বর্তমানে কুমারঘাট টাউন হল নির্মাণের কাজ কোন্ পর্য্যায়ে আছে,

২) উক্ত টাউন হল নির্মাণের কাজ এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) কুমারঘাট টাউন হল নির্মাণের কাজ এখনও শুরু হয় নাই,

২) প্রশ্ন উঠে না।

NO OF ADMITTED QUESTION - 303

NAME OF M.L.A. Sri Billal Mia.

Will the Hon'ble Ministe-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to state :

১) সোনামুড়া মহকুমার মতিনগর গাঁওসভায় কোন প্রাথমিক হাসপাতাল আছে কি না,

২) যদি থাকে, তবে উক্ত হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা কত, এবং

৩) ঐ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও আসবাবপত্র আছে কি না ?

ANSWER

১) মতিনগরে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

২) এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য বর্তমানে একজন ডাক্তার ও ৪ জন নার্স আছে।

৩) আছে।

NO. OF ADMITTED QUESTION - 321

NAME OF M.L.A. Shri Kashiram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :

১) ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি সাব হেলথ্ সেন্টার আছে:

২) এরমধ্যে কয়টি নিজস্ব পাকা বাড়ী আছে এবং

PAPERS LAID ON THE TABLE
[Questions & Answers]

২) যদি হয়ে থাকে তাহলে কবে নাগাদ এই গ্রামীণ হাসপাতাল নির্মানের কাজ সম্পূর্ণ হবে ?

১) হ্যাঁ।

২) ১৯৯৮-৯৯ ইং সনের বাজেট এষ্টিমেট অনুমোদনের পরে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 477

Name of Member :- Shri Birajit Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Tribal Welfare Department. be pleased to state :

প্রশ্ন

১) কুমারঘাট ব্লক এলাকায় উপজাতি পুনর্বাসনের জন্য উপজাতি কল্যান দপ্তর থেকে চা-

উত্তর-

১) হ্যাঁ, করা হয়েছে।

বাগান করে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা ?

২) যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে কয়টি বাগানের জন্য কতজন উপজাতি পরিবারকে বেনিফিসারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ?

উত্তর

২) খাতুং, সেলফুই এবং পঞ্চমননগর এই তিনটি জায়গায় ৩০০ পরিবারকে চা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

প্রশ্ন

৩) মোট কত হেক্টর জমিতে চা বাগান করা হয়েছে এবং এর জন্য মোট কত টাকা মঞ্জুর করা এবং এখন পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর

৩ প্রজেক্ট ভিত্তিক মোট বরাদ্দ এবং এখন পর্যন্ত খরচের হিসাব নিম্নরূপ :

খরচের হিসাব নিম্নরূপ :

প্রকল্পের নাম	মঞ্জুরী টাকা	খরচ	জায়গার পরিমাণ
খাতুং	৩৪,৩১,৮৫০ টাকা	৪৮,৫৮,৩৬০ টাকা	৬৫ হেক্টর
সেলফুই	৪৭,২৪,৩০৮ টাকা	২৫ ৪৩,৪১৫ টাকা	৫৪ হেক্টর
পঞ্চমনগর	২৯,২১.১০০ টাকা	২৩ ০০,৩৭১ টাকা	৫২ হেক্টর
মোট—	১৩০,৭৭.১০০ টাকা	৯৩,০২,১৪৬ টাকা	১৭১

প্রশ্ন

৪) ঐ বাগান গুলোতে কাহাদেরকে ইমপ্লিমেনটিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে কতজনের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক দুর্নীতির অভিযোগ আছে ও তদন্ত চলছে?

উত্তর

৪) ১) সেলফুই চা বাগান প্রকল্পে অর্ধেন্দু পাল সুপারভাইজার ইমপ্লিমেনটিং অফিসার হিসাবে নিয়োজিত রয়েছেন।

২) খাতুং ও পঞ্চমনগর চা বাগান প্রকল্পে অনুরাধা ভট্টাচার্য্য এগ্রিঅফিসার ও নিশিরাম নমঃ সার্ভেয়ার ইমপ্লিমেনটিং অফিসার হিসাবে নিয়োজিত রয়েছেন।

৩) খাতুং চা বাগান প্রকল্পে ২৬টি জুমিয়া পরিবারের হয় হৈরীর জন্য মতিরঞ্জন দাস, সুপারভাইজার ইমপ্লিমেনটিং অফিসার হিসাবে নিয়োজিত রয়েছেন। তাহার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত চলছে।

Admitted Starred Question No.496

Name of Member - Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to state ;-

প্রশ্ন

১) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের প্রস্তাবিত বাজেট অনুসারে রাজ্য সরকার গত পাঁচটি অর্থ বছরে কোন তারিখে কত টাকা করে অর্থ প্রদান করেছেন,

উত্তর

১) গত পাঁচ বৎসরে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে বাজেট অনুসারে নিম্নরূপ টাকা দেওয়া হয়েছে:

নিম্নরূপ :

১৯৯৩/৯৪ সনে	১৯,৮০,০০ ০০ ০০	টাকা
১৯৯৪/৯৫ সনে	১৯,৮০,০০০০০,০০	টাকা
১৯৯৫/৯৬ সনে	২১,৩৪ ০০০০,০০	টাকা
১৯৯৬/৯৭ সনে	২১,৩৪ ০০০০ ০০	টাকা
১৯৯৭/৯৮ সনে	২৩,৩৪ ০০০০,০০	টাকা
মোট-	১০৫,৬২,০০০০,০০	টাকা

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

ADMITTED STARRED QUESTION NO - 406
NAME OF M.L.A. Sri Kashiram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

১) ইহা কি সত্য যে, রাজ্য সরকারের অবহেলায় এবং সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করার ফলে কাঞ্চনপুর রিয়াং শরণার্থী ক্যাম্পের লোকজন ৩০০ (তিন শত) শরণার্থী মারা গেছেন;

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে রাজ্য সরকারের এই অবহেলার কারণ কি ?

ANSWER

১) ইহা সত্য নয়।

২) প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO--418
NAME OF M.L.A. Sri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state -

১) ইহা কি সত্য রাজ্যের কিছু কিছু এলাকায় আন্ত্রিক ও ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে;

২) যদি সত্য হয় তবে গত ১৫ই মার্চ ৯৮ ইং হইতে ৩০শে জুন, ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে কতজন মারা গেছে ?

ANSWER

১) ইহা সত্য যে কিছু এলাকায় আন্ত্রিক ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল।

২ উক্ত সময়ে আন্ত্রিক ও ম্যালেরিয়া রোগে মৃতের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল।

মহকুমার নাম	আন্ত্রিক	ম্যালেরিয়া
সদর	৫	—
খোয়াই	২	—
কৈলাশহর	১	—
ধর্মনগর	১	১
মোট—	৯	১

Admitted Starred Question No.-419

Name of Member - Shri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থ বছরে এ পর্যন্ত কতজন জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, এবং

২) আরও কতজন জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে ?

উত্তর

১) ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থ বছরের পূর্ণাঙ্গ বাজেট এখন গৃহীত না হওয়ায় আর্থিক সংস্থানের অভাবে কোন জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

২) এ বছর আরও কতজন জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে তার সঠিক সংখ্যা এখনই বলা যাচ্ছে না। সাধারণতঃ প্রতিবছর পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান বা আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

Admitted Starred/ UnStarred Question No-449

Name of Member Shri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operation Department be pleased to state -

১ নংপ্রশ্ন :LAMPS & PACS গুলিতে নির্বাচন করানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

১ নং প্রশ্ন উত্তর : পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোর্টের নির্দেশ বা অন্য কোন বিশেষ কোন বাঁধা না থাকিলে যে সমস্ত LAMPS, PACS এ নির্বাচিত প্রতিনিধি নাই সেগুলিতে নির্বাচন করা হবে। সেইমতে কাজও চলছে। এ পর্যন্ত ২৪টি LAMPS এ এবং ১২৬টি PACS এ নির্বাচিত বোর্ড কাজ চালাচ্ছেন।

২ নং প্রশ্ন যদি থাকে কবে নাগাদ নির্বাচন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

১ নং প্রশ্ন উত্তর : যে সমস্ত LAMPS PACS এ নির্বাচিত বোর্ড নাই সেগুলিতে নির্বাচনের কাজ আগামী ১৯৯৯ মার্চ এর মধ্যে নির্বাচন করার পরিকল্পনা আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 468

NAME OF M. L. A. Sri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.

১) বক্সনগর হাসপাতাল-এর শিলান্যাস করা হয়েছে কিনা.

১৯৯৩-৯৪	আর্থিক	বৎসরে শেয়ার	অফ্ টেক্সেস এর	৩,৭৬,৩৮,০০০,০০	টাকা
১৯৯৪-৯৫	,,	,,	,,	৫,০২,০০,০০০,০০	টাকা
১৯৯৫-৯৬	,,	,,	,,	৫,০২,০০,০০০,০০	টাকা
১৯৯৬-৯৭	,,	,,	,,	৫,০২,০০,০০০,০০	টাকা
১৯৯৭-৯৮	,,	,,	,,	৫,৬৪,০০,০০০,০০	টাকা
			মোট, —	২৪,৪৬,৩৮০০,০০	টাকা

ট্রেন্সফার ফাণ্ড প্রদেয় অর্থের পরিমান

১৯৯৩-৯৪	,,	,,	,,	,,	১৩,২৮,৪৫,০০০,০০	টাকা
১৯৯৪-৯৫	,,	,,	,,	,,	১১,১০,২২,৫০০,০০	টাকা
১৯৯৫-৯৬	,,	,,	,,	,,	১৬,৪৫,৫৮,০০০,০০	টাকা
১৯৯৬-৯৭	,,	,,	,,	,,	২১,৩৭,১S,০০০,০০	টাকা
১৯৯৭-৯৮	,,	,,	,,	,,	২১,৭৪,৩৩০০০,০০	টাকা
				মোট :—	৮৩,৯৫,৭২,৫০০,০০	টাক

প্রশ্ন নং (২) রাজ্য সরকারকর্তৃক প্রদত্ত অর্থের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট প্রথা অনুসারে টি. টি এ. এ. ডি. সি. কর্তৃপক্ষ নিয়মিত দিচ্ছে কিনা,

উত্তর নং (২) হ্যাঁ, নিয়মিত দিচ্ছে।

প্রশ্ন নং (৩) না দিয়ে থাকলে এইক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বর্তমান ভূমিকা কি ?

উত্তর নং (৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Questio..s :— 497

Name of Member : - Sri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের রোগীদের উন্নততর চিকিৎসার স্বার্থে কলিকাতার এস, এস, কে, এম, হাসপাতাল

ছাড়াও বহিঃরাজ্যের অন্যান্য উন্নতমানের সরকারী বেসরকারী হাসপাতালে রেফার করার বিষয়টি সরকার অবিলম্বে বিবেচনা করবেন কিনা ?

২) যদি না করা হয় এর কারণ কি ?

উত্তর

১) কলিকাতার এস, এস, কে, এম, হাসপাতালে রোগীদের রেফার করার ব্যবস্থা চালু আছে।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No :— 503

Name of the Member :— Sri Sudip Roy Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

1) Is it a fact that lot of patients after taking admission in various hospital of Tripura lie on floor.

2) If so, what is the present bed strength of G B. Pant, I. G. M. & Ambedkar Hospitals.

3) What is the admission strength per day in these hospitals.

4) How many patients in average lie on the floor.

5) Do the state Govt. have any plan to expand these buildings ?

ANSWER

1) Yes.

2) The present bed strength of G. B Pant I, G. M. and Dr. B. R. Ambedkar Memorial Hospital is 511, 263 and 104 respectively.

3) No such number can be mentioned. Serious patients are generally admitted. None of them are denied.

4) Facts are under collection

5) Yes.

Admitted Starred Question :— 520

Name of the Member :— Sri Bindu Ram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family

welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১] উত্তর ত্রিপুরা জেলার আনন্দবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে গ্রামীণ হাসপাতাল উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২] যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩] কাঞ্চনপুর গ্রামীণ হাসপাতালের গৃহ সম্প্রসারণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না

৪] যদি থাকে, তবে কবে করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১] আনন্দবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার পরিকল্পনা বর্তমানে নাই ।

২] প্রশ্ন আসে না ।

৩] কাঞ্চনপুর হাসপাতালটি একটি মহকুমা হাসপাতাল । এই হাসপাতালের গৃহ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে ।

৪] ১৯৯৮-৯৯ইং সনের বাজেট এষ্টিমেট অনুমোদনের পর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে

Admitted Sttarred question No :—534
Nane of the Member :— Sri Rati Mohan Jamatia
Will the Hon' ble Ministei- in charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) জি.বি. পন্থ হাসপাতালে আগামী কতদিনের মধ্যে কি ধরণের আধুনিক চিকিৎসা-যন্ত্রের ব্যবস্থা চালু হবে ।

২) জি.বি. পন্থ হাসপাতালে অবিলম্বে দন্ত এবং চক্ষু চিকিৎসা ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হবে কিনা । এবং

৩) না করা হলে, এর যুক্তি গ্রাহ্য কারণ ?

উত্তর

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে নিম্নলিখিত আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রগুলি জি.বি. পন্থ হাসপাতালে স্থাপনের পরিকল্পনা আছে ।

a) Eco-encephalography (EEG)
b) Tread Mill Test
c) operating Microscope
d) oesophago- Gastro- Duo
e) pacemaker implantation
f) Interferrontial Therapy

২) না, এরকম কোন পরিকল্পনা নাই।

৩) জি.বি. হাসপাতালে জায়গার অভাবেই ঐ দুইটি বিভাগ ডাঃ বি, আর, আম্বেদকর মেমোরিয়্যাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাই পুনরায় উক্ত দুইটি বিভাগকে জি.বি, পন্থ হাসপাতালে চালু করার কোন যৌক্তিকতা নাই।

ANNEXURE—'B'

Admitted Unstarred Question NO.—3

Name of the Mamber :— Shri khagendra Jamatia.

Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon' ble Minister-in charge of the Panchayat Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ব্লক থেকে ভর্তুকীতে পাওয়ার টিলার ও পাম্প মেসিন দেওয়া হয়?

২। সত্য হলে গত অর্থ বছরে রাজ্যের পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক সমূহের মাধ্যমে আনটাইড ফাণ্ড থেকে মোট কতজন কৃষককে পাওয়ার টিলার ও কত জনকে পাম্প সেট ক্রয় করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

৩। গত ১৯৯৭-৯৮ইং আর্থিক বছরে রাজ্যের জেলা পরিষদ গুলির জন্য আনটাইড ফাণ্ডের পরিমান কত ছিল, (জেলা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। গত অর্থ বছরে রাজ্যের পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক সমূহের মাধ্যমে আনটাইড ফাণ্ড থেকে ২৪০ জন কৃষককে ২৪০টি পাওয়ার টিলার ও ৪৬৪০ জন কৃষককে ৪৬৪০টি পাম্প সেট ক্রয় করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম	পাওয়ার টিলার	পাম্পসেট
১। কদমতলা	—	১৮১
২। পানিসাগর	—	১৩৮
৩। কুমারঘাট	৩৯	২৭৪
৪। পেচারথল	১৪	৬৭
৫। দশদা	৩	৯১
৬। জম্পুইছিল	১	৮
৭। সালেমা	১২	১২০
৮। আমবাসা	—	৫৮
৯। মনু	৯	১৫০

১০।	ছামনু	১	২৫
১১।	ডম্বুরনগর	—	১৩৬
১২।	খোয়াই	—	৩৯
১৩।	তুলাশিখর	২০	৮৯
১৪।	তেলিয়ামুড়া	১২	১৭৬
১৫।	মোহনপুর	৫	৩৩৪
১৬।	জিরানীয়া	১২	১১৯
১৭।	মান্দাই	৩	৬৪
১৮।	টাকারজলা	২৬	৯৬
১৯।	ডুকলী	৪	৪১১
২০।	বিশালগড়	১৫	২৪৭
২১।	মেলাঘর	২০	১৮৭
২২।	কিল্লা	১৪	১০৯
২৩।	মাতাবাড়ী	৩	৫৯৫
২৪।	অমরপুর	১	৭৮
২৫।	করবুক	১২	৭৪
২৬।	বগাফা	১৩	২২৮
২৭।	রাজনগর	—	২৭১
২৮।	রুপাইছড়ি	৮	৬০
২৯।	সাতচাঁন্দ	৩	১১৫
	মোট :—	২৪০	৪৬৪০

সমষ্টিগত সম্পদ হিসাবে গাঁও সভা এবং এ.ডি.সি ভিলেজ থেকে কতিপয় পাওয়ার টিলার ব্লক গুলির মাধ্যমে উক্ত অর্থ বছরে ক্রয় করা হয়। এই সমষ্টিগত সম্পদ উপরিউক্ত হিসাবে ধরা হয়নি।

৩। ১৯৯৭-৯৮ইং আর্থিক বছরে রাজ্যের জেলা পরিষদগুলির জন্য আনটাইড ফাণ্ডের মাধ্যমে মোট ৬,৪৩,০০,০১০ টাকা দেওয়া হয়েছে। জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদ :— ১,৩৩,৯০,৪২০

২। ধলাই জেলা পরিষদ :— ৩৮,৪৭,৯২০

৩। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ :— ৩,১৯,৫১,৪৯০

৪। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদ :— ১,৫১,১০,১৮০

৬,৪৩,০০,০১০ টাকা

পঞ্চায়েত সমিতি, বি.এ.সি, গ্রাম পঞ্চায়েত ও এ.ডি.সি. ভিলেজের জন্য সরাসরি মঞ্জুরীকৃত

আনটাইড কাণ্ডের অর্থ এর অতিরিক্ত।

Admitted Starred Questions No :— 13

Name of the Member :— Sri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be plessed to state

প্রশ্ন

১) রাজ্যে গ্রামীন হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীর সংখ্যা কত।

২) গ্রামীন হাসপাতালগুলিতে রোগীদের জন্য কতটি বেড আছে।
(পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক হিসাব)

৩) ১৯৯৬-৯৭ এবং ১৯৯৭-৯৮ সনে এ সকল কেন্দ্রে কত রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে।

৪) উক্ত সময়ে এ সকল কেন্দ্রে প্রতি রোগীর চিকিৎসার জন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছিল ?

উত্তর

১) রাজ্যে বর্তমানে ১০টি গ্রামীন হাসপাতাল ও ৫০৬টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

২) এর মধ্যে ৭টতে ৩০টি করে শয্যা আছে এবং ৩টিতে ২০টি করে শয্যা আছে। পুরুষ ও মহিলাদের শয্যা সংখ্যা নির্দিষ্ট করা থাকে না। তবে প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য স্থানীয়ভাবে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য শয্যা নির্দ্ধারিত করা হয়।

৩) ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে গ্রামীন হাসপাতালগুলিতে যথাক্রমে ২, ২১, ০২৯ জন ও ১, ৭৮, ০৯৪ জন এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ) যথাক্রমে ৪, ৫৭,৫৩০ ও ৩, ৬৪, ১৬৩ জনকে চিকিৎসা করা হয়েছে।

৪) ১৯৯৬-৯৭ ইং এবং ১৯৯৭-৯৮ ইং সনে গ্রামীন হাসপাতালে রোগী প্রতি ঔষধ বাবদ ব্যয় হয়েছিল যথাক্রমে ১৩,৫৭ টাকা এবং ১৬,৮৪ টাকা। ১৯৯৬-৯৭ ইং এবং ১৯৯৭-৯৮ ইং সনে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ) রোগী প্রতি ঔষধ বাবদ ব্যয় হয়েছিল যথাক্রমে ১৩ ৬০ টাকা এবং ১৭ ৭৮ টাকা।

Admitted Un-Starred Question No. 18

Name of the Member : -- Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩-৯৮ইং সনের ৩১শে,মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের আত্মসমর্পনকারী বৈরীদের পুর্নবাসন এবং ভাতা বাবদ কত টাকা খরচ করা হয়েছে ? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

২) এখন পর্য্যন্ত কতজনকে কতটাকা হারে ভাতা দেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১) ১৯৯৩ ইং সন হইতে ১৯৯৮ ইং সনের ৩১শে, মার্চ পর্য্যন্ত রাজ্যের আত্মসমর্পনকারী বৈরী-দের পুনর্বাসন এবং ভাতা বাবদ মোট ৭,০৯,৯৩, ••• টাকা (সাত কুটি নয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার) টাকা খরচ করা হইয়াছে। বছর ভিত্তিক পুনর্বাসন এবং ভাতা বাবদ খরচের হিসাব দিয়ে দেওয়া হইল।

ক্রমিক সংখ্যা	বছর	পুনর্বাসন এবং ভাতা বাবদ মোট খরচ (লক্ষ টাকা হিসাব)	
১)	১৯৯৩-৯৪	২০৭ - ১৯	টাকা
২)	১৯৯৪-৯৫	৪১০ — ৯২	টাকা
৩)	১৯৯৫-৯৬	৫৮ — ২৫	টাকা
৪)	১৯৯৬-৯৭	১৪ — ৪৪	টাকা
৫)	১৯৯৭-৯৮	১৯ — ১৪	টাকা
		মোট : ৭০৯ — ৯৩	টাকা

২) এখন পর্যন্ত মোট ১৭০০ আত্মসমর্পনকারী বৈরীকে ভাতা দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে প্রাথমিক অবস্থায় ৫০০ (পাঁচশত) টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হত এবং পরে ১, ৫, ৯৫ ইং হতে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৭০০ (সাঁতশত) টাকা করা হয়। বর্ত্তমানে ৩৮জন বৈরীর মধ্যে ৩৭ (সাতত্রিশ) জনকে ৭০০ (সাতশত) টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হচ্ছে এবং ১ জনকে ১০০০ (এক হাজার) টাকা করে দেওয়া হচ্ছে।

Admitted Un-Starred Question No. 25

Name of the Member :— Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে বর্তমানে কোথায় এবং কি ধরনের কর্মসূচী চালু আছে ?

২) জুমিয়া পুনর্বাসন প্রাপ্ত কলোনীগুলির সঠিক রক্ষনাবেক্ষনের জন্য রাজ্য সরকার কি ধরনের ব্যবস্থা চালু রেখেছেন ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে বিভিন্ন মহকুমায় রাবার, ফলের বাগান, চা বাগান ভিত্তিক জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প কর্মসূচী চালু আছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ : জুমিয়া ভিত্তিক পুনর্বাসন ১৯৯৫-৯৬ ইং ১) কমলপুর, অপরেশক:—২৫ পানবুয়া—২৫ = ৫০ পরিবার ২) কৈলাশহর,

রাধানগর—৫০=৫০ পরিবার ৩) ধর্মনগর—মধুবন—৩০, সেলপুই—২০=৫০ পরিবার ৪) লংথরাই ভ্যালি, নালকাটা—২৫ এস, কে, পাড়া—২৭=৫২ পরিবার ৫) কাঞ্চনপুর, মনু ছৈলেংটা—৫০ মিত্রজয়পাড়া - ৩০ জামারায়পাড়া—২০—৫০ = ৫০ পরিবার ৬) গণ্ডাছড়া--গণ্ডাছড়া ২৩ ভগীরথপাড়া—২৭ চাম্পারাইপাড়া—১৭১=২২১ পরিবার ৭) অমরপুর, পূর্ব করবুক—৫০ ৮) উদয়পুর—বাগাফা—২৫ রায়াবাড়ি—১৫ চামিয়পাড়া—১০ =১০০ পরিবার ৯) সাব্রুম শাকবাড়ি=৫০ ১০) বিলোনীয়া—পিপরিয়াখোলা = ৫০ ১১) সদর—জম্পুজয়নগর—৪০ সিমনা—২৫=৬৫ পরিবার ১২) খোয়াই —মধ্যকল্যানপুর —৫০ ১) সোনামুড়া - উরমাই—৪০=৯০ পরিবার মোট :— ৭৩৮ পরিবার

চা বাগান ভিত্তিক পুনর্বাসন ১) কৈলাশহর—ডেউরা ছড়া—১০০ পরিবার

১৯৯৬—৯৭ (জুমিয়া) ১) ধর্মনগর -মধুবন—৩০পরিবার ২) কৈলাশহর—পঞ্চমনগর —৫০ পরিবার ৩) কাঞ্চনপুর, নন্দী রাম ৫০ পরিবার ৪) লংতরাইভ্যালি, মৈনামা—৩০ পরিবার ৫) গণ্ডাছড়া—সুরমা—৩০ পরিবার ৬) কমলপুর —নালীছড়া— ৫০ পরিবার ৭) বিশালগড়—রতনপুর —২৫ পরিবার ৮) উদয়পুর —তিনথড়িয়া ২৫— পরিবার তুইবাবলাই বাড়ি ২৫ পরিবার ৯) খোয়াই—উত্তর পদ্মবিল — ২৫ পরিবার দক্ষিণ পদ্মবিল— ২৫ পরিবার ১০) সোনামুড়া—শিবনগর ১৩ পরিবার ভেলুয়াচর ১২ পরিবার ১১) বিলোনিয়া — উত্তর পিলাক— ৪০ পরিবার ১২) সদর-বাধজংনগর — ৪২—৮৩ পরিবার রাধামোহনপুর—৪১ ১৩) সাব্রুম-উত্তর বিজয়পুর - ৪০ পরিবার মোট :— ৫০৩ পরিবার

রাবার ভিত্তিক পুনর্বাসন ১৯৯৭ - ৯৮ ইং

১) সাব্রুম—রুপাইছাড়ি. দক্ষিণ মনুবংকুল -৫০ পরিবার ২) উদয়পুর ধ্রুপল্লী, ছনখলা ও রানী—১১১ পরিবার ৩) খোয়াইউত্তর ও দক্ষিণ পদ্মবিল—৬০ পরিবার ৪) বিশালগড় ইন্দ্রমনিয়াপাড়া মধ্য-ঘনিয়ামারা -- ১০৪ ৫) কমলপুর শিববাড়ী, শিধুচরিপাড়া—৪৫ পরিবার ৬) লংথরাই ভ্যালি চিচিং ছড়া লালছড়া— ৪০ পরিবার ৭) কাঞ্চনপুর নবজয়পাড়া— ৫০ পরিবার ৮) বিলোনীয়া উত্তর ভারত চন্দ্র নগর— ৫০ পরিবার ৯) সদর ওয়াখিনগর, কাশিরাম বাড়ী, বোরাখা ও পাটনী নগর ৫০ পরিবার মোট :— ৫৭০ পরিবার

চা বাগান ভিত্তিক পুনর্বসন।

১) সদর, কালাছড়া—৫০ পরিবার। মোট — ৫০ পরিবার

ফল চাষ বাগান ভিত্তিক পূনর্বাসন।

১) গণ্ডাছড়া, শর্মা মগপাড়া—১৩ পরিবার। মোট—১৩ পরিবার

বিগত ১৯৯৭ ৯৮ আর্থিক বৎসরের শেষ দিকে উপরিউক্ত চা ও রাবার স্কিমে মজুরী দেওয়া হয়। উক্ত বাগানের কাজ করা হয় নাই। বর্তমান বছরের উক্ত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করা হইতেছে।

২। জুমিয়া পূনর্বাসন প্রাপ্ত কলোনীগুলির সঠিক রক্ষনাবেক্ষনের জন্য রাজ্য সরকার নিযুক্ত (বিভিন্ন কর্মচারী রয়েছেন) সুপারভাইজার রয়েছেন।

Admitted Un-Starred Question no. 29

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister- in- charge of the Tribal welfare Department be pleased to state :—

১] রাজ্য সরকারে ও এ. টি, টি. এফ এ মধ্যে অনুষ্ঠিত চুক্তিবলে এ পর্যান্ত কতজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

২] তাদের নাম ঠিকানা এবং কোন দপ্তরে কি পদে বিবরন

উত্তর

১] রাজ্য সরকার ও এ. টি. টি. এফ. এ মধ্যে অনুষ্ঠিত চুক্তি বলে এ পর্যান্ত (৩১ শে মার্চ ১৯৯৮ ইং) মোট ১৩১৪ (এক হাজার তিন শত চৌদ্দ) জনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়াছে।

২] নিরাপত্তা জনিত কারনে আত্ম- সমর্পনকারী, এ টি.টি.এফ. দের নাম ও ঠিকানা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে উক্ত ১৩১৪ জনকে রাজ্য সরকারের অধীনে কোন কোন দপ্তরে কতজনকে নিয়োগ করা হইয়াছে তার বিস্তৃত তথ্য নিম্নরূপ :—

দপ্তর ভিত্তিক মোট প্রাপ্ত সরকারী চাকুরীর বিবরন। সংযোজনী - ক,

ক্রমিক সংখ্যা	দপ্তরের নাম	চাকুরী দেওয়া হয়েছে শ্রেণী ৩য়	৪র্থ শ্রেনী	মোট
১	২	৩	৪	৫
১)	অগ্নি নির্বাপক	—	১৫	১৫
২)	কারাগার	—	৫	৫
৩)	এস. এ. দপ্তর	—	৩	৩

৪) পরিবহন দপ্তর	২	১১	১৩
৫) বন বিভাগ	—	৬২	৬২
৬) পূর্ত দপ্তর (বিদ্যুৎ)	—	৪৮	৪৮
৭) পূর্ত দপ্তর (জল সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন)	—	২০৭	২০৭
৮) পূর্ত দপ্তর	—	৩৯	৩৯
৯) টি. আর. পি এণ্ড পিজিপি	১	১৯	২০
১০) জরিপ দপ্তর	—	১৪	১৪
১১) সমাজ কল্যান দপ্তর	—	২৬	২৬
১২) রাজস্ব দপ্তর	১	৩৭	৩৮
১৩) মৎস্য দপ্তর	১	২০	২১
১৪) পঞ্চায়েত দপ্তর	৭৪	২৬	১০০
১৫) খাদ্য দপ্তর	১	২০	২১
১৬) শিল্প বিভাগ	—	১৩	১৩
১৭) প্রচার দপ্তর	১	১৫	১৬
১৮) পশু পালন দপ্তর	—	২৫	২৫
১৯) শিক্ষা দপ্তর	৫৪	৪৮৮	৫৪২
২০) স্বাস্থ্য দপ্তর	১	২১	২২
২১) কৃষি বিভাগ	১	২৯	৩০
২২) উপজাতি কল্যাম দপ্তর	৬	১৮	২৪
	১৪৩	১,১৭১	১,৩১৪

Admitted Un-starred Question No.— 32

Name of the Member :— Sri khagendra Jamatia.

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

(প্রশ্ন)

১) সারা রাজ্যে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত,

২) তারমধ্যে বর্তমানে কয়টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজকর্ম চালু আছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩) কয়টির কাজকর্ম অচল বা বন্ধ হয়ে আছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) রাজ্যে বর্তমানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ৫৩৬টি।

২) তারমধ্যে ৫০২টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজকর্ম চালু আছে। জেলা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা — ২৩৬
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা — ১২১
উত্তর ত্রিপুরা জেলা — ১০৩
ধলাই জেলা — ৪২

৩) মোট ৩৪টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজকর্ম বন্ধ আছে। জেলা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা — ৮
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা — ১০
উত্তর ত্রিপুরা জেলা — ৩
ধলাই জেলা — ১৩

Admitted Un-Starred Question No — 34
Name of the Member :— Shri Jawhar Saha,
Will the Hon' ble Minister-in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্তমান রাজ্যে জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা কত (ব্লক ভিত্তিক হিসাব).

২) ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৭—৯৮ ইং, সনে কত জুমিয়া পরিবারকে জুম চাষ করার জন্য সাহায্য দেওয়া হয়েছিল ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব),

৩) ১৯৯৮- ৯৯ সনে কত পরিবারকে এ ধরনের সাহায্য দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১) ১৯৮৭ ইং সনের পর জুমিয়া পরিবারের উপর এরূপ কোন সমীক্ষা করা হয় নাই। তবে ১৯৮৭ ইং সনে সমীক্ষার রিপোর্ট অনুসারে রাজ্যে মোট জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা ছিল, ৫৫,০৪৯ পরিবার। তার হিসাব নিম্নরূপ :—

ব্লক ভিত্তিক হিসাব

১ পানিসাগর — ১০৬৭ জন
২। কাঞ্চনপুর — ৭৯১৩ জন
৩। কুমারঘাট — ১৭৮৭ জন
৪। জম্পুইজলা — ৪৮০ জন
৫। বিশালগড় — ৪৭২ জন
৬। মেলাঘর — ৮৪৪ জন

৭। ছাউমনু — ৬২১৬ জন

৮। সালেমা — ৬৭১১ জন

৯। খোয়াই — ১৫৯০ জন

১০। তেলিয়ামুড়া— ৬০৮৩ জন

১১। মোহনপুর— ১১৩৮ জন

১২। জিরানীয়া— ১৩১৫ জন

১৩। মাতারবাড়ী—৩৩৯৯ জন

১৪। অমরপুর — ৫১৩৩ জন

১৫। ডুম্বুরনগর — ৩৭৮৮ জন

১৬। বগাফা — ৩৯৪৬ জন

১৭। রাজনগর — ১৮০৭ জন

১৮। সাতচান্দ — ৪৩৬০ জন

মোট :— ৫৫,০৪৯ জন

২) বিগত ১৯৯৬—৯৭, ১৯৯৭-৯৮ সনে মোট ৫২০০০ হাজার (বৎসরে ১৬ হাজার) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় জুমিয়া পরিবারকে জুমচাষের জন্য সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদে জোনাল ভিত্তিক জুমচাষের সাহায্য দেওয়া হয়।

পঃ জোনে - ৪,৫০০ পরিবার

দঃ ,, — ১১,০০০ ,,

উঃ ,, — ৮,২৫০ ,,

গণ্ডাছড়া ,, — ২১৫০ ,,

মোট :— ২৬০০০ পরিবার

৩) ১৯৯৮—৯৯ সনে ৩০,০০০ পরিবারকে জুম চাষের সাহায্য দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হইয়াছে।

Admitted Un-Starred Question No. 38.

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Urban Development Department,

প্রশ্ন

১। ১৯৯৫—৯৬, ৯৬—৯৭, ৯৭—৯৮ইং সনে কোন কোন নগর পঞ্চায়েতের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল,

২। ইহা কি সত্য যে নগর পঞ্চায়েতগুলি প্রয়োজনীয় কর্মীর (Staff) অভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে খরচ করতে পারছে না, এবং

৩। ইহা কি সত্য অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের (E.O.) এর অসহযোগিতার কারনে নগর পঞ্চায়েতের উন্নয়ন মূলক কাজ ব্যহত হচ্ছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৫—৯৬, ৯৬—৯৭, ৯৭—৯৮ ইং সনে বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েতগুলিকে বরাদ্দকৃত অর্থের তালিকা নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হল :

নগর পঞ্চায়েতের নাম	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮
১। ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েত	২৭. ৫২	৭১. ৬৫৯	১৩৬. ৯৮১৪
২। কৈলাশহর নগর পঞ্চায়েত	১৯. ৪৭	৬০. ৫৮৫৩	১০৩. ৭২
৩। কুমারঘাট নগর পঞ্চায়েত	১৭. ২৫	৪৭. ৮৪৫৩	৬২. ৯৬
৪। কমলপুর নগর পঞ্চায়েত	২০. ৪৭	৪৮. ৮৮৭৩	৭৫. ৫৩
৫। খোয়াই নগর পঞ্চায়েত	১৭. ১৯	৪৭. ০৮৫৩	৬২. ৩০
৬। তেলিয়ামুড়া নগর পঞ্চায়েত	১৮. ৭০	৫২. ৩৩৫৩	৭৩. ১৪
৭। রানীর বাজার নগর পঞ্চায়েত	১৬. ৭২	৪৬. ৬৮৫৩	৫৫. ৭২
৮। সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত	২০. ৬৯	৪৯. ৪৫৫৩	৭৯. ৭৪
৯। উদয়পুর নগর পঞ্চায়েত	১৯ ৯২	৭৩. ৬১০৩	৮৯. ০৮১৪
১০। অমরপুর নগর পঞ্চায়েত	১৯ ৭৬	৪৪. ৮৫৫৩	৩৯. ৮০
১১। বিলোনীয়া নগর পঞ্চায়েত	২১. ৩৭	৫১ ৪৮৫৩	৯৬. ৯৭
১২। সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত	৪৪. ৯৪	৪৯. ৭৮৫৩	৬০ ৭৫

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য যে নগর পঞ্চায়েত গুলিতে সরকার অনুমোদিত পদের পরিমান নগণ্য তবে রাজ্য সরকার নগর পঞ্চায়েত গুলির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের পদের সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রস্তাবটি রাজ্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

৩। অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসনের এক লিখিত রিপোর্টের মাধ্যমে এই বিষয় নগর উন্নয়ন দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নগর উন্নয়ন দপ্তর রাজ্য সরকার সেবা ও নিয়োগ দপ্তরকে বর্তমান Executive Officer এর পরিবর্তে অমরপুর মহকুমা অফিসের জনা অফিসারকে অমরপুর নগর পঞ্চায়েতে Executive Officer পদে নিয়োগ করার জন্য অনুরোধ করেছে। Executive Officer নিয়োগের বিষয়টি নিয়োগ ও সেবা দপ্তরের আওতাভুক্ত।

Admitted Un-Starred Question No. 39

Name of the Member : — Shri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Urban Development Department,

প্রশ্ন

১। রাজ্যের নগর পঞ্চায়েতগুলিতে সরকার অনুমোদিত কি কি পদ (Post) রয়েছে,
২। বর্তমানে কোন কোন নগর পঞ্চায়েতে কতজন নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মীর কাজ করছে ? (পৃথক পৃথক হিসাব).
৩। নগর পঞ্চায়েতগুলিতে কর্মীর নিয়োগের বৈষম্য দূর করতে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যর প্রতিটি নগর পঞ্চায়েতে সরকার অনুমোদিত নিম্নবর্নিত পদ রয়েছে :

১। একউান্টটেন্ট ১ টা
২। ওভারসিয়ার জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ১ টা
৩। এল-ডি-এসিসটেন্ট- কাম টাইপিষ্ট ১ টা
৪। এসিসটেন্ট টাউন সুপার ভাইসার ১ টা
৫। পিওন-কাম-মেসেনজার ১ টা
৬। নাইট গার্ড ১ টা (কুমারঘাট ও তেলিয়ামুড়া নগব পঞ্চায়েত ভিন্ন)
৭। সুইপার (পার্ট টাইম) ১ টা

২। বর্তমানে নগর পঞ্চায়েতগুলিতে নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মীর হিসাব নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক দেওয়া হল :

নগর পঞ্চায়েতের নাম	নিয়মিত কর্মীর হিসাব	অনিয়মিত কর্মীর হিসাব
১। ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েত	৫	১
২। কৈলাশহর নগর পঞ্চায়েত	৬	১
৩। কুমারঘাট নগর পঞ্চায়েত	৫	১
৪। কমলপুর নগর পঞ্চায়েত	৬	১
৫। খোয়াই নগর পঞ্চায়েত	৬	১
৬। তেলিয়ামুড়া নগর পঞ্চায়েত	৫	১

৭।	রানীরবাজার নগর পঞ্চায়েত	৬	১
৮।	সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত	৬	১
৯।	উদয়পুর নগর পঞ্চায়েত	৬	—
১০।	বিশালগড় নগর পঞ্চায়েত	৬	১
১১।	অমরপুর নগর পঞ্চায়েত	৬	১
১২।	সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত	৬	১

৩। রাজ্যের নগর পঞ্চায়েতগুলিতে সরকার অনুমোদিত পদের সংখ্যা কেবলমাত্র কুমারঘাট ও তেলিয়ামুড়া নগর পঞ্চায়েত ব্যতিত একরূপ।

ধর্মনগর, কৈলাশহর, কুমারঘাট, কমলপুর, খোয়াই, সোনামুড়া, উদয়পুর, অমরপুর, সাব্রুম ও বিশালগড় টাউন হল নির্মান করার পর টাউন হল রক্ষনাবেক্ষনের জন্য ঐ সব নগর পঞ্চায়েতে একটি করিয়া নাইট গার্ডের পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কুমারঘাট ও তেলিয়ামুড়া টাউন হল না থাকায় নাইট গার্ডের পদ সৃষ্টি করা হয় নাই। পরবর্তী কালে রানীরবাজার নগর পঞ্চায়েতের জন্য একটি নাইট গার্ডের পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল নগর পঞ্চায়েত অফিস রক্ষনাবেক্ষন করার জন্য, তবে কুমারঘাট ও তেলিয়ামুড়ার জন্য নাইট গার্ডের পদ সৃষ্টির জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহন করা হয়েছে।

Admitted Un Starred Question NO:— 41

Name of the Member :— Shri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the "Panchayat" Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে পঞ্চায়েত সচিবের সংখ্যা কত, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। ইহা কি সত্য যে, বিভিন্ন পঞ্চায়েত অফিসগুলিতে পঞ্চায়েত সচিবরা না গিয়ে মাসে মাসে বাড়ীতে বসে বেতন নিচ্ছেন ?

৩। সত্য হলে, সরকার এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না,

৪। না নেওয়া হয়ে থাকলে কি কারণ ?

উত্তর

১। সারা রাজ্য বিভিন্ন ব্লকে মোট ১২৬২ জন পঞ্চায়েত সচিব চাকুরীরত অবস্থায় রয়েছে। তাদের ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল :—

উত্তর ত্রিপুরা

ক্র নং	ব্লকের নাম	পঞ্চায়েত সচিবের সংখ্যা
	উত্তর ত্রিপুরা	
১।	কদমতলা	২১ জন

২ ।	পানিসাগর	৩৪ জন
৩ ।	পেচারথল	২১ জন
৪ ।	দশদা	৩৩ জন
৫ ।	কুমারঘাট	১০৩ জন
৬ ।	জম্পুইহিল	৬ জন
		মোট—২১৮জন

ধলাই

৭ ।	সালেমা	৫৫ জন
৮ ।	আমবাসা	২৬
৯ ।	মনু	৩৫ জন
১০ ।	ছাওমনু	২৩ জন
১১ ।	ডুম্বুরনগর	২৫জন
		মোট— ১৬৪ জন

পশ্চিম ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	পঞ্চায়েত সচিবের সংখ্যা
১২ । তুলাশিখর	৩১ জন
১৩ । খোয়াই	৫২ জন
১৪ । তেলিয়ামুড়া	৬৮ জন
১৫ । মান্দাই	৩১ জন
১৬ জিরানিয়া	৭৪ জন
১৭ । মোহনপুর	৯৭ জন
১৮ । ডুকলি	৬৬ জন
১৯ । বিশাল গড়	৮১ জন
৩০ । মেলাঘর	৭৪ জন
২১ । জম্পুইজলা	১০ জন
	মোট— ৫৭৬ জন

দক্ষিণ ত্রিপুরা

২২ ।	মাতাবাড়ী	৬৩ জন
২৩ ।	কিল্লা	২১ জন
২৪ ।	অমর পুর	৪৭ জন
২৫ ।	বগাফা	৪৫ জন
২৬ ।	রাজনগর	৫০ জন

২৭। সাতচাঁন্দ — ৪৫ জন
২৮। রূপাই ছড়ি — ২০ জন
২৯। করবুক — ১৩ জন

৩০৪ জন

সর্বমোট— ১২৬২ জন

২। এরকম কোন তথ্য দপ্তরের জানা নাই।
৩। এধরনের কোন তথ্য পাওয়া গেলে দপ্তর কর্তৃক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
৪। প্রশ্ন আসে না।

Admitted un Stassed Question No. 47
Name of the Member :— Sri Jawhar Shaha.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ১৫ই মার্চ, ১৯৯৮ইং থেকে ১৫ই জুন, ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত রাজ্যে ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক, কলেরা ও এ্যানকেফ্যালাইটিস্ রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কত, (জেলা ভিত্তিক হিসাব)
২) এ পর্য্যন্ত এসব রোগে আক্রান্ত হয়ে কতজন রোগী মারা গিয়েছে, এবং
৩) কাঞ্চনপুর রিয়াং শরনার্থী শিবিরে এ পর্য্যন্ত কত রোগী মারা গিয়েছে?

উত্তর

১ ও ২) ১৫ই মার্চ ৯৮ইং হইতে ১৫ই জুন ৯৮ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক, এ্যানকেফ্যালাইটিস্ ও কলেরা রোগে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা জেলা ভিত্তিক নীচে দেওয়া হইল।

জেলার নাম	আন্ত্রিক		ম্যালেরিয়া		এ্যানকেফ্যালাইটিস		কলেরা	
	আক্রান্ত	মৃত	আক্রান্ত	মৃত	আক্রান্ত	মৃত	আক্রান্ত	মৃত
পশ্চিম	১০৭১৪	৭	১৫৮	—	—	—	—	—
উত্তর	১৪৩৬২	২০৮	৮৬৬	—	৪	১	—	—
ধলাই	৩০০১	—	(উত্তর ও ধলাই জেলা)		—	—	—	—
দক্ষিন	৩৬২৯	—	২৩৪০	—	—	—	—	—

৩) কাঞ্চনপুর রিয়াং শরনার্থী শিবিরে ১৭-৮-৯৮ ইং পর্য্যন্ত ২৫৭ জন মারা গিয়াছে। তারমধ্যে আন্ত্রিক জনিত রোগে ২০৬ জন এবং অন্যান্য রোগে ৫১ জন মারা গিয়াছে।

Admitted Un-Starred Question No :— 49
Name of the Member :— Shri Jawhar Saha.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be please to state.

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩ ইং এর ১লা এপ্রিল থেকে ২০শে জুন ৯৮ইং পর্যন্ত কতটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত, উন্নয়ন কমিটির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে, (পঞ্চায়েত ও উন্নয়ন কমিটির পৃথক হিসাব)

২) এ পর্যন্ত কতটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রমানিত হয়েছে, (পৃথক হিসাব)

৩) এবং এ পর্যন্ত এদের কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ? (পৃথক হিসাব)

উত্তর

১) ১৯৯৩ইং এর ১লা এপ্রিল থেকে ২০শে জুন ৯৮ইং পর্যন্ত কোনো পঞ্চায়েত বা এ. ডি. সি. গ্রামের উন্নয়ন কমিটির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায় নি এবং আদেশ দেওয়া হয় নি ।

২) প্রশ্ন আসে না ।

৩) প্রশ্ন আসে না ।

Admitted Un Starred Question No :— 51
Name of the Member : —Shri Shyama Charan Tripura.
Will the Hon' ble Minister- in charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯২ সালে রিজিওন্যাল ফার্মেসী ইন্সষ্টিটিউট্ হইতে রাজ্য সরকার মনোনীত কতজন ফার্মাসিষ্ট পাশ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কোন্ সালে কতজন স্বাস্থ্য দপ্তরে চাকুরী পাইয়াছে এবং কতজন এখন ও চাকুরী পায় নাই ।

২) ১৯৯২ ইং সালে রাজ্য সরকার মনোনীত আর কতজন ফার্মাসিষ্ট পাশ করিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কতজন স্বাস্থ্য দপ্তরে চাকুরী পাইয়াছে ।

৩) ১৯৯৭ ইং সালের জুলাই মাসে একটি অসংরক্ষিত ফার্মাসিষ্ট (ডেন্টাল) পদ পূরনের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বিজ্ঞাপনমূলে কাউকে নিয়োগ করা হয়েছে কি, না হলে কারণ।

৪) দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনের আগে কতজন ফার্মাসিষ্ট নিয়োগ করা হয়েছিল এবং প্রার্থী নির্বাচনে কি নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল ?

উত্তর

১) ১৯৯২ সালে রিজিওনাল ফার্মেসী ইনষ্টিটিউট হইতে ২৯ জন ডি, ফার্মা (এলোপ্যাথি) কোর্স পাশ করিয়াছিল। এদের মধ্যে ১৯৯২ সালে ৪ জন, ১৯৯৩ সালে ৯ জন, ১৯৯৫ সালে ৬ জন, ১৯৯৬ সালে ২ জন এবং ১৯৯৭ সালে ৪ জন স্বাস্থ্য দপ্তরে চাকুরী পেয়েছেন। বাকী ৪ জন এখনও সরকারী চাকুরী পায় নাই।

২) ১৯৯২ ইং সালে রাজ্য সরকার মনোনীত উপরোক্ত ২৯ জন ফার্মাসিষ্ট ছাড়া আর কেহই পাশ করে নাই।

৩) কোন যোগ্য প্রার্থী না থাকায় এই পদটি পূর্ণ করা যায় নি।

৪) ১৮ জন। সরকারের চাকুরী নীতি অনুযায়ী প্রার্থীদের নির্বাচন করা হয়েছিল।

Admitted Un-Starred Question No :—54 Sri Rati Mohan Jamatia.
Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minisier-in-charge of the Health and Family Welfare Department pe pleased to state.

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে মোট কয়টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র (সাব-সেণ্টার) রয়েছে এবং কোথায় কোথায়, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২) তারমধ্যে কয়টি বন্ধ রয়েছে। এবং

৩) বন্ধ থাকার কারণ কি, বিস্তারিত বিবরণ এবং

৪) বর্তমান আর্থিক বছরে নতুন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১) রাজ্যে মোট ৫৩৬টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। স্থানের নাম সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে দেওয়া হইল।

২) এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে ৩৩টির কাজকর্ম বন্ধ আছে।

৩) এই ৩৪টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে ২৫টি উগ্রপন্থীর সমস্যার কারণে, ৭টি, কর্মী স্বল্পতা ২টি সিকিউরিটির লোকদের দখলে থাকার কারণে কাজকর্ম বন্ধ আছে।

৪) নাই

SUB-DIVISION & BLOCK WISE NAMES OF SUB-CENTRES AS ON 25-8-1998

Name of Sub-Divn/Block	Name of Sub-Centre	Name of Sub-Divn//Block	Name of Sub Centre
1	2	1	2
Sadar	1) Abhoynagar		26) Paschim Barjala
Agartala	2) Jagaharipura		27) Durganagar
Municipal	3) Dhaleswar		28) Purba Debendranagar
area	4) Bhati-Abhoynagar		29) Champabari
	5) Golchakkar		30) Jiraniakhala
	6) Unnayan Sangha		31) Radhapur
			32) Dinakabra
Sadar	1) Jirania		33) Wakinagar
Jirania	2) Mandai	Sadar	1] Mohanpur
	3) Ranirbazar	Mohanpur	2] Narsingarh
	4) Old Agartala		3] Katlamara
	5) Sachindranagar Colony		4] Chachubazar
	6) Gurupada Colony		5] Airport
	7) R. K. Nagar		6] Ishanpur
	8) Champaknagar		7] Gandhigram
	9) Purba Noagaon		8] Durjoynagar
	10) Brajanagar		9] Simnacherra
	11) Kobrakhamar		10] Nripendranagar
	12) Kathipur		11] Laxmipara
	13) Rajchantaipara		12] Tamakari
	14) Brigudasbari		13] Lefunga
	15) Borakha		14] Hezamara
	16) Nikhlipara		15] Barkathal
	17) Golak Thakur Para		16] Gamchakobra
	18) Dasharambari		17) Gopalnagar
	19) Patnipara		18) Laxmilunga
	20) Ashighar		19) Abhicharanbazar
	21) Madhabbari		20) Mantala
	22) Uttar Joynagar		21) North Debendranaga (Tulabagan)
	23) West Noabadi		22) Bamutia
	24) Bridhyanagar		23) Shankhola
	25) Belbari		24) Sanmura

25) S. C. Para
26) Surmalunga
27) Balurban
28) Nandannagar
29) Taranagar
30) Noagaon (Tairajari)
31) East Simna
32) Mityakari
33) Bijoynagar
34) Kalagachia
35) Fatikcherra
36) Ichamura
37) Rangacherra
38) Damdamia
39) Indira Bikash Colony
40) South Rangutia
41) Dugangi
42) Kambukcherra
43) Nepalibasti

Bishalgarh 1) Bishalgarh
2) Takarjala
3) Anandangar
4) Madhupur
5) Bishramganj
6) South Nehal ChandraNagar
7) Champamura
8) Charilam
9) Ishanchandranagar
10) Jogendranagar
11] Madhuban
12] Gakulnagar
13] Arundhutinagar
14] Amtali
15] Schoolpara
16] Jampuijala
17] Debipur
18] Golaghati
19] Konaban
20] Jarulbachai
21] Purba Laxmibil
22] Durganagar
23] Nabinagar
24] Purathal Rajnagar
25] Nabasantiganj
26] Warangbari
27) Kanchanmala
28) Sipahijala
29) Pandabpur
30) Pratapgarh
31) Gabordi
32) Surjyamaninagar
33) Hermabari
34) Lalsinghmura
35) Amarendranagar
36) Nagicherra
37) Chandranagar
38) Kendraicherra
39) Sankumabari
40) Aralia
41) Gajaria
42) Bedbarghat
43) Bridhirbazar
44) Madhay Ghaniamara
45) Bikramnagar
46) Rsjlakshminagar
47) Charipara

48) Srinagar
49) Pekuarjala
50) Ratanpur
51) Padmanagar
52) Latiacherra
53) Swarnamoyee
54) Kayadhepa
55) Jangalia
56) Ghaniamara
57) Promodenagar
58) South Charilam
59) Gopinagar
60) Bangshibari
61) Ujan Ghaniamara

Sonamura 1) Sonamura
Melagarh 2) Boxanagar
3) Kathalia
4) Matinagar
5) Kamalnagar
6) Dhanpur
7) Microsapara
8) Taksapara
9) Taibandal
10) Veluarchar
11) Bhavanipur
12) Nidaya
13) Durlav Narayan
14) Manaipathar
15) Urma
16) Mohanbhog
17) Nalchar
18) Bashpukur
19) Kalikrishnagar
20) Kalamcherra
21) Anandanagar
22) Telkajla
23) Thalibari
24) Bardwal
25) Rudijala
26] Bagabasa
27) Laxmandhepa
28) Kamtali
29) Rahimpur
30) Putia
31) Kathalia
31) Rabindranagar
33) Bejimara
34) Paharpur
35) Nirvoypur
36) Sonapur
37) Kulubari

Khowai 1) Baijalbari
Khowai 2) Rajnagar
3) Asharambari
4) Gandabasti
5) Ramchandraghat
6) Behalbari
7) Champahour
8) Ratanpur
9) West Laxmicherra
10) Gopinagar
11) Dhalabil
12) Bagabil
13) Chebri
14) West Singhicherra
15) Madanbari

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

16) Bhati Maidan
17) Purba Ramchandragahat
18) Gournagar
19) East Ganki
20) Sonatala
21) East Singhicherra
22) Gayamanibari
23) Belcherra
24) Banbazar
25) Durgapur [Santi bazrar]
26) Maraicherra
27) Samatal Padmabil
28) Paharmura
29) Jambura
30) S uth Padmabil
31) East Chebri
32) West Ganki
33) Nor h Padmabil

Khowai 1) Teliamura
Teliamura 2) Kalyanpur
3] Mungiabari
4) Krishnapur
5) Belucherra
6) Uttar Maharani
7 Ampura
8) H waibari
9) Gilatali
10 Gour ngatil'a
11) Durgapur
12) Rankhalbazar
13) Manik Debbarma Para
14) Maidan bazar
15) Madhya Brahmacherra
16) Baramura Gas Tharmal

17) Lembucherra
18) Tuichindrai
19) Trishabari
20) Kamalnagar
21) Laxmipur
22) Gakulnagar
23) West Kalyanpur
24) East Kalyanpur
25) West Kunjaban
26) Dwarikapur
27) Hadrai
28) Keroilong
29) Khasiamngal
30) 43 Miles

Kamalpur Salema
1) Kulai
2) Maracherra
3) Nakashipara
4) Kulaihour
5) Ambassa
6) Manikbbander
7) Sslema Coloy
8) Halahali
9) Chankup
10) Santirbazar
11) Balaram
12) Setrai
13) Jayantibazar
14) West Amtali
15) Harincherra
16) Sikaribari
17) Srirampur
18) Kuchianala
19) Kalachari
20) Jagannathpur

21) Abanga
22) Kamalacherra
23) Purba Nalicherra
24) Machuria
25) Katalutma
26) Tetuiya
27) Bamancherra
28) Halhuli
29) Noagaon
30) Lambacherra
31) Debicherra

Dharmanagar Kumarghat
1) Kumarghat
2) Kanchanbati
3) Fatikroy
4) Irani
5) Howerbazar
6) Bhadrapalli
7) Rangauti
8) Chinibagan
9) Jagannathpur
10) Rajkandi
11) Jolaibazar
12) Baburbazar
13) Ishanpur
14) Srinathpur
15) Halaicherra
16) Manuvelly
17) Srirampur
18) Gournagar
19) Jarultali
20) Krishnanagar
21) Fatikcherra
22) Laljuri
23) East Ratacherra
24) Betcherra
25) Sonaimuri
26) Deovelly
27) West Ratacherra
28) Demdum
29) Saidabari
30) Muraibari
31) Gakulnagar
32) Bhagyapur
33) Chantail
34 Bhagabanpur
35) Darchui
36) Masauli
37) Laxmipur

Longtarai Velly Chawmanu
1) Chawmanu
2) Manu (North)
3) Chailengta
4) Masli
5) Dhuma-Cherra
6) Manikpur
7) Thalcherra
8) La'cherra
9) Ka aticherra
10) Nepaltilla
11) Durgacherra
12) Sindu Kumar para
13) Karamcherra
14) 82 Miles
15) Ghagracherra
16) Chichingcherra
17) Ma nama
18) Nalkata

PAPER'S LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

19) Jamircherra
Dharmanagar 1) Tilthai
Panisagar 2) Panisagar
3) Kadamtala
4) Sanicherra
5) Jalebassa
6) Brajendranagar
7) Kalikapur
8) Churaibari
9) Uptakhali
10) Ganganagar
11) Satsangam
12) Laxminagar
13) Bungnung
14) Krishnapur
15) North Padumbil
16) Bakbaki
17) Paruakandi
18) Urangbasti
19] Ichailalcherra
20] Hurua (South)
21] Rajnagar
22] West Radhapur
23] Mangalkhali
24] Saraspur
25] Kurti
26] West Tilthai
27] Raghna
28] Jangibair
29] Kalidum
30] Deocherra
31] Rewa
32] Pekacherra
33] Jaithung
34] Ramnagar
35] Halflong
36] North Hurua
37] Juri R.F.
Kanchanpur 1] Kanchanpur
-do- 2] Pecharthal
3] Jampui
4] Anandabazar
5] Damcherra
6] Dasda
7] Machmara
8] Satnala
9] Sarmun
10] Krishnatilla
11] Laljuri
12] Khedacherra
13] Hmargchu ng
14] Sabual
15] Bhati Masmara
16] Nabincherra
17] Thimcharaipara
18] Bhandarima
19] Bahadurpara
20] Kamarmara
21] North dhanicherra
22] Lungthirak
23] Ujan masara
24] South Dasda
25] Kalapani
26] Tlansung

27] Rahumcherra
28] Santipur
29] Kangrai Regroup Colony
30] Tuisama
31] Bellianchip

Udaipur Matabari
1] Maharani
2] Kakraban
3] Garjee
4] Atharabhola
5] Killa
6] Chandrapur
7] Salgarah
8] Mirja
9] Bagma
10] Tepania
11] Palatana
12] Tulamura
13] Gangacherra
14] Banisabari
15] Samukcherra
16] Amtali
17] Dataram
18] Pawanmura
19] Pitra
20] Kupilong
21] Jamjuri
22] Laxmipati
23] Dhuptali
24] Kalamkaibari
25] Khilpara
26] Dhajanagar
27] Matabari
28] South Maharani
29] Thelakum
30] Murapara
31] Shilghati
32] Garjanmura
33] Dudhpus
34] Holakhet
35] Hachupara
36] Kalaban
37] Bagabassa
38] Sarbhya
39] Riyabari

Belonia Rajnagar
1] Hrishyamukh
2] Niharnagar
3] Barpathari
4] Matai
5] Nalua
6] Radhanagar
7] Dimatali
8] Chottakola
9] Gourangabazar
10] Jashmura
11] Kalabarai
12] South singhicherra
13] Uttar B.C.Nagar
14] Ishanchandranagar
15] Sarashima
16] Joynagar
17] Krishnagar
18] Radhanagar
19] Siddhinagar
20] Rangamura
21] Debipur

Belonia Bagafa
1] Santirbazar
2] Jolaibari
3] Muhuripur
4] Kalashi
5] Kathaliacherra
6] Khowaifung
7] Birchandramanu
8] Rambaibari
9] Debdaru

10] West Charakbai
11] Rajnagar
12] Laxmicherra
13] Chaigharia
14] Paikhola
15] Radhakishoreganj
16] South Takmacherra
17] Abangacherra
18] Kanchannagar
19] Patichari
20] Subhas Colony
21] East Bagafa
22) East Charakbai
23) Ratanpur
24) Garadhang
25) Muhuripur R. F.
26) West Pilak
27) Debipur
28) Manirampur
29) West Jolaibari
30) Gardhang PCP Colony
31) Pitraipara
32) Tairuma

Sabroom 1) Silachari
Satchand 2) Manubazar
3) Srinagar
4) Manubankul
5) Kalacherra
6) Harina
7) Cholakhil
8) Ghorakappa
9) Satchand
10) Scnaichari

11) Manughat
12) Ludhua
13) Baishnabpur
14) Samarendraganj
15) Ailmara
16) Bishnupur
17) Sindhupathar
18) Tuichama
19) Chalitachari
20) South Bhuratali
21) Amlighat
22) Santipalli

Amarpur 1) Natunbazar
—do— 2) Ompi
3) Tirthamukh
4) Karbook
5) Taidu
6) Chelagang
7) Jalaya
8) Jatanbari
9) Nagrai
10) Bampura
11) Paharpur
12) Kurmabari
13) West Sarbang
14) Chelagangmukh
15) Kachko bazar
16) Dumburnagar Oustee Colony
17) Chechua

GandaCherra 1) Raishyabari
Dumburnagar 2) Ratannagar
3) Jagabandhupara
4) Ganganagar
5) Karnamani Para

ASSEMBLY PROCEEDINGS (26th Aug.,1998)

Admited Un- Starred Question No :— 64
Name of the Member :— Sri Ratan lal Nath,
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be plessed to state

প্রশ্ন

১) ৩য় বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক এবং অপুষ্টিজনিত কারণে সারা রাজ্যে কোথায় কতজন লোক মারা গিয়েছেন (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)
২) ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের সময় ১০ই এপ্রিল, ১৯৯৮ ইং সন হইতে ১৫ই জুলাই, ১৯৯৮ইং পর্যন্ত উপরিউক্ত কারণে সারা রাজ্যে কোথায় কতজন লোক মারা গিয়েছেন ?

উত্তর

১) ৩য় বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে রাজ্যে আন্ত্রিক ও ম্যালেরিয়ায় মৃতের সংখ্যা যথাক্রমে ৪২০ ও ৮১ জন। অপুষ্টিজনিত কারণে কোন মৃত্যু নেই। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল।

মহকুমার নাম	আন্ত্রিক	ম্যালেরিয়া
সদর	২০৮	১
ধর্মনগর	২৩	১২
কৈলাশহর ও কাঞ্চনপুর	৬৩	৩৪
কমলপুর ও লংতরাই	৮	১
উদয়পুর	২৬	২
বিলোনীয়া	৬	—
সাব্রুম	১১	২
অমরপুর	৯	২৬
গণ্ডাছড়া	১৩	—
সোনামুড়া	১৮	—
খোয়াই	৩৫	৩

২) ১০ই এপ্রিল হইতে ১৫ই জুলাই, ৯৮ইং পর্যন্ত রাজ্যে আন্ত্রিকে ১১ জন ও ম্যালেরিয়ায় ১ জন মারা গিয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিচে দেওয়া হইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

মহকুমার নাম	আন্ত্রিক	ম্যালেরিয়া
সদর	৫	—
খোয়াই	২	—
কৈলাশহর	৩	—
ধর্মনগর	১	১

Admitted Un-Starred Question No. 70.

Name of the Member :— Shri Ratan lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ৩য় বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে রাজ্যে কয়টি স্বাস্থ্য শিবির হয়েছিল (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২) এই স্বাস্থ্য শিবিরগুলি করতে সরকারের মোট কত টাকা ব্যয়িত হয়েছে,

৩) গত ১০ই এপ্রিল ৯৮ইং হইতে ২০.৭.৯৮ইং পর্যন্ত সারা রাজ্যে মোট কয়টি স্বাস্থ্য শিবির হয়েছিল, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৪) এই স্বাস্থ্য শিবিরগুলি সম্পন্ন করতে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

১) ৩য় বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে রাজ্যে মোট ৯০৫৩টি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জেলা ভিত্তিক হিসাব দেয়া হইল।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা — ৪৫৮১

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা — ২৭৩৫

উত্তর ত্রিপুরা জেলা — ১১৬৫

ধলাই জেলা —৫৭২

২) এই শিবিরগুলি করতে মোট ৪২.৪১৮ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৩) ১০-৪-৯৮ ইং থেকে ২০-৭-৯৯ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট ৯৯৫টি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা ভিত্তিক হিসাব দেয়া হইল।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা— ৪০০
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা — ৩৪২
উত্তর ত্রিপুরা জেলা — ১৬১
ধলাই জেলা — ৯২

৪) এই স্বাস্থ্য শিবিরগুলি করতে মোট ৫,৬৫৭ টাকা ব্যয় হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No 83

Name of the Member :— Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার আনটাইড ফাণ্ড কবে চালু সৃষ্টি করেছিল এবং ?

২। এ পর্যন্ত ডম্বুরনগর ব্লকে গত ৩০শে জুন ৯৮ইং পর্যন্ত আনটাইড ফাণ্ডের মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, (মাস ভিত্তিক হিসাব)

৩। এই টাকা দিয়ে কোন্ কোন্ (ডুম্বুরনগর ব্লকে) গাঁও পঞ্চায়েতে কত টাকার এবং কি কি কাজ করা হয়েছে (গাঁও পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৯৫-৯৬ইং অর্থ বছরে আনটাইড ফাণ্ড পঞ্চায়েত দপ্তরে চালু করা হয়েছিল।

২। বিগত ১৯৯৫-৯৬ইং অর্থ বছর থেকে ৩১শে জুন ১৯৯৮ইং পর্যান্ত মঞ্জুরীকৃত আনটাইড ফাণ্ডের মোট পরিমান ৭৬,৮৫.৭০১ টাকা।

৩। ডুম্বুরনগর ব্লকে প্রতি গ্রামের জন্য বৎসর ভিত্তিক বরাদ্দ কৃত অর্থের হিসাব নিম্নরূপ :—

গ্রামের নাম	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯জুন পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫
১। ভগীরথ	১৪,০০০.০০	২৬,৬৬৭.০০	১.৪৪,৯৪০,০০	৩৬,২২৪,
২। বৌয়াল খালি	১৪,০০০,০০	২৬,৬৬৭.০০	১,১০,৪৪০,০০	২৭,৬১০,০০
৩। দলপতি	১৪,০০০,০০	২৬,৬৬৫,০০	১,০১,৩২০,০০	২৫,৩২৯,০০
৪। ধলাঝাড়ি	১৪,০০০,০০	২৬,৬৬৭.০০	৯৮,৫৩০,০০	২৪,৬৩৩,০০
৫। গণ্ডাছড়া	১৪,০০০,০০	২৬.৬৬৫০০	৪.০৪,৪৯০,০০	১০১,১২৩,০০,

৬। জগবন্ধু পাড়া	১৪,০০০,০০	২৬,৬৬৫,০০	৪৮৩,৬৯০,০০	১,২০,৯২২.০০
৭। কালা ঝাড়ি	১৪,০০০,০০	২৬,৬৬৫,০০	১,৪৬,৩০০,০০	৩৬,৫৮২০০
৮। কল্যান সিং	১৪,০০০,০০	২৬,৬৬৫,০০	১,৪১,০৭০.০০	৩৫,২৬৭,০০
৯। লক্ষীপুর	১৪,০০০.০০	২৬,৬৬৫,০০	২,১০,৬৮০,০০	৫২,৬৬৯,০০
১০। পঞ্চরতন	১৪,০০০,০০	২৬,৬৬৫.০০	১,৮৮,০৯০,০০	৪৭.০২৩,০০
১১। পঃপুত্তাছড়া	১৪,০০০,০০	২৬,৬৬৫,০০	২,৪৪,৪০০,০০	৬১,০৯৯,০০
১২। পূঃ পুত্তাছড়া	১৪,০০০ ০০	২৬,৬৬৫,০০	২.১৮.১০০,০০	৫৪,৫২৫,০০
১৩ রাইমা	১৪,০০০,০০	২৬,৬৬৫,০০	১.৪১,৩৮০,০০	৩৫.৩৪৪,০০
১৪। রামনগর	১৪,০০০,০০	২৬ ৬৬৫,০০	১,২২.৬৬০,০০	৩০.৬৬৫.০০
১৫। রতন নগর	১৪,০০০,০০	০২৬,৬৬৫.০০	৮৫.৫৪০.০০	২১,৩৮৫,০০
১৬। সরমা	১৪.০০০,০০	২৬,৬৬৫,০০	২,৩১,৫৫০,০০	৫০,৩৮৭,০০
১৭। তুইচাকমা	১৪,০০০,০০	২৬,৬৬৫,০০	১,০৯,৫৯০,০০	৫২,৩৯৮,০০
১৮। ঠাকুরছড়া	১৪ ০০০,০০	২৬,৬৬৫.০০	১ ৪৬,৭৯০,০০	৩৬,৬৯৮.০০
১৯। উলটাছড়া	১৪,০০০,০০	২৬.৬৬৫,০০	১,৭৪,০২০.০০	৪৩,৫০৪,০০
২০। করম পাড়া	১৪.০০০,০০	২৬,৬৬৫,০০		
২১। কর্ণমনী পাড়া	১৪,০০০.০০	২৬,৬৬৫ ০০	উক্ত গ্রামগুলি ১৯৯৭–৯৮ইং থেকে আমবাশা ব্লকের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।	
২২। গঙ্গানগর	১৪,০০০,০০	২৬.৬৬৫.০০		
২৩। রাধারামবাড়ী	১৪,০০০.০০	২৬,৬৬৫.০০		
২৪। চাকমাপাড়া	১৪,০০০.০০	২৬,৬৬৫,০০		
২৫। সিন্দাপাড়া	১৪,০০০,০০	২৬,৬৬৫,০০		
বি এ.সি.	৫০,০০০,০০	২,০০,০০০,০০	৫,৩১,৫৪০ ০০	৩,৮২,৮৮৪,০০
মোট :—	৪.১৪,০০০,০০	৮,৯৩,২৯০,০০	৫১,০৫,১৪০০,০০	১২.৭৩.২৭১,০০

উক্ত অর্থ দিয়ে গ্রামে গ্রামে নিম্নরূপ কাজ করা হয় :—

১) রাস্তার উন্নতি সাধন। ২) ক্ষুদ্র জলাধার নির্মান। ২) জমি সমান করা। ৪) খেলার মাঠের উন্নতি সাধন। ৫) স্কুল ঘর মেরামত। ৬) মার্ক- ২ মেরামত।৭) পঞ্চায়েত অফিস গৃহ ও ৮) আই সি ডি এস কেন্দ্র মেরামত। ৯) পাম্প সেট ক্রয়। ১০) স্প্রে মেশিন ক্রয় ১১) ফলের ও সবজী বাগান সৃষ্টি। ১২) খাল খনন। ১৩) ধুতী শাড়ী ও পাছড়া (নগদ অংশ) ও অন্যান্য ইত্যাদি।

Admited Un- Starred Question No :— 89
Name of the Member :— Sri Ratan lal Nath
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Trible Welfare Department be plessed to state :—

প্রশ্ন

১) এস.টি. কর্পোরেশন থেকে ৩য় বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে কতটি জীপগাড়ী, কতটি পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়েছে, (যাদের দেওয়া হয়েছে তাদের নাম ঠিকানা সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব),

উত্তর

১) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে এস.টি. কর্পোরেশন হইতে ৭২টি জীপগাড়ী এবং ৫১টি পাওয়ার টিলার বেনীফিসারীদের দেওয়া হয়েছে।
মহকুমা ভিত্তিক তাহাদের নাম এবং ঠিকানা প্রকল্প অনুযায়ী সংযোজনী' ক'তে দেওয়া হল।

নং	মহকুমার নাম	বেনিফিসারীদের নাম এবং ঠিকানা,	প্রকল্পের নাম জীপ	পাওয়ার টিলার
১)	খোয়াই	শ্রী পুষ্প রঞ্জন দেববর্মা, পিতা ঈশ্বর চন্দ্র দেববর্মা পোঃ ভিঃ বেল ছড়া, খোয়াই।	জীপ	—
২)	ঐ	শ্রী সমর দেববর্মা পিতা-পক্ষীরাই দেববর্মা ভিঃ হাতবাটা সমতল পদ্মবিল, খোয়াই।	—	পাওয়ার টিলার
৩)	ঐ	শ্রী অমৃত দেববর্মা পিতা আনন্দ মোহন দেববর্মা ভিঃ পূর্ব রামচন্দ্রঘাট খোয়াই	—	ঐ
৪)	ঐ	শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা পিতা সূর্য্য কুমার দেববর্মা ভিঃ সদু করকরি তেলিয়ামুড়া	—	ঐ
৫)	ঐ	শ্রী সুরেশ দেববর্মা পিতা-হরি মোহন দেববর্মা ভিঃ দক্ষিন গোকুলনগর তেলিয়ামূড়া	—	ঐ
৬)	ঐ	স্বস্ত দেববর্মা পিতা-গুরু চরণ দেববর্মা ভিঃ দক্ষিণ গকোলনগর তেলিয়ামুড়া	—	ঐ
৭)	ঐ	শ্রী সহিত কুমার জমাতিয়া পিতা খগেন্দ্র জমাতিয়া ভিঃ তৃষাবাড়ী তেলিয়ামুড়া	—	ঐ
৮)	ঐ	শ্রী বীরেন্দ্র দেববর্মা পিতা কালীধন জমাতিয়া ভিঃ বেলছড়া খোয়াই	জীপ	ঐ

৯)	শ্রী সুধীর দেববর্মা, পিতা হেমন্ত দেববর্মা, ভিঃ ছনগভিয়া বাড়ী, বাছাইবাড়ী খোয়াই	জীপ	—
১০)	শ্রী মানিকধন জমাতিয়া, পিতা চৈতন জমাতিয়া, ভিঃ মহরছড়া, তেলিয়ামূড়া	জীপ	—
১১)	শ্রী কানু মুণ্ডা, পিতা কনখা মুণ্ডা, ভিঃ চাম্পাহাওয়র. খোয়াই	জীপ	—
১২)	শ্রীপনিন্দ্র দেববর্মা, পিতা পরেন্দ্র দেববর্মা, ভিঃ রাজনগর খোয়াই	জীপ	—
১৩)	শ্রীপ্রভাত চন্দ্র দেববর্মা, পিতা নরেন্দ্র দেববর্মা, ভিঃ রাজনগর.- খোয়াই	—	পাওয়ার টিলার
১৪)	শ্রীউত্তম দেববর্মা পিতা নরেন্দ্র দেববর্মা ভিঃ বেলছড়া খোয়াই,	জীপ	—
১৫)	শ্রীযোগেন্দ্র দেববর্মা, পিতা রুবিয়া দেববর্মা ভিঃ ডুস.কী, তেলিয়ামুড়া,	জীপ	—
১৬)	শ্রীগঙ্গা দেববর্মা, পিতা পরেশ দেববর্মা, ভিঃ রামচন্দ্রঘাট, খোয়াই	জীপ	—
১৭)	শ্রীইন্দ্র কুমার দেববর্মা, পিতা শরৎ চন্দ্র দেববর্মা ভিঃ চাকমাঘাট, তেলিয়ামুড়া,	—	পাওয়ার টিলার
১৮)	শ্রীমতি জনু রানী দেববর্মা, স্ত্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা, ভিঃ বাইজলবাড়ী খোয়াই,	—	"
১৯)	শ্রীহারদাস দেববর্মা, পিতা রবিচন্দ্র দেববর্মা ভিঃ রাজনগর খোয়াই,	—	"
২০)	শ্রীমানেন্দ্র দেববর্মা. পিতা তখীরাই দেববর্মা, ভিঃ কল্যানপুর, খোয়াই	—	"
২১)	যতীন্দ্র দেববর্মা পিতা সুরৎ দেববর্মা ভিঃ কল্যানপুর খোয়াই	—	"
২২)	শ্রীসমীর দেববর্মা, পিতা শশী মোহন দেববর্মা খোয়াই	—	"
২৩)	শ্রীমঙ্গল দেববর্মা, পিতা রবি দেববর্মা ভিঃ ব্রহ্মাছড়া, খোয়াই	জীপ	[illegible]
২৪)	শ্রীবিজয় দেববর্মা, পিতা বুদ্ধিরাই দেববর্মা ভিঃ জয়মনি কুব্রাপাড়া খোয়াই	জীপ	—
২৫)	শ্রীঅনুপ দেববর্মা পিতা যোগেন্দ্র দেববর্মা ভিঃ চাম্পাহাওয়ার, খোয়াই	—	"
২৬)	শ্রীনবহরি জমাতিয়া পিতা ফাল্গুনপদ ভিঃ চাম্পামুড়া তেলিয়ামুড়া	—	"
	মোট :—	১১	১৫

১) শ্রীসুরেশ দেববর্মা, পিতা-জগদীশ দেববর্মা ভিঃ বীরেন্দ্রনগর,জিরানীয়া জপী —

২) শ্রীপার্থ রঞ্জন রুপিনী. পিতা-নারায়ন রুপিনী ভিঃ বিশুদাসবাড়ী,জিরানীয়া ,, —

৩) শ্রীনারায়ন চন্দ্র দেববর্মা, পিতা-রুবীদাস দেববর্মা — পাওয়ার টিলার
ভিঃ বড়কাঁঠাল, মোহনপুর,

৪) শ্রী প্রানগোপাল দেববর্মা, পিতা-বুদ্ধরাই দেববর্মা ভিঃ মান্দাই জপী —

৫) বীরকুমার দেববর্মা, পিতা- নগীর দেববর্মা ভিঃ জিরানীয়া, ,, —

৬) শ্রীবিমান দেববর্মা. পিতা-রামচন্দ্র দেববর্মা ভি. ছনখলা, সদর — ,,

৭) শ্রীশমপ্রাই দেববর্মা, পিতা-মোহনচন্দ্র দেববর্মা — পাওয়ার টিলার
ভিঃ চম্পকনগর,

৮) শ্রীবুদ্ধরাই দেববর্মা, পিা-বিশু কুমার দেববর্মা ভিঃ মান্দাই বাজার — ,,

৯) শ্রীনির্মল দেববর্মা. পিতা-সুনারাম দেববর্মা ভিঃ মাধব বাড়ী — পাওয়ার টিলার

১০) শ্রীসুকুমার দেববর্মা, পিতা-মঙ্গল দেববমা, ভিঃ-মজলিসপুর — ,,

১১) শ্রীরঞ্জিত দেববর্মা পিতা- বিশু কুমার দেববমা ভিঃ চম্পকনগর — ,,

১২) শ্রীবিশুরাই দেববর্মা পিতা- রবি ভিঃ রামচন্দ্র সদরপাড়া জিরানীয়া জীপ ,,

১৩) শ্রী পরেশ দেববর্মা, পিতা-রশিরাম ভিঃ মান্দাই জীপ ,,

১৪) শ্রীজহর লাল দেববর্মা, পিতা-সুখরাই সিধাই মোহনপুর ,, —

১৫) শ্রীরতি দেববর্মা, পিতা-জয় চন্দ্র ভিঃ সাতপাড়া মান্দাই ,, —

১৬) শ্রীঅজিত দেববমা. পিতা সুকুমার ভিঃ বীরেন্দ্রনগর জিরানীয়া ,, —

১৭) শ্রীবাবুল দেববর্মা,পিতা-খগেন্দ্র ভিঃ উজান অভয়নগর, আগরতলা ,, —

১৮) শ্রী সতীশ দেববর্মা পিতা সত্য রঞ্জন ভিঃ বনমালীপুর আগরতলা জীপ —

১৯) শ্রীবিরেশ সাওতাল পিতা হারমা সাওতাল ভিঃ কামালঘাট জীপ —

২০) শ্রীমনু দেববর্মা পিতা জ্যোতি মোহন ভিঃ বীরেন্দ্রনগর জিরানীয়া জীপ —

২১) শ্রী নরেশ দেববর্মা পিতা মহিম ভিঃ সিধাই জীপ —

২২) শ্রী চন্দ্রমা দেববর্মা পিতা যাদব চন্দ্র কৃষ্ণনগর আগরতলা জীপ —

২৩) শ্রীপরেশ দেববর্মা পিতা শম্ভু বীরেন্দ্রনগর জিরনীয় জীপ —

২৪) শ্রী রঞ্জিন দেববর্মা পিতা শম্ভু জিরানীয়া জীপ —

২৫) শ্রী রাজেশ দেববর্মা পিতা অনিল লেইক চৌমুহনী আগরতলা জীপ —

২৬) শ্রী প্রজেশ দেববর্মা পিতা রামচন্দ্র সিধাই মোহনপুর জীর —

২৭) শ্রী জগদীশ দেববর্মা পিতা যতীন্দ্র মোহনপুর — জীপ —
২৮) শ্রী যতীন্দ্র দেববর্মা মনকুরই সিধাই মোহনপুর —পাওয়ার টিলার
২৯) শ্রী সঞ্জয় দেববর্মা পিতা লক্ষণ পকামালঘাট — —
৩০) শ্রী দেবাত্র দেববর্মা পিতা সুরেন্দ্র, কল্যানী ঠাকুরপাড়া — ,,
৩১) শ্রী সুভামনি দেববর্মা পিতা মোহন্ত দুষন্ত নারায়নপাড়া জিরানীয়া জীপ —

মোট :— ২২ ৯

বিশালগড়

১) শ্রীনলীনি জমাতিয়া পিতা-বিরদরজয়া ভিঃ— বুরীমাপাড়া জম্পুইজলা — পাওয়ার টিলার
২) ঐ শ্রীপ্রনব দেববর্মা, পিতা-সুদানা সরঞ্জয়, সদর পাড়া, জম্পুইজলা — ,,
৩) ঐ শ্রীজগৎ দেববর্মা, পিতা-হরেন্দ্র দক্ষিণ রামনগর বিশালগড় জীপ —
৪) শ্রীবাবুল দেববর্মা, পিতা-স্বপন সবলবাছাই টাকারজলা — —
৫) ঐ শ্রীপান্নালাল কলোই-পিতা সুকেন্দু বিকাশ, টাকারজলা জীপ —
৬) ঐ শ্রীস্বপন দেববর্মা, পিতা-বুদ্ধরাই টাকারজলা — পাওয়ার টিলার
৭) ঐ শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা, পিতা-যোগেন্দ্র মধুপুর — পাওয়ার টিলার
৮) ঐ শ্রীসুদন দেববর্মা, পিতা-সুকুমার গরজরিয়া বিশালগড় — —

মোট:— ৪ ৪

সোনামুড়া মহকুমা

১) শ্রীশচীন্দ্র নোয়াতিয়া, পিতা বাঁশীরাই ভিঃ মনাইপাথর সোনামুড়া — পাওয়ার টিলার
২) শ্রীমুহীন্দ্র নোয়াতিয়া, পিতা-রূপিনী মেলাঘর জীপ —
৩) শ্রীসূর্য্যমনি দেববর্মা পিতা-মনমোহন মেলাঘর — পাওয়ার টিলার
৪ শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা, পিতা সুনাইন ভিঃ— ছরমাই জীপ —
৫) শ্রীজগৎমনি ত্রিপুরা, পিতা-পদ্মারাই তালিকালা ভিঃ — পাওয়ার টিলার

মোট:— ২ ৩

কমলপুর

১)		শ্রীকৃষ্ণকান্ত দেববর্মা, পিতা-কুসুম, ভিঃ হালাহালি কমলপুর	জীপ	—
২)	ঐ	শ্রীদিলীপ দেববর্মা, পিতা মঙ্গল,ভিঃ মেন্দিহাওয়ার কমলপুর	জীপ	—
৩)	ঐ	সুবোধ দেববর্মা. পিতা দশরথ, ভিঃ শিকারীবাড়ী	জীপ	—
৪)	ঐ	শ্রীবাদরসেল হালাম, পিতা সংগমনসই,কমলপুর	জীপ	—
৫)	ঐ	শ্রীলক্ষীকুমার দেববর্মা,পিতা প্রবীর, লেম্বুছড়া কমলপুর	—	পাওয়ার টিলার
৬)	ঐ	শ্রীসংখ্যাচরন দেববর্মা, পিতা রুদ্রসিংমেন্দি কমলপুর	—	পাওয়ার টিলার
৭)	ঐ	হীরালাল দেববর্মা, পিতা মঙ্গল আভাঙ্গা,কমলপুর	জীপ	—
৮)	ঐ	শ্রীতপন দেববর্মা, পিতা-বিষ্ণু মহারানী কমলপুর	জীপ	—
৯)	ঐ	শ্রীঅমূল্য দেববর্মা. পিতা মনকুরই কাছু ছড়া সালেমা	জীপ	—
		মোটঃ—	৬	৩

লংতরাইভলি

১)	শ্রীহরিচরন দেববর্মা.পিতা কালীচরন ধলাই	জীপ	—
২)	শ্রীরবীন্দ্র রিয়াং পিতা বিশ্বজয় ছামনু	জীপ	—
৩)	শ্রীরবিনারায়ন রূপিনী পিতা বিদ্যাচন্দ্র মনু	জীপ	—
৪)	শ্রীকিশোর দেববর্মা,পিতা কামিনী ছৈলেংটা	জীপ	—
	মোটঃ —	৪	

গণ্ডাছড়া মহকুমা

১)	শ্রীবিমল কান্তি চাকমা পিতা সুশীল জীবন ভি নারায়নপুর গণ্ডাছড়া	জীপ	-
২)	শ্রীরবি মোহন ত্রিপুরা পিতা এলেন রানীপুকুর গণ্ডাছড়া	জীপ	-
	মোটঃ—	২	

কৈলাশহর মহকুমা

১)	শ্রীচরন দেববর্মা পিতা কুমার, কুমারঘাট	জীপ	—
২)	শ্রীভূপেন সিং দেববর্মা.পিতা শচীন্দ্র ফটিকরায় কুমারঘাট	জীপ	—
৩)	শ্রীরাজুরাজ রিয়াং পিতা রতনজয় চীনিবাগান	—	পাওয়ার টিলার
৪)	শ্রীলাইশ দারলং পিতা তুগানীয়া দারলং দারচই কুমারঘাট	জীপ	—
	মোটঃ—	৩	১

কাঞ্চনপুর

১)	শ্রীভক্তিরাম রিয়াং পিতা সর্বজয় গুচিরামপাড়া কাঞ্চনপুর	জীপ	—
২)	শ্রীপংখীরাম রিয়াং পিতা খৈয়ারাম গুচিরামপাড়া কাঞ্চনপুর	—	পাওয়ার টিলার
৩)	শ্রীরেমু মিফেলা পিতা এইচ-আই.কুমা জম্পুই কাঞ্চনপুর	জীপ	—
৪)	শ্রীপ্রদীপ কুমার চাকমা পিতা ইমুকা চাকমা দুকতাছড়া দশদা	—	পাওয়ার টিলার
	মোটঃ—	২	২

ধর্মনগর মহকুমা

১)	শ্রীভোলা হালাম পিতা নাইচং ভিঃ কুঞ্জনগর পানিসাগর	জীপ	—
২)	শ্রীনকুল ত্রিপুরা পিতা ভরত তিলতুই পানিসাগর	জীপ	—
৩)	শ্রীনিয়োধ বরন চাকমা পিতা নিশিধন নবীনছড়া ধর্মনগর		পাওয়ার টিলার
	মোটঃ—	২	১

বিলোনীয়া মহকুমা

১)	শ্রীসুভাস রিয়াং পিতা বিলারাম ভিঃ পূর্ব বগাফা	জীপ	—
২)	শ্রীউষা মগ চৌধুরী পিতা কেজরী মগ বাইকুড়া	জীপ	—
৩)	শ্রীঅরুন ত্রিপুরা পিতা যতীন্দ্র বনকুল বিলোনীয়া	—	পাওয়ার টিলার
৪)	শ্রীঅভিজিত মগ পিতা সুহলা বাইকুড়া	জীপ	—
৫)	শ্রীকুসাধু ত্রিপুরা পিতা হরি সাধু বাইকুড়া	—	পাওয়ার টিলার
৬)	শ্রীকেব: মগ পিতা সুটপা মগ মৈছড়া বিলোনীয়া	—	পাওয়ার টিলার
৭)	শ্রী নরেশ ত্রিপুরা, পিতা চণ্ডীচরণ, বিলোনীয়া,	জীপ	—
৮)	শ্রীগনেশ দেববর্মা, পিতা বাদল চন্দ্র, রাজনগর, বিলোনীয়া,	—	পাওয়ার টিলার
৯)	শ্রী কৃষ্ণচান্দ ত্রিপুরা, পিতা পূর্ণধন, ফুলচারি, বিলোনীয়া,	—	পাওয়ার টিলার
	মোট :—	৪	৫

সাব্রুম মহকুমা

১)	শ্রীবংশী মোহন ত্রিপুরা পিতা সোনাকুমার ভিঃ উত্তর কালাপানিয়া	জীপ	—
২)	শ্রীমাতমচন্দ্র ত্রিপুরা. পিতা গোবিন্দ, মনু বাজার সাব্রুম	জীপ	—
৩)	শ্রীনিবির দেওয়ান, পিতা জাসিম সিং, ভিঃ শীলাছড়া সাব্রুম	—	পাওয়ার টিলার
৪)	শ্রীশক্তি শংকর চাকমা, পিতা কালিন্দ্র শুকনাছড়া, সাব্রুম	জীপ	—
৫)	শ্রীদয়াভূষন ত্রিপুরা, পিতা জয় রামসোনাইছড়া, সাব্রুম	—	পাওয়ার টিলার
৬)	শ্রীযদু মোহন ত্রিপুরা. পিতা রবীন্দ্র গোরাকাপ্পা	—	পাওয়ার টিলার —
	মোট :—	৩	৩

অমরপুর মহকুমা

১।	শ্রী রঞ্জিত কুমার ত্রিপুরা, পিতা-কুমারাই, ভিঃ অমরপুর,	—	পাওয়ার টিলার
২)	শ্রী সত্য কলোই, পিতা-ম্যানেজার, তৈদু,	জীপ	—
৩)	শ্রী গয়া কলোই, পিতা-মদন, অম্পিনগর, অমরপুর,	জীপ	—
৪)	শ্রী অরুন দেববর্মা, পিতা-ব্যাংকু অম্পিনগর,	জীপ	—
৫)	শ্রী বিকাশ মলসুম, পিতা কল্যানমানিক, তৈদু,	—	পাওয়ার টিলার
৬)	বিদ্যারাজ জমাতিয়া, পিতা পদ্মপলাশ, মালবাসা, অমরপুর	জীপ	—
৭)	শ্রী ধনঞ্জয় জমাতিয়া, পিতা-অনিল কুমার, মালবাসা,	—	পাওয়ার টিলার
৮)	শ্রী হরেন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা শান্তুনো, বৈশ্যাবাড়ী,	—	পাওয়ার টিলার
	মোট :—	৪	৪

উদয়পুর মহকুমা

১)	সুশীলকুমার জমাতিয়া, পিতা চিত্রগুপ্ত, শীলঘটি, উদয়পুর	জীপ	—
২)	শ্রী চান্দমনি জমাতিয়া, পিতা বীরেন্দ্র, ভিঃ আংতংবালা, উদয়পুর	জীপ	—
৩)	শ্রী ধ্রুবমানিক জমাতিয়া, পিতা রতন হাদ্রা, উদয়পুর,	জীপ	—
৪)	শ্রী নরেশ চন্দ্র জমাতিয়া, পিতা দেবসাধন, পিত্রা, উদয়পুর,	—	পাওয়ার টিলার
	মোট :—	৩	১

Admitted Un-Starred Question No. 92

Name of the Member :— Shri Bilal Mia.

Name of Minister :—Minister-in charge of Urban Development Department.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ইং থেকে জুলাই ১৯৯৮ইং পর্যন্ত সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতে বিভিন্ন কাজে কত টাকা খরচ করা হয়েছে।

২। উক্ত সময়ের কাজের ও টাকার আলাদা হিসাব এবং

৩। কোথায় কোথায় কি কি কাজ করা হয়েছে? (আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

১৯৯৩ইং থেকে জুলাই ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতে বিভিন্ন কাজে ব্যয়িত টাকার পরিমান নিম্নরূপ :

উক্ত সময়ে কাজের হিসাব এতদসঙ্গে দেওয়া হল। ১৯৯৩ইং হইতে ৩০,০৬,১৯৯৮ পর্যন্ত কাজ ও টাকার হিসাব।

কাজের নাম	পরিমান	টাকার পরিমান
১। এস.সি.আই, স্কুলের সাইকেল স্ট্যাণ্ড নির্মাণ	১টি	৭,৩৯,৮১৯ টাকা
২। ধলিআই এ পেসেনজার সেড নির্মাণ	১টি	৯,৩৬,৮২০ টাকা
৩। ৩ নং ওয়ার্ডে হকার্স সেড নির্মাণ	৫টি	১৩,৪০০ টাকা
৪। অনাথ শিশু ভবনের চারিপাশে বেড়া নির্মাণ		২৫,১৭১ টাকা
৫। ল-কষ্ট সেনিটেসনের বকেয়া পেমেণ্ট		৩.৩৬৬ টাকা
৬। পাক্কাস্লেপ নির্মান		৪০.১৯৭ টাকা
৭। নগর পঞ্চায়েত অফিস বিল্ডিং নির্মাণ		৮২.০০০ টাকা
৮। সুকান্ত ও নজরুল পার্কে বাগান ও পেইন্টিং	২টি	২৭,৮৭০ টাকা
৯। জল সরবরাহ		
১) মার্কটু টিউব পার্ট নির্মাণ	১টি	৬৩,২৩৯ টাকা
২) টিউব ওয়েল বসানো ও পুন বসানো	১২টি	
১০) কাচা রাস্তা নির্মাণ	৮০মিঃ	২৪,২৭২ টাকা
১১) কাচা ড্রেইন পরিস্কার	২০০ মিঃ	১০,০০০ টাকা
১২) রাস্তার ল ইট মেরামত ও কনজামসন চার্চ প্রদান		২০,৯৪৫ টাকা
১৩) টি. আর এস. (টাটা ভেন) টায়ার টিউব স্পার্ট ইত্যাদি মেরামত		১৭,১৪৫ টাকা
১৪) খেলার সরঞ্জাম বিতরণ (৯ নং ওয়ার্ড) ক] স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার:		১৫,৪৭৪ টাকা
ক) কমুনিটি অরগানাইজারের বেতন	১টি	৬,০০০ টাকা
খ) মটর শ্রমিক শিশু কল্যান একাডেমি স্কুলের সাহায্য বাবদ		৫,০০০
গ) টেইলারিং ইউনিটে ট্রেনিং বাবদ	১১ জন	৩৬,১৫০
ঘ) প্রাইমারি হেলথ সেণ্টারের সিলিং কেন মেরামত বাবদ	৬টি	১,২০০ টাকা
ঙ) কনটিজেণ্ট এক্সপেনডিচার		১.৩৬৮ টাকা
চ) ঠাকুরমুড়া স্কুলে ইন্সপেক্টর অফ স্কুল স্থানান্তর		৭০০০ টাকা
ছ নজরুল পার্কের অনুদান		৩,৬১২ টাকা
জ) বিজ্ঞাপন বাবদ		১,০০০ টাকা
ঝ) অন্যান্যখরচ		২৮,৮৮২ টাকা
ঞ) অনাথ শিশু ভবন মেরামত		১, ০১.৩৮৮ টাকা

১৬)	সংস্কৃতি অনুষ্ঠান		১০,৩০০ টাকা
১৭)	আসবাব কেনা		৫৩,৮০০ টাকা
১৮)	ফুয়ারা নির্মাণ ও স্থাপন		৪,০০,০০০ টাকা
১৯)	বাস্কেট বলের কোর্ট নির্মাণ		৫,০০,০০০ টাকা
২০)	টাউন হলের চারিপার্শ্বে ওয়াল নির্মাণ		১,০০,০০০ টাকা
২১)	রির্জাভ টেংকের চারিপার্শ্বে ওয়াল নির্মাণ		১,০০,০০০ টাকা
২২)	বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও ড্রেইন নির্মাণ ও মেরামত		১০,০০,০০০ টাকা
২৩)	রাস্তা নির্মাণ	৫ কি, মি,	১২,০৭,৭৫৬ টাকা
২৪)	ড্রেইন নির্মাণ	২ কি মি	৩,২৭,০৬৪ টাকা
২৫)	টিউব ওয়েল নির্মাণ মেরামত (এল, আই, সি. ঋণ শোধ সহ)	৩৯১টি	২৫,০৯,১৮০ টাকা
২৬)	স্ট্রিট লাইট	২৬২ টি	১০,৩২.৫১৪ টাকা
২৭)	স্টল নির্মাণ	৮৩ টি	৯,৯৩.২৮৮ টাকা
২৮)	কর্মচারীদের বেতন		৩৫,০৮,৪৯৪ টাকা
২৯)	বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অনুদান		২.৪৩,০০০ টাকা
৩০)	নেহেরু রোজগার যোজনার ব্যায়		২০,৭৮,৫০৭ টাকা
৩১)	গরীবদের জন গৃহ নির্মাণ	১৩৫ টি	২৭.০০,০০০ টাকা
৩২)	দশম অর্থ কমিশনের বরাদ্দ		৪,০০,০০০ টাকা
৩৩)	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহর নিবির উন্নয়ন প্রকল্প		৫,৫১,৭১৩ টাকা

Admitted Un-starred Questian No;- -124.

Name of the Member :-- Shri Rabindra Deb Barn.a,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে মোট পঞ্চায়েত সেক্রেটারী কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

২। এবং এখন পর্য্যন্ত মোট কতজন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী বিরোদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে ?

৩। কতজন পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে সুনিদিষ্ট অভিযোগের ফলে দোসী প্রমানিত হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কি শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। সার রাজ্যে বর্তমানে কর্মরত মোট পঞ্চায়েত সেক্রেটারী কর্মচারীর সংখ্যা ১২৬২ জন

২। ১৯৯৪ইং সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠনের উদ্যোগ নেওয়ার সময় থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৩১ জন পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির আপাত দৃষ্টিতে যথার্থতা সম্বলিত অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৩। অভিযুক্ত ৩১ জন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী মধ্যে ১৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট গঠন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৮ জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে চার্জশীট গঠন করা হয়েছে তাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে তদন্তে ১ জনের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমানিত হয় নি।

Admitted Un- Starred Question No :— 126
Name of the Member :— Sri Ratan lal Nath
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Trible Welfare Department be plessed to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপের ফলে কোন কোন অঞ্চল হইতে কতটি উপজাতি পরিবার নিজ বাসভূমি ও বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে ? এবং

২) তাদের মধ্যে এ পর্যন্ত কতটি পরিবারকে অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, (কোন কোন স্থানে কত পরিবার পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাহার হিসাব)

৩) ইহা কি সত্য যে উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপের ফলে ত্রিপুরা থেকে অনেক উপজাতি পরিবার রাজ্যান্তরী হয়েছেন ?

৪) সত্য হলে তার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২) ,,

৩) ,,

৪) ,,

Admitted Un-Starred Question No. 133
Name of the Member :— Shri Ratan lal Nath,
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর আজ পর্যন্ত পঞ্চায়েত গুলিতে দুর্নীতি অভিযোগ সারা রাজ্যে বেশ কিছু পঞ্চায়েত সচিবকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে,
(এ.ডি.সি,-সহ হিসাব)

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে সারা রাজ্যে কতজন সচিবের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, (ব্লক হিসাব) (এ,ডি.সি,-সহ হিসাব) এবং

৩) এই সময়ের মধ্যে উক্ত অভিযোগে কতজন পঞ্চায়েত সচিবের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস, হয়েছে ?
(ব্লক ভিত্তিক হিসাব। এ. ডি. সি. সহ হিসাব)

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর এখন পর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগে ৩০ (ত্রিশ) জন পঞ্চায়েত সচিবকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তাদের ব্লক ভিত্তিক হিসাব (এ,ডি,সি ব্লক সহ) নিম্নরূপ :-

১)	পানিসাগর	১জন
২)	কুমারঘাট	২জন
৩)	দম্বুরা	৮জন
৪)	সালেমা	১জন
৫)	আমবাসা	১জন
৬)	মনু	১জন
৭)	ছামনু	১জন
৮)	তেলিয়ামুড়া	১জন
৯)	মোহনপুর	১জন
১০)	জিরানীয়া	২জন
১১)	ডুকলী	২জন
১২)	মেলাঘর	১জন
১৩)	কিল্লা	১জন
১৪)	বগাফা	২জন

১৫)	অমরপুর	৩জন
১৬)	রাজনগর	২জন
	মোট :—	৩০ জন

৩) এই সময়ের মধ্যে উক্ত অভিযোগে মোট ৩ (তিন) জন পঞ্চায়েতে সচিবের বিরুদ্ধে পুলিশ কেইস হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১)	অমরপুর	২ জন
২)	ছাওমনু	১ জন
	মোট :—	৩ জন

Admitted Un-Starred Question No—135
Name of Member :— Sri Ratan lal Nath.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যের কতটি গাঁওসভা এখনও স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় আসেনি (ব্লক ভিত্তিক নাম সহ হিসাব)
২) এই সব গাঁওসভার মোট জনসংখ্যা কত ?
৩) রাজ্যের সমস্ত গাঁওসভা এলাকাকে স্বাস্থ্য " পরিষেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকারের সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা আছে কি। এবং
৪) যদি থাকে তবে তা কি ?

উত্তর

১। রাজ্যে এরকম কোন গাঁও নেই সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতা আসেনি।
২) প্রশ্ন আসে না।
৩) প্রশ্ন আসে না।
৪) প্রশ্ন আসে না।

Printed by :

Secretary,

TRIPURA PRESS OWNER'S ASSOCIATION

AGRATALA, TRIPURA.